রুশ বিপ্লব-প্রবাহ

আলবার্ট রিস উইলিয়মস

* লেনিন—মানুষটি এবং তাঁর কর্মযজ্ঞ
* রুশ বিপ্লবের ভিতর দিয়ে

রুশ বিপ্লব প্রবাহ

আলবার্ট উইলিয়ামস

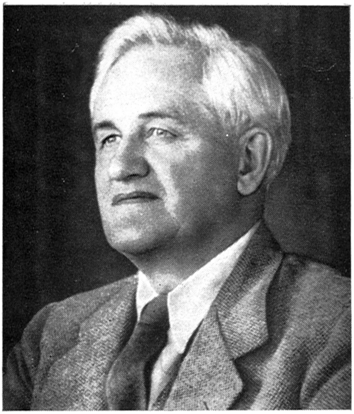

আমেরিকান সাংবাদিক আলবার্ট রিস উইলিয়মস রাশিয়ায় এসেছিলেন ১৯১৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে; প্ুরন রাজের পতন এবং অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের বিজয় তিনি প্রত্যক্ষ করেন। ঝঞ্ঝাবিক্ষ্ুব্ধ সেই মাসগ্ুলিতে তিনি দেখেছিলেন বিপ্লবী জনগণের বিভিন্ন সভা-মিছিল, পেত্রগ্রাদে শীত প্রাসাদ দখল, আর দেশ জ্ুড়ে সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার জয়যাত্রা। 'র্ুশ বিপ্লবের ভিতর দিয়ে' বইয়ে তিনি সেইসব ঘটনা সম্বন্ধে বলেছেন।

লেনিনের সঙ্গে উইলিয়মসের দেখা হয়েছিল অনেকবার, একটা সভায় তিনি লেনিনের সঙ্গে বক্তৃতা করেছিলেন, দৈনন্দিন কাজ আর জীবনের মধ্যে এই মহাবিপ্লবী নেতাকে বারবার লক্ষ্য করবার স্ুযোগ তাঁর হয়েছিল। 'লেনিন — মান্ুষটি এবং তাঁর কর্মযজ্ঞ' বইয়ে তিনি মহা আন্তরিকতাসহকারে লিখেছেন লেনিন সম্বন্ধে।

১৯৩১ সালে আর একবার সোভিয়েত ইউনিয়নে আসবার পরে তিনি 'বিশ্বের মহত্তম অভ্যর্থনাকক্ষ' প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন; এই প্রবন্ধটিও লেনিন সম্বন্ধে।

আলবার্ট রিস উইলিয়মসের এই সবকটি লেখা রয়েছে এই বইখানিতে; ১৯৫৯ সালে লেখক সোভিয়েত ইউনিয়নে ছিলেন — তখন তিনি লেখাগ্ুলি নতুন করে পড়ে দেখে দেন এবং র্ুশ সংস্করণের জন্যে একটি ভূমিকা লিখে দেন।

লেনিন — মানুষটি এবং তাঁর কর্মযজ্ঞ

*

রুশ বিপ্লবের ভিতর দিয়ে

আলবার্ট রিস উইলিয়মস

রুশ বিপ্লব-প্রবাহ

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

অনুবাদ: বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

Альберт Рис Вильямс

О ЛЕНИНЕ И ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

На языке бенгали

সূচি

অক্টোবর বিপ্লব ৭

লেনিন — মানুষটি এবং তাঁর কর্মযজ্ঞ

ভূমিকা ২১

লেনিনের সঙ্গে দশ মাস ২৫

বিশ্বের মহত্তম অভ্যর্থনাকক্ষ ৬৯

রুশ বিপ্লবের ভিতর দিয়ে

ভূমিকা ৮৫

প্রথম খণ্ড

বিপ্লব করল যারা

কৃষক, শ্রমিক আর সৈনিকদের সঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ। বলশেভিকরা এবং শহর ৯০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। মিছিলের নগরী পেত্রগ্রাদ ১০৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ। মাঝে কিছু কৃষকের কথা ১১৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ। অশ্বারোহী জেনারেল ১৩৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ। কমরেড নাবিকেরা ১৪৩

দ্বিতীয় খণ্ড

বিপ্লব এবং তার পরের দিনগুলি

শ্বেত আর লালদের মধ্যে

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। 'সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই' ১৫৫

সপ্তম পরিচ্ছেদ। ইতিহাসে নতুন তারিখ — ৭ই নভেম্বর ১৬২

অষ্টম পরিচ্ছেদ। শীত প্রাসাদ দখল ১৬৮

নবম পরিচ্ছেদ। লালরক্ষী, শ্বেতরক্ষী আর কৃষ্ণ শত বাহিনী ১৮০
দশম পরিচ্ছেদ। শ্বেতদের জন্যে — দয়া, না, মৃত্যু? ১৯২
একাদশ পরিচ্ছেদ। শ্রেণীতে-শ্রেণীতে যুদ্ধ ২১০
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। নতুন ব্যবস্থা গড়ার পালা ২২৭

তৃতীয় খণ্ড

বিপ্লবের প্রসার

এক্সপ্রেস ট্রেনে সাইবেরিয়া পাড়ি
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। স্তেপভূমি জাগল ২৩৯
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ। চের্ম-এর লাল কয়েদীরা ২৫১
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। ভ্লাদিভস্তক সোভিয়েত এবং তার নেতারা ২৬০
ষোড়শ পরিচ্ছেদ। স্থানীয় সোভিয়েত কাজে লাগল ২৬৯

চতুর্থ খণ্ড

বিপ্লবের জয়

পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার বিরুদ্ধে সোভিয়েত
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। মিত্রশক্তিগুলি সোভিয়েতকে বিনষ্ট করল ২৮০
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ। লাল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ২৯৩
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ। প্রস্থান ৩০২
বিংশ পরিচ্ছেদ। পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত ৩০৮

অক্টোবর বিপ্লব

'ইসলামের উত্থানের পরে সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন ঘটনা হল রুশ বিপ্লব,' লিখেছেন এইচ্. জি. উয়েল্স্। পশ্চিমী ইতিহাসবিদেরা এইভাবে ইতিহাসে অক্টোবর বিপ্লবের স্থান নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছেন। ওয়াশিংটনে রোম্যান ক্যাথলিক অধ্যাপক ওয়াল্শ্'এর দৃষ্টিতে রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পরে সবচেয়ে তাৎপর্যসম্পন্ন ঘটনা হল অক্টোবর বিপ্লব। বিশিষ্ট বৃটিশ প্রবন্ধকার হ্যারল্ড ল্যাস্কির দৃষ্টিতে এই বিপ্লব হল 'খৃষ্ট-জন্মের পরে সবচেয়ে তাৎপর্যসম্পন্ন।'

বিপ্লবের মহত্ত্বের সঙ্গে সংগতি রেখেই এ সম্বন্ধে প্রকাশিত হয়েছে বিপুলসংখ্যক বই — কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাষাগুলিতে নয়, আরও শতখানেক ভাষায়। পশ্চিমে ছাপাখানাগুলি থেকে অবিরত ধারায় তা বেরিয়ে আসছে। আর যেহেতু মানুষ সবসময়েই শুরুটিতে — শিশুর জন্মটিতে — আগ্রহী তাই বহুসংখ্যক বইই অক্টোবর বিপ্লবের গোড়ার দিনগুলি নিয়ে: চাঞ্চল্যকর সেই যে-মহান বীর্যবান দিন আর সপ্তাহগুলি দুনিয়াটাকে কাঁপিয়ে দিল তাই নিয়ে।

বিপ্লবের উদ্ভব, বিপ্লবের বিভিন্ন পার্টি, বিপ্লবের কর্মসূচী, বিপ্লবের অর্থনীতি, বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ, ইত্যাদি সম্বন্ধে দীর্ঘ আর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাবেন এইসব বইয়ে। তবে, একটা দিক থেকে এইসব বইয়ের প্রায় সবগুলিতেই বিপ্লবের প্রধান উপাদানটির অভাব রয়েছে। ঐসব বইয়ে পাবেন অক্টোবর বিপ্লব সম্বন্ধে বহু বহু জিনিস — প্রায় সবই, খাস বিপ্লব ছাড়া। তার কারণ, এইসব বইয়ে **জনগণ** সম্বন্ধে আছে সামান্যই কিংবা কিছুই না। অথচ, জনগণই — শ্রমিক আর কৃষক — তারাই তো বিপ্লব।

জনগণকে বাদ দিয়ে বিপ্লবের বর্ণনা দেবার চেষ্টাটা হল, সেই যে ইংরেজরা যা বলে, ডেনমার্কের রাজকুমারকে বাদ দিয়ে শেক্সপীয়রের নাটক 'হ্যাম্‌লেট' মঞ্চস্থ করবার সামিল।

তখন জনগণ আর নিষ্ক্রিয় নয় — ১৯১৭ সালে তারা এগিয়ে গেল মঞ্চের কেন্দ্রস্থলে। তাদের ভূতপূর্ব শাসক আর তাদের অনুচরদের ঝেঁটিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলটিক সাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর অবধি বিস্তীর্ণ বিশাল ভূখণ্ডে জনগণ তাদের দীর্ঘকাল যাবত সুপ্ত সামর্থ্য আর কর্মশক্তিকে সক্রিয় করে তুলল। তাদের উপর এবং ইতিহাসপ্রদত্ত মহা ঐতিহাসিক কর্তব্যকর্ম সাধনে তাদের ক্ষমতার উপর ভরসা করে লেনিন রাশিয়ার এবং বিপ্লবের ভবিষ্যৎ পণ করলেন। লেনিনের এই পরম বিশ্বাস এসেছিল জনগণ সম্বন্ধে তাঁর গভীর প্রত্যক্ষঘনিষ্ঠ জ্ঞান আর আস্থা থেকে।

আমারও সৌভাগ্যের কথা, ১৯১৭ সালের বসন্তকালে রাশিয়ায় আসবার অল্পকাল পরেই জনগণের ক্ষমতার প্রতি এই উচ্চ মর্যাদাবোধ আর আস্থা আমি অর্জন করতে পারি, যেটা অবশ্য পরে সোভিয়েত ইউনিয়নে বিভিন্ন বারের পর্যটনের ভিতর দিয়ে আরও বেড়ে যায়। আমার অন্তর্দৃষ্টি আসে জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফলে — পেত্রগ্রাদ আর নিজনি নভ্‌গোরদের* কারখানায়-কারখানায় শ্রমিকদের সঙ্গে মেলামেশায়, ব্যারাকে-ব্যারাকে সৈনিকদের সঙ্গে আলাপে, বিজ্ঞ এবং ঋষিতুল্য বলশেভিক** ইয়ানিশেভের সঙ্গে ভ্লাদিমির সহরের নিকটস্থ একটি গ্রামে দীর্ঘকাল সহযাত্রায় এইসবের ভিতর দিয়ে তাদের উদ্যোগ, অধ্যবসায়, শক্তিসামর্থ্য,

---

* এখন শহরটির নাম গোর্কি। এটি এবং বিশেষ উল্লেখ না থাকলে অন্যান্য পাদটীকা সম্পাদকের।

** বল্‌শেভিক — কথাটা এসেছে 'বল্‌শিন্‌সৎভো' (সংখ্যাগুরু অংশ) থেকে। ১৯০৩ সালে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের পরে বলশেভিকদের এই নাম হয়। ঐ কংগ্রেসে পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থা নির্বাচনের সময়ে লেনিনের সমর্থক বিপ্লবী মার্কসবাদীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়েছিলেন; সুবিধাবাদীরা সংখ্যালঘু হয়ে গেল এবং তখন থেকে তাদের নাম হল মেন্‌শেভিক ('মেন্‌শিন্‌স্‌ৎভো', মানে সংখ্যালঘু অংশ থেকে)। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির ষষ্ঠ (প্রাগ্‌) সম্মেলনে (১৯১২) সুবিধাবাদীরা পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়।

নতুন নতুন ধ্যানধারণা আর কর্মকুশলতা অর্জনে তৎপরতা আর উদ্ভাবনক্ষমতার প্রতি আমার প্রবল মর্যাদাবোধ জন্মে এবং তাদের ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্বন্ধে আমি দৃঢ়প্রত্যয় হই।

এইভাবে বিপ্লবের একেবারে আরম্ভেই রাশিয়া সম্বন্ধে তথাকথিত বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক, পাবলিসিস্ট আর ইতিহাসবিদদের প্রায় সবারই চেয়ে আমার একটা সুবিধা ছিল। তাঁরা হয়ত রাশিয়ার ইতিহাস জানতেন, বহু পার্টির কর্মসূচী আর তাদের নেতাদের জানতেন, জানতেন কূটনীতিক আর বৈদেশিক রাজদূতদের। কিন্তু তাঁদের প্রায় সবাই আসলে জনগণকে জানতেন না। অথচ, আবার বলি, জনগণই ছিল বিপ্লব।

কাজেই, বিপ্লবের মূল্যায়নে ঐসব তথাকথিত বিশেষজ্ঞের বারবারই ভুল হয়েছে—সর্বক্ষণই তাঁরা বিপ্লবের পরাজয়, বিপর্যয় আর পতনের ভবিষ্যদ্বাণী করতেন।

অক্টোবর* মাসে সোভিয়েতগুলি তাদের সরকার স্থাপন করবার পরে তাঁরা বললেন, 'এটা টিকবে এক সপ্তাহ, বড় জোর এক মাস কিংবা দু'মাস।' কিন্তু সোভিয়েত জনগণকে জানতাম ব'লে আমি দৃঢ় বিশ্বাসে বলেছিলাম, সোভিয়েতগুলি ক্রমেই বেশি করে তাদের সরকারের পেছনে জনগণকে সমবেত করবে। ক্ষমতা যেমন জয় করেছে, তেমনি ধরে রাখবে — থাকতে এসেছে তারা।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা চালু হলে সেটাকে 'পরিসংখ্যানবিদের স্বপ্ন' ব'লে, 'মহাজাগতিক অঙ্কের ব্লু-প্রিণ্ট' ব'লে বিদেশে টিটকারি দেওয়া হল। কিন্তু সোভিয়েত জনগণ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান যাঁদের ছিল তাঁরা দৃঢ় বিশ্বাসে বললেন, প্রকল্পগুলি যতই বিশাল হোক না কেন, সোভিয়েত জনগণ তা বাস্তবে রূপায়িত করবে, এই মহা সংগ্রামে এঁটে উঠতে তারা সক্ষম।

পশ্চিমে বিজয়ের ফলে উল্লসিত হয়ে ক্ষমতার শিখরে দাঁড়িয়ে ২০০টা নাৎসী ডিভিশন যখন ১৯৪১ সালের জুন মাসের সেই সাংঘাতিক দিনটায় সোভিয়েত সীমান্ত পার হল তখন ঐ তথাকথিত বিশেষজ্ঞেরা বড়ো-গলায় বলতে থাকলেন যে, নাৎসীরা মাখনের মধ্যে দিয়ে ছুরির মতো এগিয়ে

---

* নতুন পঞ্জিকা মতে নভেম্বর।

যাবে লাল ফৌজের ভিতর দিয়ে, তিন-চার সপ্তাহের মধ্যেই ক্রেমলিনের বুরুজে-বুরুজে উড়বে স্বস্তিকা পতাকা। কিন্তু আমরা, যারা সোভিয়েত জনগণকে জানতাম, সেই আমরা অন্যটা বুঝেছিলাম। ২৪শে জুন তারিখে তাস্-এর একটি অনুরোধক্রমে আমি একটি দীর্ঘ তারবার্তা পাঠিয়েছিলাম— তাতে আমি দৃঢ় প্রত্যয়ে বলেছিলাম যে, সোভিয়েত জনগণের পরাক্রমই প্রাধান্য লাভ করবে আর যথাসময়ে বার্লিনে রাইখস্টাগের উপর উড়বে কাস্তে-হাতুড়ি আঁকা লাল ঝাণ্ডা।

প্রত্যেকটি সংকটে সোভিয়েত জনগণ চমৎকার ক্ষমতা দেখিয়েছে, যত চাহিদা এসেছে সবই মেটাবার উপযুক্ত হয়েছে তারা।

অবশ্যি সবাই যে ছিল বিপ্লবের ভক্ত, তার জন্যে মরতে প্রস্তুত, এ কথা তো অবশ্যি বলতে চাই না। যথারীতি তাদের মধ্যেও ছিল কিছু অন্তর্ঘাতক, রুষ্ট, ভাগ্যান্বেষী, এমনকি বেইমান। কিন্তু বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ — এবং নিঃসন্দেহে বলিষ্ঠ, প্রাণশক্তিসম্পন্ন আর সংগ্রামী যারা তারা প্রায় সবাই— ছিল নির্ভীক, বিপ্লবের নিষ্ঠাবান রচয়িতা এবং রক্ষক।

যাবতীয় গার্হস্থ্য গুণ তাদের হয়ত ছিল না, কিন্তু বিপ্লব সংঘটনে অবশ্যপ্রয়োজনীয় গুণগুলি তাদের ছিল: অধ্যবসায়, দৃঢ়তা, সহনশীলতা, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা আর তার জন্যে আত্মত্যাগ স্বীকার, নতুন নতুন ধ্যানধারণা আর কর্মকুশলতা আয়ত্তে প্রস্তুতি। এগুলির সঙ্গে জুড়তে হবে আরও একটা গুণ—যেটাকে সাধারণত বৈপ্লবিক বলে গণ্য করা হয় না, কিংবা মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হয় না। সেটা হল ধৈর্য।

কিন্তু, দুঃখের কথা, বিপ্লবের মর্মবাণী দিয়ে, চমকপ্রদ, প্রচণ্ড রক্তে-নাড়া-দেওয়া ঘটনাবলীতে আবিষ্ট হয়ে বিপ্লবের ধীর-স্থির, অনাটকীয়, দৈনন্দিন দিকগুলোর কথা আমরা ভুলে যাই। একদিকে বিপুল সব ঘটনা: স্মল্‌নির* নাটক, শীত প্রাসাদে ঝঞ্ঝাক্রমণ, অন্যদিকে রাতের পর রাত বিশ্রী

---

* লেনিনগ্রাদে (আগে পিটার্সবুর্গ এবং পেত্রগ্রাদ) একটি ইমারতের নাম স্মল্‌নি; ১৯১৭ সাল অবধি এখানে ছিল অভিজাত সম্প্রদায়গুলির মেয়েদের একটা ইনস্টিটিউট। ১৯১৭ সালের অগস্ট মাসে পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত এবং শ্রমিক আর সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি সেখানে কার্যালয় স্থাপন করে;

দীর্ঘ অন্ধকারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পেত্রগ্রাদের রাস্তায় রাস্তায় স্বল্প পোশাক-পরা শ্রমিকদের ক্লান্তিকর প্রহরা; জুলাই অভ্যুত্থানের* পরে একটা খড়ের ঘরে লেনিনের আত্মগোপনের জীবন কিংবা ফিনল্যান্ডে নির্বাসনে তাঁর প্রতীক্ষা; জেলে আটক বলশেভিক নেতারা।

অক্টোবরের দিনগুলির পরে সবাই দেখতে থাকল জ্বালানি আর রুটির রেশনের পরিমাণ ক্রমাগত কমছে এবং বিপ্লব যে-কল্যাণ আনবে বলে প্রতিশ্রুতি ছিল সেটা মাসের পর মাস পিছিয়ে যাচ্ছে। ধৈর্যের কঠোর সব পরীক্ষা—হিম, ভুখা, রক্ত, ঘর্ম, অশ্রু—এই ছিল ১৯১৭ সালের বিপ্লব-সংঘটকদের ভাগ্য। কিন্তু অত ক্লেশ সত্ত্বেও তাঁদের জন্যে আমাদের দুঃখিত হবার দরকার নেই। নিজেরা তাঁরা শোক করেন নি। ভলোদার্স্কির** মতো অনেকেই তো বিপ্লবে অনুভব করেছেন গভীর তৃপ্তি, গৌরব আর

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির বলশেভিক গ্রুপটিরও কার্যালয় হয় এখানে। লেনিনের নির্দেশ অনুসারে পেত্রগ্রাদে অক্টোবরের সশস্ত্র অভ্যুত্থান পরিচালনা করেছিল পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের সামরিক বিপ্লবী কমিটি — তারও সদরঘাঁটি ছিল স্মল্নিতে।

* জুলাই অভ্যুত্থান — ১৯১৭ সালের ৩রা এবং ৪ঠা জুলাই তারিখে পেত্রগ্রাদের ঘটনাবলী, যাতে উদ্ঘাটিত হল রাশিয়ায় একটা গভীর রাজনীতিক সংকট। সোভিয়েতগুলিই দেশে সমগ্র রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করুক এবং ন্যায্য শান্তি-চুক্তি করা হোক, এই দাবি তুলে শ্রমজীবী জনগণের যে বিশাল শান্তিপূর্ণ মিছিল বেরিয়েছিল ঐ দু'দিন তার উপর গুলি চলেছিল অস্থায়ী সরকারের হুকুমে। দেশে প্রতিক্রিয়া পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। সমগ্র রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রাস করল প্রতিক্রিয়াশীল অস্থায়ী সরকার। মেনশেভিকদের আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের পেটি বুর্জোয়া পার্টি দুটি অস্থায়ী সরকারের কর্মনীতির প্রতি হীনানুগত্যে তৎপর হয়ে বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশ অসম্ভব করে দেয়।

বলশেভিক পার্টি অস্থায়ী সরকার উচ্ছেদ করে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য, অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি আরম্ভ করল।

** ভলোদার্স্কি (১৮৯১—১৯১৮) — ১৯১৭ সাল থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, অক্টোবর বিপ্লবে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। তিনি ছিলেন একজন জনপ্রিয় আন্দোলনকারী। বিপ্লবের পরে তিনি পেত্রগ্রাদে সংবাদপত্র, প্রচার আর আলোড়নের কমিশার ছিলেন। ১৯১৮ সালের জুন মাসে একজন প্রতিবিপ্লবী তাঁকে হত্যা করে।

আনন্দ। ক্রুপ্‌স্কায়া* বলেছেন, 'বিপ্লবের ভিতর দিয়ে এসেছেন যে-জন কেবল তিনিই জানেন এর কী মহিমা।'

রাশিয়ার মানুষ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে আমি সব সময়েই লেনিনের সম্বন্ধে লিখে আসছি। মনে-মেজাজে রাশিয়ার মানুষ এবং লেনিন প্রায় অভিন্ন—কেননা, নিপীড়িতের প্রতি সহানুভূতি, উৎপীড়কের বিরুদ্ধে ঘৃণা আর ক্রোধ, প্রবল সত্যানুসন্ধান, এইসব বিশিষ্ট রুশীয় মানবধর্ম আর চরিত্রবৈশিষ্ট্যের মূর্ত প্রতীক ছিলেন লেনিন; তাঁর মাঝে এই গুণগুলি বিকশিত হয়েছিল সর্বোচ্চ মাত্রায়, তিনি হয়ে উঠেছিলেন মহা-প্রতিভাশালী। যেসব বিদেশী লেনিনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন, যাঁরা অনুভব করেছিলেন তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই লেনিন সম্পর্কে এই 'মহা-প্রতিভাশালী' কথাটি ব্যবহার করেছেন।

এদিক দিয়ে আমেরিকানদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন রেমণ্ড রবিন্‌স্‌—পণ্ডিত ব্যক্তি এবং আলাস্‌কায় সোনা তুলে ধনী।

লেনিনের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপন এবং আচার-ব্যবহারের ভিতর দিয়ে রবিন্‌স্‌ লেনিনের প্রতি এতই বেশি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিলেন যে, আমেরিকায় ফিরে ফ্লোরিডায় নিজের বিরাট জমিদারিতে একটা জ্যান্ত ওক গাছ পুঁতে তার নাম রেখেছিলেন 'লেনিন বৃক্ষ'। এই গাছটি বড় হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে লেনিনের প্রতি তাঁর এই শ্রদ্ধা ও সম্মান বছরের পর বছর বেড়ে চলে। রবিন্‌স্‌ ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন এবং প্রতি রবিবার নিজের জমিদারিতে বন্ধুদের এবং শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের নিয়ে ধর্মোপদেশ-সভার অনুষ্ঠান করতেন। তাঁর এইসব ধর্মোপদেশ যেভাবেই আরম্ভ হোক না কেন, প্রায় সব সময়েই লেনিনের প্রজ্ঞা আর মহা-প্রতিভার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে সেটা শেষ হত। সৌভাগ্যক্রমে এইসব ধর্মোপদেশ বা বক্তৃতা রেকর্ড করা আছে।

আমার বইগুলির প্রথম খসড়া করেছিলাম ভ্লাদিভস্তকে স্বর্ণশৃঙ্গ উপসাগরের একটি দ্বীপে। দেশে, আমেরিকায় ফিরবার পথে জাপানের

---

* ক্রুপ্‌স্কায়া, ন. ক. (১৮৬৯—১৯৩৯) — লেনিনের স্ত্রী এবং কমরেড; কমিউনিস্ট পার্টির বিশিষ্ট সদস্য এবং সোভিয়েত সরকারের কর্মী।

ভিতর দিয়ে যাবার ভিজা দিতে জাপানীরা অস্বীকার করছিল বলে আমি ঐ দ্বীপে আটক পড়ে গিয়েছিলাম। এর পরে হস্তক্ষেপকারীরা হঠাৎ ভ্লাদিভস্তক দখল করে নিল; প্রতিবিপ্লবীরা হুড়মুড় করে এসে ঢুকল আমার কামরায়। পাণ্ডুলিপিগুলি খোয়া গেল। প্রাণটা যে খোয়া যায় নি তার কারণ বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে রাত্রে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

ভ্লাদিভস্তক থেকে আমার তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়বার ব্যবস্থা করেছিলেন আমেরিকান কন্‌সাল।

এক বছর পরে (আমেরিকায় ফিরে) হাড্‌সন নদীর তীরে গাছপালায় ঢাকা পাহাড়ী এলাকায় জন রীড-এর* কুটীরে বসে আমি আবার নতুন করে ঐসব বই লিখতে আরম্ভ করি। তখন আমি ভীষণ বাতের যন্ত্রণায় ভুগছিলাম; জন তখন বদ্যি হয়ে গরম একটা চ্যাপ্টা ইস্ত্রি ঘষে দিত আমার রুগ্ন শিরদাঁড়া আর পায়ের উপর দিয়ে। ব্যঙ্গ-কৌতুকে বরাবর সুনিপুণ জন তখন বলে উঠত, 'আহা, এই অবস্থায় লেনিন যদি একবারটি দেখতেন আমাদের!'

আমেরিকার প্রধান প্রধান শহরে বিপ্লব সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তৃতা আর আলোচনা-সভার মধ্যে মধ্যে আমি বইগুলি লেখা শেষ করেছিলাম। তা অনূদিত হয়েছিল বহু ভাষায় এবং, কি জানি কী কারণে, সবচেয়ে বেশি প্রচারিত হয়েছিল জাপানে। স্পষ্ট কিছু ভুলভ্রান্তির সংশোধন ছাড়া, বিপ্লব যখন আমার স্মরণে তাজা আর জীবন্ত তখন যেভাবে লিখেছিলাম তেমনটিই তা পুনঃমুদ্রিত হল।

১৯২২ সালে রাশিয়ায় ফিরে আসবার সময়ে বই দুখানি সঙ্গে এনেছিলাম। ভ্লাদিমির ইলিচ তখন গোর্কিতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন; সহজেই বই দুখানি তাঁর কাছে নেওয়া যেত। কিন্তু অদ্ভুত একটা সংকোচ এবং অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে বিরক্ত করতে অনিচ্ছা আমাকে নিবৃত্ত করল। তবে,

---

* জন রীড (১৮৮৭—১৯২০) — একজন আমেরিকান প্রবন্ধকার। যুদ্ধ-সংবাদদাতা হিসেবে তিনি ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় এসেছিলেন। অক্টোবর বিপ্লবকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন। পরে তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হন।

ক্রুপ্‌স্কায়াকে চিনতাম—তাঁর কাছে দিতে পারতাম; তিনি, খুব সম্ভব, লেনিনকে পড়ে পড়ে শুনিয়ে 'রুশ বিপ্লবে জনগণ' বইটির জন্য লেনিনের অনুমোদন এনে দিতে পারতেন। অনেক সময়ে তাই আক্ষেপ করেছি, লেনিন যখন গোর্কিতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন বই দুখানা তাঁর হাতে দিলাম না কেন।

তবে, ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে আর একবার গোর্কিতে গিয়েছিলাম—সুযোগ্য গাইড্ ভ বুরোভা বাড়িটির কামরায় কামরায় আমাদের ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন। লেনিনের উপরতলার লেখা-পড়ার টেবিলে গিয়ে দেখলাম কাচের ঢাকনায় শ্রেণীবদ্ধ বহু কাগজ-মলাটের পুস্তিকা আর—কি আশ্চর্য!—বইয়ের মধ্যে রয়েছে আমার 'লেনিন—মানুষটি এবং তাঁর কর্মযজ্ঞ', বইখানির কাপড়ে-বাঁধাই-করা ইংরেজী সংস্করণের একখানা। বড় তৃপ্তি লাভ করলাম— ভ্লাদিমির ইলিচ তাহলে অকালমৃত্যুর আগে বইখানা একবার দেখেছেন নিশ্চয়ই।

বাগান পার হয়ে আমরা এলাম লেনিনের খুবই প্রিয় একটা জায়গায়। খোলা-জায়গায় সাদা-সাদা থামওয়ালা একটা নিকুঞ্জ—সেখান থেকে গাছপালায় ঢাকা উপত্যকার ভিতর দিয়ে গোর্কি গ্রামটিকে দেখা যায়। সেখানে লেনিনের বেঞ্চিখানায় ব'সে হঠাৎ—এমন অনেক সময়ে হয়—আমার মনে পড়ল ৮ই নভেম্বর রাত্রে স্মল্‌নিতে লেনিন যে-কথাটি বলেছিলেন, এ শতাব্দীর সবচেয়ে বেশি যুগান্তকারী সেই একটা কথা। স্মল্‌নিতে বক্তৃতামঞ্চে উঠবার সময়ে প্রচণ্ড হর্ষধ্বনি করে তাঁকে অভিবাদন জানানো হল। হাত নেড়ে সেই হর্ষধ্বনি স্তব্ধ করিয়ে লেনিন বললেন, 'কমরেডসব, সমাজতন্ত্র গড়ার ব্যাপারটা এবার আমরা হাতে নেব!'

কথাটা তিনি বলেছিলেন সাদামাটা সহজভাবে; সে মুহূর্তে সেই উত্তেজিত-উন্মুখ সমাবেশে অল্প লোকেই কথাটার পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছিল। আমার পাশে বসেছিলেন জন রীড, চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন এবং নাটকীয় সর্বকিছু সম্বন্ধে সদা-সতর্ক তিনি চটপট কথাটাকে নোট্‌বুকে টুকে নিয়ে তার নীচে মোটা দাগ টেনেছিলেন। তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে, ঐ কথাটিতে এমন বিস্ফোরণ ছিল যা দুনিয়াটাকে কাঁপিয়ে

দিতে পারে, এবং, বলা যেতে পারে, আজও দুনিয়াটাকে প্রকম্পিত করে রেখেছে।

আগে যে-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য পুরুষানুক্রমে মানুষ খেটে এসেছে, লড়েছে, জীবন দিয়েছে সেটা এবার পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশের মানুষের আশু লক্ষ্য।

যেকোন সময়ে যেকোন দেশের পক্ষে এটা সুবিশাল কর্মসূচী। বিধ্বস্ত পশ্চাৎপদ রাশিয়ার পক্ষে এটা ছিল চরম অসমসাহসিকতার ব্যাপার। সর্বত্র ভুখা আর শীত, টাইফাস আর অন্তর্ঘাত। ফৌজ ভেঙ্গেচুরে যাচ্ছে। এগিয়ে আসছে জার্মানরা। পরিবহনব্যবস্থা অচল। কলকারখানা বন্ধ। আর এই সবকিছুর উপরে এবং আরও শত সমস্যার উপরে সদ্যস্থাপিত সরকারের সামনে আরও কঠোর, আরও বিপুল প্রশ্ন হল — সম্পূর্ণ নতুন ভিত্তিতে নতুন সমাজ গড়ার প্রশ্ন।

কী আশ্চর্য, এই ভাঙাচোরা বিশৃংখল অবস্থার মধ্যেই সমস্ত মানুষের জন্যে শান্তি, ন্যায় আর প্রাচুর্যের সুন্দর সমাজ সৃষ্টির দায়িত্বটা পুরোপুরি গ্রহণ করলেন লেনিন এবং সোভিয়েতগুলি।

কিন্তু, গত দীর্ঘ বছরের পর বছর সোভিয়েতগুলি যে ঐ দায়িত্বকে আঁকড়ে থেকেছে অনড়ভাবে, সেটাও কিছু কম আশ্চর্য নয়। প্রায় সমস্ত বিপ্লব, প্রায় সমস্ত বড় আন্দোলনই কালক্রমে অবসন্ন হয়ে আসে, তাদের গতিবেগ হয়ে আসে শ্লথ এবং পতাকায় তাদের মূলমন্ত্রটি অস্পষ্ট হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন পুরুষের অন্তরেও সেটা ঝাপসা হয়ে আসে।

তবে, যাবতীয় কঠোর পরীক্ষা আর আত্মত্যাগ সত্ত্বেও, আপোস-রফার সমস্ত প্রলোভন সত্ত্বেও, যাবতীয় ফাটকাবাজ অন্তর্ঘাতক আর পক্ষত্যাগী সত্ত্বেও, অক্টোবর বিপ্লব কিন্তু ঘোষিত লক্ষ্য কমিউনিজম গড়ার দিকে অগ্রগতির কোন মুহূর্তে কখনও স্খলিতপদ হয় নি।

আজকের দিনে সোভিয়েত ইউনিয়নে যাবতীয় সমৃদ্ধি আর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বেও এখনও পরিস্থিতিটা সেই প্রথম অক্টোবরের উত্তেজনাময় বীরোচিত দিনগুলি থেকে তেমন ভিন্ন নয়। এখনও চলেছে ‘অক্টোবর’; নতুন নতুন প্রণালী, হাতিয়ার আর মূলকৌশল নিয়ে সক্রিয় এই ‘অক্টোবর’ কিন্তু মর্মবাণীতে আর আবেগে অনেকটা সেই একই ১৯১৭ সালেরই অক্টোবর।

বিপ্লবের প্রথম দিনগুলিতে প্রধানমন্ত্রী লেনিন যেমনটি করেছিলেন সেইভাবেই আজও সোভিয়েত জনগণের কর্মসূচীতে প্রথম দফা হল সমগ্র পৃথিবীর মানুষের জন্যে শান্তিস্থাপন। সেদিন দৈনিকিন আর কলচাক রণাঙ্গন থেকে যেমনটি আসত, তেমনি আজও ইস্পাত, বিদ্যুৎ, গবাদি পশু আর শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন রণাঙ্গন থেকে আসে জয়ের পর জয়ের রোমাঞ্চকর বিবরণ। শান্তি, ন্যায় আর প্রাচুর্যের সুন্দর সমাজ—কমিউনিস্ট সমাজ—সৃষ্টি করবার যে দায়িত্ব নিয়েছিল প্রথম অক্টোবর সেই একই লক্ষ্য সাধনের জন্য পরাক্রান্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে নিযুক্ত হচ্ছে বিপুল বিস্তীর্ণ দেশের সমগ্র সম্পদ।

কিন্তু সেদিন আর এদিনের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে—এবং খুবই বিরাট সে-পার্থক্য।

তখন আগামী কমিউনিস্ট সমাজের রূপরেখাটাও ছিল না। তখন ছিল শুধু একটা আশা আর আকাঙ্ক্ষা: সুদূর ভবিষ্যতে কোন্ রামধনুর পারে কী যেন।

আর **আজ** সেটা খুবই জীবন্ত, ধরাছোঁয়ার মতো বাস্তবতা। সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর গভীরে তার মজবুত ভিত্তি স্থাপিত হয়ে গেছে। তার রূপরেখা আজ স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর।

১৯৫৯ **আলবার্ট রিস্ উইলিয়মস**

ভ্লা. ই. লেনিন, ১৯১৭

লেনিন—মানুষটি
এবং
তাঁর কর্ম্মযজ্ঞ

ভূমিকা

১। লেনিন সম্বন্ধে প্রথম দিককার গুজব

দু'বছর যাবত যিনি রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী তাঁর সম্বন্ধে পৃথিবীর লোকে জানে সামান্যই। লন্ডনের 'টাইম্‌স্‌' পত্রিকা বলে, এটা নাকি লেনিনের স্বভাবজ তূষ্ণীম্ভাব আর দূরে দূরে থাকার ফল। 'সাধারণ ইংরেজ যদি লেনিনকে লাল-শার্ট-পরা উঁচু-বুট-পরা দস্যুদলপতি বলে মনে করে, তবে তার জন্যে প্রধানত তিনিই দোষী।'

তা ঠিক নয়। সবটা দোষ লেনিনের উপর চাপানো যায় না। অবরোধ আর বৃটিশ সেন্সর এর জন্যে বহুলাংশে দায়ী। তার ফলে রাশিয়া বাদবাকি দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস্‌ও সেই সেন্সর ভেদ করে তথ্যাদি দিতে পারে নি। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক ঝোঁকের অভিযোগ কখনও আসে নি, তবু, তাদের নরম তারবার্তার বহুলাংশকেই ইংরেজরা আমেরিকার মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে করত। কোন তথ্যে সোভিয়েত সরকার কিংবা তার প্রধানমন্ত্রী সম্বন্ধে অনুকূল কিছু প্রতিফলিত হলেই ইংরেজরা সেটাকে ধরত বিপজ্জনক।

ফলে, লেনিন সম্বন্ধে যা যথার্থ তার বদলে সাধারণকে দেওয়া হতে থাকল প্যারিস, লন্ডন, স্টকহোম আর কোপেনহেগেনের 'বিশেষ সংবাদদাতাদের' জল্পনাকল্পনা আর গালগল্প।

ফলে কখনও একটা সকালের তারবার্তায় লেনিনকে দেখা গেল সাইবেরিয়ায় একখানা সাঁজোয়া ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে বহু কষ্টে শত্রুর কবল থেকে বেঁচে যাচ্ছেন, আবার বিকেলের তারবার্তায় উদ্ঘাটিত হল যে, ভয়ংকর ত্রৎস্কি লেনিনকে জেলে পুরে শিকলে বেঁধে রেখেছেন, আর মস্কোয় সেই জেলের গরাদের ওধার দিয়ে লেনিন তাকিয়ে রয়েছেন। এইসব চাঞ্চল্যকর সংবাদের কাছে মার খেতে অস্বীকার ক'রে তৃতীয় সংবাদে দেখানো

হল যে, বার্সিলোনায় ভিড়েছে একখানা স্পেনীয় স্টীমার আর বগলে ফোলিও-ব্যাগ চেপে লেনিন খুশি মেজাজে চলেছেন গ্যাংওয়ে বেয়ে। এইসব সংবাদদাতা ব্যক্তি হিসেবে প্রচুর উদ্ভাবনী প্রতিভা প্রদর্শন করত, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে দেখলে তাদের মধ্যে সহযোগিতার অভাব ছিল। এত বাড়াবাড়ি কি সয়! কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সাইবেরিয়া থেকে মস্কো, আর তারপরে স্পেনে পাড়ি দেওয়া মনুষ্যসাধ্য নয়। লেনিনের কুৎসাকারীরা তাঁকে সর্বত্র-বিদ্যমান হবার ক্ষমতায় ভূষিত করেছিল।

তার আগে তারা দেবত্বের আরও একটা গুণে লেনিনকে ভূষিত করেছিল—সেটা হল সর্বশক্তিমত্তা। তারা বলত, লেনিন তাঁর ক্ষুদ্র গোষ্ঠী মারফত সোভিয়েতগুলিকে সংগঠিত করেছিলেন এবং সেগুলি দিয়ে ১,৫০,০০,০০০ সৈনিকের মনে বিষ ঢুকিয়ে তিনি ফৌজটাকে ভেঙে দিয়েছিলেন। এর পরে তাঁর ছোট্ট গোষ্ঠীটা অস্থায়ী সরকারকে* উচ্ছেদ ক'রে ১৮,০০,০০,০০০ মানুষের দেশটাকে নাকে ধরে ব্রেস্ত্-লিতভ্স্ক সন্ধি-চুক্তি অবধি টেনে নিয়ে তাতে সই করিয়েছেন। এমন পরাক্রম মানুষে সম্ভবে না—এ অতিমানুষিক।

তিনি যেন সর্বজ্ঞও ছিলেন। 'লেনিনের' সঙ্গে আমরা দেখা করব না। এই বলশেভিকরা ধূর্ত শঠ। রাজনীতি আর অর্থনীতির সবকিছুই ওদের জানা; ওরা আমাদের কথায় হারিয়ে দিতে পারে।' প্রিনকিপোতে** যাবার বিরুদ্ধে একটি উপদল এই করুণ অনুযোগ করল।

শেষে, লেনিন অমরও বটেন। কয়েক কুড়ি বার গুলি করা সত্ত্বেও তিনি

---

* ১৯১৭ সালের ২রা মার্চ থেকে ২৫শে অক্টোবর অবধি রাশিয়ায় ছিল অস্থায়ী সরকার। এ সরকার অনুসরণ করত প্রতিবিপ্লবী সাম্রাজ্যবাদী কর্মনীতি; পেত্রগ্রাদে জয়যুক্ত সশস্ত্র অভ্যুত্থানে এই সরকার উচ্ছেদ হয়।

** ১৯১৯ সালে বৃটিশ এবং মার্কিন নেতারা নিজেদের মতলব অনুসারে সোভিয়েত সরকার এবং ভূতপূর্ব রুশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় স্থাপিত সমস্ত শ্বেতরক্ষী সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রিন্সস্ দ্বীপে (মারমারা সাগর) একটা সম্মেলন ডাকবার প্রস্তাব করেছিলেন। সোভিয়েত সরকার পূর্বাহ্নে নিজেদের মতাবস্থান বিবৃত করে ঐ সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এবং শ্বেতরক্ষীদের দোষে ঐ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল না।

বেঁচে রইলেন। লেনিনের ভক্তরা ভবিষ্যতে তাঁকে দেবতা বলে প্রমাণ করতে চাইলে গত দু'বছরের* পত্র-পত্রিকায় অজস্র মালমসলাই তাঁরা পাবেন।

'সিসন্ দলিল'** নামে পরিচিত সেই চূড়ান্ত সরকারী মূঢ়তার নিদর্শন দিয়ে আমাদের সরকারও লেনিনের উপর বিস্তৃত কুয়াশাজালটাকে ঘনীভূত করে তুলবার জন্যে এক-হাত চেষ্টা করেছিল। পৃথিবীতে যিনি যুঙ্কারবাদের সবচেয়ে শক্তিশালী শত্রু, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যিনি কখনও ক্ষান্তি দেন নি, তিনি যে আসলে যুঙ্কারবাদ আর সাম্রাজ্যবাদের প্রধান পাণ্ডা—কাইজারের ভাড়াটিয়া চর, এটা প্রমাণ কররার উন্মত্ত অপচেষ্টা ছিল ঐ 'সিসন্ দলিল'।

এরপর মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় উদাসীন, রক্তপিপাসু নির্মম এক দানব হিসাবে, মানবজাতির ধিক্কারের পাত্র হিসেবে লেনিনকে তুলে ধরে নানা কাহিনী প্রচারিত হতে থাকল বুর্জোয়াদের পক্ষ থেকে। একদিকে, দেখানো হতে থাকল যে, একটা ঘোড়া কিংবা কুকুর রাস্তায় মারা পড়েছে, আর অনশনক্লিষ্ট রাশিয়ানরা ছুটছে ছুরি নিয়ে, তার দগ্ধানো মাংস নিয়ে যাচ্ছে। অন্য দিকে, লেনিনকে চিত্রিত করা হতে থাকল ক্রেমলিনে একজন মঙ্গোলীয় নৃপতি রূপে—তিনি যেন তাঁর ভাড়াটিয়া চীনা অনুচরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে এশীয় জাঁকজমকে দিন কাটাচ্ছেন, তাঁর কেবল ফলের বিল্ই ওঠে দিনে ২,০০০ রুবলের বেশি।

অবরোধের ভিতর দিয়েও কিছু কিছু সত্য চুইয়ে চুইয়ে বেরুতে আরম্ভ করলে এইসব গালগল্প সহজে-বিশ্বাসী মানুষের কাছেও আজগবি মনে হতে থাকল এবং তখন এগুলিকে সিকেয় তুলতে হল।

লেনিন সম্বন্ধে ঐসব কপোলকল্পিত কাহিনীর কথা ছেড়ে এবার এই বইখানির ত্রুটিবিচ্যুতির কথা বলছি। বইখানি অসম্পূর্ণ। লেনিন এবং তাঁর

---

* ১৯১৭ এবং ১৯১৮ সাল।

** 'সিসন্ দলিল' হল এক-গোছা সোভিয়েতবিরোধী জাল দলিল; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন-তথ্য কমিটির বৈদেশিক বিভাগের সহ-সভাপতি এড্গার সিসন্ ঐ দলিলগুলি প্রকাশ করেছিলেন। অক্টোবর বিপ্লবের পরে পেত্রগ্রাদে এসে তিনি সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার এবং গোয়েন্দাগিরি চালাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন জন-তথ্য কমিটির রাশিয়ান শাখার কর্তা।

কর্মযজ্ঞের পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা এতে করা হয়েছে এমন কোন দাবি করা হচ্ছে না। একমাত্র ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেই সেটা হতে পারে, কিন্তু লেনিন এখনও ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছেন। তবে, মানুষটি এবং তাঁর কর্মযজ্ঞের যেটুকু এখানে দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে সেটুকু আশা করি আগ্রহবর্জিত এবং তাৎপর্যবিহীন হবে না।

কর্মের মাঝে, বিপ্লবের ঘূর্ণিস্থলে কঠোর সক্রিয়তার মধ্যে লেনিনকে দেখান হয়েছে এই বইখানিতে। তিন জন বিদেশী তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন—তাঁদের মনে কি ছাপ পড়ল সেটা এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। লেনিন সম্বন্ধে অন্যান্য যাঁরা লিখেছেন তাঁদের সবার চেয়ে এঁদের একটা স্পষ্ট বিশেষ সুবিধা ছিল। উপরে যাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেই শ্রেণীর লেখকেরা প্রায় কেউই লেনিনের সঙ্গে কখনও কথা বলেন নি, তাঁর বক্তৃতা কখনও শোনেন নি, তাঁকে দেখেনও নি কখনও, তাঁর হাজার মাইলের মধ্যেও আসেন নি। তাঁদের কাহিনীর বহুলাংশই গুজব, উদ্ভট কল্পনা আর নিছক বানানো কথা দিয়ে বোনা।

আমার কথা হল এই যে, আমি লেনিনের কাছে এসেছিলাম আমেরিকা থেকে একজন সমাজতন্ত্রী হিসেবে। আমি তাঁর সঙ্গে একই ট্রেনে চেপেছি, একই মঞ্চ থেকে বক্তৃতা করেছি, দু'মাস মস্কোর 'ন্যাশনাল' হোটেলে থেকেছি তাঁরই সঙ্গে। বিপ্লবের সময়ে যতবার তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলাম তাঁরই বিবরণ দিলাম এই বইখানিতে।

লেনিনের সঙ্গে দশ মাস

১। লেনিনের তরুণ শিষ্যরা

আমি লেনিনকে প্রথম দেখি তাঁর রক্ত-মাংসের শরীরে নয় — পাঁচজন তরুণ রুশী শ্রমজীবীর হৃদয়-মনের আলোয়। ১৯১৭ সালে গরমকালে নির্বাসিতেরা বিরাট স্রোতের মতো ফিরছিলেন পেত্রগ্রাদে — তারই একটা অংশ হলেন এঁরা।

তাঁদের কর্মশক্তি, বুদ্ধি আর ইংরেজী ভাষার জ্ঞান দেখে আমেরিকানরা তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা জানালেন তাঁরা বলশেভিক। একজন আমেরিকান বললেন, 'দেখে তো কিছুতেই তা মনে হয় না।' কিছুক্ষণ যাবত তিনি কথাটা বিশ্বাসই করলেন না। পত্র-পত্রিকায়

ছবিতে তিনি বলশেভিকদের দেখেছেন লম্বা দাড়িওয়ালা, অজ্ঞ, অকর্মা গুন্ডা। অথচ এ'রা পরিষ্কার করে দাড়ি-গোঁফ কামানো, বিনয়ী, কৌতুকী, অমায়িক এবং হুঁশিয়ার। এ'রা দায়িত্ব গ্রহণ করতে পিছপা হন না, মরতে এ'দের ভয় নেই, এবং রাশিয়ায় সবকিছুতেই যা খুব চমকপ্রদ—কাজে এ'দের ডর নেই। এ'রাই বলশেভিক।

ভস্‌কভ এসেছেন নিউ ইয়র্ক থেকে, সেখানে তিনি ছিলেন ১০০৮ নম্বরের কার্পেণ্টার্স অ্যান্ড জয়িনার্স ইউনিয়নের সংগঠক। গ্রাম্য পাদরির ছেলে মেকানিক ইয়ানিশেভের গায়ে পৃথিবীর সর্বত্র খনিতে আর কলে কাজ করবার চিহ্ন। কারিগর নেইবুতের হাতে সব সময়েই এক-পাঁজা বই; নতুন-পাওয়া বইখানা সম্বন্ধে সব সময়েই উৎসাহী। দিন-রাত ভূতের মতো খাটতেন ভলোদার্‌স্কি; আততায়ীর হাতে নিহত হবার কয়েক দিন আগে তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'আমাকে যদি সাবাড় করেই দেয়—তা, কি করা যাবে! পাঁচ জনে মিলে সারা জীবনে যা পায় তার চেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছি গত ছ'মাসের কাজের মধ্যে।' ফোরম্যান পিটার্সকে পরে সংবাদে এমনভাবে চিত্রিত করা হয়েছিল যে, তিনি যেন আঙুলে কলম ধরবার সাধ্য যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ধরেই মৃত্যু-পরোয়ানা সই করে যেতেন—সেই তিনি কিন্তু ইংলন্ডে ফেলে আসা তাঁর গোলাপ-বাগিচা আর নেক্রাসভের* কবিতার জন্যে প্রায়ই দুঃখ প্রকাশ করতেন।

এ'রা শান্ত-নিশ্চিত হয়েই আমাদের বলতেন, ধ্যানধারণা আর চরিত্রের দিক থেকে লেনিন পরিচালিত করেন কেবল বলশেভিকদের নয়,—রাশিয়ায়, ইউরোপে, সমগ্র পৃথিবীতে অন্যান্য সবাইকেও।

পত্র-পত্রিকায় আমরা প্রতিদিন পড়তাম লেনিন একজন জার্মান চর, অহরহ শুনতাম বুর্জোয়ারা তাঁকে পাজি-বদমাইস, দেশদ্রোহী, দস্যু বলে অভিহিত করছে—সেই আমাদের কাছে লেনিন সম্বন্ধে ঐ কথা অদ্ভুত বলেই মনে হত। অন্ধ ভক্তদের কপোলকল্পনা মনে হত। কিন্তু এই মানুষ কটি তো নির্বোধও নন, ভাববিলাসীও নন। বাস্তব জীবনে তাঁদের বিস্তর অভিজ্ঞতার

---

* নেক্রাসভ, ন. আ. (১৮২১—১৮৭৭) — রাশিয়ার একজন মহাকবি এবং বৈপ্লবিক-গণতন্ত্রী।

ফলে ওসব ঝোঁটিয়ে বিদেয় হয়েছে। নেতৃভজনও এঁদের প্রকৃতিতে নেই। বলশেভিক আন্দোলনটা মূলগত এবং আবেগময়, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত, বাস্তবতাসম্মত এবং নেতৃভজনের বিরোধী। তবু এই পাঁচজন বলশেভিক বলছেন, ন্যায়পরায়ণতা আর ধীশক্তিতে মহান একজন রাশিয়ায় রয়েছেন, তাঁর নাম হল নিকোলাই লেনিন, যাঁকে তখন দস্যু হিসাবে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছিল অস্থায়ী সরকার।

এই উৎসাহী তরুণদের যতই দেখেছি ততই তাঁদের গুরু ব'লে স্বীকৃত মানুষটিকে দেখবার জন্যে আমাদের ইচ্ছা প্রবলতর হয়েছে। যেখানে তিনি আত্মগোপন করে রয়েছেন সেখানে ও'রা আমাদের নিয়ে যেতে পারেন না?

এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা হেসে বলতেন, 'একটু দেরি করুন—তারপরে তাঁর সঙ্গে আপনাদের দেখা হবে।'

আমাদের অধীর প্রতীক্ষায় কাটল ১৯১৭ সালের গ্রীষ্ম আর শরৎ এবং কেরেন্‌স্কি সরকার ঐ সময়ে ক্রমাগত দুর্বল হতে থাকল। ৭ই নভেম্বর তারিখে বলশেভিকরা তার মৃত্যু ঘোষণা করল, আর তারই সঙ্গে ঘোষণা করল যে, রাশিয়া এখন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র—তার প্রধানমন্ত্রী লেনিন।

২। লেনিনকে প্রথম দেখে যা মনে হল

বিপ্লবের বিজয়ে উল্লসিত মুখর শ্রমিক আর সৈনিকেরা গান গেয়ে দলে দলে গিয়ে স্‌মল্‌নির বড় হল্‌ঘরটায় চাপাচাপি ভিড় জমিয়েছে আর 'অরোরার' কামান গর্জনে ঘোষিত হচ্ছে পুরন ব্যবস্থার মৃত্যু আর নতুনের জন্ম, তখন ধীর-স্থিরভাবে মঞ্চে উঠলেন লেনিন, আর সভাপতি ঘোষণা করলেন, 'এবার কংগ্রেসে বক্তৃতা করবেন কমরেড লেনিন।'

মানুষটির যে-মূর্তি মনে মনে গড়ে তুলেছি তার সঙ্গে মেলে কিনা দেখবার জন্যে আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকলাম, কিন্তু রিপোর্টারদের টেবিল থেকে প্রথমে তাঁকে দেখতেই পেলাম না। হৈচৈ, হর্ষধ্বনি, শিটি আর পাদাপানির মধ্যে তিনি মঞ্চ পার হয়ে তিরিশ ফুট দূরে বক্তার মঞ্চে এসে দাঁড়াতে দাঁড়াতে হর্ষধ্বনি উঠল চরমে। এবার তাঁকে স্পষ্ট দেখে আমরা হতাশ হলাম।

মনে মনে যে মূর্তি গড়ে তুলেছি তিনি তার প্রায় বিপরীতই ছিলেন। ভেবেছিলাম তিনি হবেন বিপুলকায় চিত্তাকর্ষক, কিন্তু দেখলাম বেঁটে-খাটো, উস্কোখুস্কো, এলোমেলো।

হর্ষধ্বনির ঝড়টাকে থামিয়ে তিনি বললেন, 'কমরেডসব, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপনের কাজটা এবার আমরা হাতে নেব।' তারপর তিনি আরম্ভ করলেন কাটখোট্টা ধরনের একটা আলোচনা—তাতে কোন উত্তেজনা নেই। তাঁর গলার স্বর রুক্ষ, শুকনো; বাকবিভূতি কিছু নেই। বগলের কাছে ভেস্টের মধ্যে বুড়ো আঙুল দুটো ঢুকিয়ে তিনি গোড়ালির উপর ভর করে সামনে-পিছনে দুলতে থাকলেন। কোন্ অজ্ঞাত চৌম্বক গুণে এই মুক্ত, তরুণ, বলিষ্ঠ মেজাজের মানুষগুলির উপর তাঁর এত প্রভাব সেটা লক্ষ্য করবার বৃথা আশায় এক ঘণ্টা ধরে তাঁর বক্তৃতা শুনলাম।

আমরা হতাশ হলাম। বলশেভিকরা তাঁদের দরাজ মনীষিতায় আমাদের মন জয় করেছিলেন, আশা করেছিলাম তাঁদের নেতাও তাই করবেন। এ পার্টির নেতাকে আমাদের সামনে দেখব এইসব গুণের মূর্ত প্রতীক হিসাবে, সমগ্র আন্দোলনের মর্মবাণী রূপে, অতি-বলশেভিক গোছের একটাকিছু—এটাই আমরা চেয়েছিলাম। তার বদলে তাঁকে দেখাল যেন একজন মেনশেভিক, তাও খুব ক্ষুদে মেনশেভিক।

ইংরেজ সংবাদদাতা জুলিআস ওএস্ট ফিসফিস করে বললেন, 'একটু ফিটফাট পোশাক হলে মনে হত কোন ছোট ফরাসী শহরের বুর্জোয়া মেয়র কিংবা ব্যাঙ্কার।'

তাঁর সঙ্গীটি একটু টেনে টেনে বললেন, 'ঠিকই—কাজটা বৃহৎই, কিন্তু মানুষটি যেন তার পক্ষে ক্ষুদ্রই।'

বলশেভিকরা যে-বোঝা কাঁধে নিয়েছেন সেটা কত ভারী তা আমরা জানতাম। সেটা তাঁরা বইতে পেরে উঠবেন কি? সুরুতে তাঁদের নেতাকে শক্ত মানুষ বলে আমাদের মনে হল না।

প্রথম দেখে যা মনে হল সেটা এই। তবু, গোড়ার এই বিরূপ মূল্যায়ন থেকে আরম্ভ করে ছ'মাস পরে দেখলাম, আমি ভস্‌কভ, নেইবুত, পিটার্স, ভলোদার্‌স্কি এবং ইয়ানিশেভেরই দলে, যাঁদের কাছে ইউরোপের পয়লা নম্বরের মানুষ আর রাষ্ট্রনায়ক হলেন নিকোলাই লেনিন।

কসাক এবং প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যাবার জন্যে লালরক্ষীরা* তখন স্রোতের মতো চলেছে প্রত্যেকটা রাস্তা দিয়ে—তাদের সঙ্গে যাবার জন্যে ৯ই নভেম্বর তারিখে আমি পাস্ চাইলাম। হিল্‌কুইট** এবং হিউস্‌মান্‌স্***-এর সই-করা পরিচয়পত্র পেশ করলাম। ভেবেছিলাম আমার পরিচয়পত্র দু'খানা খুবই জমকাল। কিন্তু লেনিন তা মনে করলেন না। পরিচয়পত্র দিয়েছে যেন ইউনিয়ন লীগ ক্লাব এইভাবেই সে দু'খানা ফিরিয়ে দিয়ে তিনি অতি সংক্ষেপে বলে দিলেন, 'না।'

ঘটনা তুচ্ছ—কিন্তু প্রলেতারিয়ানদের সংস্থাগুলিতে তখন যে-নতুন নিখুঁত কঠোর মনোভাব দেখা দিচ্ছিল তারই পরিচায়ক। এতকাল জনগণ অতি মাত্রায় অমায়িক আর ভালমানুষ হয়ে নিজেদের ক্ষতি করছিল। লেনিন শৃঙ্খলা আনতে আরম্ভ করলেন। লেনিন বুঝেছিলেন, ভুখা, বাইরের আক্রমণ-অভিযান আর প্রতিক্রিয়ায় বিপন্ন বিপ্লবকে কেবল দৃঢ় কঠোর ব্যবস্থা দিয়েই রক্ষা করা যাবে। এইভাবে কোন দয়া-মায়া না দেখিয়ে, দ্বিধা না করে বলশেভিকরা বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন, আর তাঁদের শত্রুরা গালিগালাজের অস্ত্রাগার তন্ন তন্ন করে যত কুবিশেষণ দিয়ে তাঁদের উপর আক্রমণ চালাতে থাকল। বুর্জোয়াদের প্রতি লেনিন ছিলেন স্বেচ্ছাচারী, লৌহমুষ্টি। এই সময়ে তারা তাঁকে প্রধানমন্ত্রী লেনিন না ব'লে বলত 'জালিম লেনিন' কিংবা 'ডিক্টেটর লেনিন'। আর দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্টরা

---

* শ্রমিকদের নিয়ে গড়া লালরক্ষীদলগুলি প্রথম দেখা দেয় ১৯০৫—১৯০৭ সালের প্রথম রুশ বিপ্লবের সময়ে। ১৯১৭ সালের শেষের দিকে এবং ১৯১৮ সালের গোড়ায় প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বলশেভিকদের দ্বারা পরিচালিত এই লালরক্ষীদলগুলির অবদান ছিল বিপুল। ১৯১৮ সালের আগস্ট মাসের শেষের দিকে লালরক্ষীদলগুলিকে লাল ফৌজের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

** হিল্‌কুইট ছিলেন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সোশ্যালিস্ট পার্টির একজন নেতা — দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে সক্রিয় একজন সংস্কারবাদী।

*** হিউস্‌মান্‌স্ ছিলেন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে সক্রিয় বেলজিয়ামের একজন সোশ্যালিস্ট।

বলত, পুরন রমানভ জার দ্বিতীয় নিকোলাসের জায়গায় এসেছেন নতুন জার নিকোলাই লেনিন; তারা বিদ্রূপ করে বলত, 'আমাদের নতুন জার ৩য় নিকোলাস জিন্দাবাদ!'

একজন কৃষককে নিয়ে একটা মজার ঘটনাকে তারা পরমানন্দে লুফে নেয়। কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েত নতুন সোভিয়েত সরকারের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে যেদিন স্মলনির হল-ঘরে প্রীতি-ভোজের সমারোহ বসিয়েছিল সেই রাত্রের ঘটনা। আগে বুদ্ধিজীবীরাই গাঁয়ের কথা বলেছে, তারপর দাবি উঠল গ্রাম নিজেই নিজের কথা বলুক। কৃষকের পোশাক-পরা এক বৃদ্ধ উঠলেন মঞ্চে। সাদা দাড়ির ভিতর দিয়ে চোখে পড়ছিল তাঁর গোলাপী মুখখানা। চোখ মিটমিট করছিল তাঁর; বললেন গ্রাম্য চলিতভাষায়।

'কমরেডসব, ঝান্ডা উড়িয়ে, বাজনা বাজিয়ে আজ রাত্রে এইযে আমরা এলাম, এতে ভারি আনন্দ হল। মাটির উপর দিয়ে হেঁটে আসি নি, এসেছি হাওয়ায় উড়ে। আমি হলাম একটা অন্ধকার গ্রামের অশিক্ষিত মানুষের একজন। তোমরা আমাদের আলো দিয়েছ। কিন্তু আমরা সবটা বুঝে উঠতে পারি নে—তাই দেখে-বুঝে যাবার জন্যে সবাই আমাকে পাঠাল। কিন্তু, কমরেডসব, আশ্চর্য এই বদলটার জন্যে আমরা সবাই খুব খুশি। পুরন আমলে সরকারী আমলারা ছিল ভারি কড়া, আমাদের পিটত, কিন্তু এখন তারা খুব নরম। পুরন আমলে আমরা দেখতে পেতাম প্রাসাদগুলোর শুধু বাহিরটা, এখন সোজা তার ভিতরেই ঢুকে পড়তে পারি। পুরন আমলে জার সম্বন্ধে আমরা শুধু কথায় বলতাম, কিন্তু, কমরেডসব, শুনছি কাল খোদ জার লেনিনের সঙ্গে আমরা করমর্দন করতে পারব। ভগবান তাঁকে বাঁচিয়ে রাখুন!'

সভাস্থল হাসিতে ফেটে পড়ল। প্রচন্ড হাসি আর হাততালিতে অত্যন্ত অবাক হয়ে বৃদ্ধ কৃষক বসে পড়লেন। কিন্তু পরদিন তাঁকে লেনিনের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল; পরে তিনি হয়েছিলেন ব্রেস্ত্-লিতভ্স্কে কৃষক প্রতিনিধি।

সেই বিশৃংখল সপ্তাহগুলোয় লোহার মতো শক্ত ইচ্ছাশক্তি আর লোহার মতো মজবুত স্নায়ু ছাড়া চলত না। সমস্ত বিভাগেই চোখে পড়ত কড়া নিয়ম-শৃংখলা। শ্রমজীবীদের মনোবল শক্ত হয়ে উঠল, সোভিয়েত সংগঠন-

যন্ত্রটির ঢিলাঢালা অঙ্গগুলো আঁটসাঁট হয়ে উঠল—এসব নজরে আসত। এবার সোভিয়েত যখন কাজে লাগল—যেমন, ব্যাংকব্যবস্থা দখল করে নিল—তখন তারা কঠিন এবং ফলপ্রদ আঘাত হানল। কাজে কখন দ্রুত অগ্রসর হতে হয় সেটা লেনিন জানতেন, তেমনি, কখন ধীরে চলতে হয় সেটাও জানতেন। একদিন লেনিন একটা কারখানা জাতীয়করণের ডিক্রি জারি করতে পারেন কিনা সেটা জানবার জন্যে শ্রমিকদের একটি প্রতিনিধিদল তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিল।

একখানা ফাঁকা ফরম তুলে নিয়ে লেনিন বললেন, 'হ্যাঁ,—এতে আমার যেটুকু করবার সেটা খুবই সহজ। আমার তো শুধু এই শূন্য জায়গাগুলি পূরণ করতে হবে, এই জায়গাটায় লিখতে হবে আপনাদের কারখানার নামটা, আর তারপরে এই জায়গাটায় আমার নাম সই করতে হবে, আর এইখানে কমিসারের নামটা।' শ্রমিকেরা পরম সন্তুষ্ট হয়ে বলে ফেলল, 'চমৎকার!'

'তবে,' লেনিন বললেন, 'এই ফাঁকা জায়গাটায় সই দেবার আগে আপনাদের কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। প্রথম, আপনারা জানেন আপনাদের কারখানার জন্যে কাঁচামাল কোথা থেকে আসে?' অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁরা স্বীকার করলেন সেটা তাঁরা জানেন না।

লেনিন আবার বললেন, 'আপনারা হিসাব রাখতে জানেন? উৎপাদন বজায় রাখবার একটা কায়দা আপনারা স্থির করেছেন কি?' শ্রমিকেরা বললেন, এইসব ছোটখাটো বিষয়ে তাঁরা বিশেষ কিছু জানেন না।

'কমরেডসব, আমার শেষ প্রশ্ন,' বললেন লেনিন, 'কারখানায় উৎপন্ন মাল বিক্রি করবার বাজার আপনারা ঠিক করেছেন কি?'

উত্তরে আবার তাঁরা বললেন, 'না।'

তখন প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'দেখুন, কমরেডসব, আপনাদের কি মনে হচ্ছে না যে, কারখানাটা আপনারা এখন হাতে নেবার মতো তৈরি হন নি? বাড়ি ফিরে এইসব বিষয় ভেবেচিন্তে উপায় বের করুন। এটা শক্ত ঠেকবে; অনেক ভুল আপনারা করবেন, কিন্তু শিখবেন। কয়েক মাস পরে আবার আসুন—তখন আপনাদের কারখানা জাতীয়করণের বিষয়টা হাতে নেওয়া যাবে।'

৪। লেনিনের ব্যক্তিগত জীবনে লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলা

সমাজ-জীবনে লেনিন যে-লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলা প্রবর্তন করছিলেন সেই একই শৃঙ্খলা তিনি দেখালেন নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও। স্মল্নিতে সবার ভোজনের উপচার ছিল শ্চি আর বর্শ্চ্, কালো রুটি, চা আর মন্ড। লেনিন, তাঁর স্ত্রী আর বোনেরও পান-ভোজন সাধারণত তাতেই চলত। বিপ্লবীরা কাজে লেগে থাকতেন দিনে বার ঘণ্টা, পনর ঘণ্টা ক'রে। লেনিনের নিয়মিত কাজের সময় ছিল আঠার ঘণ্টা, বিশ ঘণ্টা। শত শত চিঠি লিখতেন নিজের হাতে। কাজে ডুবে তিনি নিজের খাওয়াদাওয়াটাও ভুলে যেতেন। লেনিন যখন কথাবার্তার মধ্যে থাকতেন সেই সুযোগে তাঁর স্ত্রী এক গেলাস চা নিয়ে এসে বলতেন, 'এই যে কমরেড, এটা যেন ভুল না হয়।' দেশের সমস্ত মানুষের জন্যে যা বরাদ্দ ছিল সেই একই রেশনে লেনিন চালাতেন। সৈনিকেরা আর বার্তাবহরা শুত বড় বড় আসবাবহীন ব্যারাক-গোছের কামরায়, লোহার খাটিয়ায়। লেনিন আর তাঁর স্ত্রীর বেলায়ও ছিল তাইই। শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে, প্রায়ই জামা-কাপড় না ছেড়েই, যে-কোন জরুরী অবস্থায় উঠে পড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়ে তাঁরা এবড়োখেবড়ো কৌচে শুয়ে পড়তেন। লেনিন এইসব ক্লেশ নিজে ভোগ করতেন, সেটা কোন সাধু-সন্ন্যাসীর কৃচ্ছ্রসাধনের মনোবৃত্তির বশবর্তী হয়ে নয়। তিনি শুধু কমিউনিজমের প্রথম নীতিটিকে পালন করছিলেন।

এইসব নীতির একটা ছিল এই যে, কোন কমিউনিস্ট কর্মকর্তার মাইনে গড়পড়তা শ্রমিকের মাইনের চেয়ে বেশি হবে না। সেটার সর্বোচ্চ পরিমাণ বাঁধা ছিল মাসে ৬০০ রুবল। পরে বাড়ান হয়েছিল। বর্তমানে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী পান মাসে ২০০ ডলারের কম।

লেনিন যখন 'ন্যাশনাল' হোটেলের তিন-তলায় একটা কামরা নিয়েছিলেন তখন আমিও ঐ হোটেলে থাকতাম। বিস্তৃত আর ব্যয়সাধ্য খাদ্য-তালিকাগুলোর বিলুপ্তি হল নতুন সোভিয়েত রাজের প্রথম ব্যবস্থাগুলিরই একটি। বহু-ব্যঞ্জনের জায়গায় দুটো ব্যঞ্জন দিয়ে হত এক-এক বেলার খাবার। পাওয়া যেত সুপ্ আর মাংস কিংবা সুপ আর মন্ড। যিনিই হোন—প্রধান কমিসারই হোন, আর রসুইখানার যোগানদারই হোন—তার বেশি নয়, কেননা

কমিউনিস্টদের মূল-নীতিতেই লেখা আছে, ‘প্রত্যেকে যতক্ষণ না রুটি পাচ্ছে ততক্ষণ কেউ কেক পাবে না।’ এক-এক দিন জনসাধারণের জন্যে রুটিও পাওয়া যেত যৎসামান্য। তবু, প্রত্যেকেই পেত লেনিনের সমান। কখনও কখনও এমন দিন গেছে যখন রুটি একেবারেই ছিল না। সে দিন লেনিনের বেলায়ও হয়েছে রুটিহীন দিন।

আততায়ীর আক্রমণের পরে লেনিন যখন মৃতপ্রায় হয়েছিলেন, চিকিৎসকেরা কিছু খাদ্য নির্দেশ করেছিলেন যা সাধারণ রেশনকার্ডে পাওয়া যায় না — শুধু বাজারেই কোন চোরাকারবারির কাছে কেনা যায়। বন্ধুবান্ধবের শত অনুনয় সত্ত্বেও, যা নিয়মিত রেশনের মধ্যে নেই তা ছুঁতে লেনিন অস্বীকার করলেন।

পরে লেনিন যখন ভাল হয়ে উঠছিলেন তখন তাঁর স্ত্রী আর বোন তাঁর পুষ্টি বাড়াবার একটা ফন্দী আঁটলেন। লেনিন রুটি রাখতেন একটা টানা দেরাজে — সেটা টের পেয়ে, তাঁর অনুপস্থিতিতে ওঁরা মাঝে মাঝে চুপিসারে তাঁর কামরায় ঢুকে পড়ে ঐ ভাঁড়ারে একটুকরো রুটি রেখে আসতেন। কাজে মগ্ন হয়ে লেনিন টানা দেরাজে হাত ঢুকিয়ে এক-এক টুকরো রুটি নিতেন এবং নিয়মিত রেশনের উপর কিছু যোগ করা হয়েছে তেমন সন্দেহ না করেই সেটা খেতেন।

ইউরোপ আর আমেরিকার শ্রমিকদের কাছে একখানা চিঠিতে লেনিন লিখেছিলেন, ‘আঁতাঁতের সামরিক হস্তক্ষেপের ফলে নিদারুণ যে দুঃখ-দুর্দশা, অনশনের জ্বালা রাশিয়ার জনগণকে ভোগ করতে হচ্ছে তা আগে কখনও ভোগ করতে হয় নি।’ কিন্তু, লেনিন যে-জনগণের সম্বন্ধে লিখেছিলেন তাঁদের সঙ্গে তিনি নিজেও ঐ একই ক্লেশ সহ্য করেছেন।

লেনিনের উপর দোষারোপ করা হয়েছে যে, তিনি যেন একটা মহান জাতির জীবন নিয়ে জুয়া খেলেছেন, তিনি যেন রাশিয়ার রুগ্ন দেহে কমিউনিস্ট সূত্র প্রয়োগ করে বেপরোয়া পরীক্ষা চালাচ্ছেন। কিন্তু ঐসব সূত্রে তাঁর আস্থার অভাব ছিল, কেউ এমন অভিযোগ করতে পারে না। সেগুলিকে তিনি প্রয়োগ করছেন কেবল রাশিয়ার উপর তা নয়। প্রয়োগ করছেন নিজের উপরও। নিজের ওষুধ নিজেই সেবন করতে তিনি প্রস্তুত। দূর থেকে কমিউনিজম মতবাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা এক জিনিস।

কিন্তু, কমিউনিজম প্রবর্তন করতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে যেসব ক্লেশ-দুর্দশা আসে সেগুলিও সহ্য করা, যা লেনিন করেছেন, সেটা খুবই ভিন্ন এক জিনিস।

কমিউনিস্ট রাষ্ট্র পত্তনটাকে কিন্তু পুরোপুরিই বিষণ্ণ রঙে চিত্রিত করা চলে না। রাশিয়ায় সবচেয়ে অন্ধকার দিনগুলির মধ্যেই শিল্পকলা আর অপেরার স্ফুরণ চলছিল। প্রেমেরও স্থান ছিল। হঠাৎ এক দিন বিদুষী কল্লন্‌তাই নাবিক দিবেঙ্কোকে বিয়ে করেছেন শুনে আমরা তো বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। পরে, নার্ভায় জার্মানদের সামনে পশ্চাদপসরণের একটা নির্দেশ দিয়ে তিনি নিন্দিত হন। অপদস্থ হয়ে তিনি পদ এবং পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন — তাতে লেনিনের অনুমোদন ছিল এবং স্বভাবতই কল্লনতাই ছিলেন বিরূপ।

সে সময়ে কল্লনতাই-এর সঙ্গে একদিন কথার মধ্যে আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, লেনিনও বুঝি গেলেন সেই চিরাচরিত খাতে — শিরায় ক্ষমতার বিষ ঢুকে তিনিও বুঝি মত্ত হলেন অহমিকায়। তিনি বললেন, 'আমি তিক্ত-বিরক্ত হয়ে গেছি, কিন্তু লেনিনের কোন কাজ ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হতে পারে বলে আমি ভাবতে পারি নে। কমরেড লেনিনের সঙ্গে যাঁরা দশ বছর কাজ করেছেন এমন কোন কমরেড তাঁর মধ্যে লেশমাত্র স্বার্থপরতা থাকতে পারে বলে মনে করতে পারেন না।'

৫। কমিউনিস্টদের কাজ জনগণকে সোভিয়েতের চারপাশে সমবেত করল

বুর্জোয়া সংবাদপত্রজগতে লেনিনকে অবশ্য ঠিক এর বিপরীত রূপেই চিত্রিত করা হল। একটা মূর্তিমান শয়তান, স্বার্থপর অর্থগৃধ্নু দানব। তবে, এইসব মিথ্যার যবনিকার ভিতর দিয়ে আসল লেনিন ক্রমেই ফুটে উঠছিলেন। দেশের সমস্ত মানুষের যা জোটে তাই পেয়ে কাটান লেনিন এবং তাঁর সহকর্মীরা, এই কথাটা সারা রাশিয়ায় ছড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পাশে সমবেত হল জনগণ।

উরাল অঞ্চলের যে-খনি-শ্রমিক রেশনের সামান্য পরিমাণ নিয়ে অসন্তোষ

প্রকাশ করতে, অভিযোগ করতে চায়, তাঁরও মনে লাগে যে, খাদ্য-বস্ত্র-আশ্রয়ের অবস্থাটা সকলেরই সমানই। তাহলে এই কালো রুটির টুকরোটা নিয়ে আর অভিযোগ করবার কি আছে? যাই হোক না কেন, লেনিনেরও তো জুটছে ঐটুকুই। পেটের জ্বালার সঙ্গে নেই অন্যায়-অবিচারের অসহ্য যন্ত্রণা।

ভলগা থেকে ধেয়ে-আসা হিম-শীতল হাওয়ার দাপটে কাঁপে কৃষকের ঘরের বউ, জারের জায়গায় কে এলেন তাঁর কথা সে জানে সামান্যই; কিন্তু সেও শুনেছে যে, সেই মানুষটির কামরায় অনেক সময় তাপ দেবার ব্যবস্থা থাকে না। কৃষকের বউকে এখনও শীতে ভুগতে হলেও অসাম্যে ভুগতে হয় না।

ছ'শ' রুবল মজুরি পরিবারের প্রয়োজনগুলো মেটাবার পক্ষে শোচনীয়ভাবেই অপ্রতুল, তাই নিজনির ইঞ্জিনিয়রের মনটা তিতিয়ে ওঠে। তখন তার মনে পড়ে ক্রেমলিনে সেই মানুষটিও এর চেয়ে বেশি পান না। বিদ্বেষের ভাবটা কাটাতে তাতে সুবিধে হয়।

মিত্র পক্ষের গোলাবৃষ্টির মধ্যে শুয়ে সোভিয়েত সৈনিকটি জানে যে, পশ্চাদ্ভাগে থাকলেও লেনিনও রয়েছেন রণাঙ্গনেই। রাশিয়ায় আর সবকিছুর মতো বিপদেরও সামাজীকরণ ঘটেছে। এর থেকে অনাক্রম্য নয় কেউই। সোভিয়েত সৈনিকদের মধ্যে শতকরা যতজন হতাহত হয়েছে, সোভিয়েত নেতাদের মধ্যে শতকরা হতাহতের সংখ্যা তার চেয়ে বেশি। উরিৎস্কি* ভলোদার্স্কি এবং আরও কুড়ি কুড়ি মানুষ আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন; লেনিনের গায়ে আততায়ীর বুলেট বিঁধেছে দু'বার। কাজেই, লাল সৈনিকের দৃষ্টিতে লেনিন ঝড়ঝাপটার বাইরে দাঁড়িয়ে নন, অভিযানের সমস্ত বিপদ আর ক্লেশে তিনি সহযোদ্ধা।

রাশিয়ায় মার্কিন মিশনের প্রধান বুলিট-এর বিবরণীতে বলা হয়েছে:

---

* উরিৎস্কি, ম. স. (১৮৭৩—১৯১৮) — অক্টোবর বিপ্লবে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। পেত্রগ্রাদ চেকার সভাপতি হিসেবে তিনি প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সুদৃঢ় সংগ্রাম চালান। ১৯১৮ সালের ৩০শে অগস্ট প্রতিবিপ্লবীরা তাঁকে হত্যা করে।

'লেনিন এখন প্রায় অবতার বলেই গণ্য। সাধারণত কার্ল মার্কস-এর পাশাপাশি তাঁর ছবি টাঙানো রয়েছে সর্বত্র। আমি যখন ক্রেমলিনে লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, একটি কৃষক প্রতিনিধিদল তাঁর কামরা থেকে বেরুন অবধি আমাকে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হয়েছিল। গ্রামে থাকতে তারা শুনেছিল যে, কমরেড লেনিন না খেয়ে থাকেন। তাই, লেনিনের জন্য তাদের গ্রামের উপহার হিসেবে তারা কয়েক শ' মাইল পার হয়ে নিয়ে এসেছিল আট শ' পুদ শস্য। ঠিক তাদের আগেই গিয়েছিল আর একটা কৃষক প্রতিনিধিদল; তারা শুনে এসেছিল যে, লেনিনের কাজের কামরায় তাপের ব্যবস্থা নেই। তারা নিয়ে এসেছিল একটা চুল্লী এবং তিন মাস চালাবার মতো জ্বালানি কাঠ। লেনিনই একমাত্র নেতা যিনি এইসব উপহার পান। আর তিনি সেগুলো দিয়ে দেন সাধারণ ভাণ্ডারে।'

সাধারণের সম্পদ আর সাধারণের অভাবে সমান অংশীদারির ফলে সৃষ্টি হল সহানুভূতির একটা সম-সূত্র, যা প্রধানমন্ত্রী থেকে দরিদ্রতম কৃষক অবধি প্রসারিত; তার ফলে জনগণের ক্রমবর্ধমান সমর্থন এল সোভিয়েত নেতাদের প্রতি।

৬। হাতেকলমে কার্যকলাপের ভিতর দিয়ে লেনিন জনগণের নাড়িগতি বুঝলেন

জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ব'লে কমিউনিস্ট নেতারা জনগণের মেজাজের ওঠা-নামা বুঝতেন।

জনগণের মনোভাব আর মনস্তত্ত্ব আবিষ্কার করবার জন্যে লেনিনের কোন কমিশন পাঠাবার দরকার হয় নি। না খেয়ে যাঁর কাটছে, অনশনগ্রস্ত মানুষের মেজাজ বুঝবার জন্যে তাঁকে জল্পনাকল্পনা করতে হয় না। তিনি জানেন, বোঝেন। সবার সঙ্গে উপোস দিয়ে, সবার সঙ্গে শীতে ভুগে তাদের অনুভূতিই হয় তাঁর অনুভূতি, তাদের চিন্তাই তাঁরও চিন্তা, তাদের আকাঙ্ক্ষাই তাঁর ভাষা।

ঠিক এইভাবেই কাজ চালায় কমিউনিস্ট পার্টি, জনগণের ভাব-ভাবনা সরাসরি প্রতিফলিত করবার যন্ত্র তারা, সেগুলিকে ভাষা দেবার মুখপাত্র।

কমিউনিস্টরা বলেন, 'সোভিয়েতগুলি আমাদের সৃষ্টি নয়। জনগণের জীবনের ভিতর দিয়ে সোভিয়েতগুলি গড়ে উঠেছে। নিজেদের মাথায় একটা কর্মসূচী খাড়া করে সেটা আমরা উপর থেকে জনগণের মাথায় চাপিয়ে দিই নি। আমরা বরং কর্মসূচীটা নিয়েছি খাস জনগণেরই কাছ থেকে। জনগণ দাবি তুলেছিল — 'কৃষকের হাতে জমি চাই', 'শ্রমিকের হাতে কলকারখানা চাই', 'সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি চাই'। এই স্লোগানগুলি পতাকায় লিখে তাই নিয়ে এগিয়েই আমরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছি। জনগণকে বুঝতে পারাতেই আমাদের শক্তি। প্রকৃতপক্ষে, জনগণকে বুঝবার প্রয়োজন আমাদের নেই। আমরাই জনগণ।' সাধারণ নেতাদের ক্ষেত্রে এটা নিঃসন্দেহে সত্যি, পেত্রগ্রাদে প্রথম যে-পাঁচজন কমিউনিস্টের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল তাঁদেরই মতো ওঁরা হলেন জনগণের রক্ত-মাংস।

কিন্তু লেনিনের মতো বুদ্ধিজীবীরা — তাঁরা কেমন করে কথা বলেন জনগণের তরফে? জনগণের অন্তরের কথা তাঁরা বোঝেন কেমন করে? এর জবাব হল, সেটা তাঁরা কিছুতেই পারেন না। এটা নিশ্চিত। কিন্তু তেমনি নিশ্চিত হল — যেমনটি তলস্তয় দেখিয়েছেন, — জনগণের সংগ্রাম থেকে যিনি দূরে দূরে থাকেন তাঁর চেয়ে যিনি জনগণেরই জীবন যাপন করেন তিনি জনগণের বেশি ঘনিষ্ঠ। এইভাবে, প্রতিপক্ষীয়দের উপর লেনিনের একটা বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব ছিল। উরালের খনি-শ্রমিক, ভলগার কৃষক কিংবা সোভিয়েত সৈনিকের মনোভাব নিয়ে তাঁকে অনুমান করতে হত না। সেটা তিনি জানতেন — অন্তত মোটামুটি তো বটেই। কেননা, তাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা যে তাঁর নিজেরই অভিজ্ঞতা। তাই, লেনিনের প্রতিপক্ষীয়রা যখন অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিলেন, তখন তিনি নিজের ভিত্তি-জানা মানুষের প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

সোভিয়েত নেতারা যে এইভাবে কমিউনিস্ট আদর্শে কর্ম সাধন করেন, এটা হল সোভিয়েত সরকারের শক্তি সমাবেশে একটা প্রবল উপাদান। রাশিয়ার বাইরে এটাকে উপেক্ষা করা হয়েছে কিংবা খাটো করে দেখানো হয়েছে। লেনিন কিন্তু এটাকে খাটো করে দেখেন নি। সোভিয়েত ব্যবস্থার একটা মূলকথা বলে তিনি এটাকে ধরেছেন। ঘটনাবলীর ঘূর্ণাবর্তের ভিতরে

দাঁড়িয়ে তিনি 'রাষ্ট্র এবং বিপ্লব' বইখানিতে লিখেছেন: হাতে-কলমে কমিউনিজম আচরণটাই হল প্রলেতারীয় রাষ্ট্রনায়কদের একমাত্র যথার্থ পথ। পথটা কঠিন। এ পথে অনেকে চলেন না।

৭। বক্তা লেনিন

এইসব ক্লেশ এবং দিবা-রাত্রি কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও লেনিন সদাসর্বদাই আসতেন বক্তৃতামঞ্চে; সংযত অথচ প্রখর ভাষায় অবস্থার প্রকৃতি নির্ধারণ ক'রে, প্রতিকার নির্দেশ ক'রে তিনি সেগুলোকে প্রয়োগ করবার জন্যে শ্রোতাদের সক্রিয় করে তুলতেন। অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে লেনিনের বক্তৃতা কী উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগায় সেটা লক্ষ্য ক'রে পর্যবেক্ষকেরা অবাক হন। তাঁর বক্তৃতা ক্ষিপ্র অনর্গল এবং তথ্য দিয়ে ঠাসা হলেও সেটা তাঁর বক্তৃতামঞ্চে আরোহণেরই মতো বর্ণাঢ্যও নয়, রোমাঞ্চকরও নয়। শ্রোতার পক্ষ থেকে তাতে গভীর চিন্তার প্রয়োজন হত — সেটা কেরেন্‌স্কির ঠিক উল্টো। কেরেন্‌স্কি ছিলেন রোম্যাণ্টিক চরিত্র, বাগ্মী; অজ্ঞ আর অশিক্ষিত রাশিয়ানদের প্রভাবিত করবার মতো যাবতীয় কৌশল আর উন্মাদনা তাঁর ছিল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তাঁর বক্তৃতায় ওরা প্রভাবিত হত না। এ হল আর একটা রাশিয়ান ধাঁধা। চমৎকার এই বক্তার ঝলকানো বাক্য আর অপরূপ উচ্ছ্বাস লোকে শুনত। তারপরে তারা মুখ ফিরিয়ে আনুগত্য জানাত লেনিনের কাছে — যিনি পণ্ডিত, যিনি যুক্তি আর মাপা চিন্তা আর বিদগ্ধ উক্তির মানুষ।

ডায়ালেক্‌টিক্‌স্‌ আর তর্কে লেনিন সুনিপুণ; বিতর্কে তিনি আশ্চর্য আত্মস্থ। বিতর্কেই তাঁর নৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। অল্‌গিন* বলেছেন: 'লেনিন প্রতিপক্ষের জবাব দেন না। প্রতিপক্ষকে তিনি ছিন্নভিন্ন করেন। তিনি ক্ষুরধার। আশ্চর্য প্রখরতায় কাজ করে তাঁর মন। যুক্তিধারায় প্রত্যেকটা

---

* অল্‌গিন ছিল প্রাবন্ধিক ম. ন. নভোমেইস্কির ছদ্মনাম। তিনি ১৯১৪ সালে রাশিয়া ছেড়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যান, পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ এবং বই লেখেন।

ত্রুটি তিনি লক্ষ্য করেন। যেসব বক্তব্য তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় সেগুলোয় আপত্তি করে তিনি তা থেকে কীসব মহা আজগবি সিদ্ধান্তে পেঁছিতে হয়, তা দেখিয়ে ছাড়তেন। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে চলে তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। প্রতিপক্ষকে তিনি উপহাস করেন। প্রতিপক্ষকে তিনি কঠোর সমালোচনায় বিদ্ধ করেন। লোককে তিনি টের পাওয়াতেন যে, তাঁর শিকারটা একটা অতি অকাট মূর্খ, একটা দেখনধারী অকালকুষ্মাণ্ড। তাঁর যুক্তিধারায় প্রভাবিত হয়ে যেতে হয়। অভিভূত হয়ে পড়তে হয় তাঁর ধীশক্তির প্রাবল্যে।'

ঘনবদ্ধ যুক্তিধারার মাঝে মাঝে তিনি লঘু চালে একটু কৌতুক করে নিতেন কিংবা হুল ফুটানো টিপ্পনি কাটতেন, যেমন: কমরেড কাম্‌কভের প্রশ্নগুলো শুনে আমার মনে পড়ছে সেই যে কথায় আছে, 'একজন মূর্খ এত প্রশ্ন করতে পারে যে দশ জন বিজ্ঞ তার জবাব দিতে অক্ষম।' তেমনি, বলশেভিক সাংবাদিক রাদেক একবার লেনিনকে বলেছিলেন: 'পেত্রগ্রাদে পাঁচ শ' সাহসী লোক থাকলে আমরা আপনাকে জেলে পুরতাম।' তখন জবাবে লেনিন শান্তভাবে বলেছিলেন: 'কোন কোন কমরেড জেলে যেতে পারেন বটে, কিন্তু সম্ভাব্যগুলোর হিসেব করলে দেখবেন আমাকে আপনি জেলে পাঠাবেন এর চেয়ে আপনাকেই আমি পাঠাব, এই সম্ভাবনাই বেশি।' নতুন ব্যবস্থার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি কোন মামুলী ঘটনার উল্লেখ করতেন — যেমন, বৃদ্ধা কৃষক রমণী জমিদারের বনভূমিতে জ্বালানি কাঠ কুড়ুচ্ছেন, আর নতুন দিনের সৈনিক তাঁকে নির্যাতন না ক'রে তাঁর রক্ষক হিসেবে কাজ করছে।

মানুষটির মধ্যে যে-তেজ আর ভাবাবেগ আছে সেটা যেন ক্লেশ-দুর্দশা আর ঘটনাবলীর চাপে প্রচলিত সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। হালের একজন পর্যবেক্ষক বলেছেন, একটা বিরাট সভায় লেনিন আরম্ভ করলেন কিছুটা খুঁড়িয়ে-চলা ভারী-ভারী বাক্য দিয়ে, কিন্তু বলতে-বলতে তাঁর কথাগুলো হয়ে উঠল আরও বেশি স্পষ্ট। জোর-করা কোন প্রচেষ্টা ছাড়াই তিনি বক্তৃতায় সাবলীল এবং প্রাণবন্ত হয়ে উঠলেন — তাঁর আভ্যন্তরিক আবেগ ক্রমে বেড়ে উঠল, ক্রমাগত অধিকতর মাত্রায় ফলপ্রসূ হয়ে উঠল। 'তাঁর সমগ্র অন্তরাত্মা জুড়ে থাকত যেন একটা সংযত আবেগ।

অনেক রকমের অঙ্গভঙ্গি করতেন তিনি; কখনো কয়েক পা পিছিয়ে যেতেন, কখনো কয়েক পা এগিয়ে আসতেন। তাঁর কপালে লক্ষণীয় হয়ে ফুটে উঠত গভীর কতক বলিরেখা — তাতে দেখা যেত ভেতরকার তীব্র চিন্তাটা, প্রায় যন্ত্রণাকর একটা মননকর্ম।' লেনিন ঘা দিতেন মুখ্যত বুদ্ধিতে—আবেগে নয়। অথচ, তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলীতে যে-সাড়া জাগত তাতে দেখা যেত নিছক ধীশক্তির কী বিরাট ক্ষমতা।

লেনিনকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে দেখেছি শুধু একটি বার। নতুন লাল ফৌজের প্রথম দলটি রণাঙ্গনে যাত্রা করছিল ডিসেম্বর মাসে মিখাইলভ্স্কি মানেজ থেকে। ঝলকানো মশালগুলো বিশাল অভ্যন্তরভাগটাকে আলোকিত করে সাঁজোয়াগাড়িগুলির দীর্ঘ সারিগুলোকে কোন অদ্ভুত আদিম দানবের একটা জটলায় পরিণত করছিল। সেই বিশাল রঙ্গভূমিতে দলে দলে যাওয়া-আসা করছিল আর সাঁজোয়াগাড়িগুলোতে বেয়ে বেয়ে উঠছিল সৈন্যদলে নতুন নাম-লেখানো সৈনিকদের আবছা মূর্তিগুলি — তাদের অস্ত্রসজ্জা অপ্রতুল, কিন্তু বৈপ্লবিক আবেগ-উদ্দীপনায় তারা বলবান। গা গরম রাখবার জন্যে তারা নাচছিল, পা দাপাচ্ছিল, আর মেজাজ তোলার জন্যে বিভিন্ন বৈপ্লবিক গান আর গ্রাম্য লোকসংগীত গাইছিল।

বিপুল হর্ষধ্বনি উঠল — লেনিন এলেন। একখানা বড় গাড়ির উপর উঠে তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। আধো-অন্ধকারে মানুষের জটলাগুলো তাকিয়ে শুনছিল মনোযোগ দিয়ে। কিন্তু লেনিনের কথাগুলো তাদের প্রদীপ্ত করে তুলল না। তাঁর বক্তৃতাশেষে হাততালি পড়ল, কিন্তু যেমনটি হয়ে থাকে সেই বিপুল উল্লাসধ্বনির সঙ্গে তার কোন তুলনাই হয় না। প্রাণ দিতে যে-মানুষ যাচ্ছে রণাঙ্গনে — তাদের মেজাজের চাহিদার দিক থেকে লেনিনের সেদিনের বক্তৃতা হল নিস্তেজ। বক্তৃতার বক্তব্য ছিল মামুলী, কথাগুলো ছিল বহুব্যবহৃত। এই নিষ্প্রাণতার যথেষ্ট কারণও ছিল: মাত্রাতিরিক্ত কাজ, নানা জরুরী বিষয়ে মনের ভারাক্রান্ত অবস্থা। তবু বিশেষ তাৎপর্যসম্পন্ন একটা উপলক্ষে লেনিনের এই বক্তৃতাটা হয়ে গেল তাৎপর্যবিহীন। এই শ্রমজীবী মানুষগুলি সেটা অনুভবও করল। রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত অন্ধ বীরপূজারী নয়। কেউ শুধু নিজের অতীতের কৃতিত্ব আর মর্যাদা ভাঙিয়ে দীর্ঘকাল চলতে পারে না — বিপ্লবের পিতামহ আর মাতামহকে সেটা টের

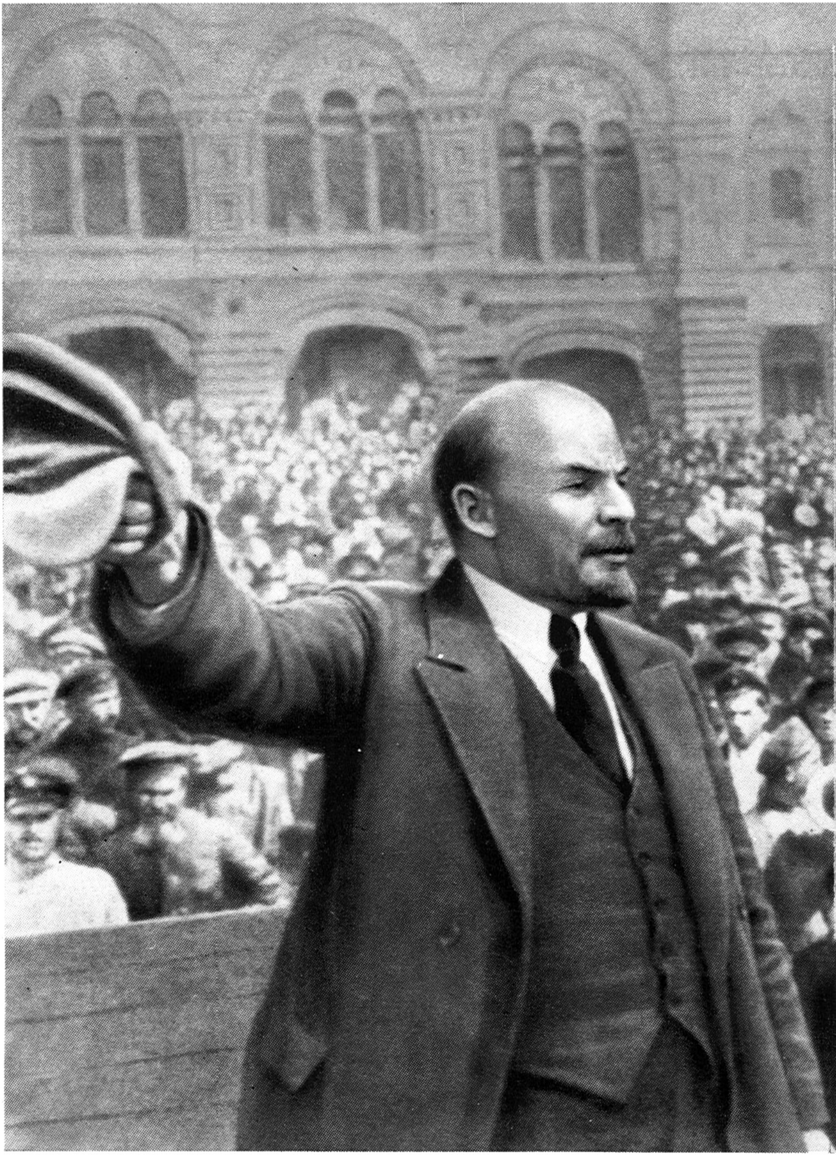

লেনিন ভ্সেভোবুচ (সর্বজনীন সামরিক তালিম) পরিদর্শন করছেন,
মে, ১৯১৯

পেতে হয়েছিল। যিনি এখনই, এই মুহূর্তেও বীর, নায়ক হিসাবে কার্যক্ষেত্রে পরিচয় দিতে পারেন না তিনি বীরের, নায়কের প্রাপ্য প্রশংসার অযোগ্য।

লেনিন মঞ্চ থেকে নামলে পদ্‌ভইস্কি ঘোষণা করলেন, 'একজন আমেরিকান কমরেড এখন বক্তৃতা করবেন।' সভার সবাই কান খাড়া করল, আমি উঠলাম সেই বড় গাড়িখানার উপর।

লেনিন বললেন, 'ভালই হল! আপনি বলবেন ইংরেজীতে। তাহলে আমি আপনার দোভাষী হতে পারি।'

মনের কি একটা বেপরোয়া তাড়নায় আমি বলে দিলাম, 'না, রুশ ভাষাতেই বলব।'

লেনিন আমাকে লক্ষ্য করছিলেন, তাঁর চোখ মিটমিট করছিল, যেন মজার একটা কিছু হতে যাচ্ছে বলে। সেটা ঘটতেও দেরি হল না। রপ্ত-করা কতকগুলো বাক্য সব সময়ে আমার থলেয় থাকত — তার প্রথম কিস্তিটা ফুরিয়ে যেতেই আমি ইতস্তত করে থেমে গেলাম। ভাষাটা আবার চালু করে উঠতে পারছিলাম না। কোন বিদেশী তাদের ভাষা নিয়ে যা-ই করুক না কেন, রাশিয়ানরা শিষ্টতা সহৃদয়তা দেখায়। শিক্ষানবিশের প্রয়োগকৌশলে না হলেও, তার প্রচেষ্টায় তারা মূল্য দেয়। এইভাবে দীর্ঘ হাততালি পড়ছিল আমার বক্তৃতায়, আর সেই ফুরসত পেয়ে আমি আর একটু এগোবার মতো কিছু কথা জড়ো করে নিচ্ছিলাম। আমি বলতে চাইছিলাম যে, তেমন ভীষণ সংকট যদি আসে আমি নিজেই সানন্দে লাল ফৌজে নাম লেখাব। একটা শব্দের জন্যে হাতড়াতে গিয়ে আমি একটু থামতে লেনিন আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন:

'কোন্ শব্দটা দরকার?'

আমি বললাম, 'ভর্তি হওয়া।'

তিনি বলে দিলেন, **'ফস্তুপিৎ।'**

এরপরে, যখনই আমার আটকে যাচ্ছিল, লেনিন শব্দটা যুগিয়ে দিচ্ছিলেন, আর আমি সেটা লুফে নিয়ে ছুড়ে দিচ্ছিলাম শ্রোতাদের মধ্যে — অবশ্যি আমার মার্কিন স্বরাঘাতে সেটাকে বদলেও ফেলছিলাম। এর ফলে, আর যে-আন্তর্জাতিকতার কথা তারা এত শুনেছে তারই চাক্ষুষ প্রতীক হিসেবে

আমি সশরীরে তাদের সামনে রয়েছি ব'লে আমার বক্তৃতায় মধ্যে মধ্যে হাসির রোল আর প্রকাণ্ড হর্ষধ্বনিও উঠছিল। লেনিনও তাতে আন্তরিকভাবে যোগ দিচ্ছিলেন।

লেনিন বললেন, 'তা, যা-ই হোক, রুশ ভাষার আরম্ভ তো হল। তবে, লেগে থাকা চাই।' আর বেস্‌সি বেট্টির* দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনারও রুশ ভাষা শিখতে হবে। পাঠ-বিনিময়ের জন্যে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দিন। তার পরে রাশিয়ান ছাড়া কিছু পড়বেন না, লিখবেন না, বলবেন না। আমেরিকানদের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাতে কোন লাভ হবে না,' লেনিন কৌতুক করে বললেন। 'এর পরের বার যখন দেখা হবে আপনার পরীক্ষা নেব।'

৮। সর্বক্ষণ বিপদের মুখে লেনিন

সেই পরের বার সাক্ষাৎ না হতেও পারত। লেনিনকে নিয়ে গাড়িখানা মানেজ থেকে বেরিয়ে আসতেই তিনটে তীক্ষ্ণ আওয়াজ উঠল, আর লেনিনের গাড়ি বিঁধে ঢুকল তিনটে গুলি, তার একটায় আহত হলেন সুইজারল্যাণ্ডের প্রতিনিধি প্লাত্তেন** — তিনি ছিলেন লেনিনের সঙ্গে একই আসনে। পাশের একটা গলি থেকে কোনো আততায়ী খুন করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল।

অবশ্যি সমস্ত বলশেভিক নেতারই জীবন বিপন্ন ছিল সর্বক্ষণ। তবে, স্বভাবতই, বুর্জোয়া চক্রীদের তাক ছিল প্রধানত লেনিনেরই উপর। তারা বলত, লেনিনের সক্রিয় মস্তিষ্কে তৈরি হচ্ছে তাদের সর্বনাশের পরিকল্পনা।

---

* বেস্‌সি বেট্টি — একজন আমেরিকান সাংবাদিক; ১৯১৭ সালের বিপ্লবের সময়ে রাশিয়ায় ছিলেন। তিনি 'রাশিয়ার লাল হৃদয়' নামে বই এবং অক্টোবর বিপ্লব সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ লেখেন।

** প্লাত্তেন — বামপন্থী সুইস সোশ্যালিস্ট, পরে কমিউনিস্ট। ১৯০৫ সালে রিগায় বিপ্লবী কাজ চালান ও সাধারণভাবে রুশ বৈপ্লবিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। ১৯১২—১৯১৮ সালে সুইস সোশ্যালিস্ট পার্টির সম্পাদক হন। ১৯১৭ সালের বসন্তে সুইজারল্যাণ্ড থেকে লেনিনের রাশিয়ায় আসার ব্যবস্থা করেন। সুইস কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

ওহ্, একটা গুলি যদি ঐ মস্তিষ্কটাকে স্তব্ধ করে দিতে পারত! প্রতিবিপ্লবীদের ঘরে ঘরে প্রতিদিন উচ্চারিত হত ঐ ব্যাকুল প্রার্থনা।

মস্কোয় এই রকমের একটা বাড়িতে আমাদের জন্যে উদার আতিথেয়তা ছিল সদা-উন্মুক্ত। ধূমায়িত সামোভারের সঙ্গে প্রকাণ্ড টেবিলে ঠাসা থাকত নানা ফল আর বাদাম, আর কত রকমের **জাকুস্কা,** তাছাড়া, থাকত আর্থার র‍্যান্সাম* যাকে বলতেন 'মিষ্টি', যেটা তাঁর বড় লোভের সামগ্রী। যুদ্ধে এই পরিবারটির চমৎকার ভাগ্য খোলে। হরেক রকমের ফাটকাবাজি, জার্মানিতে মাল পাচার আর ছোট-বড় যাবতীয় মুনাফাখোরি, সব মিলিয়ে পরিবারটি উঠেছিল একেবারে নন্দন-কাননে। এমন সময়ে হঠাৎ কোথা থেকে এসে বলশেভিকরা সেই নন্দন-কাননের ভিত্তিটাকেই সরিয়ে দিচ্ছে। যুদ্ধটাকে বন্ধ করে দিতে চায় বলশেভিকেরা। এরা কোন যুক্তি মানে না। একেবারে জংলী উন্মাদের দল! তারা কিনা স্তব্ধ করে দিতে চায় সবকিছুই — ফাটকাবাজি, মুনাফাখোরি, সবকিছু! তাই ওদের স্তব্ধ করে দেওয়াই একমাত্র কাজ। ফাঁসি দাও! গুলি করে ওদের সাবাড় করে দাও! শুরু করো সবার উপরে লেনিন থেকে।

'লেনিনকে যে খুন করবে তার জন্যে দশ লক্ষ রুবল আমার হাতে রয়েছে এই মুহূর্তেই,' গম্ভীরভাবে বলেছিল মস্কোর উদীয়মান তরুণ ফাটকাবাজটি, 'তাছাড়া, এ কাজে আরও উনিশ জনকে জড়ো করতে পারি কালই; তারাও প্রত্যেকে এ কাজে দশ লক্ষ রুবল করে ঢালতে প্রস্তুত।'

আমাদের পরিচিত সেই বলশেভিক পণ্ডকের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, কী বিপদ ঘাড়ে করে লেনিন চলেছেন সেটা তিনি জানেন কি। তাঁরা বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, বেশ ভালভাবেই জানেন। কিন্তু তাঁর কোন দুশ্চিন্তা নেই। আসলে কী জানেন, তাঁর দুশ্চিন্তা নেই কিছুতেই।' সত্যিই যেন নেই। পথে পদে পদে মাইন্-পাতা, মৃত্যু-ফাঁদ তার সর্বত্র — সেই পথ ধরে তিনি চলেন গ্রাম্য ভদ্রমহোদয়ের মতো নিরুদ্বেগ স্থৈর্যে। যে-সংকটে লোকের স্নায়ু কাঁপে, ভয়ে মুখ শুকিয়ে যায়, তার মধ্যে তিনি ধীর-স্থির, নির্বিকার।

---

* আর্থার র‍্যান্সাম — একটি উদারনীতিক বৃটিশ পত্রিকার সংবাদদাতা এবং 'সিক্স্ উইক্স্ ইন্ সোভিয়েত রাশিয়া' ('সোভিয়েত রাশিয়ায় ছ'সপ্তাহ') নামে বইয়ের লেখক।

লেনিনকে হত্যা করবার জন্যে প্রতিবিপ্লবীদের আর বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের একটার পর একটা চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু ১৯১৮ সালে অগস্ট মাসের শেষের দিকে তারা পেরে গিয়েছিল আর কি।

মিখেল্‌সন্‌ কারখানার ১৫,০০০ শ্রমিকের সামনে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা তখন শেষ হয়েছে। গাড়িতে ফিরছেন তিনি, এমন সময়ে হাতে একখানা কাগজ তুলে ধরে ছুটে গেল একটি মেয়ে যেন প্রধানমন্ত্রীকে একখানা দরখাস্ত দিতে চাইছে। সেটা নেবার জন্যে লেনিন হাত বাড়ালেন, তখন ফানি কাপ্‌লান্‌ নামে আর একটি মেয়ে তাঁর উপর তিন বার গুলি চালাল, তার দুটো বিঁধে তিনি ফুটপাথের উপর পড়ে গেলেন। গাড়িতে তুলে তাঁকে ক্রেম্‌লিনে নিয়ে যাওয়া হল। ক্ষত দুটো থেকে রক্ত পড়ছিল প্রচুর — তবু জিদ করে তিনি সিঁড়িতে উঠলেন হেঁটেই। জখম কত গুরুতর সেটা তিনি বুঝতে পারেন নি। কয়েক সপ্তাহ তিনি ছিলেন মরণাপন্ন। জ্বরাক্রান্ত শিরা-উপশিরার প্রদাহের সঙ্গে যোঝার পর যেটুকু শক্তি তাঁর বাকি ছিল তা তিনি দেন সারা দেশে প্রতিশোধের বিকার উপশম করবার জন্যে।

কেননা জনগণের সমস্ত মুক্তি আর আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছেন যে-মানুষটি তাঁকে আঘাত হেনেছে প্রতিক্রিয়ার জঘন্য শক্তি, তাতে রোষান্বিত জনগণ 'লাল সন্ত্রাস' দিয়ে পাল্টা-আঘাত হেনেছিল বুর্জোয়া আর রাজতন্ত্রীদের উপর।

বিভিন্ন কমিসার-হত্যা আর লেনিনকে হত্যা-প্রচেষ্টার জন্যে বুর্জোয়াদের অনেকের প্রাণ গেল। জনগণের ক্রোধের আগুন এমনই প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল যে, লেনিন যদি সেই ক্রোধের প্রকোপ সংযত করবার জন্যে জনগণের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ না জানাতেন তাহলে আরও কয়েক শয়ের জীবন যেত। একান্ত নিশ্চিত হয়েই বলা যায়, সমগ্র উত্তেজনার মধ্যে রাশিয়ায় সবচেয়ে ধীর-স্থির মানুষটি ছিলেন লেনিন।

৯। অসাধারণ আত্মসংযমী লেনিন

সমস্ত অবস্থায়ই তাঁর ছিল পরম আত্মসংযম। অন্যান্যেরা ক্ষেপে যেতে পারত যেসব ঘটনায় তাতেও তিনি থাকতেন শান্ত, অবিচলিত।

সংবিধান পরিষদের* ঐতিহাসিক অধিবেশনটিতে দুটি উপদলের মধ্যে জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে অতি দুর্দান্ত দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল। প্রতিনিধিরা রণধ্বনি তুলে টেবিল থাব্‌ড়াচ্ছিলেন, বক্তাদের গর্জনে চলছিল হুমকি আর রণংদেহি আহ্বান, দু' হাজার কণ্ঠে গাওয়া হচ্ছিল 'আন্তর্জাতিক' আর 'বিপ্লবী অভিযানের' গান — সব মিলিয়ে আবহাওয়াটা একেবারে তড়িতাহিত হয়ে উঠেছিল। রাত্রি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনাও ক্রমাগত চরমে চড়ছিল। গ্যালারিতে আমরা উত্তেজনায় অস্থির হয়ে রেলিং আঁকড়ে ধরছিলাম, আমাদের চোয়াল তখন টনটন করছে, কি-হয় কি-হয় অনিশ্চয়তায় আমরা অস্থির। বক্সের সামনের সারির আসনে বসা লেনিনকে দেখাচ্ছিল ক্লান্ত-বিরক্ত।

শেষে উঠে মঞ্চের পিছন দিকে গিয়ে তিনি লাল কার্পেট-লাগানো সিঁড়িতে বসে পড়লেন। বিরাট সভাস্থলটাকে তিনি দেখছিলেন নিতান্ত নির্লিপ্তভাবেই। তার পরে, 'এত লোকে সবাই স্নায়বিক শক্তির অপচয় করছে, আমি বরং জমিয়ে নিই আরও কিছু স্নায়বিক শক্তি' — যেন এই ব'লে তিনি হাতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর মাথার উপর দিয়ে বয়ে যেতে থাকল বাগ্মীদের বাক্‌চাতুর্য আর শ্রোতৃমণ্ডলীর গর্জনের ঢেউ, কিন্তু তিনি থাকলেন শান্ত-তন্দ্রাতুর। দু'-একবার চোখ খুলে তিনি চারদিকে ক্ষণিক দৃষ্টিপাত ক'রে আবার মাথা নেড়ে ঘুমিয়ে পড়ছিলেন।

শেষে উঠে আড়মোড়া ভেঙে তিনি ধীরে-সুস্থে গিয়ে বসলেন সামনের সারিতে নিজের আসনটিতে। সুযোগ বুঝে আমি আর রীড্ শুট করে সংবিধান পরিষদের কাজকর্মের সম্বন্ধে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করতে গেলাম। তিনি উত্তর দিচ্ছিলেন উদাসীনভাবে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন 'প্রচার সমিতির'** কাজকর্ম সম্বন্ধে। আমরা জানালাম প্রচার-পত্রাদি ছাপা হচ্ছে টন-টন এবং যথার্থই জার্মান ফৌজের ট্রেঞ্চগুলোতে সেটা পেঁছচ্ছে, তখন

---

* পরিষদটির আরো বিস্তারিত বিবরণ ২২৪—২২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

** রুশ কমিউনিস্ট পার্টির বিদেশী দলসমষ্টির অধীন এক সংগঠন। ১৯১৮ সালের গোড়ায় এই সমষ্টিটি সংগঠিত হয়, তাতে যোগ দেন বিদেশী সাহিত্যিক আর প্রচারকেরা। তাঁরা নানা প্রকাশন তৈরি ও বিলি করেছিলেন, তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সৈন্যদের মধ্যে আন্দোলন আর প্রচার চালিয়েছিলেন।

তাঁর মুখে এল খুশির আমেজ। বললাম, কিন্তু জার্মান ভাষায় কাজ করা আমাদের পক্ষে শক্ত হচ্ছিল।

'আঃ,' হঠাৎ প্রফুল্ল হয়ে উঠে, সেই সাঁজোয়াগাড়িতে আমার সেই দুর্দান্ত কাজটার কথা মনে করে তিনি বললেন, 'আপনার রুশ ভাষা চলছে কেমন? এখন এই সমস্ত বক্তৃতা সব বুঝতে পারছেন তো?'

আমি একটু এড়িয়ে বললাম, 'রুশ ভাষায় শব্দ এত বেশি!' তার পাল্টা জবাবে তিনি বললেন, 'সেটা ঠিক! চলতে হবে প্রণালীবদ্ধভাবে। ভাষার দাঁত ভাঙতে হবে একেবারে গোড়াতেই। শুনুন, বলি আমার পদ্ধতিটা কী।'

লেনিনের পদ্ধতির মর্মটা হল এই: প্রথমে, সমস্ত বিশেষ্য পদ শিখতে হবে, সমস্ত ক্রিয়া পদ শিখতে হবে, সমস্ত ক্রিয়ার বিশেষণ আর বিশেষণ পদ শিখতে হবে, এবং শিখতে হবে বাদবাকি সমস্ত শব্দ; শিখতে হবে সমস্ত ব্যাকরণ আর শব্দ-পদবিন্যাসের নিয়মাবলী; তারপরে অনুশীলন চালাতে হবে সর্বত্র এবং সবার উপরে। দেখাই যাচ্ছে লেনিনের পদ্ধতিটা তেমন সূক্ষ্ম নয়, তবে পূর্ণাঙ্গ। এক কথায় এটা হল বুর্জোয়াদের উপর জয়লাভের জন্যে তাঁর পদ্ধতিটার প্রয়োগ ভাষার ক্ষেত্রে: কাজে কোমর বেঁধে লাগা। তবে, এটা নিয়ে তিনি বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন।

বক্স-আসনের উপর দিয়ে ঝুঁকে তিনি অঙ্গভঙ্গি করে কথাগুলো বলছিলেন, চোখ জ্বলজ্বল করছিল। অন্যান্য রিপোর্টারেরা তাকাচ্ছিলেন ঈর্ষান্বিত হয়ে। তাঁরা ভাবছিলেন, লেনিন বুঝি বিরুদ্ধবাদীদের পাপের ওপর কষাঘাত করছেন, কিংবা ফাঁস করছিলেন সোভিয়েতের গোপন কোনো পরিকল্পনা, অথবা বিপ্লবের জন্যে আমাদের আরও উত্তেজিত করবার জন্যে তাতাচ্ছিলেন। তখনকার মতো সংকটে নিশ্চয় মহান রাশিয়ান রাষ্ট্রের প্রধানের মুখ দিয়ে কেবল ঐরকমের সব বিষয়ই অমন তেজে নির্গত হতে পারে। তাঁদের ভুল হয়েছিল। কেমন করে একটা বিদেশী ভাষার উপর দখল আনা যায়, শুধু সেই কথাটারই ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী, আর ভদ্র-আলাপনের ভিতর দিয়ে তাঁর মনটা একটু বিরামেরও অবকাশ পাচ্ছিল।

বিরাট তর্ক-বিতর্কের উত্তেজনার মধ্যে প্রতিপক্ষীয়রা যখন নির্মমভাবে তাঁর উপর শরাঘাত করে যাচ্ছে তখন লেনিন বসে থাকতেন প্রশান্ত

আত্মসমাহিত হয়ে, এমনকি, তার মধ্যে তিনি কৌতুকও অনুভব করতেন। চতুর্থ কংগ্রেসে নিজের বক্তৃতার পরে তিনি পাঁচ জন বিরুদ্ধবাদীর আক্রমণ শুনবার জন্যে বসলেন মঞ্চে নিজ আসনে। যখনই তাঁর মনে হচ্ছিল যে, তাঁর বিরুদ্ধে যুক্তিটা বেশ ভালোই হয়েছে তখন লেনিন বেশ মন-খুলে হেসে করতালিতে যোগ দিচ্ছিলেন। আবার, যখনই কথাটাকে হাস্যকর বলে তাঁর মনে হচ্ছিল তখন লেনিন দুই বুড়ো আঙ্গুলের নখের আঘাতে শুধু করতালির ব্যঙ্গ করছিলেন।

১০। ঘরোয়া কথাবার্তায় লেনিন

লেনিনের ক্লান্তির লক্ষণ দেখেছি মাত্র একবার। মাঝরাতে সোভিয়েতের একটা বৈঠকের পরে তিনি স্ত্রী আর বোনের সঙ্গে উঠলেন 'ন্যাশনাল' হোটেলের লিফ্‌টে। একটু ক্লান্ত স্বরেই তিনি বললেন, 'গুড্‌ ইভ্‌নিং।' সঙ্গে সঙ্গেই আবার বললেন, 'না, এখন গুড্‌ মর্নিং। সারা-দিন সারা-রাত্রি কথা বলে আসছি—এখন ভারি ক্লান্ত। মাত্র এক-তলা যেতে হবে—তবু যাচ্ছি লিফ্‌টে করে।'

ব্যস্তসমস্ত হয়ে কিংবা হুড়মুড় করে তাঁকে চলতে দেখেছি মাত্র একবার। সেটা ফেব্রুয়ারি মাসে—তখন তাভরিদ প্রাসাদে আবার চলেছে উত্তেজিত বিতর্ক: জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ বা শান্তির প্রশ্ন নিয়ে। সহসা তিনি দেখা দিলেন: দ্রুত প্রবল পদক্ষেপে তিনি লম্বা হল-ঘরটার ভিতর দিয়ে মঞ্চে প্রবেশ-দ্বারের দিকে একরকম ধেয়ে যাচ্ছিলেন। অধ্যাপক চার্ল্‌স্‌ কুন্‌ৎস্‌ আর আমি তাঁর জন্যে ওত পেতে ছিলাম—অভিবাদন জানিয়ে বললাম, '**তাভারিশ্‌** লেনিন, এক মুহূর্ত সময় যদি দেন!'

হুড়মুড়িয়ে যাবার গতিবেগটা সংবরণ করে তিনি প্রায় সামরিক কায়দায় গম্ভীরভাবে মাথা নামিয়ে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, 'কমরেড, দয়া করে এবারটার মতো আমাকে যদি যেতে দেন! সত্যিই, একটা মুহূর্ত সময়ও আমার নেই। হল-ঘরে সবাই আমার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছেন। অনুগ্রহ করে এবারটার মতো আমাকে মার্জনা করবেন।' আর একবার মাথা নামিয়ে অভিবাদন জানিয়ে করমর্দন ক'রে তিনি আবার অতি দ্রুতপদে চলে গেলেন।

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আর পরিচয়ের ক্ষেত্রে লেনিন কত অমায়িক সে-সম্বন্ধে মন্তব্যপ্রসঙ্গে উইল্‌কক্স নামে একজন বলশেভিকবিরোধী বলেছেন, নিজ পরিবারকে একটা সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে উদ্ধার করবার জন্যে জনৈক ইংরেজ সওদাগর একবার লেনিনের ব্যক্তিগত সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন। গিয়ে তিনি দেখে আশ্চর্য হয়ে যান যে, সেই 'রক্তপিপাসু জালিমটা' আচরণে অমায়িক, ব্যবহারে শিষ্ট আর সহানুভূতিশীল এবং সাধ্যায়ত্ত সমস্ত সহায়তা দিতে প্রায় উদ্‌গ্রীব।

প্রকৃতপক্ষে, এক এক সময়ে তাঁকে মনে হত অতি শিষ্ট—যেন শিষ্টতার আতিশয্য। তার কারণ হতে পারে এই যে, ইংরেজীতে কথা বলবার সময়ে তিনি বইয়ে যেমনটি থাকে হুবহু সেইসব পরিমার্জিত রূপের শিষ্ট আলাপনের লব্‌জ ব্যবহার করতেন। তবে, এটাই আরও বেশি সম্ভব যে, সামাজিক সংসর্গের ক্ষেত্রে এটাই ছিল তাঁর রীতির অঙ্গ—কেননা, যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে তেমনি এক্ষেত্রেও লেনিন ছিলেন খুবই পটু। পরিহার্য ব্যক্তির সঙ্গে তিনি সময়ের অপচয় করতে চাইতেন না; সহজে তাঁর নাগাল ধরা যেত না। তাঁর বাইরের কামরায় ছিল এই বিজ্ঞপ্তি:

'আগন্তুকেরা যেন এ কথা বিবেচনায় রাখেন যে, যে-ব্যক্তির সঙ্গে তাঁরা কথা বলবেন তাঁর কাজ খুব বেশি। তিনি চান যে, যা বলতে আসা হয়েছে সেটা যেন স্পষ্ট করে এবং সংক্ষেপে বিবৃত করা হয়।'

লেনিনের নাগাল পাওয়া শক্ত ছিল, কিন্তু একবার পাওয়া গেলে সমগ্র লেনিনকেই পাওয়া যেত। সাক্ষাৎকারীর উপর তিনি সমগ্র মনোবৃত্তি এমন উজাড় করে ঢেলে দিতেন যে, তাতে বিব্রত বোধ করতে হত। শিষ্ট, প্রায় উচ্ছ্বসিত অভিবাদন জানাবার পরে তিনি ক্রমাগত কাছে সরতে সরতে শেষে তাঁর মুখখানা এসে যেত প্রায় এক হাতের মধ্যে। কথাবার্তা চলতে থাকলে তিনি প্রায়ই আরও কাছে এসে চোখে চোখ রাখতেন স্থিরদৃষ্টিতে—যেন মস্তিষ্কের অন্তস্তলের কুলুঙ্গিগুলো খুঁজে বের করছেন, আর একেবারে অন্তরাত্মার ভিতরেই উঁকি দিয়ে দেখে নিচ্ছেন। একমাত্র মালিনোভ্‌স্কির মতো নির্লজ্জ মিথ্যাবাদীই সেই নিবদ্ধ দৃষ্টির প্রভাব সহ্য করতে পেরেছে।

একজন সোশ্যালিস্টের সঙ্গে আমাদের প্রায়ই দেখা হত—ইনি ১৯০৫ সালে মস্কো অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং ব্যারিকেডে দাঁড়িয়ে

লড়েছিলেনও বেশ। প্রথমে সাগ্রহ নিষ্ঠাভরে যেটা গ্রহণ করেছিলেন সেটাকে তিনি ছাড়লেন জীবনে ব্যক্তিগত সাফল্য আর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের টানে। এখন তাঁর চেহারায় সুখ-সমৃদ্ধির ছাপ; ইংলণ্ডের একটি পত্রিকা সিণ্ডিকেট আর প্লেখানভের* 'ইয়েদিনস্ত্ভো'র সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেন। লেনিনের কাছে বুর্জোয়া লেখকেরা ছিল সময়ের অপচয় মাত্র—তবে, অতীতের বৈপ্লবিক কাজকর্মের ঘটনাটাকে সুকৌশলে ব্যবহার ক'রে ইনি লেনিনের সঙ্গে দেখা করবার একটা বন্দোবস্ত করে ফেলেছিলেন। মহা উৎসাহে তিনি গেলেন লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে। কয়েক ঘণ্টা পরে তাঁকে দেখলাম বিচলিত অবস্থায়। তিনি খুলে বললেন:

'আপিস-ঘরে ঢুকে আমি ১৯০৫ সালের বিপ্লবে আমার অংশ গ্রহণ করবার কথা বলি। লেনিন আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'তা ঠিক, কমরেড, কিন্তু **এই** বিপ্লবটার জন্যে আপনি কী করছেন?' তাঁর মুখখানা তখন ছ' ইঞ্চির মধ্যে, আর তাঁর দু' চোখের দৃষ্টি সোজা আমার চোখের ওপর। মস্কোর ব্যারিকেডে আসার পুরন দিনের কথা বলতে বলতে এক-পা পিছিয়ে নিলাম। কিন্তু লেনিন এক-পা এগিয়ে এলেন, আমাকে চোখ এড়াতে দিলেন না, আবার বললেন, 'তা ঠিক, কমরেড, কিন্তু **এই** বিপ্লবটার জন্যে আপনি কী করছেন?' সে যেন এক্স-রের মতো — তিনি যেন আমার গত দশ বছরের সমস্ত কাজকর্ম দেখতে পাচ্ছিলেন। আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। অপরাধী বাচ্চা ছেলের মতো আমি চোখ নামাতে বাধ্য হলাম। কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম — কিন্তু কিছু হবার নয়। চলে আসতে হল।' এর কয়েক দিন পরে এই লোকটি **এই** বিপ্লবে অংশীদার হয়ে সোভিয়েতের কর্মী হয়ে দাঁড়ান।

---

* প্লেখানভ, গ. ভ. (১৮৫৬—১৯১৮)—রাশিয়ায় মার্কসবাদের প্রথম প্রচারক, বস্তুবাদী বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির একজন সুদৃঢ় যোদ্ধা, রাশিয়ার এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট কর্মী। সঙ্গে সঙ্গে, দার্শনিক আর রাজনীতিক মতামতের ক্ষেত্রে এবং কর্মে-আচরণে তিনি বিভিন্ন গুরুতর ভুলভ্রান্তি করেছিলেন। তিনি ছিলেন মেনশেভিকদের একজন নেতা; প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময়ে তিনি সোশ্যাল শভিনিজমের মত গ্রহণ করেন।

১১। লেনিনের আন্তরিকতা এবং অবাস্তবতার প্রতি ঘৃণা

লেনিনের এত শক্তির একটা গূঢ় উপাদান হল তাঁর প্রচণ্ড আন্তরিকতা। বন্ধুবান্ধবের প্রতি তিনি ছিলেন আন্তরিক। কারও পদোন্নতি হলে তিনি সন্তুষ্ট হতেন, কিন্তু কাজের অবস্থা কিংবা ভবিষ্যৎ প্রত্যাশার কোন মনোহর চিত্র এঁকে তিনি কাউকে ভরতি করতে নারাজ ছিলেন, তাঁর বরং আসলে যা তার চেয়ে নিরুৎসাহব্যঞ্জক চিত্র তুলে ধরবারই ঝোঁক ছিল। লেনিনের বহু বক্তৃতারই মুখ্য প্রসঙ্গ ছিল এই রকম: 'বলশেভিকরা যে-লক্ষ্য সাধন করতে চাইছেন সেটা সুদূরে — অনেকে যা স্বপ্ন দেখেন তার চেয়ে দূরে। বন্ধুর পথে আমরা রাশিয়াকে চালিয়ে নিয়ে এসেছি, কিন্তু যে-ধারা আমরা অনুসরণ করছি তাতে আমাদের আরও শত্রু হবে, আরও ভুখা আসবে। অতীত তো কঠিন গেছে, কিন্তু ভবিষ্যতে রয়েছে আরও কঠোরতার সম্ভাবনা— এত কঠোর যা আপনারা কল্পনা করতে পারছেন না।' মনোমুগ্ধকর নয় প্রতিশ্রুতিটা। অস্ত্র ধারণ করবার জন্যে সচরাচর যেমন আহ্বান জানানো হয় তেমনটিও নয়! তবু, যেমন গ্যারিবল্ডি বলতেন, আছে রক্তক্ষয়, আছে কারাবাস, আছে মৃত্যু, অথচ ইতালির মানুষ তাঁর পাশেই সমবেত হয়েছিল, সেইভাবেই রাশিয়ার মানুষ সমবেত হল লেনিনের পাশে। নেতা তাঁর লক্ষ্যটাকে দেখাবেন চমৎকার রূপে, যাঁদের দলে আনা যেতে পারে তাঁদের তিনি যোগ দিতে সনির্বন্ধ আহ্বান জানাবেন, এমনটি যাঁরা আশা করেন তাঁদের কাছে এটা একটু খাপছাড়া ঠেকত। কিন্তু লেনিন চাইতেন তাগিদটা আসুক ভিতর থেকেই।

প্রকাশ্য, স্বীকৃত শত্রুদের প্রতিও লেনিন আন্তরিক ছিলেন। তাঁর অসাধারণ স্পষ্টভাষণ সম্বন্ধে মন্তব্যপ্রসঙ্গে একজন ইংরেজ বলেছেন তাঁর মনোভাবটা হল এই রকমের: 'ব্যক্তিগতভাবে আপনার বিরুদ্ধে আমার কিছুই নেই। তবে, রাজনীতিগতভাবে আপনি আমার শত্রু এবং যত রকমের অস্ত্র ভেবে বের করতে পারি সবই প্রয়োগ করব আপনার বিনাশের জন্যে। আপনার সরকারও আমার বিরুদ্ধে তাই করে। এখন দেখা যাক একত্রে চলা যায় কতদূর।'

তাঁর সমস্ত প্রকাশ্য উক্তিতে রয়েছে এই আন্তরিকতার ছাপ। যেগুলো সাধারণত রাষ্ট্রনায়ক-রাজপুরুষ-রাজনীতিকদের সাজ-সরঞ্জাম -- ভণ্ডতা, তকতকে ঝকঝকে সব বাজে কথা আর যেনতেনপ্রকারেণ কেল্লা ফতে করবার মনোবৃত্তি — সেগুলো লেনিনের নেই। মনে হয়, লেনিন কারও সঙ্গে যদি প্রতারণা করতে চাইতেনও, তা করতে পারতেন না, কারণ তিনি আত্মপ্রতারণা করতেও পারতেন না: তাঁর যে ছিল বৈজ্ঞানিক মন, তথ্যনিষ্ঠা।

তাঁর খবরাখবর পাবার সূত্র ছিল চতুর্দিকে — তাতে করে আসত অজস্র তথ্য। সেগুলোকে নিয়ে তিনি তথ্যের গুরুত্ব বিচার করতেন, বাছাই করতেন, পরীক্ষা করে করে দেখতেন। তার পরে সেগুলোকে তিনি কাজে লাগাতেন স্ট্রাটেজিস্ট হিসেবে, সামাজিক মৌলগুলি নিয়ে কর্মরত সুনিপুণ রসায়নবিদের মতো, গণিতজ্ঞের মতো। কোন বিষয় ধরে তিনি অগ্রসর হতেন এইভাবে:

'তাহলে, যেসব তথ্য আর ঘটনা আমাদের পক্ষে গণ্য সেগুলো হল এই: এক, দুই, তিন, চার —' সেগুলোকে তিনি সংক্ষেপে তুলে ধরতেন। 'আর, আমাদের বিরুদ্ধে উপাদানগুলো হল এই।'

ঐ একইভাবে সেগুলোকে তিনি গুণে গুণে তুলে ধরতেন, 'এক, দুই, তিন, চার — আর কিছু আছে?' এই বলে প্রশ্ন করতেন। অন্য কিছু বের করবার জন্যে মাথার চুল ছিঁড়েও সাধারণত আমরা পেরে উঠতাম না। পক্ষে-বিপক্ষে দু'দিকে সমস্ত উপাদান বিবৃত করে তিনি হিসেব কষে চলতেন যেন গণিতের অংক কষছেন।

তথ্য আর বাস্তবতার গুণগানে লেনিন ছিলেন উইলসনের* ঠিক বিপরীত। শব্দ-শিল্পী উইলসন যে-কোন বিষয়কে চকচকে-ঝকঝকে কথা দিয়ে মুড়ে ঝিকমিকিয়ে তুলতেন, লোকের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে তিনি তাদের সম্মোহিত করে ফেলতেন, তাদের পেছনকার বিশ্রী বাস্তবতা আর নিরেট আর্থনীতিক ব্যাপারগুলোকে তিনি লোকচক্ষু থেকে আড়াল করে দিতেন। লেনিন আসেন — যেন একজন সার্জন, তাঁর হাতে অস্ত্রোপচারের ছুরি। সাম্রাজ্যবাদীদের চমৎকার সব কথার পিছনকার সহজ-সরল আর্থনীতিক

---

* উড্রো উইলসন ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট (১৯১৩—১৯২১)।

মতলবগুলোকে তিনি খুলে ধরেন। রাশিয়ার জনগণের উদ্দেশে প্রচারিত তাদের ঘোষণাগুলোকে তিনি সমস্ত আবরণ মোচন করে নগ্ন রূপে তুলে ধরে সেগুলোর সুন্দর সুন্দর প্রতিশ্রুতির পিছনে শোষকের জঘন্য লোলুপ হাতখানাকে উম্ঘাটিত করে দেন।

দক্ষিণপন্থী বাক্যবাগীশদের বিরুদ্ধে লেনিন যেমন নির্মম, বামপন্থী যে বাক্যবাগীশেরা বাস্তবতা থেকে পালিয়ে বিপ্লবী বুলিতে আশ্রয় নিত তাদের বিরুদ্ধেও তিনি তেমনি কঠোর। 'বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক বাকচাতুরির মিষ্টি সরবতে কিছু টক আর কটুরস ঢেলে দেওয়াটাকে' নিজ কর্তব্যকর্ম বলেই তিনি মনে করেন, আর ভাবালু এবং বুলিবাগীশদের বিরুদ্ধে তাঁর শ্লেষের কষাঘাত।

জার্মানরা যখন এগিয়ে আসছিল লাল রাজধানীর দিকে তখন রাশিয়ার সমস্ত এলাকা থেকে বিস্ময়, ত্রাস আর ধিক্কার জানিয়ে বন্যার মতো সব টেলিগ্রাম আসছিল স্মল্নিতে; এইসব টেলিগ্রামের শেষে থাকত: 'অপরাজেয় রাশিয়ান প্রলেতারিয়েত দীর্ঘজীবী হোক', 'সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা নিপাত যাক', 'বিপ্লবের রাজধানীকে আমরা রক্ষা করব শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে', কিংবা এই রকমের অন্যান্য স্লোগান।

সেগুলোকে প'ড়ে লেনিন সমস্ত সোভিয়েতের কাছে পাঠানো টেলিগ্রামে বললেন, অনুগ্রহ করে পেত্রগ্রাদে বৈপ্লবিক বুলি না পাঠিয়ে সৈনিক পাঠান, আর জানান ঠিক কত স্বেচ্ছাসেবক নাম লিখিয়েছে, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ আর খাদ্য পরিস্থিতি ঠিক কী তার যথাযথ রিপোর্ট পাঠান।

১২। সংকটকালে লেনিনের তৎপরতা

জার্মানরা এগোতে থাকবার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীরা পালাতে থাকল। যারা ক্ষিপ্ত চিৎকার করে বলত, 'হুন্দের খতম করো', তারা সবাই হুড়মুড় করে পালাতে লাগল যখন সেই হুন্রাই এসে গেল খতম হবার পাল্লার মধ্যে, এতে রাশিয়ানরা একটু আশ্চর্য হল। এই পলায়ন-কাণ্ডে আমি যোগ দিলে বেশ হত, কিন্তু আমার ছিল সাঁজোয়াগাড়ির উপরে দাঁড়িয়ে দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি। কাজেই, আমি যোগ দিতে গেলাম লাল ফৌজে। বামপন্থী

বলশেভিক বুখারিন বিশেষভাবে বললেন আমি যেন লেনিনের সঙ্গে দেখা করি।

লেনিন বললেন, 'অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিবাদন জানাচ্ছি!' তিনি বললেন, 'এ মুহূর্তে আমাদের পক্ষে অবস্থাটা খুব খারাপ যাচ্ছে। পুরন ফৌজ লড়তে নারাজ। নতুন ফৌজ রয়েছে বহুলাংশে খাতাপত্রে। কোন প্রতিরোধ ছাড়াই প্‌স্‌কভ শহরটাকে শত্রুর হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মহা অপরাধের কাজ হয়েছে এটা। ঐ সোভিয়েতের সভাপতিকে গুলি করে মারা উচিত। আমাদের শ্রমিকদের আত্মত্যাগ আর বীরত্ব বিপুল। কিন্তু কোন সামরিক ট্রেনিং নেই, কোন শৃঙ্খলা নেই।'

এইভাবে গোটা কুড়ি ছোট ছোট বাক্য দিয়ে তিনি পরিস্থিতিটাকে সংক্ষেপে বিবৃত করে শেষে বললেন, 'আমি তো শান্তি ছাড়া উপায় দেখছি না। কিন্তু সোভিয়েত যুদ্ধেরও পক্ষে দাঁড়াতে পারে। যা-ই হোক, বিপ্লবী ফৌজে যোগ দেবার জন্যে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। রুশ ভাষার সঙ্গে সংগ্রামের পরে এখন আপনি নিশ্চয়ই জার্মানদের সঙ্গে লড়বার ভাল ট্রেনিং পেয়ে গেছেন।' তার পরে এক মুহূর্ত কী ভেবে নিয়ে বললেন:

'একজন বিদেশী খুব একটা লড়তে পারে না। দেখুন না, অন্যান্য কাউকে পান কিনা।'

আমি বললাম একটা ডিট্যাচ্‌মেণ্ট গড়ে তোলার চেষ্টা করতে পারি।

লেনিন ছিলেন সরাসরি-কাজের মানুষ। কোন পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়ে গেলে অমনি সঙ্গে সঙ্গে সেটা কার্যে পরিণত করবার জন্যে তিনি লেগে যেতেন। সোভিয়েত সেনাপতি ক্রিলেঙ্কোকে ফোন করবার জন্যে তিনি রিসিভার ধরলেন। তাঁকে না পেয়ে একটা কলম নিয়ে তাঁর কাছে একটা ছোট চিঠি লিখলেন।

রাত্রের আগেই আমরা আন্তর্জাতিক সৈন্যদল গড়ে ফেললাম। সমস্ত বিদেশী-ভাষাভাষীকে এই নতুন সৈন্যদলে নাম লেখাতে আহ্বান জানিয়ে আমরা বিবৃতি প্রচার করলাম। লেনিন কিন্তু বিষয়টাকে সেখানে ছেড়ে দিলেন না। কোন জিনিস কেবল সাড়ম্বরে শুরু করেই তিনি ক্ষান্ত হন না। অবিরাম তার পেছনে লেগে থাকেন এবং তার সমস্ত খুঁটিনাটি পর্যন্ত দেখেন। ঐ আহ্বানটাকে রাশিয়ান আর ইংরেজী দু' ভাষায়ই ছাপাবার

জন্যে তিনি 'প্রাভদা' আপিসে দু'বার ফোন করলেন। তারপরে তারবার্তায় দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দিলেন সেই আহ্বান। এইভাবে, যুদ্ধের বিরোধিতা করবার সঙ্গে সঙ্গে এবং যুদ্ধ সম্বন্ধে বিপ্লবী বুলির নেশায় যারা মাতাল তাদের বিরোধিতা করবার সঙ্গে সঙ্গে লেনিন যুদ্ধপ্রস্তুতিতে সমস্ত শক্তি সমবেত করছিলেন।

প্রতিবিপ্লবী জেনারেল স্টাফের একাংশকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল পীটার-পল দুর্গে—তাদের নিয়ে আসবার জন্যে তিনি লালরক্ষীদের দিয়ে সেখানে একখানা মোটরগাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

জেনারেলেরা সারি দিয়ে লেনিনের আপিসে ঢুকলে তিনি বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ পাবার জন্যে আপনাদের এখানে আনিয়েছি। পেত্রগ্রাদ বিপন্ন। পেত্রগ্রাদ রক্ষা করবার সামরিক কৌশলটা আপনারা তৈরি করে দেবেন, অনুগ্রহ করে?' তাঁরা রাজি হলেন।

লাল ফৌজ, গোলাবারুদ আর রিজার্ভ ফৌজের অবস্থানগুলো মানচিত্রের উপর দেখিয়ে লেনিন আবার বললেন, 'এই হল আমাদের সৈন্যসামন্তের অবস্থান। আর, শত্রু-সৈন্যের সংখ্যা আর অবস্থান-বিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের সর্বশেষ বিবরণী হল এই। জেনারেলেরা আর যা-কিছু জানতে চান, বলুন।'

তাঁরা কাজে লেগে গেলেন এবং আলোচনার ফলাফল লেনিনকে দিলেন সন্ধ্যার দিকে। জেনারেলেরা তখন কৃপাপ্রার্থী হয়ে বললেন, 'প্রধানমন্ত্রী যদি এবার অনুগ্রহ করে আমাদের আর একটু ভাল থাকার জায়গার ব্যবস্থা করে দিতেন!'

তার উত্তরে লেনিন বললেন, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত। অন্য সময়ে দেখা যাবে—আপাতত নয়। তবে, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের থাকবার জায়গা আরামের না হতে পারে, কিন্তু নিরাপদ, এই গুণটা আছে।' জেনারেল স্টাফকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল পীটার-পল দুর্গে।

১৩। ভাবিদর্শী, রাষ্ট্রনায়ক লেনিন

রাষ্ট্রনায়ক আর ভাবিদর্শী হিসেবে লেনিনের পরাক্রমের উৎস নয় কোন অলৌকিক স্বজ্ঞা কিংবা ভবিষ্যৎকথনের কোন অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা; যেকোন বিষয়ে সমস্ত তথ্য সমবেত ক'রে সেগুলোকে কাজে লাগাবার সামর্থ্য তাঁর

ছিল — ঐটাই তাঁর ঐ পরাক্রমের উৎস। 'রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ' নামে বইয়ে তিনি ঐ সামর্থ্য দেখিয়েছেন। রাশিয়ার অর্ধেক কৃষক প্রলেতারিয়েত হয়ে পড়েছে, কিছুটা জমি থাকা সত্ত্বেও কার্যত এইসব কৃষক হল 'এক-টুকরো জমি সমেত মজুরি-খাটা মানুষ'—এটা নিশ্চিত করে দেখিয়ে লেনিন তখনকার দিনের আর্থনীতিক ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে লড়াই চালালেন ঐ বইখানিতে। এই দৃঢ়োক্তি যেমন বলিষ্ঠ আর সাহসী, তেমনি, পরবর্তী বছরগুলিতে পরিচালিত অনুসন্ধানের ভিতর দিয়ে সেটা প্রমাণিতও হল। লেনিন কেবল অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলেন নি। জেম্‌স্‌ৎভোগুলিতে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিসংখ্যান সমবেত ক'রে তবে তিনি ঐ রায় জারি করেছিলেন।

লেনিনের মান-মর্যাদার উৎস সম্বন্ধে কথা উঠলে একদিন পিটার্স আমায় বললেন, 'অনেক সময়ে আমাদের পার্টির রুদ্ধদ্বার বৈঠকে লেনিন কোন পরিস্থিতি সম্বন্ধে নিজের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করলে সেটাকে আমরা ভোটে হারিয়ে দিয়েছি; কিন্তু পরে দেখা যেত লেনিনই ঠিক ছিলেন, আর আমরা ছিলাম ভ্রান্ত।' কর্মকৌশলের প্রশ্নে লেনিন এবং পার্টির অন্যান্য সদস্যের মধ্যে মহাসংগ্রাম হয়ে গেছে, পরবর্তী ঘটনাবলীতে লেনিনের বিচার-বিবেচনাই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে।

বিশিষ্ট বলশেভিকেরা কামেনেভ আর জিনভিয়েভ এই মত পোষণ করতেন যে, প্রস্তাবিত নভেম্বর বিপ্লবের সাফল্য অসম্ভব। লেনিন বললেন, 'ব্যর্থতাই অসম্ভব।' দেখা গেল লেনিনই ঠিক ছিলেন। বলশেভিকরা একটু হাত নাড়াতেই ক্ষমতা তাঁদের হাতে এসে গেল। এত অনায়াসে সেটা সাধিত হল যে, অন্যদের চেয়ে বলশেভিকরাই তাতে বিস্মিত হয়েছিলেন বেশি।

অন্যান্য বলশেভিক নেতা বলেছিলেন, ক্ষমতা দখল করা গেলেও বজায় রাখা যাবে না। লেনিন বললেন, 'প্রতিদিনই আমাদের শক্তি বাড়বে।' ঠিক ছিলেন লেনিনই। চতুর্দিক থেকে শত্রু তাদের ঠেসে ধরেছিল, তবে তাদের বিরুদ্ধে দু' বছরের লড়াইয়ের পরে এখন সমস্ত রণাঙ্গনেই সোভিয়েতের অগ্রগতি ঘটছে।

জার্মানদের বিষয়ে ত্রৎস্কি নিয়েছিলেন ধোঁকাবাজির কৌশল: তাদের লোভানি দিতে হবে, কিন্তু সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষর করা হবে না। লেনিন বললেন,

'ওদের সঙ্গে খেলা চলে না। যত খারাপই হোক, প্রথম যে সন্ধি-চুক্তির প্রস্তাব করছে সেটাতেই সই দিন, নইলে পরে আরও খারাপ চুক্তি সই করতে হবে।' এবারও ঠিক ছিলেন লেনিন। ব্রেস্ত্-লিতভ্স্ক-এ 'গলাকাটা' 'ডাকাত' শান্তি-চুক্তিতে সই দিতে রাশিয়ানরা বাধ্য হয়েছিল।

১৯১৮ সালের বসন্তকালে জার্মান বিপ্লবের কথায় যখন সারা পৃথিবী পরিহাস করত, কাইজারের ফৌজ যখন ফ্রান্সে মিত্রপক্ষের সৈন্যশ্রেণীর বাধা ভেঙে এগিয়ে চলছিল, তখন একদিন কথাবার্তার মধ্যে লেনিন আমাকে বলেছিলেন, 'কাইজারের পতন ঘটবে এই বছরের মধ্যেই। এটা একেবারে পরম নিশ্চিত।' ন' মাস পরে কাইজারকে নিজ দেশ থেকে পলাতক হতে হল।

১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে লেনিন আমাকে বলেছিলেন, 'যদি আমেরিকায় ফিরে যেতে চান তাহলে খুব শিগগির রওনা হওয়া উচিত, নইলে সাইবেরিয়ায় মার্কিন ফৌজের মুখে পড়ে যাবেন।' অতি বিস্ময়কর ছিল এ উক্তি, কেননা তখন আমরা মস্কোয় যারা ছিলাম আমাদের বিশ্বাস হয়েছিল, নতুন রাশিয়ার প্রতি শুভেচ্ছা রয়েছে আমেরিকারই। আমি প্রতিবাদ করে বলেছিলাম, 'সেটা অসম্ভব।' আমি বলেছিলাম, 'কেন, রেমন্ড রবিন্স্ তো মনে করেন যে, সোভিয়েতকে স্বীকৃতি দেবার সম্ভাবনাও রয়েছে।'

লেনিন বললেন, 'তা ঠিক, কিন্তু রবিন্স্ হলেন আমেরিকার উদারনীতিক বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি। তারা আমেরিকার কর্মনীতি নির্ধারণ করছে না। সেটা করছে ফাইনান্স-পুঁজি। এই ফাইনান্স-পুঁজি সাইবেরিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ চায়। সেই জন্যে তারা মার্কিন ফৌজ পাঠাবে।' কথাটা আমার অত্যন্ত আজগবি মনে হয়েছিল। কিন্তু পরে, ১৯১৮ সালের ২৯শে জুন তারিখে নিজের চোখেই দেখলাম মার্কিন নৌ-সেনা এসে নামল ভ্লাদিভস্তকে, আর জারীয়, চেক, বৃটিশ, জাপানী এবং অন্যান্য মিত্রপক্ষীয়রা সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পতাকা টেনে নামিয়ে সেখানে উড়িয়ে দিল পুরন স্বৈরতন্ত্রের পতাকা।

লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণী এত বেশি বার সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর মতামত — খুব খাটো করে বললেও — আগ্রহোদ্দীপক। ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে প্যারিসের 'টেম্প্স্' পত্রিকায় নোদোর বিখ্যাত সাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্তসার এখানে দিলাম।

লেনিন বলেছিলেন, 'পৃথিবীর ভবিষ্যৎ? আমি ভবিষ্যদ্বক্তা নই। তবে, এটুকু নিশ্চিত। যার একটা দৃষ্টান্ত হল ইংলণ্ড সেই পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র শেষ হয়ে যাচ্ছে। পুরন ব্যবস্থার পতন অবধারিত। যুদ্ধের ভিতর দিয়ে দেখা দিচ্ছে যে আর্থনীতিক অবস্থা সেটা নতুন ব্যবস্থার দিকেই নিয়ে চলেছে। মানবজাতির বিবর্তন অনিবার্যভাবেই চলেছে সমাজতন্ত্রের দিকে।

'আমেরিকায় রেলপথের জাতীয়করণ সম্ভব, এটা কয়েক বছর আগে কেউ ভাবতে পারত? তাছাড়া, দেখা গেল, রাষ্ট্রের ষোল-আনা সুবিধার খাতিরে ব্যবহার করবার জন্যে প্রজাতন্ত্র সমস্ত শস্য কিনে নিচ্ছে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যা-ই বক্তব্য থাক না কেন, এই বিবর্তন ব্যাহত হয় নি। যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি আছে সেগুলো শোধরাবার জন্যে নতুন নতুন উপায় বের করে সেগুলো কাজে লাগানো দরকার, তা ঠিক। কিন্তু রাষ্ট্রই হবে সার্বভৌম, এটা রোধ করবার যে-কোন চেষ্টা বৃথা। যা অবশ্যম্ভাবী সেটা ঘটবেই এবং ঘটবে আপন ভরবেগেই। ইংরেজদের একটা কথা আছে, 'খেয়ে বোঝো পুডিং কেমন।' সমাজতান্ত্রিক পুডিং সম্বন্ধে যা-ই বলুন না কেন, সমস্ত জাতিই সেটা খাচ্ছে এবং ক্রমাগত বেশি বেশি করেই খাবে।

'মোদ্দা কথা: অভিজ্ঞতায় যেন প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রত্যেকটি মানব-সমষ্টি সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছে নিজস্ব বিশিষ্ট পন্থায়। এমনকি লেটদের পন্থাটাও রাশিয়ানদের থেকে পৃথক। সাময়িক রূপ ও রূপভেদ দেখা যাবে অনেক। কিন্তু সেগুলি সবই একই লক্ষ্যাভিমুখী বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়। ফ্রান্সে কিংবা জার্মানিতে সমাজতান্ত্রিক রাজ স্থাপিত হলে সেখানে সেটা বজায় রাখা রাশিয়ার চেয়ে সহজ হবে। কেননা, পশ্চিমে সমাজতন্ত্রের অনুকূল এমনসব কাঠামো, সংগঠন, সমস্ত রকমের বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়ক উপাদান আর মালমসলা রয়েছে যা রাশিয়ায় নেই।'

১৪। বিশেষজ্ঞদের প্রতি লেনিনের মনোভাব

'সৎ বলশেভিক পাওয়া যায় যদি একজন তো বদমায়েস বেরুবে ঊনচল্লিশটা আর ষাটটা বেরুবে মূর্খ।' জনগণের প্রতি কঠোর অবিশ্বাসপরায়ণ এক জাঁদরেল অভিজাত হিসেবে লেনিনকে চিত্রিত করবার চেষ্টায় বহু-

উদ্ধৃত এই বাক্যটিকে লেনিনের মুখে বসানো হয়েছে। এই অদ্ভুত অভিযোগের সমর্থনে খুঁজে বের করা হয়েছে পনর বছর আগেকার একটা উক্তি। তাতে আছে যে, শ্রমজীবীশ্রেণীগুলির নিজেদের থেকে গড়ে ওঠে কেবল ট্রেড ইউনিয়ন-চেতনা, অর্থাৎ কিনা, সংগঠন-বোধ, মালিকের বিরুদ্ধে ধর্মঘট, দিনে আট-ঘণ্টা কাজ, ইত্যাদির বোধ। কিন্তু শ্রমিকের সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা এসেছে প্রধানত বাইরে থেকে — বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে।

মগজকে লেনিন এবং সোভিয়েত সরকার খুবই মূল্যবান বলে গণ্য করেন, তাঁদের সমস্ত কাজে আর ডিক্রিতে সেটা দেখাও গেছে, এ কথা ঠিক। সমস্ত ক্ষেত্রেই লেনিন সশ্রদ্ধভাবে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেন। সামরিক ব্যাপারে তিনি এমনকি জার-রাজের জেনারেলদেরও প্রামাণিক বলে ধরেন। জার্মান মার্কস যেমন বৈপ্লবিক কর্মকৌশলের ব্যাপারে লেনিনের প্রামাণ্য সূত্র, তেমনি উৎপাদনে দক্ষতার ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষক হলেন আমেরিকান টাইলর। বিশেষজ্ঞ গার্ণনিক, বড় ইঞ্জিনিয়র এবং প্রত্যেকটি কর্মক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের মূল্যে লেনিন সব সময়েই জোর দিয়ে গেছেন। তিনি মনে করতেন যে, সোভিয়েত একটা চুম্বকের মতো তাঁদের টেনে আনবে পৃথিবীর সব জায়গা থেকে। তিনি মনে করতেন যে, তাঁরা দেখতে পাবেন অন্য যে-কোন ব্যবস্থার চেয়ে সোভিয়েত ব্যবস্থায় তাঁদের সৃজনী ক্ষমতা প্রয়োগের প্রশস্ততর ক্ষেত্র রয়েছে।

শোনা যায়, হ্যারিম্যান যে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন তার কারণটা ছিল তাঁর বিরাট রেলপথ পরিচালনার কাজের চেয়ে অর্থসঙ্গতির সমস্যা নিয়েই বেশি। সোভিয়েতের ব্যবস্থায় হলে তাঁর কর্মশক্তি পরিচালনার কাজ থেকে সরিয়ে অর্থ যোগানের কাজে নিয়োগ করতে হত না, কেননা, আমরা যেমন কংগ্রেসে আমাদের প্রতিনিধির হাতে রাজনীতিক ক্ষমতা ন্যস্ত করি, ঠিক তেমনি সোভিয়েতে আর্থনীতিক ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয় প্রধান পরিচালকের হাতে। কাজ করবার জন্যে রাশিয়ার বিপুল সম্পদ তাঁকে দেওয়া হয়। তাছাড়া, সোভিয়েত ব্যবস্থায় ইঞ্জিনিয়র কিংবা পরিচালক কাজে লাগাবার জন্যে শুধু দেশের বিপুল সম্পদ পান না, সে-সম্পদ আহরণের মতো উৎসাহী আর প্রাণবন্ত শ্রমিকবাহিনীও তাঁরা পান।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ঐ অবস্থা ঘটতে পারে না—কেননা, সেখানে কাজের চেয়ে মজুরিই হল শ্রমজীবীর সর্বপ্রধান আগ্রহের বিষয়, সেখানে ব্যবস্থাপক কর্তৃপক্ষ আর শ্রমিকবাহিনীর মধ্যে সর্বক্ষণ দ্বন্দ্ব-বিরোধ লেগেই থাকে। সোভিয়েত ব্যবস্থায় মানুষের কর্মশক্তি উৎপন্নের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে বিবাদে খরচ না হয়ে সেটা অধিকতর উৎপাদনের জন্যে ছাড়া পায়। লেনিন বিশ্বাস করতেন যে, জনগণের সোৎসাহ সৃজনী কর্মশক্তি কাজে লাগিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে মগজওয়ালা আর প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিয়ে মহা সুফল পাওয়া যাবে।

সামাজিক শক্তির খতিয়ানে লেনিন বিভিন্ন রকমের সমস্ত উপাদানের মূল্য হিসেবে ধরতেন। তাতে বুদ্ধিজীবীদের বেশ একটা স্থান ছিল বিপ্লবের আগেও এবং পরেও। আলোড়নকারী হিসেবে তাঁরা বিপ্লব সংঘটনে সহায়ক হয়েছিলেন। দক্ষতা আর প্রযুক্তিবিদ্যাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁরা বিপ্লবকে স্থায়ী এবং সুস্থিত করতে সাহায়ক হতে পারেন।

১৫। আমেরিকান, পুঁজিপতি এবং কন্‌সেশন সম্বন্ধে লেনিনের মনোভাব

আমেরিকান প্রযুক্তিবিদ, ইঞ্জিনিয়র এবং ব্যবস্থাপকদের খুবই মূল্যবান জ্ঞান করে লেনিন সম্মান দিতেন। তাঁদের পাঁচ হাজার জনকে তিনি চেয়েছিলেন, সেটা চেয়েছিলেন তৎক্ষণাৎ, এবং তাঁদের সর্বোচ্চ হারে মাইনে দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। আমেরিকার প্রতি একটা বিশেষ ঝোঁক ছিল বলে তাঁকে সব সময়ে তীব্র আক্রমণ করা হত। শত্রুরা তাঁর সম্বন্ধে বিদ্বিষ্ট উক্তি করত 'ওঅল্ স্ট্রীট ব্যাঙ্কারদের এজেন্ট' ব'লে; উত্তপ্ত বাদবিতণ্ডার মধ্যে চরম বামপন্থীরা তাঁর মুখের উপরই এই অভিযোগ করেছিল।

আসলে, তাঁর কাছে আমেরিকান পুঁজিবাদ অন্য যে-কোন দেশের পুঁজিবাদের চেয়ে কম অমঙ্গলের ছিল না। কিন্তু আমেরিকা অত দূরে। সোভিয়েত রাশিয়ার জীবনে আমেরিকা প্রত্যক্ষ বিপদ সৃষ্টি করে নি। অথচ, সোভিয়েত রাশিয়ার যেসব জিনিস আর বিশেষজ্ঞ দরকার ছিল সেটা

আমেরিকা দিতে চাইছিল। লেনিন প্রশ্ন তুললেন, 'তাহলে, দু' দেশের পারস্পরিক স্বার্থে একটা বিশেষ চুক্তি করা হবে না কেন?'

তবে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে কমিউনিস্ট ধাঁচের রাষ্ট্রের কাজ-কারবার চলা সম্ভব কি? এই দুই ব্যবস্থা পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে কি? নোদো লেনিনকে এইসব প্রশ্ন করেছিলেন।

লেনিন বলেছিলেন, 'কেন সম্ভব হবে না? প্রযুক্তিবিদ, বিজ্ঞানী এবং বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী আমাদের চাই, এবং আমরা নিজেরাই যে এ দেশের বিপুল সম্পদের বিকাশ ঘটাতে পারি নে সেটাও স্পষ্ট। এ পরিস্থিতিতে, আমাদের পক্ষে অপ্রীতিকর হলেও এটা আমাদের মানতেই হবে যে, আমাদের নীতিগুলি রাশিয়ায় বলবৎ থাকবে, কিন্তু আমাদের সীমান্তগুলির বাইরে তার জায়গায় আসবে বিভিন্ন রাজনীতিক চুক্তি। আমরা খুবই আন্তরিকভাবেই প্রস্তাব করছি যে, বৈদেশিক ঋণ বাবদ আমরা সুদ দেব এবং নগদে দিতে না পারলে তার বদলে দেব শস্য, তৈল এবং হরেক রকমের কাঁচামাল, সেগুলো আমাদের আছে প্রচুর। সেসব সম্পদে আমরা ধনী।

'আঁতাঁত শক্তিগুলির নাগরিকদের বিভিন্ন বনভূমি আর খনিতে কন্‌সেশন দেব বলে আমরা স্থির করেছি,—সব ক্ষেত্রেই তাতে শর্ত থাকবে যে, সোভিয়েত রাশিয়ার মূল নীতিগুলি মেনে চলা হবে। অধিকন্তু, পুরন রাশিয়ান সাম্রাজ্যের কোন কোন এলাকা কোন কোন আঁতাঁত শক্তিকে কন্‌সেশনরূপে দিতেও আমরা রাজি হব—যদিও, সত্যি বলতে কি, সানন্দে নয়। আমরা জানি, ইংরেজ, জাপানী এবং মার্কিন পুঁজিপতিরা এমন কন্‌সেশন খুবই চায়।

'বিশাল উত্তরী রেলপথ **ভেলিকি সেভের্নি পুৎ** তৈরি করবার জন্যে একটা আন্তর্জাতিক সমিতিকে আমরা কন্‌সেশন মঞ্জুর করেছি। শুনেছেন সে-কথা? ওনেগা হ্রদের কাছে সোরোকায় আরম্ভ হয়ে কৎলাসের পথে উরাল পর্বতমালা পার হয়ে ওব নদী অবধি প্রায় ৩,০০০ ভার্স্ট লম্বা এই রেলপথ, নির্মাণ কোম্পানিটির এক্তিয়ারের মধ্যে পড়বে ৮০,০০,০০০ হেক্টর জুড়ে বিরাট সব অক্ষতা বনভূমি এবং হরেক রকমের অব্যবহৃত খনি।

'এই রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিটা ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে কিছুকালের জন্যে—সম্ভবত আশী বছরের জন্যে; আর সঙ্গে থাকল খালাস করে নেবার অধিকার।

সমিতিটির কাছ থেকে আমরা ভীষণ কিছু আদায় করছি নে। আমরা শুধু চেয়েছি যে, সোভিয়েতে পাস-করা আইনগুলো, যেমন, দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের সময়, শ্রমিক সংগঠনগুলির তদারকি, এসব মেনে চলতে হবে। এটা কমিউনিজম থেকে দূরের জিনিস, তা ঠিক, এটা মোটেই আমাদের ভাবাদর্শের অনুযায়ী নয়; সোভিয়েত পত্র-পত্রিকাগুলিতেও এ বিষয়ে খুবই প্রখর কিছু কিছু বাদবিতণ্ডা চলেছে। তবে, উত্তরণকালে যা প্রয়োজন হয়ে পড়ে সেটাকে মেনে নেব বলেই আমরা স্থির করেছি।'

নোদো বললেন, 'তাহলে আপনি মনে করছেন যে, এখানে বৈদেশিক পুঁজিপতিদের যেসব বিপদ ছিল—সেসব বিপদ অপসারিত হয়েছে বলে মনে হয় না, বরং যে-কোন মুহূর্তে সঙ্গিন হয়ে উঠবার আশঙ্কাই আছে—সেটা বিবেচনায় রেখেও অর্থপতিরা রাশিয়ায় এসে আরেকবার সম্পদ হারাবার মতো বুকে বল পাবে? তাদের নিজেদের দেশের ফৌজের রক্ষণাবেক্ষণে ছাড়া তারা এমন কাজে হাত দেবে না। এ রকমের দখলে আপনি রাজি হবেন?'

লেনিন বললেন, 'সেটা হবে নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন—কেননা, সোভিয়েত সরকার যে-বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করছে সেটা নিষ্ঠাভরে মেনে চলবে। তবে, সমস্ত অভিমত বিচার-বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।'

১৯১৯ সালের জুন মাসে মস্কো আর্থনীতিক মহা পরিষদের বিবরণীতে দেখা যায়, জার্মানির সঙ্গে আর্থনীতিক মৈত্রীর পক্ষে লড়াইয়ে নেতৃত্ব করছেন ইঞ্জিনিয়র ক্রাসিন্, তার বিপরীতে আমেরিকার সঙ্গে আর্থনীতিক মৈত্রীর জন্যে চেষ্টা করছেন লেনিন ও চিচেরিন।

১৬। প্রলেতারিয়েতের উপর লেনিনের অগাধ বিশ্বাস

স্বভাবতই লেনিনের কাছে বিপ্লবের চালিকাশক্তি, তার প্রাণ ও পেশী ছিল প্রলেতারিয়েত। নতুন সমাজের একমাত্র আশা-ভরসা হল জনগণ। এই মত সর্বজনগ্রাহ্য ছিল না। রাশিয়ার জনগণ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণায় তাদের ধরা হত যেন নেংচে-চলা মাটির জীব, অপরিণামদর্শী, অলস, নিরক্ষর, তাদের তমসাচ্ছন্ন মন বসে কেবল ভদ্‌কায় — সে-মনে কোন

আদর্শের স্থান নেই, ধরে থেকে, লেগে থেকে কোন প্রচেষ্টা চালাতে তারা অপারগ।

এর বিপরীত হল 'অজ্ঞ' জনগণ সম্বন্ধে লেনিনের মূল্যায়ন। সুদীর্ঘ কাল যাবৎ তিনি প্রতিনিয়ত জোর দিয়ে বলে গেছেন যে, তাদের আছে দৃঢ়তা, আছে কাজে লেগে থাকার ক্ষমতা, আছে আত্মত্যাগ আর সহ্য-শক্তি, বড় বড় রাজনীতিক ধ্যানধারণা আয়ত্ত করবার ক্ষমতা, আর তাদের মধ্যে সুপ্ত আছে সৃজনের আর গঠনের মহা শক্তি। জনগণের প্রকৃতি সম্বন্ধে এই মূল্যায়নকে প্রায় হঠকারী বলেই মনে হয়। রাশিয়ার শ্রমজীবীদের প্রতি লেনিনের এই বলিষ্ঠ বিশ্বাস ফলাফলের ভিতর দিয়ে যথার্থ প্রতিপন্ন হয়েছে কতটা?

রাশিয়ায় যাঁরা একটু তলিয়ে দেখেছেন সেই সমস্ত পর্যবেক্ষকই রাশিয়ার শ্রমজীবী জনগণকে বড় বড় রাজনীতিক ধ্যানধারণা আয়ত্ত করতে দেখে স্তম্ভিত হয়েছেন। সেটা দেখে রুট্ মিশনের* একজন সদস্য সবিস্ময়ে বলেছেন, 'এ কী ব্যাপার, সত্যিকারের বিদ্বান সবার মতে রাশিয়ার জনগণ হল অজ্ঞ আর নির্বোধ, অথচ তাদের এত বড় একটা অংশ বাদবাকি দুনিয়ার পক্ষে এত নতুন একটা সমাজ-দর্শন আয়ত্ত করে ফেলল এবং সেটা করল বাদবাকি দুনিয়ার চেয়ে এত আগেই?' ওয়াই. এম. সি. এ.** এবং অন্যান্য সংস্থা থেকে যে শত শত যুবককে পাঠানো হল তাদের দেখে রাশিয়ার শ্রমজীবীরা তাজ্জব বনত। এইসব 'জ্ঞানদাতা' ছিল বিভিন্ন আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, অথচ তারা সমাজতন্ত্র, সিন্ডিক্যালতন্ত্র আর নৈরাজ্যবাদের মধ্যেকার পার্থক্যটা বুঝত না—যদিও রাশিয়ার নিযুত নিযুত শ্রমজীবীর শিক্ষায় সেটা ছিল অ-আ-ক-খ।

---

* রুট্ মিশন—১৯১৭ সালে রাশিয়ায় এই বিশেষ আমেরিকান মিশন পাঠানো হয়েছিল, এর নেতা ছিলেন ই. রুট (১৮৪৫—১৯৩৭)। রাশিয়া যাতে যুদ্ধ থেকে নিরস্ত না হয় সেই ব্যবস্থা করা এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অস্থায়ী সরকারকে সাহায্য করাই ছিল এই মিশনের উদ্দেশ্য।

** ওয়াই. এম. সি. এ. (ইয়ং মেন্‌স্ ক্রিশ্চিয়ান অ্যাসোসিয়েশন)—তরুণদের একটা বুর্জোয়া সংগঠন; এর প্রতিনিধিরা রাশিয়ায় ধর্মীয় প্রচার এবং সোভিয়েতবিরোধী ক্রিয়াকলাপ চালিয়েছিল।

আমেরিকান প্রচার-কর্মীরা প্রেসিডেণ্ট উইলসনের চোদ্দ-দফার বক্তৃতাটাকে ছাপিয়ে রাশিয়ায় লক্ষ লক্ষ কপিতে ছড়িয়ে দিয়েছিল।

শ্রমিক কিংবা কৃষকের হাতে সেটা দিয়ে তারা জানতে চাইত: 'কেমন মনে হয়?'

সাধারণত উত্তর হত: 'শুনতে তো খুব ভাল, কিন্তু ভিতর ফাঁকা, এইসব ধ্যানধারণা প্রেসিডেণ্ট উইলসনের মাথায় থাকতে পারে, কিন্তু সরকারে শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণ না থাকলে শান্তির সন্ধি-চুক্তিতে এর একটিও থাকবে না।'

রাশিয়ানদের এ সংশয় দেখে একজন বিশিষ্ট আমেরিকান অধ্যাপক হেসেছিলেন। এখন তিনি নিজের অতি বিশ্বাসপ্রবণতায় হাসেন, আর অবাক হয়ে ভাবেন অনগ্রসর রাশিয়ার দূরদূরান্তেরও ছোট ছোট সোভিয়েতগুলিতে এই 'তমসাচ্ছন্ন মানুষগুলির' আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দখল তাঁর চেয়ে বেশি হল কী করে?

ইংরেজরা ভেবেছিল জনসাধারণের শুধু আশু-স্বার্থের কাছে আবেদন জানালেই চলবে। মানুষকে প্রলুব্ধ করে ফাঁসাবার জন্যে জ্যাম্, হুইস্কি আর ময়দা নিয়ে তারা গেল আর্খাঙ্গেলস্কে। অনাহারক্লিষ্ট মানুষ সেই উপহার পেয়ে বড় খুশি হল বৈকি, কিন্তু যখন তারা বুঝতে পারল যে, এগুলো হল তাদের ভেড়া বানাবার জন্যে উৎকোচ, আর এইসব মালের দাম হল রাশিয়ার অখণ্ডতা আর স্বাধীনতা, তখন তারা আক্রমণ-অভিযানকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশ থেকে দূর করে দিল।

রাশিয়ার জনগণের অবিচলতা আর দৃঢ়তা সম্বন্ধে লেনিনের বিশ্বাসও কালক্রমে যথার্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। ১৯১৭ সালের ভীষণ ভীষণ ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর সঙ্গে আজকের দিনের বাস্তবতার তুলনা করে দেখা যেতে পারে। সোভিয়েতের শত্রুরা তখন ভেকধ্বনি তুলেছিল, 'তিনটে দিন যেতে দাও—ওদের ক্ষমতা খতম হয়ে যাবে।' তিনের জায়গায় ছ' দিন কাটল—তখন ওদের জিগির হল, 'সোভিয়েতগুলো বজায় থাকতে পারে বড় জোর তিন সপ্তাহ।' তাদের জিগির আবারও পাল্টাতে হল। এবার সেটা দাঁড়াল 'তিন মাস।' তিন মাসের আটগুণ সময় কেটে যাবার পরে এখন সোভিয়েতের শত্রুরা স্বপক্ষীয়দের 'তিন বছরের' চেয়ে বেশি কিছু সান্ত্বনা-বাণী দিতে পারছে না।

১৭। শ্রমিক-কৃষকের সাফল্য লেনিনের প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গেল

কেউ কেউ সিদ্ধান্ত করেন যে, যাবতীয় আইন লঙ্ঘন করেছে ব'লে এবং দুর্জ্ঞেয় কোন দৈব আকস্মিকতার ভিতর দিয়ে সোভিয়েত সরকার তার শক্তি আর অনড়তা লাভ করেছে; কিন্তু সেটা ঠিক নয়। লেনিন যার কথা বলেছিলেন ঠিক সেখানেই রয়েছে এ শক্তি: শ্রমিক আর কৃষকের অর্জিত সাফল্যগুলির মজবুত ভিত্তির ওপর।

আর্থনীতিক ক্ষেত্রে—ক্ষৌমবস্ত্র আর দেশলাই তৈরি এবং রাশিয়ার বিরাট পীটক্ষেত্রগুলিকে কাজে লাগাবার নতুন নতুন প্রক্রিয়া তারা চালু করেছে। বিভিন্ন শক্তি-উৎপাদন যন্ত্র আর বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা থেকে আরম্ভ ক'রে বল্টিক সাগর থেকে ভলগা নদী অবধি প্রসারিত বিরাট খাল নির্মাণ করা আর শত শত ভার্স্ট রেলপথ পাতা,—এমন বিশাল বিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্পের কাজ তারা নিষ্পন্ন করেছে।

সামরিক ক্ষেত্রে শ্রমিক আর কৃষকেরা কঠোর সামরিক নিয়ম-শৃঙ্খলাধীন হয়ে লাল ফৌজকে সারা পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্ধর্ষ একটি সমর যন্ত্রে রূপান্তরিত করেছেন। এই প্রলেতারিয়ানদের রয়েছে নিজেদের বিশিষ্ট একটা মনোবল আর নীতি। এর আগে বরাবর তারা লড়ে এসেছে কোন উচ্চতর সম্প্রদায়ের স্বার্থে। আর এখন এই প্রথম তারা লড়াই লড়ছে—লড়ছে সচেতনভাবে—নিজেদের এবং সারা পৃথিবীর সমস্ত মেহনতী আর শোষিত মানুষের স্বার্থে।

তবে, এই 'তমসাচ্ছন্ন মানুষদের' জয়জয়কার সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যসম্পন্ন হয়েছে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। মানুষকে মুক্ত করে দিলে সে সৃষ্টি করে। নতুন মর্মবাণীর ত্বরণ-স্পর্শে গড়ে উঠেছে দশটা নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, কয়েক কুড়ি থিয়েটার, হাজার হাজার লাইব্রেরি আর সাধারণ ইস্কুল তো অযুত-অযুত।

এইসব বাস্তবতার জন্যেই মাক্সিম গোর্কি সোভিয়েতের শিবিরাশ্রয়ী হয়ে উঠলেন। তিনি লিখলেন, 'রাশিয়ান সরকারের সাংস্কৃতিক সৃজনী কর্মকাণ্ড এমন পরিপ্রেক্ষিতে চলছে আর এমন আকার ধারণ করছে যেটা মানবজাতির ইতিহাসে অভূতপূর্ব। সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে রাশিয়ার শ্রমিকদের গত বছরটার মহাসাফল্যে ভবিষ্যতের ইতিহাসরচয়িতারা মুগ্ধ না হয়ে পারবেন না।'

জনগণকে যেসব প্রতিবন্ধের মধ্যে কাজ করতে হয়েছে সে-কথা বিবেচনায় রাখলে দেখা যায় এইসব সাফল্য ঢের বেশি বিপুল, ঢের বেশি তাৎপর্যসম্পন্ন। বিপ্লবের আগে শতাব্দীর পর শতাব্দী তারা ডাণ্ডার ভয়ে কাজ করে এসেছে, রিক্ত-নিঃস্ব, নিপীড়িত হয়ে। মহাযুদ্ধে তাদের শক্ত-সমর্থ কুড়ি লক্ষ লোক মারা গেছে, আহত আর পঙ্গু-অসমর্থ হয়েছে আরও ৩০,০০,০০০ অনাথের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে লক্ষ লক্ষ, আরও লক্ষ লক্ষ অন্ধ, বধির আর বোবা। রেলপথগুলোকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, খনিগুলোকে জলে ডোবানো হয়েছে, খাদ্য আর জ্বালানির ভাণ্ডার নিঃশেষিতপ্রায়। যুদ্ধে বানচাল এবং বিপ্লবে আরও বিপর্যস্ত আর্থনীতিক যন্ত্রটার উপর ভার এসে পড়ল—সৈন্যদল ভেঙে ১,০০,০০,০০০ জনকে সাধারণ কাজে লাগাতে হবে। শস্য ফলল প্রচুর, কিন্তু জাপানী, ফরাসী, বৃটিশ আর আমেরিকানদের মদতে চেক্‌রা* সাইবেরিয়ার শস্যক্ষেতগুলো থেকে, আর ইউক্রেনের শস্যক্ষেতগুলো থেকে অন্য প্রতিবিপ্লবীরা সে-ফসল কেটে নিয়ে গেল। তারা বলল, 'এবার হাড্ডিসার হাতে লোকের গলা টিপে ধরে দুর্ভিক্ষ তাদের কাণ্ডজ্ঞান ফেরাবে।' রাষ্ট্র থেকে গির্জা পৃথক করায় গির্জাচ্যুত হল তারা। পুরন সরকারী কর্মচারীরা তাদের বিরুদ্ধে নাশকতা চালাল, বুদ্ধিজীবীরা তাদের ছেড়ে গেল, আর মিত্রপক্ষ চালাল অবরোধ। তাদের সরকারটাকে উচ্ছেদ করবার জন্যে মিত্রপক্ষ হুমকি, উৎকোচ, গুপ্তহত্যা ইত্যাদি সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে থাকল। বড় বড় শহরে সরবরাহ বন্ধ করবার জন্যে বৃটিশ চরেরা রেল-পুলগুলোকে উড়িয়ে দিতে লাগল, আর কন্‌সালেটের প্রাপ্য চলাচলের বিশেষ সুযোগ ব্যবহার করে ফরাসী চরেরা ইঞ্জিনের বেয়ারিংয়ের ভিতর ঢুকিয়ে দিতে থাকল শিরীষের গুঁড়ো।

এই বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে লেনিন বললেন:

'হ্যাঁ, আমাদের সামনে রয়েছে সব শক্তিশালী শত্রু, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে

---

* চেক আর স্লোভাক্ যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে রাশিয়ায় বিভিন্ন চেকোস্লোভাক্ ইউনিট গড়া হয়েছিল। ১৯১৮ সালে মে মাসে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি আর মেনশেভিকদের সক্রিয় সমর্থনে ফরাসী, বৃটিশ আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ভলগা অঞ্চলে আর সাইবেরিয়ায় চেক্ ইউনিটগুলোর প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ ঘটিয়েছিল।

আমাদের রয়েছে প্রলেতারিয়ানদের লৌহদৃঢ় বাহিনী। জনগণের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ এখনও যথার্থ সচেতন নয়, তারা সক্রিয় নয়। তার কারণও স্পষ্ট। তারা যুদ্ধে অবসন্ন, অনশনক্লিষ্ট, নিঃশেষিত। এখনও বিপ্লব অগভীর, কিন্তু বিশ্রাম পেলে মনের প্রকান্ড পরিবর্তন ঘটে যাবে। সেটা যদি যথাসময়ে আসে তবেই সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র রক্ষা পাবে।'

১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে জনগণের ক্ষমতায় অধিষ্ঠান—সে এক সমারোহময় দৃশ্য, কিন্তু লেনিনের কাছে এই ঘটনাটাই বিপ্লব নয়। কিন্তু, এই জনগণ যখন নিজেদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠবে, সুশৃঙ্খল আর নিয়মানুবর্তীভাবে কাজ করতে আরম্ভ করবে এবং তাদের মহতী সৃজনীশক্তি আর গঠনমূলক শক্তিকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে—সেই হবে বিপ্লব।

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র রক্ষা পেয়ে গেছে বলে লেনিন তখন নিশ্চিত হন নি। একবার তিনি বলে উঠেছিলেন, 'আর দশটা দিন কাটলে আমাদের আয়ু হবে প্যারিস কমিউনের সমান!' পেত্রগ্রাদে তৃতীয় সারা রাশিয়ান কংগ্রেসে বক্তৃতার গোড়ায় তিনি বলেছিলেন, 'কমরেডগণ, প্যারিস কমিউন টিকে ছিল সত্তর দিন—কথাটা একবার ভেবে দেখুন। আমরা তো ইতিমধ্যেই তার চেয়ে দু' দিন বেশি টিকে আছি।'

অসংখ্য শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মহতী রাশিয়ান কমিউন টিকে আছে সত্তর দিনের দশগুণ বেশি। প্রলেতারিয়ানদের অবিচলতা, অধ্যবসায়, দৃঢ়তা, বীরত্ব এবং তার আর্থনীতিক, সামরিক আর সাংস্কৃতিক ক্ষমতার প্রতি লেনিনের বিশ্বাস ছিল বিপুল। তারা যে সাফল্য অর্জন করে তাতে লেনিনের সেই সোৎসাহ বিশ্বাসের যাথার্থ্য প্রমাণিত হল, শুধু তাই নয়। সেগুলি তাঁর নিজের কাছেও বিস্ময়ের বিষয়।

১৮। রুশ বিপ্লবের সাফল্য ও লেনিন

রাশিয়ায় লেনিনের উদয় ও বিশ্বমঞ্চে পৃথিবীর কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়ে চলেছে এক প্রচন্ড বাদবিতণ্ডার ঝড়।

অতি ভয়ার্ত বুর্জোয়াদের কাছে তিনি একটা বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো, একটা ভয়াবহ প্রাকৃতিক কুলক্ষণ, একটা পৃথিবী-ধ্বংসী অভিশাপ।

হেঁয়ালি-রূপকছোঁয়া যাদের মন তাদের কাজে তিনি হলেন সেই বিরাট 'মঙ্গোলীয় স্লাভ'; তলস্তয়ের উক্তি বলে কথিত যে যুদ্ধপূর্ব ভবিষ্যদ্বাণীটা অমন অদ্ভুতভাবে ফলে গেল, তার মধ্যে কথাটার উল্লেখ আছে। মহাযুদ্ধ বাধবার কথা, তার বিভিন্ন কারণ আর স্থানের কথা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে তাতে বলা হয়েছে: 'আমি দেখতে পাচ্ছি—সারা ইউরোপ জ্বলছে, তার রক্তক্ষরণ হচ্ছে। বড় বড় যুদ্ধক্ষেত্রের বিলাপ আবার কানে আসছে। তবে, ১৯১৫ সাল নাগাত রক্তাক্ত নাটকের মঞ্চে উত্তর থেকে আসবেন একটি অদ্ভুত মানুষ—এক নতুন নেপোলিয়ন। তাঁর কোন সামরিক ট্রেনিং নেই; তিনি লেখক কিংবা সাংবাদিক, কিন্তু প্রায় গোটা ইউরোপ তাঁর মুঠোয় থাকবে ১৯২৫ সাল অবধি।'

প্রতিক্রিয়াশীল গীর্জার কাছে লেনিন হলেন খৃষ্টবিরোধী। পাদ্রীরা পবিত্র ধ্বজা আর আইকন দিয়ে কৃষকদের সমবেত করে তাদের লাল ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লাগাতে চেষ্টা করে। কিন্তু কৃষকেরা বলে, 'তিনি খৃষ্টবিরোধীও হতে পারেন, কিন্তু তিনি আমাদের জমি আর মুক্তি এনে দিয়েছেন। তাহলে, তাঁর বিরুদ্ধে লড়তে যাব কেন?'

সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে লেনিনের তাৎপর্য একরকম অতিমানুষিক। তিনি রাশিয়ার বিপ্লবের স্রষ্টা, তিনি সোভিয়েতের প্রতিষ্ঠাতা, আজ রাশিয়া যা সে সবেরই হেতু হলেন তিনি। 'লেনিন আর ত্রৎস্কিকে মেরে ফেললেই বিপ্লব আর সোভিয়েত মারা পড়বে।'

এটা হল ইতিহাসকে মহামানবের সৃষ্টি হিসাবে দেখা: মহতী ঘটনাবলী আর যুগ যেন তার বড় বড় নেতাদের দিয়েই নির্ধারিত হয়ে যায়। একটা সমগ্র যুগের অভিব্যক্তি ঘটতে পারে একটি ব্যক্তির ভিতর দিয়ে, তা ঠিক; একটা বিরাট গণ-আন্দোলন একটি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে পারে, তা ঠিক; কিন্তু কার্‌লাইলীয় দৃষ্টিভঙ্গির বড় জোর শুধুমাত্র ঐটুকুই মানা যেতে পারে।

একটি মাত্র ব্যক্তির উপর কিংবা কিছু লোকের একটা গ্রুপের উপর ভর করে রুশ বিপ্লব ঘটেছে, ইতিহাসের এমন যে-কোন ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে বিভ্রান্তিকর। তাঁর নিজের হাতে কিংবা তাঁর সহকর্মীদের হাতে রয়েছে রুশ বিপ্লবের ভাগ্য, এমন কথা শুনে সবার আগে লেনিনই উপহাস করবেন।

5*

রুশ বিপ্লব যে-উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছে সেখানেই রয়েছে এর ভাগ্য—জনগণের অন্তরে আর বাহুতে। তা রয়েছে সেইসব আর্থনীতিক শক্তির মধ্যে যার চাপ জনগণকে গতিশীল করেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই জনগণ ছিল শান্ত, ধৈর্যশীল, দুর্দশাগ্রস্ত। রাশিয়ার বিপুল বিস্তৃত ভূমির সর্বত্র, মস্কো এলাকার সমভূমিতে, ইউক্রেনের স্তেপভূমিতে, সাইবেরিয়ার বড় বড় নদী বরাবর তারা মেহনত করে এসেছে দারিদ্র্যের কষাঘাত খেয়ে, কুসংস্কারে শৃঙ্খলিত হয়ে, তাদের অবস্থা ছিল প্রায় জন্তু-জানোয়ারেরই মতো। কিন্তু সবকিছুরই—এমনকি গরিব মানুষের ধৈর্যেরও শেষ আছে।

১৯১৭ সালের মার্চ মাসে শহরের জনগণ শিকল ভাঙল—তার প্রচণ্ড আওয়াজ শোনা গেল পৃথিবীর সর্বত্র। সৈনিকদের বাহিনীর পর বাহিনী তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বিদ্রোহ করল। তারপর বিপ্লব গিয়ে পৌঁছল গ্রামে, ক্রমাগত বেশি গভীরে, অতি পশ্চাৎপদ অংশগুলিতেও বৈপ্লবিক মেজাজ উদ্দীপ্ত হতে থাকল — শেষে, ফরাসী বিপ্লবের সাতগুণ বড়ো, ১৬,০০,০০,০০০ মানুষের জাতিটা একেবারে আমূল নড়ে উঠল।

বিরাট আদর্শের টানে একটা সমগ্র জাতি কাজে নেমে পড়েছে, নতুন ব্যবস্থা গড়তে এগিয়ে চলেছে। বহু শতাব্দীর মধ্যে এ হল মানব-প্রাণের সবচেয়ে বিপুল আন্দোলন। জনগণের আর্থনীতিক স্বার্থের ভিত্তিতে এ হল ন্যায়পরতার জন্যে ইতিহাসের সবচেয়ে দৃঢ় আঘাত। গোটা জাতিটা জেহাদী হয়ে উঠে নতুন দুনিয়ার স্বপ্নের প্রতি নিষ্ঠাবান হয়ে ভুখা, যুদ্ধ, অবরোধ আর মৃত্যু উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেছে। যেসব নেতা তাদের নিরাশ করেন তাঁদের বাতিল করে দিয়ে, যারা তাদের চাহিদা আর আশা-আকাঙ্ক্ষার উপযুক্ত তাদের অনুসরণ করে এই জাতি এগিয়ে চলেছে।

জনগণেরই মধ্যে—তাদের শৃঙ্খলা আর নিষ্ঠার মধ্যে নিহিত রয়েছে রুশ বিপ্লবের ভাগ্য। ভাগ্য তাদের প্রতি যথার্থই সুপ্রসন্ন হয়েছে। পথপ্রদর্শক আর ব্যাখ্যাকার হিসেবে তারা পেয়েছে এমন একটি মানুষকে যাঁর মানসিক শক্তি অসাধারণ, যাঁর ইচ্ছাশক্তি লোহার মতো, যিনি মহাপণ্ডিত আর কর্মে নির্ভীক, যাঁর আদর্শবাদ অতি সমুন্নত, আর যাঁর বাস্তব বিচক্ষণতা অতি কঠোর।

বিশ্বের মহত্তম অভ্যর্থনাকক্ষ

১৪ বছর আগে আমেরিকায় রওনা হবার প্রাক্কালে আমি লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম ক্রেমলিনে তাঁর আপিস-ঘরে। সেখানে আমি গেলাম এই প্রথম নয়। তাঁর সঙ্গে বহুবার দেখা করবার সুযোগই আমি পেয়েছি; তাঁর হাত থেকে অনেকবার উপকার পাবার সুযোগ আমার হয়েছে। বিপ্লবের অতি সঙ্গিন অস্থির দিনগুলিতেও তিনি কোন কিছুকেই তুচ্ছ মনে করেন নি, তাচ্ছিল্য করেন নি।

রুশ ভাষা শিখতে আরম্ভ করা যায় কীভাবে সে পরামর্শ তিনি আমাকে দিয়েছেন। পেত্রগ্রাদে একখানা সাঁজোয়াগাড়ির উপরে দাঁড়িয়ে আমি যে বক্তৃতা করেছিলাম, এমনকি তার দোভাষী হিসেবেও তিনি এগিয়ে

আসেন। এক বাক্স পুস্তক-পুস্তিকা সংগ্রহ করতে তিনি আমাকে সাহায্য করেছিলেন। নিজ-হাতে লেখা চিঠিতে তিনি সাইবেরিয়ার রেল-কর্মীদের বলেছিলেন, তাঁরা যেন এই বাক্সটা সম্বন্ধে খুব যত্ন নেন, বাক্সটা যেন না হারায়।

আমি যখন লাল ফৌজে যোগ দিয়েছিলাম তখন উৎফুল্ল হয়ে তিনি আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে একটা আন্তর্জাতিক বাহিনী গড়তে বলেছিলেন।

কাজেই, লেনিনের অভ্যর্থনাকক্ষে আমার যাওয়া পড়েছে বহুবার। সব সময় দেখা করবার জন্যে অপেক্ষা করছেন বিভিন্ন উঁচু-পদ-পদবিওয়ালা সব লোক—কূটনীতিক, অফিসার, পুরন কিছু বুর্জোয়া, সাংবাদিক... এঁদের সবাইকে, এমনকি কমিউনিজমের অতি প্রকাশ্য শত্রুদের সঙ্গেও লেনিন সহজ-সরলভাবে দেখা করেন, শিষ্টতা দেখান, কথা বলেন স্পষ্ট। একদিন লেনিনের সঙ্গে একটা আলাপ-আলোচনা চলাচ্ছিলেন একজন ইংরেজ—তিনি বলেন, লেনিনের মনোভাবটা হল এই রকমের: 'ব্যক্তিগতভাবে, আপনার বিরুদ্ধে আমার কিছুই নেই। তবে, রাজনীতিগতভাবে আপনি আমার শত্রু এবং যত রকমের অস্ত্র ভেবে বের করতে পারি সবই প্রয়োগ করব আপনার বিনাশের জন্যে। আপনার সরকারও আমার বিরুদ্ধে ঠিক তাই করে। এখন দেখা যাক একত্রে চলা যায় কতদূর।'

এইসব যোগাযোগ-দেখাসাক্ষাতে লেনিনের নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তিগত আনন্দ ছিল না। এ ছিল তাঁর সরকারী কাজ—সেই হিসেবে সেটা করতেন। তবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেরে ফেলতেন। তাঁর স্বাভাবিক টান ছিল পার্টি সহকর্মীদের জন্য, শ্রমিক আর কৃষকদের জন্য। তাদের সঙ্গে সময় কাটাতেই তিনি বেশী পছন্দ করতেন। তাই, লেনিনের সময় মেপে ভাগ করবার সময়ে তাদেরই ছিল অগ্রাধিকার। আমার সেই শেষ সাক্ষাতকারে এটা খুব প্রবলভাবেই আমি উপলব্ধি করলাম।

অপেক্ষা-কামরায় আমরা অনেকেই যে-যার পালার জন্যে বসে আছি। আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে কিছুটা দেরি হয়ে গেল। এমনটা তো হয় না—নির্দিষ্ট সময়ে দেখা-সাক্ষাৎ করতে লেনিন সর্বদাই খুব সময়নিষ্ঠ ছিলেন। কাজেই আমরা ভাবলাম অসাধারণ গুরুত্বসম্পন্ন কোন রাজকার্য পড়েছে, কোন অসাধারণ বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁকে দেরি করিয়ে

দিচ্ছেন। আধ-ঘণ্টা গেল, এক-ঘণ্টা গেল, দেড়-ঘণ্টা—আমরা অধৈর্য হয়ে বসে আছি। আর খাস কামরা থেকে আমাদের কানে আসতে থাকল লেনিনের সঙ্গে যিনি সমানে কথা বলে চলেছেন তাঁর গলার চাপা আওয়াজ। লেনিনের সঙ্গে এঁকে এত দীর্ঘ সময় কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে—কে হতে পারেন এই মহাক্ষমতাশালী ব্যক্তি? অবশেষে দরজা খুলল, এবং সমুখ-কামরায় সবাই দেখে অবাক হল যে, সে-দরজা দিয়ে যিনি বেরিয়ে এলেন তিনি অফিসার কিংবা কূটনীতিকও নন, অন্য কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিও নন; তাঁর মাথার চুল অসমান, গায়ে ভেড়ার চামড়ার কোট, পায়ে গাছের ছালের জুতো—একজন মুজিক, গরিব কৃষক বলতে যা বুঝায় ঠিক তাই সোভিয়েত ভূমির সর্বত্র লাখে লাখে যাঁদের দেখা যায়।

লেনিনের আপিস-ঘরে আমি ঢুকতেই তিনি বললেন, 'মার্জনা করবেন, উনি এসেছিলেন তাম্বভ থেকে, একজন কৃষক; বিদ্যুৎসজ্জা, যৌথীকরণ এবং নয়া আর্থনীতিক কর্মনীতি সম্বন্ধে তাঁর মতামত আমি শুনতে চেয়েছিলাম। খুবই চিত্তাকর্ষক, সময়ের হিসেব ছিল না।'

স্বভাবতই, লেনিনের যা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, নানা জায়গায় গিয়ে তিনি যা জেনেছেন, নিজে যে-তিরিশ খণ্ড বই লিখেছেন, তাতে তাম্বভের এই মুজিকের পক্ষে যা জানা সম্ভব তাঁর চেয়ে তিনি তত্ত্বগতভাবে, পণ্ডিত হিসাবে এত বেশী জানতেন যার কোন পরিমাপই করা যায় না। কিন্তু, অন্য দিকে, তিক্ত জীবন আর মেহনতের কঠোর শিক্ষায়তনে হাতে-কলমে, বাস্তব কর্মক্ষেত্রে এই মুজিক জানেন বিস্তর। তাঁর রয়েছে একেবারে মাটি-ঘেঁসা জ্ঞান। তাই, তিনি যা জানেন সেটা জানবার জন্যে লেনিনের অত আগ্রহ। সমস্ত যথার্থ মহামানবের মতো তাঁরও এটা বুঝবার মতো বিনয় ছিল যে, অতি নিরক্ষর ব্যক্তিরও তাঁকে দেবার কিছু আছে। এইভাবে, অতি বিভিন্ন-বিচিত্র মানুষ আর জায়গা ছিল লেনিনের তথ্যাদির সূত্র। এইভাবে পাওয়া হাজার হাজার তথ্য সযত্নে বিচার-বিবেচনা করে, বাছবিচার করে তিনি বিশ্লেষণ করতেন। এইভাবে তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতেন, তা দিয়ে তিনি প্রায়ই শত্রুর কৌশল ব্যর্থ করে দিতে পারতেন, শত্রুর চাল বানচাল করে দিতে পারতেন। সাইবেরিয়ার কৃষক, লাল ফৌজের সৈনিক কিংবা দন্-এর কসাকের মনোভাব আর ধ্যানধারণা সম্বন্ধে তাঁর কোন

অনুমান করবার প্রয়োজন ছিল না। লেনিনগ্রাদের ঢালাই শ্রমিক, ভলগায় বজরার মাঝি-মাল্লা আর মস্কোয় ঠিকা-ঝি কী ভাবছেন, তাঁদের কেমন লাগছে, সেটা তাঁর কাছে কিছু গোপন কথা ছিল না। তিনি নিজেই তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন, কিংবা কোন বিশ্বস্ত কমরেড সদ্য তাঁদের সঙ্গে কথা বলে এলে তাঁর কাছে শুনতেন।

তাঁকে দেবার মতো কিছু তাঁদের ছিল। এই কারণে তিনি সেটা গ্রহণ করতেও সদা-প্রস্তুত ছিলেন। আর একটা কারণ হল এই যে, তাঁদেরকেও দেবার মতো কিছু তাঁর ছিল: বিভিন্ন সামাজিক শক্তি আর বিপ্লবের মূল কৌশল সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান, সমাজতন্ত্র গড়ার জন্যে তাঁর বিভিন্ন পরিকল্পনা আর প্রকল্প। আরও একটা এবং সবচেয়ে প্রবল কারণ ছিল এই যে, তিনি তাঁদের পছন্দ করতেন — মন থেকে তাঁদের পছন্দ করতেন এবং ভালোবাসতেন। পরজীবী আর পুঁজিবাদের আজ্ঞাবহদের বিরুদ্ধে দালাল ফাটকাবাজ, ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে ফেরেববাজ আর চোরা-কারবারিদের বিরুদ্ধে লেনিনের যেমন বিশেষ বিরূপ মনোভাব ছিল, ঠিক তেমনি অন্যদিকে সম্পদ যাঁরা উৎপন্ন করেন তাঁদের প্রতি, কয়লা, পাথর আর ধাতু শ্রমিকদের প্রতি, ক্ষেতে-বনভূমিতে মেহনতীদের প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ স্নেহ আর প্রীতি।

সেই চোদ্দ বছর আগে কেবল তাম্‌বভ-এর একজন মুজিককে নয়, সম্ভব হলে অমন কোটি কোটি লোককেই খাস কামরায় নিয়ে তিনি আলোচনা করতে রাজী ছিলেন। সম্ভব হলে তিনি সানন্দে সারা পৃথিবীর সমস্ত শ্রমিক আর কৃষকদের দলে দলে নিজের আপিস-ঘরে স্বাগত জানাতেন।

আজ আমি গিয়েছিলাম লেনিনের সমাধিস্থলে—হঠাৎ আমার মনে এল যে, তিনি ঠিক তাইই করে যাচ্ছেন। মস্কোর, সোভিয়েত ইউনিয়নের, সারা পৃথিবীর মানুষ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করছে। এবং এটা চোদ্দ বছর আগেকার সেই সাক্ষাৎকারেরই মতো। সত্যি বটে, গাঢ় ধূসর এবং গাঢ় লাল গ্র্যানাইট পাথরের যে-বাড়িতে এখন লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয় সেটা আরও চিত্তাকর্ষক, আরও জমকাল। সত্যি বটে, লেনিনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে যে-সমুখ-কামরায় লোকে এখন অপেক্ষা করে সেটা আগের

চেয়ে অতি সুবিশাল—এখন সেটা রেড স্কোয়ার, যার পিছনে ক্রেমলিনের প্রাচীর, পাশে স্পাস্কায়া বুরুজ যেখান থেকে উঠছে 'আন্তর্জাতিকের' সুর, সেই প্রাচীরের সামনে বিপ্লবের নায়কদের সমাধিগুলি।

সারা পৃথিবীতে এত বড সমুখ-কামরা আর নেই। ভিতরে গিয়ে লেনিনের সঙ্গে দেখা করবার সুযোগের জন্যে অপেক্ষমান মানুষের সংখ্যাও এখন শতগুণ, হাজারগুণ বেশী। এসব দিক দিয়ে এখন আর চোদ্দ বছর আগেকারের সঙ্গে একটা পার্থক্য আছে।

তবে, একটা দিক থেকে — অতি গুরুত্বপূর্ণ আর মৌলিক দিক থেকে— এ একেবারে হুবহু একই। ভিতরে গিয়ে লেনিনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অপেক্ষা করছে কী রকমের মানুষ সেই দিক থেকে হুবহু একই। দুপুরের পরই বিরাট কিউ গড়ে উঠতে থাকে, তাতে আছে প্রধানত শ্রমিক আর কৃষক, যাদের লেনিন বিশেষ পছন্দ করতেন, যাদের কর্মোদ্যম, শ্রম আর নিষ্ঠার উপর তিনি নির্ভর করেছিলেন সমাজতন্ত্র গড়বার কাজে। বিশাল যে-দু' সারির লাইন ক্রমাগত দ্রুততর তালে বেড়ে উঠতে থাকে সেটাতে একরকম সবই সেইসব মানুষ। খোলার সময় দুটোর আগে সে-লাইনটি অট্টালিকা-পরিবেষ্টিত শ্বেত বরফে-ঢাকা চতুর্ভুজ ক্ষেত্রে সামনে-পিছনে, এদিকে-ওদিকে এঁকে-বেঁকে সমাধিস্থল থেকে এক মাইল কি তার বেশী দূর অবধি বিস্তৃত হয়ে যায়।

পরে বড়াই করতে পারবে বলে সেই মতলবেও কিছু লোক এখানে আসে, তা ঠিক। বন্ধুবান্ধবের কাছে গিয়ে তারা বড়াই করে বলতে পারবে যে, হ্যাঁ, সত্যিই লেনিনের মুখ তারা দেখে এসেছে। সত্যি বটে, নিছক কৌতূহলবশেও কিছু লোক এখানে আসে। তারা হল বুর্জোয়ারা, তাদের মধ্যে বহু বিদেশী; যাঁর নামটা তাদের কাছে দুঃস্বপ্ন, সারা-পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী আর প্রতিক্রিয়াপন্থীদের নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায়, সেই মানুষটিকে সশরীরে তারা দেখতে চায়। তবে, এই বিরাট কিউতে এরা এতই নগণ্য যে, ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। অল্প কয়েক জন ছাড়া আর সবাই এখানে আসে নেতার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি আর প্রীতি নিয়ে। এই মনোভাব খুবই অকৃত্রিম আর আন্তরিক না হলে অতি প্রচণ্ড শীতের মধ্যে লোকে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

কিউ ধরে এগিয়ে এগিয়ে চলি আর এখানে-ওখানে থেমে থেমে জিজ্ঞাসা করি: 'কোথা থেকে এসেছেন?' 'কী করেন আপনি?' 'কেন এলেন?' 'লেনিন সম্বন্ধে প্রথম শুনেছিলেন কবে?'

একজন বিদেশী অদ্ভুত উচ্চারণে প্রশ্ন করে তাদের জীবনের ক্ষেত্রে উ'কি দিচ্ছে, এটা একটু বেয়াদবিই বটে। এতে বিরক্ত হবার অধিকারই তাদের আছে। তবে, প্রশ্ন করবার আগে আমি বলে নিই যে, আমি লেনিনকে চিনতাম। তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছি। তাঁর করমর্দন করেছি। তাতে ফল হয়, তাদের দৃষ্টিতে আমি একটা প্রতিষ্ঠা পাই, তখন তারা মন খুলে কথা বলে। প্রথমে, পাঁচ জন মর্দভিন, তাঁদের পায়ে গাছের ছালের জুতো, তাঁদের নিজস্ব প্রজাতন্ত্র আছে বলে তাঁরা গর্ব বোধ করেন, তাঁদের নেতা (স্তারোস্তা) সেই ১৯০৫ সালেই লেনিনের কথা শুনেছিলেন বলেও তাঁদের গর্ব কম নয়।

একজন বুরিয়াতের কাছে এটা একটু অস্বস্তিকর প্রশ্ন—কেননা, তাঁকে বলতে হল যে, ১৯২০ সালের আগে তিনি লেনিনের কথা শোনেন নি। কিন্তু এখন বুরিয়াতদের প্রতি ঘরেই রয়েছে লেনিনের প্রতিকৃতি, আর গত শীতে তাঁরা বরফ কেটে লেনিনের একটি বিরাট মূর্তি তৈরি করেছিলেন। তিনি এসেছেন দূর উত্তর থেকে — সেখানে শীতকাল এত ঠাণ্ডা আর এত লম্বা যে, মস্কো তাঁদের কাছে কিছুটা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকা বলেই মনে হয়... তিনি তো এ নিয়ে যেন অভিযোগই তুলতে চান আর কি।

উজবেকিস্তানের মানুষটি তেমন নন — তিনি তাঁর রেশমের সবুজ পোশাকটাকে (**খালাৎ**) গায়ের সঙ্গে আরও আঁটোসাঁটো করে ধরছেন, সাদা স্কোয়ারটায় উজ্জ্বল বর্ণের একটা ছোপ তিনি। তাঁর ইচ্ছে, লেনিন যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তিনি যদি আজ প্রাচীন বোখারায় গিয়ে দেখতেন সমৃদ্ধিশালী যৌথখামারগুলি কীভাবে পতিত বালুভূমিগুলোকে উদ্ধার করে বাগ-বাগিচায় পরিণত করছে!

ভ্লাদিমির থেকে এসেছেন একজন ব্রিগেড নেতা— তাঁর ব্যাপার উল্টো: যৌথখামারের আদৌ কোন শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে না। আলু তোলা হয় নি, সেগুলো ক্ষেতে পচছে, ওট্ মাড়া-ঝাড়া হয় নি — সেগুলো গাদায় পড়ে আবার

পচছে। তবে, কি জানি কেন তাঁর মনে হয়, লেনিনকে একবার দেখে গেলে বুকে বল নিয়ে ফিরে গিয়ে কাজে লাগতে পারবেন।

স্মোলেন্‌স্ক থেকে এসেছেন আর একজন যৌথখামারী ওর্লভ, মিখাইল ইভানোভিচ। লাল ফৌজের সৈনিক হিসেবে বহুবার ক্রেমলিনের ভিতর দিয়ে যাবার সময়ে তিনি লেনিনকে একনজর দেখেছেন। সে হল চোদ্দ বছর আগেকার কথা; তারপরে এই আজ — এর মধ্যে আর মস্কো আসার সুযোগ হয় নি। প্রধান প্রধান সমস্ত রণাঙ্গনেই তিনি লড়েছেন। কাঁচা আলু খেয়ে কাটাতে হয়েছে দিনের পর দিন; একবার একটা গোলার চোটে ধসে-আসা মাটিতে তিনি সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গিয়েছিলেন। তারপর ট্রেঞ্চ থেকে সোভিয়েতে। কিন্তু এখনও স্থানীয় ডাকাত, আমলা আর মদচোলাইকরদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হচ্ছে। তার পর গড়ে তুলছেন 'জীবনের নবধারা' (**নভি বিৎ**) নামে যৌথখামার। বিপ্লবের আগেকার ভূমিহীন পঁয়ত্রিশটি পরিবার এখন শণ আর পশুখাদ্যের প্রথম শ্রেণীর ৩৪০ দেসিয়াতিন জমিতে বাসবাস করছে, ঘোড়া আছে ১২টা আর ৫৭টা আছে গরু। সাগ্রহ উদ্দীপ্ত উৎসাহের সঙ্গে ওর্লভের আছে বিস্তৃত অভিজ্ঞতা। হ্যাঁ, যৌথখামারগুলি কেমন চলছে সে-খবর তিনি রাখেন। কোনো কোনোটা ভালভাবে সংগঠিত হয় নি, সেগুলো চলছে খারাপ। কিন্তু তাঁদের খামারটা ভাল — একেবারে প্রথম শ্রেণীর। হ্যাঁ, ভ্লাদিমির ইলিচ নিজে এসে দেখুন না — তিনি ভয় পান না।

সোভিয়েত ইউনিয়নের দূরদূরান্ত থেকে, পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে তারাই আসছে লেনিনের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারের জন্যে। একজন আমেরিকান— নাবিক হিসেবে তিনি সাত-সমুদ্রে তের-নদীতে পাড়ি জমিয়েছেন, পরে ডক-মজুর হিসেবে তিনি সান্‌-ফ্রান্সিস্কোয় নিজ ইউনিয়নের তরফে দীর্ঘ লড়াই চালিয়েছেন। বার্লিন থেকে আসা একটি কমিউনিস্ট ছাত্র — জার্মান অনুবাদে লেনিনের সমস্ত রচনা তিনি পড়েছেন। একজন চীনা পার্টিজান সৈনিক — লাল গেরিলাদের সঙ্গে মিলে তিনি লড়েছেন সাইবেরিয়ার গভীর জঙ্গলে।

শীতের পোশাকে মোড়া এই সারিটাকে বাইরে থেকে দেখতে ধূসর, ম্লান, বিষণ্ন, কিন্তু এর ভিতরে রয়েছে মেহনত আর লড়াই আর

দুঃসাহসিকতার গণ্ডা-গণ্ডা শত শত কাহিনী। অতি বর্ণাঢ্য আর আকর্ষণীয় এইসব কাহিনী — তাই সারি ধরে বেশি এগোন শক্ত।

ভলগার একজন মাল বোঝাই-খালাসের শ্রমিক—পুরন সিম্‌বির্স্কে উলিয়ানভ পরিবারের বসতবাড়ি থেকে তিরিশ ভার্স্ট দূরে বাস করেছেন। সারা জীবন তিনি প্রতিবেশীদের কাছে উলিয়ানভ পরিবারের কথা শুনে আসছেন; আজ সে-পরিবারের মহত্তম মানুষটিকে দেখবার মহা সৌভাগ্য তার হবে। খুবই তরুণ এবং উৎসাহী একজন কমসোমলী — যৌথীকরণ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লেনিনের কথা উদ্ধৃত করে করে সে প্রতীক্ষার সময়টাকে কাটিয়ে যাচ্ছে। গাছের ছালের জুতো পায়ে, ভেড়ার চামড়ার কোট গায়ে এক কৃষক — চোদ্দ বছর আগে লেনিনের আপিস-ঘরে দেখা ঠিক সেই তাম্‌বভের কৃষকটির মতো। মোটাসোটা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এসেছেন রিয়াজান থেকে — লেনিনকে দেখতে যাচ্ছেন এই দ্বিতীয় বার। নিজনি নভ্‌গোরদের একটি তড়িৎকর্মিদলের দুজন লেনিনকে দেখবে এই প্রথম। তুর্কিস্তান থেকে এসেছেন একদল ট্রেনের কণ্ডাক্টর — তাঁদেরও এই প্রথম বার। বেশীর ভাগই এসেছেন এই প্রথম। কিন্তু, এরা দলে দলে এখানে আসছে পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত থেকে, সেটা ছাড়াও আরও বেশী লক্ষণীয় এই যে, মস্কোয় পৌঁছেই এত মানুষ লেনিনের সমাধিস্থলকেই তাদের প্রথম লক্ষ্য হিসেবে নিয়েছে। কিন্তু তবু, ঢুকবার প্রথম সুযোগ তাদের নয় — সেটা শিশুদের।

এখন ইস্কুলের ছুটি — আজ তারা এসেছে হাজারে হাজারে; হীমে তাদের গালে রক্ত চড়ছে, তাতে তারা তাদের হাতের পতাকাগুলোরই মতো রক্তাভ হয়ে উঠেছে। একটা পতাকায় লেখা আছে, ‘পাঁচসালা পরিকল্পনার জন্যে সবকিছু!’ ‘আমরা সুস্থ-সবল হয়ে গড়ে উঠব—বড় হয়ে আমরাও বড়দের সঙ্গে মিলে যন্ত্রপাতি তৈরি করব।’ তিন-বছর বয়সের বাচ্চাদের একটা দল — তারা তুলে ধরেছে কাগজে তৈরি একটা প্রকাণ্ড সূর্যমুখী, তার পাপড়িগুলো সাদা, আর তার মাঝখানে শিশু লেনিনের সেই সুপরিচিত প্রতিকৃতি।

তাদের শিক্ষিকাদের জিজ্ঞাসা করলাম, ‘এরা লেনিন সম্বন্ধে কী জানে?’

সগর্ব আস্থাভরে তাঁরা উত্তর দিলেন, ‘নিজেই বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করুন।’ কয়েক সপ্তাহ ধরে তারা লেনিন সম্বন্ধে শিখছে। শেষে, লেনিন সম্বন্ধে পড়া আর লেখার এই পাঠক্রমের শীর্ষে তারা লেনিনকে দেখতে যাচ্ছে। সমাধিস্থল খুলবার সময় হবার অনেক আগেই ব্রঞ্জের ফটক খুলে গেল, আর এক-ঘণ্টা ধরে আমরা দেখলাম ছোট ছেলে-মেয়েদের প্রবেশের দৃশ্য।

আমাদের পালা এল। জনতা তখন দৃঢ়পদে দুজন ক'রে সমাধিস্থলের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকল। টুপি খুলে, নিস্তব্ধ হয়ে আমরা চললাম স্বল্পালোকিত অভ্যন্তরে—সেখানে যে মানুষটি শায়িত রয়েছেন তাঁরই মতো অসজ্জিত আর সহজ-সরল গ্র্যানাইটের বিরাট হল-ঘরটিতে পৌঁছলাম চব্বিশটা সিঁড়ি নেমে। সারিটা কখনও থামে না—চলতেই থাকে। সারিটা আধারের পাশ দিয়ে শুধু চলে যায় তা নয়। তিনটে সিঁড়ি উঠে সারিটা প্রায় গোটা পাক ঘুরে একটা সমুন্নত মঞ্চে আসে—তখন প্রত্যেকেই নেতার মুখের দিকে অবাধে সোজাসুজি বেশ কিছুটা তাকিয়ে দেখবার সময় পায়। তার পরে ডাইনে ঘুরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে উত্তর-পশ্চিমে বের হবার পথ। আবার বাইরে — রেড স্কোয়ারে।

দাঁড়িয়ে সবাইকে বের হতে দেখি: মনে হয় সমাধি থেকে তারা আসছে শোকার্ত নয়, বিষণ্ণ দুঃখী নয় তাদের মনের অবস্থা, বরং তারা যেন বোঝাগুলো নামিয়ে এল, এল নতুন সংবাদ নিয়ে — তাদের চোখে-মুখে স্বস্তি আর ভারমুক্তির আমেজ। সেটা তাদের কথায়ও।

রিয়াজানের সেই মেয়ে বললেন মন-খুলে, ‘কি জানি কেন, ওঁকে দেখবার পরে মনটা আর তত ভারাক্রান্ত নয়।’

স্মোলেন্স্ক-এর সেই যৌথখামারী বললেন, ‘দশ বছর আগে যেমনটি দেখেছিলাম প্রায় ঠিক তেমনিই তাঁকে দেখতে লাগল। শুধু একটু যেন ঘুমিয়ে নিচ্ছেন, আর যেন যে-কোনো মুহূর্তে জেগে উঠে আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন।’

সেই তরুণ কমসোমলীটি বলল, ‘লেনিনের সমস্ত রচনা কিনে এবার শীতকালে সব পড়তে আরম্ভ করব।’

ঠিক বটে, মাঝে মাঝে একটু অন্য সুরও শোনা যায়—যেমনটি পেলাম নিজনির তড়িৎ-কর্মিদলের সেই দুজনের আক্ষেপের কথায়: ‘আজ যদি

তিনি বেঁচে থেকে দেখতেন আমরা কি করছি — গড়ছি, গড়ছি, গড়েই চলেছি।' আর দুজন বৃদ্ধের চোখে জল দেখলাম—একজনের একখানা হাত নেই, আর একজনের একখানা পা নেই, ঐ হাত-পা গেছে গৃহযুদ্ধে লেনিনের আদর্শের জন্য লড়তে গিয়ে। তবে, এর মধ্যে পঙ্গু, পক্ককেশ আর বৃদ্ধ কমই। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হল তেজীয়ান, তরুণ আর বলিষ্ঠ— যারা এই মুহূর্তে লেনিনের আদর্শের জন্যে লড়ছে।

কেউ কেউ একবার দেখে তৃপ্তি না পেয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে আবার সারিতে দাঁড়ায়। সারিটার যেন শেষ নেই, তাতে যোগ দেবে আরও অসংখ্য মানুষ। নতুন নতুন লোক আসে মস্কোর আপিস আর কলকারখানা থেকে, পার্বত্য আর খনি অঞ্চল থেকে, সোভিয়েতভূমির সুদূরবর্তী স্তেপভূমি আর গ্রামগুলি থেকে, পৃথিবীর সমস্ত জায়গা থেকে। তারা আসে মৃত নেতার প্রতি আনুগত্যের নতুন শপথ জানাতে, আর নতুন শ্রেষ্ঠতর লড়াইয়ের প্রেরণা তাঁর কাছ থেকে নিয়ে যাবার জন্যে।

জীবনে এই মানুষটি ছিলেন মহান আর পরাক্রান্ত — এখন তার পরাক্রম আরও বেশি। চারিদিকেই তাকিয়ে দেখুন তাঁর স্মারক স্তম্ভগুলি। দ্নিয়েপেরস্ত্রই,* মাগ্নেতোস্ত্রই, ত্রাক্তরস্ত্রই, গিগান্ত্ (জাইণ্ট), এইসব সমেত এবারকার পাঁচসালা পরিকল্পনা সমগ্র মানবজাতিকে স্তম্ভিত করে দিচ্ছে।

কী এসব? লেনিনের মনন আর বিজ্ঞান রূপ ও দেহ লাভ করছে— আর কিছু নয়। সমস্ত দেশে লেনিন ইনস্টিটিউট আর লেনিন গ্রন্থাগার, অসংখ্য ভাষায় লেনিনের রচনাবলীর অনুবাদ হচ্ছে কোটি কোটি খণ্ডে। এ সবের অর্থ কী? চিন্তা-বীজ, লেনিনের ধ্যানধারণার বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে, আর ফলাচ্ছে তার সুসমৃদ্ধ অঢেল ফসল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি আর ষাটটি দেশে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির পতাকাতলে আরও নিযুত নিযুত মানুষ: এ তো আর কিছু নয় — এ হল পৃথিবীর সর্বত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অপসারিত করবার জন্যে অভিযাত্রী লেনিনের গতিধর্ম।

---

* দ্নিয়েপেরস্ত্রই — নীপার নদীর ধারে জল-বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণস্থল।

চোদ্দ বছর আগে ক্রেমলিনে লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার যে-মাত্রায় বেড়ে সেটা সমাধিস্থলে আজকের দিনের বিশাল সাক্ষাৎকারে পরিণত হয়েছে, সেই মাত্রায়ই বেড়েছে লেনিনের ক্ষমতা, পরাক্রম আর প্রভাব। সোভিয়েত ইউনিয়নে আর সমগ্র পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের বিজয় না হওয়া অবধি সেটা বেড়েই চলবে।

১৯৩২

আন্তর্জাতিক বাহিনীর অন্যান্যদের সঙ্গে আলবার্ট রিস উইলিয়মস (বাঁদিক থেকে দ্বিতীয়)

রুশ
বিপ্লবের
ভিতর দিয়ে

বিপ্লব রক্ষা করতে গিয়ে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন
রাশিয়ার সেই শ্রমিক আর কৃষকদের
উদ্দেশে

'মুষ্টিমেয় কয়েক জনের
ধনদৌলত ক্ষমতা আর জ্ঞানের বিরুদ্ধে
তোমরা যুদ্ধ আরম্ভ করেছ,
ধনদৌলত, ক্ষমতা আর জ্ঞান
যাতে হয় সর্বসাধারণের
সে জন্যে
তোমরা গৌরবোজ্জ্বল মৃত্যু বরণ করলে।'*

* লেনিনগ্রাদে 'মার্স ময়দান'এ শহিদ বিপ্লবীদের স্মৃতির উদ্দেশে স্থাপিত গ্র্যানাইট ফলকে খোদিত বাণী। বাণীর পাঠটি শিক্ষার প্রথম জন-কমিসার আ. ভ লুনাচার্স্কি'র (১৮৭৫—১৯৩৩) রচনা।

6*

ভূমিকা

একদিন মস্কোয় দেখেছিলাম একটা **কিয়স্কে** পোস্টার লাগানো হচ্ছে, আর দুজন কৃষক সৈনিক তার দিকে তাকিয়ে আছে স্থিরদৃষ্টিতে।

'এর একটা কথাও পড়তে পারি নে আমরা,' তারা বলে উঠল, তাদের ক্রুদ্ধ চোখে জল। 'জার চেয়েছিল আমরা শুধু লাঙল চষি আর লড়ি আর ট্যাক্স দিই। আমরা পড়ি, এটা জার চায় নি। সে আমাদের চোখ নিভিয়ে দিয়েছিল।'

জনগণের 'চোখ নিভিয়ে দেওয়া', তাদের মন আর বিবেক নিভিয়ে দেওয়া — তা ছিল রাশিয়ার স্বৈরতন্ত্রের সুপরিকল্পিত কর্মনীতি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষকে রাখা হয়েছিল অজ্ঞতায় নিমজ্জিত, গির্জায় নেশাচ্ছন্ন, কৃষ্ণ শত* দঙ্গলগুলিতে সন্ত্রস্ত, কসাক তাড়নায় অবদমিত। যারা প্রতিবাদ করত তাদের জেলে পোরা হত, সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে খনিতে কঠোর পরিশ্রম করানো হত, ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হত।

১৯১৭ সালে দেশের সামাজিক আর আর্থনীতিক কাঠামোটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। চাষবাস থেকে ট্রেঞ্চে মৃত্যুর মধ্যে টেনে নেওয়া হয়েছিল কোটি কৃষককে। শহরে-নগরে অনশনে মরছিল আরও নিযুত নিযুত মানুষ, আর দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রীরা তখন ষড়যন্ত্র আঁটত জার্মানদের সঙ্গে, কুখ্যাত পাদ্রী রাস্পুতিনের** সঙ্গে মিলে রাজদরবার মেতে থাকত পানোন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল বিলাস উৎসবে। কাদেত*** মিলিউকভ অবধি বলতে

---

* কৃষ্ণ শত — ১৯০৫—১৯০৭ সালের রুশ বিপ্লবের সময় থেকে প্রতিবিপ্লবী দাঙ্গাবাজ খুনে দঙ্গলগুলো রাশিয়ায় এই নামে পরিচিত হয়।

** গ্রিগোরি রাস্পুতিন — ভাগ্যান্বেষী, জার ২য় নিকোলাস এবং তাঁর স্ত্রীর প্রিয়পাত্র।

*** কাদেত — রাশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের সর্বপ্রধান পার্টি কনস্টিটিউশন্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সদস্যকে কাদেত বলত।

বাধ্য হয়েছিলেন যে, 'এত নির্বোধ, এত অসৎ, এত ভীরু, এত বিশ্বাসঘাতক সরকারের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর জানা নেই।'

গরিব মানুষের সহিষ্ণুতার উপর নির্ভর করে সব সরকার। মনে হয় বুঝি এ সহিষ্ণুতা যেন চিরস্থায়ী, কিন্তু তারও একটা শেষ থাকে। সেই শেষটা এল ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে রাশিয়ায়।

জনসাধারণের মনে হল যে, বার্লিনে কাইজারের চেয়েও বেশী পাপিষ্ঠ হল পেত্রগ্রাদে তাদের জার। তিক্ততায় তারা ভরপুর হয়ে উঠেছিল। এ সবকিছুর অবসান ঘটাবার জন্যে তারা রাজপ্রাসাদগুলোর উপর অভিযান চালাল। প্রথমে, রুটির জন্যে চিৎকার তুলে ভিবোর্গ এলাকা থেকে এল শ্রমজীবী মেয়েরা। তার পরে শ্রমিকদের লম্বা লম্বা সারি। তারা যাতে শহরে ঢুকতে না পারে সেজন্যে পুলিস পুলগুলোকে খুলে রাখল কিন্তু তারা বরফের উপর দিয়ে নদী পার হয়ে এল। নিজের ঘরের জানালা দিয়ে লাল ঝান্ডায় মোড়া সেই জনতার দিকে তাকিয়ে মিলিউকভ বলে উঠেছিলেন, 'এই সেই রুশ বিপ্লব — কিন্তু চূর্ণবিচূর্ণ হবে পনর মিনিটের মধ্যে।'

নেভ্স্কি রাস্তায় কসাক টহল সত্ত্বেও শ্রমজীবী মানুষগুলি চলে এল। তারা এল মেশিনগান-ফাঁড়িগুলোর নিদারুণ গুলিবর্ষণ সত্ত্বেও। তারা আসতেই থাকল — আর রাস্তায়-রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল তাদের দেহ। তবু তারা এল — গান গেয়ে, দাবির স্লোগান তুলে তারা আসতেই থাকল, শেষে সৈনিকেরা আর কসাকেরা চলে এল জনগণের পক্ষে: ৩০০ বছর যাবত রাশিয়ায় কুশাসন চালিয়েছে যে-রমানভ রাজবংশ সেটা ১২ই মার্চ তারিখে তলিয়ে গেল জাহান্নমে। আনন্দে মেতে উঠল রাশিয়া — জারের পতনে হর্ষধ্বনি তুলল সারা পৃথিবীর মানুষ।

বিপ্লব সংঘটিত করল প্রধানত শ্রমিকেরা আর সৈনিকেরা। এই বিপ্লবের জন্যে তারা রক্ত ঢেলেছে। এবার ধরে নেওয়া হল সাবেকী ধারায় এখন তারা ফিরে যাবে — সবকিছু ছেড়ে যাবে তাদের উপরওয়ালাদের হাতে। জারপন্থীদের হাত থেকে জনগণ ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। এবার জনগণের হাত থেকে ক্ষমতা বাগিয়ে নেবার জন্যে রঙ্গভূমিতে দেখা দিল ব্যাঙ্কার আর আইনজ্ঞরা, অধ্যাপকেরা আর রাজনীতিকেরা। তারা বলল:

'জনসাধারণ, গৌরবোজ্জ্বল তোমাদের এ জয়। এবার কাজটা হল নতুন

রাষ্ট্র গড়া। অত্যন্ত কঠিন এ কাজ, কিন্তু, সৌভাগ্যের কথা, আমরা যারা শিক্ষিত, তারা এই শাসনের কাজটা বুঝি। আমরা স্থাপন করব একটা অস্থায়ী সরকার। আমাদের দায়িত্ব গুরুভার, কিন্তু প্রকৃত দেশভক্ত হিসেবে এ দায়িত্ব আমরা কাঁধে তুলে নেব। উন্নতচরিত্র সৈনিকেরা, তোমরা ট্রেঞ্চে ফিরে যাও। সাহসী শ্রমজীবিগণ, তোমরা ফিরে যাও তোমাদের যন্ত্রপাতির কাছে। আর কৃষকেরা, তোমরা ফিরে যাও জমিতে।'

রাশিয়ার জনগণ অবাধ্য নয়, অবুঝ নয়। তাই তারা এই বুর্জোয়া ভদ্রমহোদয়গণকে 'অস্থায়ী সরকার' গড়তে দিল। কিন্তু, রাশিয়ার জনগণ নিরক্ষর হলেও বিচক্ষণ। অধিকাংশই লিখতে কিংবা পড়তে জানত না, কিন্তু চিন্তাশক্তি তাদের ছিল। তাই, ট্রেঞ্চে আর কর্মশালায় আর ক্ষেতে ফিরে যাবার আগে তারা নিজস্ব ছোট ছোট সংগঠন স্থাপন করে গেল। প্রত্যেকটা সামরিক কারখানায় শ্রমিকেরা নিজেদের বিশ্বস্ত একজনকে বেছে নিল। জুতো কারখানায় আর সুতাকলেও শ্রমিকেরা তাই করল। তেমনি, ইটখোলায়, কাচের কারখানাগুলোতে এবং অন্যান্য শিল্পে। সরাসরি কাজের জায়গা থেকে নির্বাচিত এইসব প্রতিনিধিদের তথা তাদের সংস্থার নাম দেওয়া হল **শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত (পরিষদ)**।

একই পদ্ধতিতে সৈন্যবাহিনীগুলিতে গড়া হল **সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত,** আর গ্রামে গ্রামে **কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত**।

এলাকা ভিত্তিতে নয় — কাজ আর পেশার ভিত্তিতে এই প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হল। তার ফলে বেশী-কথা-বলা রাজনীতিকদের দিয়ে ভরতি না হয়ে সোভিয়েতগুলিতে এল নিজেদের কাজ জানা সব লোক: খনির কাজ জানা খনি-শ্রমিক, যন্ত্রপাতি বোঝে এমন সব যন্ত্রচালক, জমি বোঝে এমন সব কৃষক, যুদ্ধ-জানা সৈনিক, শিশুদের বোঝে এমন সব শিক্ষক।

সারা রাশিয়ায় প্রত্যেকটি নগরে, শহরে, গ্রামে আর রেজিমেণ্টে সোভিয়েত গড়ে উঠল। জারতন্ত্রের পুরন রাষ্ট্রযন্ত্র ভেঙে খান্‌খান্‌ হয়ে যাবার পরে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ এই নতুন সামাজিক সংগঠনে ভরে গেল — সমগ্র ইতিহাসে এমন লক্ষণীয় ব্যাপার আর ঘটে নি।

রাশিয়ান যুদ্ধজাহাজ 'পেরেস্‌ভেৎ'এর অধিনায়ক আমাকে বলেছিলেন নিজের কথা: 'খবর যখন পেঁছিল তখন আমার জাহাজ ইতালির উপকূলের

কাছে। আমি জারের পতনের কথা ঘোষণা করতেই কিছু সৈনিক স্লোগান তুলল, 'সোভিয়েত জিন্দাবাদ'। সেইদিনই জাহাজের মধ্যে একটা সোভিয়েত গঠিত হয়ে গেল — সেটা সব দিক দিয়েই পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতেরই মতো। সোভিয়েতকে আমি রাশিয়ার মানুষের স্বাভাবিক সংগঠন বলেই মনে করি— এর শিকড় রয়েছে গ্রামের **মির**-এ (পঞ্চায়েত) আর শহরের **আর্তেল**-এ (সমবায় সংঘ)।'

অন্য কেউ কেউ মনে করেন সোভিয়েত সংক্রান্ত ধারণাটা এসেছে প্রাচীন নিউ ইংলণ্ডের শহর-সভা কিংবা প্রাচীন গ্রীসের নগরী পরিষদ থেকে। তবে, সোভিয়েতের সঙ্গে রাশিয়ার শ্রমজীবীদের সংস্পর্শ তার চেয়ে ঢের বেশী সরাসরি। ১৯০৫ সালের ব্যর্থ বিপ্লবের সময়ে তারা সোভিয়েত সংগঠন পরখ করে দেখেছে। তখন তারা দেখেছিল যে, হাতিয়ারটা ভাল। এবার তারা সেটা ব্যবহার করছে।

জার উচ্ছেদ হবার পরে অল্প সময়ের জন্যে সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে একটা শুভেচ্ছার মরশুম এসেছিল — সেটা 'বিপ্লবের মধুচন্দ্রিকা' বলে পরিচিত। তার পরে আরম্ভ হল সেই ঘোর লড়াই: রাশিয়ায় রাষ্ট্রক্ষমতার জন্যে বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েতের মধ্যে মহাসংগ্রাম। এক দিকে — পুঁজিপতিরা, জমিদারেরা, শেষে **বুদ্ধিজীবীসমাজও** দাঁড়াল অস্থায়ী সরকারের পক্ষে। অন্যদিকে — শ্রমিক, সৈনিক আর কৃষক সমবেত হল সোভিয়েতগুলির পক্ষে।

আমি এই বিপুল সংঘাতের মধ্যে পড়ে গেলাম। চোদ্দ মাস আমি থেকেছি গ্রামে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে, ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে সৈনিকদের সাহচর্যে, আর শ্রমিকদের সঙ্গে কারখানায় কারখানায়। তাদের দৃষ্টিতে আমি দেখেছি বিপ্লবকে; সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনায় আমি অংশগ্রহণ করেছি।

১৯১৮ সালের আগে পার্টি বিধিবদ্ধভাবে নাম বদলে **কমিউনিস্ট** নাম নেয় নি — তবু, **কমিউনিস্ট** আর **বলশেভিক** এই শব্দ দুটিকে আমি একই অর্থে ব্যবহার করেছি।

ফরাসী বিপ্লবে গর্বভরা কথা ছিল 'নাগরিক'। রুশ বিপ্লবে গর্বময় কথা হল 'কমরেড'! — **তাভারিশশ্**। কথাটাকে আমি আরও সহজ করে লিখেছি — **তাভারিশ্**।

আমার কোন কোন প্রবন্ধ এখানে ব্যবহার করবার অনুমতির জন্যে আমি নিম্নলিখিত পত্র-পত্রিকার সম্পাদকদের কাছে ঋণী: 'এশিয়া', 'ইয়েল রিভিউ', 'ডায়াল', 'নেশন', 'নিউ রিপাবলিক', 'নিউ ইয়র্ক ইভনিং পোস্ট'।

সোভিয়েত রাশিয়ায় আগন্তুকেরা অবাক হয় পোস্টারের বহুলতায় — কলে-কারখানায় আর ব্যারাকে, দেওয়ালে আর রেলগাড়ির কামরায়, টেলিফোনের খুঁটিতে, সর্বত্র। সোভিয়েত যাকিছু করে তার কারণটা মানুষকে বোঝাবার জন্যে তারা সচেষ্ট। নতুন আহ্বান এল অস্ত্র ধারণ করবার জন্যে, রেশনের পরিমাণ কমাতে হল, খোলা হল নতুন নতুন ইস্কুল কিংবা পাঠক্রম— সব ক্ষেত্রেই সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় পোস্টার, তাতে বলা হয় **কেন** এটা, আর জনসাধারণ কীভাবে তাতে সহযোগিতা করতে পারে। এর কোন কোন পোস্টার স্থূল, অতি তাড়াতাড়ি তৈরি-করা, আবার কোন কোনটা রীতিমতো শিল্পকর্ম। তার থেকে দুখানা পোস্টার এই বইয়ে পুনঃমুদ্রিত করা হয়েছে — তাতে রং ব্যবহার করা হয়েছে প্রায় হুবহু মূল পোস্টারের। তার ব্যয়ভার বহন করেছেন রাশিয়ার বন্ধুরা, তাছাড়া, মিসেস জোসি ওয়াই. কিম্বল আর মিঃ আরন বেকর্ম্যানের কাছেও পাঠকেরা বিশেষভাবে ঋণী থাকবেন।

প্রথম খণ্ড

বিপ্লব করল যারা

কৃষক, শ্রমিক আর সৈনিকদের সঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

বলশেভিকরা এবং শহর

১৯১৭ সালের জুনের গোড়ার দিকের এক ধবল রাত্রে আমি সেই প্রথম গেলাম পেত্রগ্রাদে। এ নগরী প্রায় সুমেরু-বৃত্তের মধ্যেই পড়ে। তখন মধ্যরাত্রি, কিন্তু উত্তরী রাতের বিশ্লিষ্ট কোমল আলোক-স্নাত স্কোয়ার আর **প্রসপেক্টগুলি** যেন যাদুস্পর্শে উদ্ভাসিত।

নেভা নদীর ধার দিয়ে প্রাচীন নীল-গম্বুজের গির্জা আর রুপোলী-তরঙ্গায়িত ক্যাথারিন খাল পাশে রেখে আমাদের গাড়ি চলল, নদীর ওপারে পিটার-পল দুর্গের সরু চূড়াটা দেখা দিল একটা সোনালী সূচের মতো। তার পরে আমরা চললাম শীত প্রাসাদের পাশ দিয়ে, সেণ্ট আইজাক

ক্যাথিড্রালের বার্নিশ-করা গম্বুজ ছাড়িয়ে, আর বিগত জারদের স্মৃতির চিহ্ন অসংখ্য স্তম্ভ আর মর্মরমূর্তির ধার দিয়ে।

কিন্তু ঐসবই হল অতীতের শাসকদের উদ্দেশে স্থাপিত স্মারকস্তম্ভ। তাদের জন্যে আমার কোন টান ছিল না — কেননা, আমার আগ্রহ বর্তমান শাসকদের প্রতি। মহান কেরেনস্কি* তখন তাঁর বাগ্মী ক্ষমতার শিখরে — তাঁর কথা শুনতে চাইছিলাম আমি। অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রীদের সঙ্গে আমার দেখা করবার ইচ্ছা। তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তাঁদের বলতে শুনেছি, তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা কর্মক্ষম, অমায়িক এবং বাক্‌পটু। কিন্তু আমার মনে হয়েছে এঁরা জনগণের যথার্থ প্রতিনিধি নন — এঁরা হলেন সব 'এক-রাতের সুলতান'।

আপনা থেকেই আমি খোঁজ করলাম ভবিষ্যতের শাসকদের — সোভিয়েত-গুলিতে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন ট্রেঞ্চ থেকে, কল-কারখানা থেকে আর খামার থেকে। পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশে রাশিয়ায় প্রায় প্রত্যেকটি বাহিনী, নগরী আর গ্রামে দাঁড়িয়ে গেছে এই সোভিয়েতগুলি। এইসব স্থানীয় সোভিয়েত তখন পেত্রগ্রাদে প্রথম সারা রাশিয়া সোভিয়েত কংগ্রেসে** প্রতিনিধি পাঠাচ্ছিল।

প্রথম সারা রাশিয়া সোভিয়েত কংগ্রেস

সামরিক আকাদমিতে গিয়ে দেখলাম সোভিয়েত কংগ্রেস চলছে। তখনও দেওয়ালে ঝুলানো একটা ফলকে লেখা রয়েছে ঝলমলে অতীতের একটা অবশেষ: 'মহা-মহিমান্বিত সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস ১৯১৬ সালের ২৮শে জানুয়ারি তারিখে তাঁর উপস্থিতি দিয়ে এই স্থানটিকে আনন্দময় করে তুলেছিলেন।'

সোনালী ফিতে লাগানো সব অফিসার, মুখে স্মিত হাসি-ফোটা সব

---

* কেরেন্‌স্কি, আ. ফ — ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বিভিন্ন গঠনের অস্থায়ী সরকারের সভাপতি-মন্ত্রী।

** ১৯১৭ সালের ১৬ই জুন থেকে ৭ই জুলাই অবধি চলে।

মোসাহেব আর যত পরিচারক সব ঝেঁটিয়ে বিদেয় হয়েছে। মহা-মহিমান্বিত জার আর নেই। এখন এখানে শাসক হল মহা-মহিমান্বিত প্রজাতন্ত্র—বিপ্লব: কালো জামা আর খাকি কোট-পরা শত শত প্রতিনিধি সেই বিপ্লবের জয়গান করছে।

এখানে সবাই এসেছেন দেশের প্রান্ত-প্রান্ত থেকে। এসেছেন হিমে জমাট-বাঁধা সুমের আর রৌদ্রোজ্জ্বল তুর্কিস্তান থেকে, এসেছেন বাঁকাচোখ তাতার আর কটাচুল কসাক, বড়ো রুশী, ছোটো রুশী, পোল, লেৎ আর লিথুয়ানিয়ার মানুষ — সমস্ত রকমের উপজাতি, ভাষা আর পোশাক-আশাক। প্রতিনিধিদের মধ্যে রয়েছেন খনি, কামারশালা আর খামারের মেহনতক্লিষ্ট শ্রমিক, ট্রেঞ্চ থেকে লড়াইয়ে পোড়-খাওয়া সৈনিক, আর রাশিয়ার পাঁচটা নৌবহরের সাত-সমুদ্দুরে টহল-দেওয়া নাবিকেরা। এসেছেন 'মার্চ'-বিপ্লবীরা: মার্চের যে-ঝড় জারকে সিংহাসনচ্যুত করল তার আগে এঁদের কোন নির্দিষ্ট চরিত্র ছিল না, এঁরা ছিলেন চুপচাপ, কিন্তু এখন তাঁরা বিপ্লবী রঙ চড়িয়ে এসে নিজেদের বলছেন সমাজতন্ত্রী। এসেছেন বিপ্লবের প্রবীণ কর্মীরা,—বহু বছরের অনশন, নির্বাসন আর সাইবেরিয়া-বাসের ভিতর দিয়ে যাঁরা আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান, আর শত দৈন্য-দুর্দশার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

সোভিয়েত কংগ্রেসের সভাপতি চ্‌খেইজে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, আমি রাশিয়ায় এসেছি কেন। বললাম, 'বাহ্যত সাংবাদিক হিসেবে এসেছি। কিন্তু আসল কারণ হল বিপ্লব। দুর্নিবার টান। চুম্বকের মতো বিপ্লব আমাকে টেনে এনেছে। আমি এসেছি তার কারণ, না এসে পারছিলাম না।'

তিনি আমাকে কংগ্রেসে বক্তৃতা করতে বললেন। আমি যা বলেছিলাম, ৮ই জুলাই তারিখের 'সোভিয়েত নিউজ'-এ ('ইজ্‌ভেস্তিয়া'-য়) তার এই বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল:

'**কমরেডসব,** আমেরিকার সোশ্যালিস্টদের অভিবাদন নিয়ে এসেছি আমি। বিপ্লব কেমন করে চালাতে হয়, সেটা আপনাদের বলবার গোস্তাকি আমাদের নেই। আমরা বরং এসেছি এই বিপ্লবের শিক্ষা পাবার জন্যে, আর আপনাদের অর্জিত বিপুল সাফল্যের প্রতি আমাদের প্রশংসা প্রকাশ করবার জন্যে।

'নৈরাশ্য আর হিংসার কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল মানবজাতির উপরে, সভ্যতার শিখাটাকে রক্তস্রোতে নিবিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু, কমরেডসব, আপনারা উঠে

দাঁড়ালেন, আর সেই শিখা জ্বলে উঠল আবার নতুন প্রভায়। সর্বত্র প্রত্যেকের অন্তরে মুক্তির উদ্দেশে আস্থার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে দিয়েছেন আপনারা।

'সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, গণতন্ত্র — খুবই গর্বময় সুন্দর সুন্দর কথা। কিন্তু কোটি কোটি বেকার মানুষের কাছে সেগুলো নিতান্তই কথার কথা। নিউ ইয়র্কের ১,৬০,০০০ ভুখা ছেলে-মেয়ের কাছে ঐ কথাগুলো অন্তঃসারশূন্য। কথাগুলো ব্যর্থ পরিহাসের মতো শুনাবে ফ্রান্স আর ইংলন্ডের শোষিত শ্রেণীগুলির কাছে। এই কথাগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করাই আপনাদের কর্তব্য।

'রাজনীতিক বিপ্লব আপনারা সংঘটিত করেছেন। জার্মান সমরবাদের বিপদ থেকে মুক্ত আপনাদের পরবর্তী কাজ হল সামাজিক বিপ্লব। তখন সারা পৃথিবীর শ্রমিক পশ্চিমের দিকে না তাকিয়ে, তাকাবে পুবের দিকে — মহান রাশিয়ার দিকে, এখানে এই পেত্রগ্রাদে মার্স ময়দানের দিকে, যেখানে শায়িত রয়েছেন আপনাদের বিপ্লবের প্রথম শহিদেরা।

'মুক্ত রাশিয়া জিন্দাবাদ! বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! বিশ্ব-শান্তির জয় হোক!'

ফেরত-বক্তৃতায় চ্খেইজে আহ্বান জানালেন 'মানবজাতিকে কলঙ্কিত করছে এবং রাশিয়ার মুক্তির মহান দিনগুলি আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছে যে-ভয়াবহ হত্যাকান্ড' সেটার অবসান ঘটাবার জন্যে পৃথিবীর সমস্ত দেশের শ্রমিক যেন তাঁদের সরকারের উপর চাপ দেন।

প্রবল হর্ষধ্বনি উঠল, তার পরে কংগ্রেসে সেদিন আলোচ্য বিষয় নেওয়া হল — ইউক্রেন, শিক্ষা, যুদ্ধ-বিধবা আর অনাথেরা, রণাঙ্গনের জন্যে খাদ্য-ব্যবস্থা, রেলপথ মেরামত, ইত্যাদি। এসবই অস্থায়ী সরকারের কাজ ছিল। কিন্তু সে-সরকারটা ছিল আনাড়ী আর অপদার্থ। তার মন্ত্রীরা বক্তৃতা মারছে, কোঁদল করছে, ঘোঁট পাকাচ্ছে আর কূটনীতিকদের আপ্যায়ন করছে। অথচ, কঠিন কাজটা করতে তো হবে কাউকে। মন্ত্রীদের নিষ্ক্রিয়তায় সে কাজগুলো তখনই চলে আসছিল জনগণের সোভিয়েতগুলিরই হাতে।

বলশেভিকেরা এলেন

প্রথম সোভিয়েত কংগ্রেসে প্রাধান্য ছিল **বুদ্ধিজীবীদের** — ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র আর সাংবাদিকদের। এঁরা ছিলেন মেনশেভিক আর সোশ্যালিস্ট-

রেভলিউশানারি* পার্টির লোক। একেবারে বাঁ-দিকে ছিলেন সুস্পষ্ট প্রলেতারীয় শ্রেণীর ১০৫ জন সদস্য — সাধারণ শ্রমিক আর সৈনিক। তাঁরা ছিলেন উদ্যোগী আর সম্মিলিত, তাঁরা বলছিলেনও প্রবল আন্তরিকতার সঙ্গে। প্রায়ই হাসি-ঠাট্টা ক'রে, সিটি মেরে তাঁদের বসিয়ে দেওয়া হচ্ছিল — ভোটে হারিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। আমার বুর্জোয়া গাইড কথায় বিষ ঢেলে বললেন, 'ওগুলো হল বলশেভিক। প্রায় সব কটাই মুখ্যু বেপরোয়া আর জার্মান চর।' ব্যস! হোটেলের দালানে, অতিথি-অভ্যর্থনা কক্ষে কিংবা কূটনীতিক মহলগুলিতে এর বেশি কিছু জানবার উপায় ছিল না।

আমি কিন্তু সংবাদাদির জন্যে গিয়েছিলাম অন্যত্র। আমি গিয়েছিলাম কলকারখানা এলাকাগুলিতে। নিজ্‌নি-তে দেখা হল মেকানিক সার্তভ-এর সঙ্গে — তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে যেতে বললেন। বাড়িতে বড় ঘরের কোণে একটা লম্বা রাইফেল ।

সার্তভ বুঝিয়ে বললেন, 'এখন প্রত্যেকটি শ্রমিকের হাতে আছে বন্দুক। এক সময়ে আমরা এটা ব্যবহার করেছিলাম জারের পক্ষে লড়বার জন্যে — এখন আমরা লড়ছি নিজেদের জন্যে।'

ঘরের আর এক কোণে ছিল সেণ্ট নিকোলাসের আইকন, তার সামনে ছোট্ট দীপশিখা।

সার্তভ বিষয়টা বুঝিয়ে বললেন, 'আমার স্ত্রী এখনও ধর্মনিষ্ঠ। সে সন্তে বিশ্বাস করে। তার ধারণা ঐ সন্তের কল্যাণে বিপ্লবের মধ্যে আমি নিরাপদ থাকব। সাধু-সন্ত কিনা এক বলশেভিককে দয়া করবে!' একটু হেসে বললেন, 'স্নেই বোগু! এতে কোন ক্ষতি নেই। সন্তগুলো অদ্ভুত ধরনের শয়তান। তারা যে কী পারে, আর কী না পারে, কিছুই বলা যায় না।'

বাড়ির সবাই শুলেন মেঝেয়, জিদ ধরে আমাকে খাটে শুতে দিলেন, কারণ আমি আমেরিকান। আর একজন আমেরিকানকে দেখলাম এই কামরায়।

---

* ১৯০১—১৯০২ সালে গঠিত পেটি বুর্জোয়া পার্টি, কৃষকদের মধ্যে শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও প্রলেতারীয় একনায়কত্ব অস্বীকার করত তারা। বিপ্লব বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রতিবিপ্লবী পার্টিতে পরিণত হয়।

আইকনের আলোর মৃদু আভায় তিনি দেওয়াল থেকে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন: আব্রাহাম লিঙ্কনের সেই মহান, ঘরোয়া, সতেজ মুখখানি। ইলিনয়সের বনে পুরোগামীদের কুটির থেকে তিনি এসে গেছেন ভলগার ধারে এই শ্রমিকের কুটিরে। রাশিয়ার একজন শ্রমিক আলোকের সন্ধান করছিলেন — আর লিঙ্কনের অন্তর দপ করে উঠে সেই শ্রমিকের অন্তর স্পর্শ করেছে অর্ধ-শতক আর অর্ধ-পৃথিবীর ব্যবধান পেরিয়ে।

তাঁর স্ত্রী ভক্তি করতেন 'অদ্ভুত-কর্মা' সেণ্ট নিকোলাসকে, তেমনি তিনি ভক্তি করতেন মহান 'মুক্তিদাতা' লিঙ্কনকে। লিঙ্কনের প্রতিকৃতি তাঁর ঘরে রয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের স্থানে। আর, একটা চমকপ্রদ কাজ করেছেন তিনি: লিঙ্কনের কোটের বুকে তিনি লাগিয়ে দিয়েছেন একটা লাল ফিতে, আর সেই ফিতের উপরে লেখা রয়েছে — **বলশেভিক।**

লিঙ্কনের জীবন সম্বন্ধে সার্তভ জানেন সামান্যই। তিনি শুধু জানতেন যে, লিঙ্কন দাঁড়িয়েছিলেন অবিচারের বিরুদ্ধে, দাসদের তিনি মুক্তি দিয়েছিলেন, আর তাই তাঁর অপযশ হয়েছিল, তিনি নির্যাতিত হয়েছিলেন। সার্তভের দৃষ্টিতে সেটাই বলশেভিকদের সঙ্গে তাঁর নৈকট্যের নিদর্শন। শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ প্রতীক হিসেবে তিনি লিঙ্কনকে এই লাল রঙে চিহ্নিত করেছেন।

আমি দেখেছি কলকারখানা আর বুল্‌ভারগুলো হল আলাদা আলাদা দুনিয়া। 'বলশেভিক' শব্দটা এই দুই দুনিয়ায় যেভাবে উচ্চারিত হয় তাতেও আকাশ-পাতাল পার্থক্য। বুল্‌ভারে শব্দটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে থাকে মুখ-সিটকানো আর একটা গালি, আর শ্রমিকদের মুখে শব্দটা হয়ে উঠেছিল প্রশংসা আর সম্মানের প্রতীক।

বুর্জোয়াদের নিয়ে বলশেভিকদের কোন মাথা-ব্যথা ছিল না। শ্রমিকদের কাছে নিজেদের কর্মসূচীটাকে ব্যাখ্যা করবার কাজেই তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন। ফ্রান্সে রাশিয়ান বাহিনী থেকে যেসব প্রতিনিধি কংগ্রেসে এসেছিলেন তাঁদের কাছ থেকে আমি সরাসরি ঐ কর্মসূচী পেয়েছিলাম।

এই বলশেভিকরা সরাসরি বললেন, 'আমাদের দাবি হল—যুদ্ধ না চালিয়ে বিপ্লব চালিয়ে যাওয়া।'

শয়তানের ওকালতির ঢঙে আমি প্রশ্ন করলাম, 'কেন, আবার বিপ্লবের কথা কেন? বিপ্লব তো হয়ে গেছে — নয় কি? জার আর তার দলবল তো গেছে। গত এক শ' বছর ধরে আপনারা তো তাইই চাইছিলেন, তাই না?'

তাঁরা উত্তর দিলেন, 'তা ঠিক, জার গেছে — কিন্তু বিপ্লব সবে শুরু হয়েছে। জারের উচ্ছেদ হল একটা ঘটনা মাত্র। শাসকশ্রেণী রাজতন্ত্রীদের হাত থেকে শ্রমিকেরা ক্ষমতা নিয়েছে আর একটা শাসকশ্রেণী বুর্জোয়াদের হাতে সে ক্ষমতা দেবার জন্যে নয়। দাসত্বর নাম যা-ই দেওয়া হোক না কেন সেটা দাসত্বই।'

আমি বললাম, 'সাধারণভাবে সারা পৃথিবী এখন মনে করছে যে, এখন রাশিয়ার কাজ হল ফ্রান্স কিংবা আমেরিকার মতো প্রজাতন্ত্র গড়ে তোলা — পশ্চিমের মতো বিভিন্ন বিধি-বিধান আর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা।'

জবাবে তাঁরা বললেন, 'ঠিক সেটাই আমরা করতে চাই নে। আপনাদের সরকারগুলো কিংবা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোন শ্রদ্ধা নেই। আমরা জানি আপনাদের রয়েছে দারিদ্র্য, বেকারি আর উৎপীড়ন। একদিকে সব বস্তি, আর অন্যদিকে সব প্রাসাদ। একদিকে লক্‌-আউট, শাস্তি-তালিকা, মিথ্যুক সংবাদপত্রজগৎ আর গুণ্ডা দিয়ে পুঁজিপতিরা শ্রমজীবীদের বিরুদ্ধে লড়ছে — আর অন্যদিকে ধর্মঘট, বয়কট, আর বোমা দিয়ে পাল্টা লড়াই চালাচ্ছে শ্রমজীবীরা। আমরা শ্রেণীতে-শ্রেণীতে এই যুদ্ধের অবসান ঘটাতে চাই। আমরা চাই দারিদ্র্যের অবসান ঘটাতে। একমাত্র শ্রমিক, একমাত্র কমিউনিস্ট ব্যবস্থাই সেটা করতে পারে। রাশিয়ায় আমরা আনতে যাচ্ছি তাইই।'

আমি বললাম, 'অর্থাৎ কিনা, বিবর্তনের নিয়মগুলোকে আপনারা এড়িয়ে যেতে চাইছেন। আপনারা ভাবছেন রাশিয়াকে পশ্চাৎপদ কৃষিপ্রধান রাষ্ট্র থেকে উচ্চসংগঠিত সমবায় কমনওয়েলথে সহসা রূপান্তরিত করা যাবে যেন যাদুমন্ত্রবলে। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আপনারা লাফ দিতে চাইছেন দ্বাবিংশ শতকে।'

'নতুন সমাজব্যবস্থা আমরা আনতে যাচ্ছি,' তাঁরা বললেন, 'কিন্তু কোন ডিঙিয়ে-যাওয়া কিংবা যাদুমন্ত্রের উপর আমরা নির্ভর করছি নে। আমরা নির্ভর করছি শ্রমিক আর কৃষকের একত্রিত বিপুল ক্ষমতার উপর।'

বাধা দিয়ে আমি প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু সেটা করবার মতো মাথাওয়ালা লোক কই? জনগণের বিপুল অজ্ঞতার কথাটা একবার ভেবে দেখুন তো।'

তাঁরা একটু সজোরে বললেন, 'মাথাওয়ালা লোক! আপনি ভাবছেন আমরা মাথা নত করব 'উন্নততমদের' কাছে? বলতে পারেন, এই যুদ্ধটার চেয়ে মস্তিষ্কবিহীন, নির্বোধ আর পাপাচার হতে পারে আর কিছু? তার জন্যে দায়ী কে? শ্রমজীবী শ্রেণীগুলি নয় — প্রত্যেকটি দেশের শাসক শ্রেণীগুলিই। এত সব মগজ আর সংস্কৃতিওয়ালা জেনারেল আর রাষ্ট্রনায়কেরা যে-নিদারুণ তালগোলপাকানো অবস্থা সৃষ্টি করেছে তার চেয়ে নিকৃষ্ট কিছু নিশ্চয়ই জনগণের অজ্ঞতা আর অনভিজ্ঞতার দরুন হতে পারত না। জনগণের উপর আমরা আস্থা রাখি। তাদের সৃজনশীল শক্তির উপর আমরা আস্থা রাখি। সামাজিক বিপ্লব আমরা ঘটাবই।'

প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু কেন?'

'তার কারণ, মানুষের বিবর্তনের ধারায় এটাই পরবর্তী ধাপ। এককালে ছিল দাস-ব্যবস্থা। তার জায়গায় এল সামন্তবাদ। আবার, সেটার জায়গায় এল পুঁজিবাদ। এবার পুঁজিবাদকে বিদায় নিতেই হবে। এর উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে গেছে। পুঁজিবাদ সম্ভব করেছে বৃহদায়তনে উৎপাদন, পৃথিবীব্যাপী শিল্পায়নব্যবস্থা। এবার তার প্রস্থানের পালা। সাম্রাজ্যবাদ আর যুদ্ধের প্রজনক, শ্রমিকের ঘাতক, আর সভ্যতার নাশক — এই পুঁজিবাদকে এখন পরবর্তী পর্ব কমিউনিস্ট ব্যবস্থার জন্যে স্থান ছেড়ে দিতে হবে। এই নতুন সমাজব্যবস্থাটাকে নিয়ে আসাই শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাসনির্দিষ্ট কর্তব্য। রাশিয়া আদিম পশ্চাৎপদ দেশ হওয়া সত্ত্বেও, সমাজবিপ্লব আরম্ভ করতে হবে আমাদেরই। সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজটা সারা পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণীর।'

পৃথিবীটাকে নতুন করে গড়ে তোলা — এ এক অসমসাহসিক কর্মসূচী।

রুট মিশনের জেম্স্ ডানকান যখন এসে বৃত্তিভিত্তিক ইউনিয়ন, ইউনিয়নের টিকিট আর দিনে আট-ঘণ্টা কাজের বিরক্তিকর কথা শুরু করেছিলেন তখন তাঁর কথাগুলো যে এখানে নিতান্ত তুচ্ছ শুনিয়েছিল তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাঁর শ্রোতারা হয় মজা পাচ্ছিলেন, নয়ত বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। পরদিন একটি সংবাদপত্রে তাঁর দু'-ঘণ্টার বক্তৃতার এই

বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল: 'আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবরের সহ-সভাপতি গত রাত্রে সোভিয়েতগুলোর কাছে বক্তৃতা করেন। স্পষ্ট বোঝা গেল, প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে এসে তিনি দুটো বক্তৃতা তৈরি করেছিলেন — একটা রাশিয়ার মানুষের উদ্দেশে, আর একটা অজ্ঞ এস্কিমোদের উদ্দেশে: স্পষ্টই বোঝা যায় যে গত রাত্রে তিনি ভেবেছিলেন, বক্তৃতা করছেন এস্কিমোদের সামনে।'

বলশেভিকদের কাছে একটা মস্ত বৈপ্লবিক কর্মসূচী তুলে ধরা হল এক জিনিস, কিন্তু, ১৬,০০,০০,০০০ মানুষের দেশকে দিয়ে সেটা গ্রহণ করানো অন্য ব্যাপার — বিশেষত তখন বলশেভিক পার্টিতে সদস্যসংখ্যা ছিল ১,৫০,০০০'র বেশি নয়* বলে।

আমেরিকায় শিক্ষা-পাওয়া বলশেভিকেরা

তবু, বলশেভিক ধ্যানধারণাগুলিকে মানুষের কাছে শ্রদ্ধেয় করে তুলবার অনুকূলে সক্রিয় ছিল বহু উপাদান। প্রথমত, মানুষকে বুঝতেন বলশেভিকেরা। অপেক্ষাকৃত লেখা-পড়া-জানা অংশগুলির মধ্যে, যেমন নাবিকদের মধ্যে বলশেভিকেরা প্রবল ছিলেন, এবং শহরের কারিকর এবং অন্যান্য শ্রমজীবীরা বহুলাংশে ছিলেন বলশেভিক। সরাসরি জনগণেরই ভিতর দিয়ে গ'ড়ে-ওঠা বলশেভিকেরা কথা বলতেন জনগণেরই ভাষায়, তাঁরা ছিলেন তাদের সুখ-দুঃখের ভাগীদার, আর তাঁদের ভাবনা-চিন্তাও ছিল জনগণেরই।

বলশেভিকরা জনগণকে বুঝতেন — এ কথাটা খুব ঠিক নয়। তাঁরাই **হলেন** জনগণ। তাই তাঁরা ছিলেন আস্থাভাজন। এতকাল বিভিন্ন শ্রেণীর কাছে প্রতারিত হওয়ায় রাশিয়ার শ্রমজীবী জনগণ এখন আস্থা স্থাপন করল একমাত্র নিজেরই শ্রেণীর ওপর।

আমার এক বন্ধুর এ উপলব্ধি এসেছিল অদ্ভুতভাবে। তাঁর নাম

---

* এটা কোন্ সময়ের সংখ্যা সেটা লেখক উল্লেখ করেন নি। প্রকৃতপক্ষে, ষষ্ঠ কংগ্রেস (জুলাই ১৯১৭) নাগাত রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যসংখ্যা ছিল ২,৪০,০০০।

ক্রাস্‌নোশ্চকভ — এখন তিনি দূর প্রাচ্য প্রজাতন্ত্রের সভাপতি।* শিকাগোর শ্রমিক ইনস্টিটিউট থেকে এসে তিনি শ্রমিকদের পক্ষ নেন। কর্মক্ষম, বাকপটু লোক, তিনি নিকোলায়েভস্ক্‌ নগরী পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে 'বহিরাগত মুটে' বলে বুর্জোয়া সংবাদপত্রে আক্রমণ চালানো হল।

বলা হল, 'মহান রাশিয়ার নাগরিকগণ, শিকাগোয় যে ছিল কুলি, জানালা পরিষ্কার করত, সে এখন আপনাদের শাসক হয়েছে — এতে আপনারা লজ্জা বোধ করছেন না?'

তার একটা কড়া জবাব লিখলেন ক্রাস্‌নোশ্চকভ — তাতে তিনি উল্লেখ করলেন আইনজ্ঞ আর শিক্ষাব্রতী হিসেবে তিনি আমেরিকায় কত খ্যাতি লাভ করেছিলেন। প্রবন্ধটা নিয়ে ঐ কাগজের আপিসে যাবার পথে তিনি সোভিয়েতে গেলেন, — ঐ আক্রমণের ফলে শ্রমিকদের দৃষ্টিতে তিনি কতখানি হেয় হয়েছেন সেটা বুঝবার জন্যে।

দরজা খুলে ঢুকতেই একজন চিৎকার করে উঠল, 'তাভারিশ্‌ ক্রাস্‌নোশ্চকভ!' সেখানে যারা ছিল সবাই উঠে দাঁড়িয়ে **'নাশ্‌! নাশ্‌!'** (আমাদের! আমাদের!) বলে হর্ষধ্বনি তুলে তাঁর হাত চেপে ধরল। তারা বলল, 'কমরেড, কাগজটা একটু আগেই আমরা পড়লাম। এতে আমরা সবাই খুশি হয়েছি। আপনাকে আমাদের ভাল লাগত বরাবরই, কিন্তু আপনাকে আমরা বুর্জোয়া বলে মনে করতাম। এখন দেখা গেল আপনি আমাদেরই একজন — সত্যিকারের শ্রমজীবী, তাই আপনাকে আমরা ভালবাসি। আমরা সবকিছু করব আপনার জন্যে।'

বলশেভিক পার্টির শতকরা ছিয়ানব্বই জন ছিলেন শ্রমজীবী। সরাসরি শ্রমের জীবন থেকে আসেন নি এমনসব বুদ্ধিজীবীও অবশ্য পার্টিতে ছিলেন। তবে, লেনিন আর ত্রৎস্কি দুঃখকষ্টের জীবনের এত কাছাকাছি ছিলেন যে, গরিব মানুষের ভাব-ভাবনার কথা তাঁদের জানা ছিল।

---

* দূর প্রাচ্য প্রজাতন্ত্রের জনকমিশার পরিষদের সভাপতির কথা বলা হচ্ছে। সেই পরিষদটি রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জনকমিশার পরিষদের অধীন ছিল।

বলশেভিকরা অধিকাংশ ছিলেন তরুণ, — দায়িত্বে তাঁদের ভয় নেই, নেই মৃত্যু-ভীতি, আর উপরের শ্রেণীগুলির সঙ্গে তাঁদের বৈসাদৃশ্য ছিল এই যে, কাজ করতে তাঁদের কোনো ভয় ছিল না। তাঁদের অনেকেরই সঙ্গে, বিশেষত আমেরিকায় নির্বাসন থেকে যাঁরা দলে দলে এখন ফিরে আসছিলেন তাঁদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল।

তাঁদের মধ্যে একজন — ইয়ানিশেভ — ছিলেন একেবারে আক্ষরিক অর্থেই সারা পৃথিবীর শ্রমিক। জারের বিরুদ্ধে স্বগ্রামবাসীদের উস্কে দেবার দায়ে দশ বছর আগে তিনি রাশিয়া থেকে বিতাড়িত হন। তিনি ছিলেন হামবুর্গের ডকের কীট; অস্ট্রিয়ার খনিতে-খনিতে তিনি খাদ থেকে কয়লা খুঁড়েছেন; ফ্রান্সের কারখানায় ঢালাই-ঘরে তিনি ইস্পাত ঢেলেছেন। আমেরিকায় তিনি চামড়া কারখানায় খাস্তা হয়েছেন, টেক্সটাইল মিলে ধোলাই হয়েছেন, ধর্মঘটীদের সারিতে দাঁড়িয়ে মার খেয়েছেন। বিদেশ ঘুরে তিনি চারটে ভাষা শিখেছেন, আর বলশেভিকবাদের প্রতি উদ্দীপনাময় বিশ্বাস অর্জন করেছেন। একদিন ছিলেন কৃষক — এখন হয়ে উঠেছেন শিল্পক্ষেত্রের প্রলেতারিয়ান।

একজন ব্যঙ্গ-লেখক প্রলেতারীয় সংজ্ঞা দিয়েছেন 'বলিয়ে-কইয়ে শ্রমিক' বলে। ইয়ানিশেভের স্বভাবই ছিল বেশি কথা না-বলা। কিন্তু এবার এল তাঁর বলার পালা। তাঁরই মতো নিযুত নিযুত শ্রমিকের তখন চাই আলোক — সেই আহ্বানে তাঁর মুখে কথা ফুটল: কলে-কারখানায় আর খনিতে-খনিতে তিনি বক্তৃতা দিতে থাকলেন — কোন বুদ্ধিজীবীর সাধ্যে কুলায় না তেমন বক্তৃতা। গরমকালের মাঝামাঝি অবধি তিনি দিন-রাত হাড়-ভাঙা খাটুনি খাটলেন — শেষে আমাকে নিয়ে গেলেন গ্রামে, সে-ঘটনা আমি ভুলব না।

আর এক জন কমরেড হলেন ভস্‌কভ — আগে নিউ ইয়র্কে ১০০৮ নম্বরের ছুতারমিস্ত্রী ইউনিয়নের প্রতিনিধি, এখন সেস্ত্রোরেৎস্কে রাইফেল কারখানার পরিচালক শ্রমিক কমিটির সদস্য। আর একজন হলেন ভলোদারস্কি, সোভিয়েতের জন্যে খাটতেন মাত্রাতিরিক্তভাবে এবং তাতেই আনন্দে মাতোয়ারা। একবার তিনি আমার কাছে বলে উঠেছিলেন, 'এই কয়েক সপ্তাহে সত্যিকারের আনন্দ যা পেয়েছি তা পঞ্চাশ জনের সারা জীবনেও পাওয়া সম্ভব নয়!' আর নেইবুত — সঙ্গে এক পাঁজা বই, আর ব্রেইল্‌স্ফোর্ডের

লেখা 'দ্য ওঅর অব স্টীল অ্যান্ড গোল্ড' উন্মাদ হয়ে পড়ছেন। বলশেভিক প্রচারে পশ্চিমী গতিবেগ আর প্রণালী এনে দিয়েছিলেন এইসব অভিবাসী। রুশ ভাষায় 'efficient' বলে কোন শব্দ নেই। মহা-উৎসাহী এইসব যুবক হলেন 'efficiency' আর কর্মোদ্যোগের অসাধারণ প্রতীক।

পেত্রগ্রাদ ছিল বলশেভিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল। ইতিহাসের সূক্ষ্ম পরিহাস নিহিত রয়েছে এতে। মহাসম্রাট পিটারের গর্ব আর গৌরবের বস্তু ছিল এই নগরী। এখানে ছিল একটা জলাভূমি, আর সেটাকে তিনি একটা দেদীপ্যমান রাজধানীতে রূপান্তরিত করেছিলেন। ভিৎ তৈরি করবার জন্যে গোটা গোটা বনভূমির গাছ আর গোটা গোটা পাথরের খনি উজাড় করে এনে ঢেলেছিলেন সেই জলাভূমিতে। পেত্রগ্রাদ যেন পিটারের লৌহদৃঢ় ইচ্ছাশক্তির উদ্দেশে রচিত বিশাল কীর্তিস্তম্ভ। তেমনি, এ হল অশেষ নিষ্ঠুরতারও স্মৃতিস্তম্ভ — কেননা, এ নগরী শুধু নিযুত নিযুত পাঁজার উপরেই নির্মিত হয়েছিল, তা নয়, মানুষের নিযুত নিযুত হাড়ের উপরও বটে।

সেই জলাভূমিতে শীত, ভুখা আর রোগ-মৃত্যুর মধ্যে গরুভেড়ার মতো পালে পালে মেহনতী নর-নারীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আর মৃত্যুর কবলে তারা নিঃশেষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে নিয়ে আসা হয়েছিল আরও আরও ভূমিদাসকে। একেবারে খালি হাতে আর লাঠি দিয়ে মাটি খুঁড়েছে তারা; মাথার টুপিতে করে, কোঁচড়ে করে মাটি বয়েছে। টিপটিপ করে হাতুড়ি পড়ছে, চাবুক চলছে শপাশপ, মৃতপ্রায় মেহনতীর আর্ত চিৎকার উঠেছে— আর তারই ভিতর দিয়ে ক্রীতদাসের অশ্রু আর যাতনার ভিতর দিয়ে পিরামিডগুলোর মতো মাথা তুলে দাঁড়াল পেত্রগ্রাদ।

সেই দাসদের বংশধরেরা এখন বিদ্রোহী। পেত্রগ্রাদ হয়ে উঠেছে বিপ্লবের মাথা। এখান থেকে প্রতিদিন বিভিন্ন দীর্ঘ জেহাদী সফরে বের হয় প্রচারক-দল। প্রতিদিন এখান থেকে বস্তা-বস্তা আর গাড়ি-গাড়ি ছাপানো বলশেভিক-বাণী ছড়িয়ে দেওয়া হয় চতুর্দিকে। জুন মাসে পেত্রগ্রাদ থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল 'প্রাভদা' (সত্য), 'সৈনিক', 'গ্রামের গরিব' — এগুলির প্রচারসংখ্যা ছিল নিযুত নিযুত। বালিতে মাথা গোঁজা উটপাখির মতো, বিভিন্ন বুলভারের কাফেগুলিতে মাথা-গোঁজা মিত্রপক্ষীয় শক্তির পর্যবেক্ষকেরা যা বিশ্বাস করতে চান তাই বলে দিলেন, 'সবই জার্মান পয়সার খেল্।' তাঁরা

কিন্তু একটু চোখ ফেরালেই দেখতে পেতেন একটা ডেস্কের ধার দিয়ে সুদীর্ঘ লাইন দিয়ে লোকে চাঁদা দিয়ে যাচ্ছে — দশ কোপেক, দশ রুবল, হয়ত এক শ' রুবলও। এরা সব শ্রমিক, সৈনিক, আর কৃষকও — প্রত্যেকে বলশেভিক সংবাদপত্রজগতের জন্যে নিজের সাধ্যমতো দান করে যাচ্ছে।

বলশেভিকদের সাফল্য যত বেশি হতে থাকল, তাঁদের বিরুদ্ধে হৈহল্লাও ততই বেড়ে চলল। অন্যান্য পার্টির সুবুদ্ধি আর সংযমের প্রশংসা ক'রে বুর্জোয়া সংবাদপত্রজগৎ বলশেভিকদের বিরুদ্ধে কড়া-হাতে ব্যবস্থা অবলম্বন করবার আহ্বান জানাতে থাকল। 'বাবুশ্‌কা' আর কেরেন্‌স্কিকে যখন রাজ-আবাস দেওয়া হল শীত-প্রাসাদে, তখন বলশেভিকদের পোরা হচ্ছিল জেলে।

অতীতে সব পার্টিই নীতিনিষ্ঠার জন্যে ক্লেশ ভোগ করেছে। এখন সেই দুর্ভোগ ভোগ করবার পালা প্রধানত বলশেভিকদের। বলশেভিকরাই আজকের দিনের শহিদ। এতে তাঁদের মর্যাদা বাড়ল। নির্যাতনের দরুন তাঁরা সুখ্যাতি অর্জন করলেন। জনগণ এখন বলশেভিক মতবাদে কান দিয়ে বুঝল, কী আশ্চর্য, এটা যে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষারই বড় সন্নিকট।

তবে, জনগণ যে চূড়ান্তভাবে বলশেভিকদের পতাকাতলে সমবেত হল সেটা কিন্তু বলশেভিকদের আত্মত্যাগ আর উৎসাহ-উদ্দীপনার দরুন নয়। আরও পরাক্রান্ত সহযোগী ছিল বলশেভিকদের পক্ষে। সবচেয়ে বড় মিত্র হল ক্ষুধা — তিনগুণো ক্ষুধা: রুটির জন্যে, শান্তির জন্যে, জমির জন্যে জনপরিসরে ক্ষুধা।

গ্রামাঞ্চলের সোভিয়েতগুলিতে আবার উঠল কৃষকদের সেই প্রাচীন স্লোগান: 'জমির মালিক ভগবান আর জনসাধারণ।' শহরের শ্রমিকেরা ভগবানের নামটা বাদ দিয়ে স্লোগান তুলল — 'শ্রমিকই কারখানার মালিক।' রণাঙ্গনে সৈনিকেরা ঘোষণা করল: 'যুদ্ধের মালিক শয়তান। তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা চাই শান্তি।'

মহা তোলপাড় চলছিল জনগণের মধ্যে। সে তোলপাড়ের চাপে তারা সর্বত্র স্থাপন করল ভূমি কমিটি, কারখানা কমিটি আর রণাঙ্গন কমিটি। মুখর হয়ে উঠল তারা, রাশিয়া তখন কোটি কোটি বাগ্মীর দেশে পরিণত হল। রাস্তায়-রাস্তায় বিভিন্ন বিপুল গণ-মিছিলে বেরিয়ে পড়ল তারা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মিছিলের নগরী পেত্রগ্রাদ

১৯১৭ সালের গোটা বসন্ত আর গ্রীষ্মকাল জুড়ে চলল মিছিলের পর মিছিল। মিছিলে রাশিয়া বরাবর সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। এখন মিছিলগুলো হল আরও লম্বা — মিছিলের পুরোভাগে এখন পাদ্রী-পুরুতের বদলে জনগণ, তাদের হাতে **ইকনের** বদলে লাল পতাকা, আর কণ্ঠে স্তোত্রের বদলে বিপ্লবের গান।

পয়লা জুলাইয়ের পেত্রগ্রাদকে কি কেউ ভুলতে পারে! মেটে আর জলপাই রঙের পোশাকে সব সৈনিক, নীল আর সোনালী রঙে ঘোড়সওয়ারেরা, নৌবাহিনী থেকে এসেছে সব সাদা-জামা গায়ে নাবিক, কালো-জামা গায়ে সব কলের মজুর, নানা রঙের ঘাগরা-পরা মেয়েরা — বিশাল স্রোতের মতো সেই মিছিল গর্জে চলেছে নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক দিয়ে। এই মিছিলে যারা পা মিলিয়েছে তাদের প্রত্যেকের বুকে একটা লাল বো, একটা লাল ফুল, একটা লাল ফিতে; মেয়েদের মাথায় জড়ানো লাল রুমাল, আর পুরুষদের গায়ে লাল **রুবাশ্কা।** সবার মাথার উপরে টকটকে লাল ফেনার মতো ঝলমলিয়ে আন্দোলিত হচ্ছে হাজার লাল পতাকা।

গান গেয়ে প্রবাহিত হয়ে চলল এই জনস্রোত।

তিন বছর আগে আমি দেখেছিলাম প্যারিসমুখো অভিযানে মিউজ উপত্যকা দিয়ে এগিয়ে চলছিল জার্মান যুদ্ধযন্ত্র। দশ হাজার বলিষ্ঠ জার্মান কণ্ঠে গান হচ্ছিল 'ডয়েট্শ্ল্যান্ড উবের আলেস্', শান-বাঁধানো রাস্তায় দশ হাজার বুটের ঘা পড়ছিল এক-তালে — তাতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল খাড়া পাহাড়গুলো। সেটা ছিল পরাক্রান্ত, কিন্তু যান্ত্রিক এবং ঐসব ধূসর সারিগুলির যে কোনো কর্মের মতোই উপর থেকে হুকুমমাফিক।

কিন্তু এই লাল সারিগুলির গানে দেশের মানুষের আত্মাটাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপচে পড়ছিল। কেউ হয়ত ধরল কোন বিপ্লবী গানের একটা কলি; সৈনিকদের অনুনাদিত গম্ভীর কণ্ঠস্বর সুরটাকে চড়িয়ে তুলল,

তার সঙ্গে মিলল মেহনতী মেয়েদের সকরুণ কণ্ঠ; সুরটা ওঠে আর নামে, মিলিয়ে যায়, তারপরে আবার পিছনে কোথায় ফেটে পড়ে — সারা রাস্তা গাইতে থাকে সমতানে।

সেণ্ট আইজাকের সোনালী গম্বুজটাকে পিছনে ফেলে, মুসলিম মসজিদের মিনারগুলোর পাশ দিয়ে চলল চল্লিশটা মত আর জাতির মানুষ— তারা বিপ্লবের আগুনে জুড়ে এক হয়ে গেছে। খনি, কল, বস্তি, ট্রেঞ্চ — সব তাদের মন থেকে মুছে গেছে। জনসাধারণের সৃষ্টি-করা এই দিনটা। এর মধ্যে তাদের উল্লাস, এতে তাদের আনন্দ।

তবে, এই দিনটাকে আনতে গিয়ে যাঁদের হস্তপদবদ্ধ অবস্থায়, রক্ত মোক্ষণ করতে করতে যেতে হয়েছে সাইবেরিয়ার প্রান্তরে নির্বাসনে আর মৃত্যুর কবলে, তাঁদের কথা এরা ভুলে যায় নি এই আনন্দের মধ্যে। মার্চ বিপ্লবের শহিদেরাও ছিলেন কাছেই; তাঁদের হাজার জন শায়িত ছিলেন মার্স ময়দানে লাল শবাধারে। এখানে এসে মিছিলে মার্সাই গানের সংগ্রামী সুর বন্ধ হয়ে বাজল শপ্যাঁর **শোকযাত্রার শ্রদ্ধা-গম্ভীর তান।** জয়-ঢাকের আওয়াজ চেপে, পতাকা অবনমিত ক'রে, নতশিরে তারা দীর্ঘ গোরস্থান পাশে রেখে চলল কেউ কাঁদতে কাঁদতে, কেউ নীরবে।

এমনিতে তুচ্ছ কিন্তু তাৎপর্যসম্পন্ন একটা ঘটনা এই দিনের শান্তি নষ্ট করল। বিপ্লবের দিনগুলিতে বহু আমেরিকানের বন্ধু এবং গাইড, ছোটো-খাটো দেখতে রুশী-আমেরিকান আলেক্স গাম্বের্গের সঙ্গে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম সাদোভায়ার ধারে। একটা লাল পতাকায় **'অস্থায়ী সরকার জিন্দাবাদ'** স্লোগান দেখে ক্রুদ্ধ নৌসেনা আর শ্রমিকেরা সেটাকে ছিঁড়তে আরম্ভ করল, আর সেই ধস্তাধস্তির ভিতর কে যেন চিৎকার করে বলল, 'কসাকরা আসছে!'

বরাবরের এই জন-শত্রুদের নামটা শুনতেই জনতার মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হল। ভয়ে অনেকের মুখ পাংশু হয়ে গেল — পড়ে-যাওয়া লোকগুলোকে পায়ে দ'লে পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে পশুপালের মতো ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে থাকল সবাই। তবে, বিপদ-সংকেতটা ছিল ভুয়া। সারিগুলি আবার নতুন করে গড়ে উঠল; গান গেয়ে, হর্ষধ্বনি তুলে মিছিল আবার এগিয়ে চলল।

এই মিছিল কিন্তু আবেগের উচ্ছ্বাস মাত্র ছিল না। কঠোর ভবিষ্যদ্বাণী ধ্বনিত হয়েছিল এতে, পতাকাগুলোতে ঘোষণা ছিল: **‘শ্রমিকের হাতে কারখানা চাই!’ ‘কৃষকের হাতে জমি চাই!’ ‘সারা পৃথিবীতে শান্তি চাই!’ ‘যুদ্ধ নিপাত যাক!’ ‘গোপন সন্ধিচুক্তিগুলো নিপাত যাক!’ ‘পুঁজিবাদী মন্ত্রীরা নিপাত যাক!’**

এই হল জনগণের জন্যে স্পষ্ট স্লোগানে দানা-বাঁধানো বলশেভিক কর্মসূচী। পতাকা ছিল হাজার হাজার — এত বেশি যে বলশেভিকরাই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। একটা প্রচণ্ড ঝড় উঠবে — তারই আভাস ছিল পতাকাগুলিতে। সেটা ছিল প্রত্যেকের চোখের সামনে, দেখলেও প্রত্যেকেই — কিন্তু এটা দেখবার জন্যে বিশেষভাবে দায়িত্ব দিয়ে রাশিয়ায় যাদের পাঠানো হয়েছিল, যেমন রুট মিশন, তারা ছাড়া। বিপ্লবী রাশিয়ায় অবস্থানকালে এইসব ভদ্রমহোদয় বিপ্লব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন। সেই যে রাশিয়ার একটা প্রবাদবাক্যে আছে, ‘সার্কাসে গিয়ে হাতী দেখে নি’, সেই রকম।

এই ১লা জুলাই তারিখে কাজান ক্যাথিড্র্যালে একটা বিশেষ প্রার্থনা-সভায় আমেরিকানরা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। গির্জায় গিয়ে নতজানু হয়ে তাঁরা পাদ্রীদের চুম্বন আর আশীর্বাদ পেলেন — তখন বাইরে রাস্তাগুলো গৌরবান্বিত মানুষের বিশাল মিছিলের গানে আর হর্ষধ্বনিতে মুখরিত। অন্ধ এরা! তারা দেখল না যে, সেদিন বিশ্বাস নিহিত ছিল না ছাতা-ধরা দেওয়াল-ঘেরা ঐ বাড়িটায় খৃষ্ট-ভজনে — সেদিন বিশ্বাস ছিল বাইরে জনগণের মধ্যে।

তবে, পূর্ব রণাঙ্গনে কেরেন্‌স্কির অভিযানের প্রথম দিককার জ্বলজ্বলে বিবরণ শুনে যাঁরা উল্লসিত হচ্ছিলেন সেই সব কূটনীতিকেরাও ওদেরই মতো অন্ধ ছিলেন। এই অভিযানটা তার নেতারই মতো প্রথমে জাজ্বল্যমান সাফল্য থেকে শুরু হয়ে পরে অতি শোচনীয় ব্যর্থতায় পরিণত হল। তাতে গণহত্যায় ৩০,০০০ রাশিয়ানের প্রাণ গেল, ফৌজের মনোবল গেল চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে, জনগণ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, মন্ত্রিত্ব সংকট ঘটল, আর দেখা দিল পেত্রগ্রাদে ভয়ানক প্রতিক্রিয়া, ষোলই জুলাইয়ের সশস্ত্র বিক্ষোভ।

আসন্ন ঝড়ের সংকেত জানিয়েছিল ১লা জুলাই। ১৬ই জুলাই সেই ঝড় উঠল প্রচণ্ড বেগে। প্রথমে একটু বেশি বয়স্ক কৃষক সৈনিকদের লম্বা লম্বা সারি — তাদের হাতে প্লাকার্ডে লেখা: **‘৪০ বছর বয়স্কদের গ্রামে ফিরে ফসল তুলতে দেওয়া হোক।’** তার পরে ব্যারাক, বস্তি আর কারখানা থেকে উগরে-দেওয়া সশস্ত্র মানুষের স্রোত এসে তাভরিদ প্রাসাদ ঘেরাও ক'রে দু'দিন দু'রাত ধরে ফটকগুলোয় গর্জন তুলল। সাইরেনের চিৎকার তুলে, বুরুজ থেকে লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে রাস্তায় রাস্তায় টহল দিতে থাকল সাঁজোয়াগাড়িগুলো। চতুর্দিকে বেঅনেট-কণ্টকিত সৈনিকে ঠাসাঠাসি ট্রাকগুলো যেন বিশাল সব শজারুর মতো ছুটেছে কোন উন্মত্ত মাতনে। গাড়িগুলোর ঝাঁঝরির উপর শায়িত হয়ে রয়েছে শার্পশুটাররা, তাদের রাইফেলের ডগাগুলো বাতি ছাড়িয়ে উদ্ধত হয়ে আছে, চোখগুলো প্ররোচকের সন্ধানে প্রখর।

পয়লা জুলাই এইসব রাস্তা দিয়ে ধেয়ে গিয়েছিল যে-স্রোত তার চেয়ে ঢের বড় এই ঢল, এবং আরও ভীষণ, কেননা, সুদীর্ঘ ধূসর এই ক্রোধের স্রোতটা ইস্পাতে চকচক করে উঠেছে আর হিসিয়ে উঠেছে অভিসম্পাতের জ্বালায়। কদর্য, বেপরোয়া, আক্রোশে অস্থির, শাসকদের বিরুদ্ধে এ হল মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিদারণ।

একটা কালো পতাকার নিচে এগিয়ে চলেছে এক দল নৈরাজ্যবাদী, তাদের সবার সামনে দর্জি ইয়ারচুক্। তাঁর চোখে-মুখে অতিশ্রমের ছাপ স্পষ্ট। দীর্ঘকাল যাবত সূচ নিয়ে ঝুঁকে থাকতে থাকতে তাঁর আকারটাই খর্ব হয়ে গেছে। এবার তিনি সূচের বদলে ধরেছেন বন্দুক — সূচের কাছে দাসত্ব থেকে তাঁর নিষ্কৃতির প্রতীক।

গামবের্গ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনাদের রাজনীতিক দাবি কী?’

‘আমাদের রাজনীতিক দাবি?’ এই বলে ইয়ারচুক্ ইতস্তত করছিলেন।

‘পুঁজিপতিরা জাহান্নমে যাক!’ বললেন পাশ থেকে এক দীর্ঘকায় নাবিক, ‘আর, আমাদের অন্যান্য রাজনীতিক দাবি হল — জাহান্নমে যাক যুদ্ধ, আর গোটা জঘন্য মন্ত্রিসভাটা যাক জাহান্নমে।’

একটা গলিতে ঢুকিয়ে দাঁড় করানো একখানা ট্যাক্সিগাড়ির জানালা দিয়ে নাক বাড়িয়ে রয়েছে দুটো মেশিনগানের নল। আমাদের প্রশ্নের জবাবে চালকটি একটা পতাকা দেখিয়ে দিলেন — তাতে লেখা ছিল: **'পুঁজিবাদী মন্ত্রীরা নিপাত যাক!'**

তিনি বুঝিয়ে বললেন, 'মানুষকে ভুখা রেখো না, মেরে ফেলো না, এই বলে মিনতি করতে করতে আমরা হন্দ হয়ে গিয়েছি। কথা বললে তারা কানে তোলে না — তবে, এই কুকুর দুটো (**সাবাচ্কি**) একবার ডাকতে আরম্ভ করুক, তখন দেখবেন।' মেশিনগান দুটোয় সস্নেহ চাপড় মেরে তিনি বললেন, 'কথা ঠিক কানে তুলবে তখন।'

জনতার স্নায়ুগুলো যেন বন্দুকের চেপে-ধরা ঘোড়াকলের মতো টনটন করছে, তার হাতে এমনসব অস্ত্রশস্ত্র আর অমন মেজাজ — এর উপর আর বড় বেশি প্ররোচনার দরকার হয় না, আর প্ররোচকেরা ছিলও সর্বত্রই। দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর ব্যাপক হত্যাকাণ্ডে উস্কানি দেবার জন্যে কৃষ্ণ শতের অনুচরেরা জনতার মধ্যে তাদের কারবার চালিয়ে যাচ্ছিল। ক্রেস্তি থেকে তারা দু'শ' অপরাধীকে ছেড়ে দিয়েছিল লুটতরাজ চালাবার জন্যে। তাদের আশা ছিল ঐ প্রক্রিয়ায় সর্বনাশ ঘটবে বিপ্লবের, আর জার হবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। এক এক জায়গায় তারা ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডও ঘটিয়েছিল ঠিকই।

তাভরিদ প্রাসাদের ওখানে ঘন জনতার ভিতর একটা সঙ্গিন মুহূর্তে প্ররোচনার গুলি ছুটল একটা। সেই একটা গুলি থেকে ছুটল এক শ'টা। সমস্ত দিক থেকে রাইফেল গর্জাতে থাকল, — কমরেডরা গুলি ছুঁড়তে থাকল অন্যান্য কমরেডের মধ্যে। জনতা চিৎকার করতে থাকল, ছুটে গেল থামগুলোর দিকে, আবার ধেয়ে ফিরে এল, শুয়ে পড়ল মাটিতে। গুলিবর্ষণ বন্ধ হলে ষোল জন আর উঠতে পারল না। এই হত্যাকাণ্ডের সময়ে দুটো ইমারত দূরে একটা সামরিক ব্যাণ্ডে বাজছিল মার্সাই গান।

রাস্তায় রাস্তায় সে লড়াই এক আতঙ্কের ব্যাপার। রাত্রে গুলি ছুটছে গুপ্ত কোন ছিদ্রপথে, গুলি ছুটছে মাথার উপর ছাদ থেকে আর ভূগর্ভ কুঠরির নিচে থেকে, শত্রু অদৃশ্য, আর বন্ধুরা বন্ধুদের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুঁড়ছে, জটলাগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে সামনে-পিছনে ছুটোছুটি করছে —

এক রাস্তায় গুলিবৃষ্টির ভিতর দিয়ে পালিয়ে গিয়ে পাশের রাস্তাটায় পড়ছে আরেকটা শিসের ঝাপ্টারই মধ্যে।

সেদিন রাত্রে তিন বার আমাদের পা পিছলে গিয়েছিল ফুটপাথের রক্তে। নেভ্স্কি সড়কটা বরাবর দেখা যাচ্ছিল ভাঙা জানালা আর লুট-করা দোকানগুলোর একটা রেখা। লড়াই চলেছিল নানা রূপে — প্ররোচকদের বিভিন্ন আড্ডার সঙ্গে ছোট ছোট খণ্ডযুদ্ধ থেকে লিতেইনির ওখানে লড়াই, যাতে কসাকদের বারটা ঘোড়াকে ধরাশায়ী অবস্থায় ফেলে যেতে হয়েছিল। (এই ঘোড়াগুলোর উপর দাঁড়িয়ে ছিল এক দীর্ঘকায় **ইজ্ভস্চিক** (গাড়োয়ান), তার চোখে জল। বিপ্লবের সময়ে ৫৬ জন নিহত আর ৬৫০ জন আহত হলে সহ্য করা যেতে পারে, কিন্তু ১২টা চমৎকার ঘোড়া ঘায়েল হলে কি **ইজ্ভস্চিকের** বুকে সয়!)

অভ্যুত্থান নিয়ন্ত্রণ করলেন বলশেভিকেরা

ব্যারিকেডে আর রাস্তার লড়াইয়ে পেত্রগ্রাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছিল আর মানুষের ছিল শুভবুদ্ধি, তাই রক্তারক্তি আরও ভয়ানক হতে পারল না। বিশৃঙ্খল বিদ্রোহী জনতার উপর খাটানো হল অযুত অযুত শ্রমজীবী মানুষের স্থিতিদায়ক শক্তিটাকে — তাদের পিছনে ছিল বলশেভিক পার্টির পরিচালনা। বলশেভিকরা স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে, এই অভ্যুত্থান একটা স্বতঃস্ফূর্ত আধিভৌতিক ব্যাপার। তাঁরা দেখতে পেলেন যে, এই জনগণ আঘাত হানছে প্রবল — কিন্তু অন্ধভাবেই। বলশেভিকরা স্থির করলেন যে, আঘাতটা হওয়া চাই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে। এই বিক্ষোভের শক্তিটা পুরোপুরি সোভিয়েতের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটিতে পৌঁছন চাই বলে তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। প্রথম সারা রাশিয়া সোভিয়েত কংগ্রেস মুলতবী হবার আগে ২৫৬ জনের এই কমিটি নির্বাচিত হয়েছিল। তাভরিদ প্রাসাদে তখন এই কমিটির অবিরাম অধিবেশন চলছিল এবং সব দিক থেকে সেখানে গিয়েই সমবেত হচ্ছিল জনগণ।

জনগণের উপর প্রভাব ছিল একমাত্র বলশেভিকদেরই। সেই প্রভাব খাটাবার জন্যে সমস্ত পার্টি অনুরোধ জানাতে থাকল। কেন্দ্রীয় প্রবেশদ্বারে

বক্তাদের দাঁড় করিয়ে তাঁরা প্রত্যেকটি রেজিমেণ্ট আর প্রতিনিধিদলের কাছে ছোট ছোট বক্তৃতা করছিলেন।

আমরা ছিলাম সুবিধামতো একটা জায়গায় — সেখান থেকে আমরা লোকে-ঠাসা গোটা সমাবেশটা দেখতে পাচ্ছিলাম, তার এখানে-ওখানে কেউ চড়ে বসেছে তার কামান-টানা ঘোড়াটার উপরে, আর সেই সমগ্র জমাট-বাঁধা জনপুঞ্জের ভিতর দিয়ে-বয়ে যাচ্ছে বহু পতাকার একটা লাল স্রোত।

আমাদের নিচে এক জনসমুদ্র মুখ তুলে আছে — তাতে ফুটে উঠেছে তাদের আশঙ্কা, আশা আর ক্রোধ, তবে, রাশিয়ার রাতের আবছায়ায় অস্পষ্ট। রাস্তাটার দূর প্রান্ত থেকে ভেসে আসছিল চলে-আসা বহু মানুষের গর্জন — তারা হর্ষধ্বনি করছিল সাঁজোয়াগাড়িগুলোর উদ্দেশে। মোটরগাড়িগুলির সার্চলাইটের আলো ফেলা হচ্ছিল বক্তার উপরে, তাতে প্রাসাদের দেওয়ালে পড়ছিল তাঁর ছায়া — বিশাল কালো মূর্তি। প্রত্যেকটা অঙ্গভঙ্গির দশগুণ বড় বিরাট ছায়া পড়ছিল প্রাসাদের সাদা সমুখভাগের উপর।

এক বিশালকায় বলশেভিক বললেন, 'কমরেডসব, আপনারা চান বৈপ্লবিক কাজ। সেটা কেবল বিপ্লবী সরকার মারফতই হতে পারে। কেরেন্‌স্কি সরকার তো বিপ্লবী শুধু নামে। তারা জমি দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু জমি এখনও জমিদারদের হাতে। তারা রুটি দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু রুটি এখনও ফাটকাবাজদের দখলে। যুদ্ধের লক্ষ্য সম্বন্ধে মিত্রশক্তির ঘোষণা আদায় করবে বলে তারা প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু মিত্ররা আমাদের বলে শুধু লড়ে যেতে।

'মন্ত্রিসভার মধ্যে সমাজতন্ত্রী আর বুর্জোয়া মন্ত্রীদের মধ্যে একটা মৌলিক সংঘাত চলেছে। তার ফল দাঁড়িয়েছে অচল অবস্থা — আদৌ কিছুই করা হচ্ছে না।

'পেত্রগ্রাদের মানুষ আপনারা এখানে সোভিয়েত কার্যনির্বাহক কমিটিকে বলতে এসেছেন যে 'সরকার হাতে নাও। তোমাদের সমর্থন করবার জন্যে এই আমাদের হাতে রয়েছে বেঅনেট!' আপনারা চান সোভিয়েতই হোক সরকার। আমরা বলশেভিকরাও তাই চাই। কিন্তু আমরা মনে রাখছি যে, পেত্রগ্রাদ তো সারা রাশিয়া নয়। তাই আমরা দাবি করছি — কেন্দ্রীয়

কার্যনির্বাহক কমিটি সারা রাশিয়া থেকে প্রতিনিধিদের ডাকুক। সোভিয়েতগুলিকে সারা রাশিয়ার সরকার বলে ঘোষণা করা হবে সেই নতুন কংগ্রেসেরই কাজ।'

হর্ষধ্বনি ক'রে আর **'কেরেন্স্কি নিপাত যাক'**; **'বুর্জোয়া সরকার নিপাত যাক'**; **'সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই'**, এইসব স্লোগান তুলে জনতাগুলি ঐ ঘোষণায় সমর্থন জানাল।

বক্তৃতা শেষ করবার আগে প্রত্যেকটি দলকে হুঁশিয়ারি জানানো হল: 'সমস্ত হিংসা আর রক্তপাত এড়িয়ে চলতে হবে। প্ররোচকদের কথায় কান দেবেন না। পরস্পরকে খুন করে শত্রুদের মনোরঞ্জন করবেন না যেন। আপনাদের ক্ষমতা যথেষ্ট দেখানো হয়েছে। এবার শান্তভাবে সব ঘরে ফিরে যান। বলের প্রয়োজন দেখা দিলে সবাইকে আমরা ডাকব।'

এ এক ঘূর্ণায়মান মণ্ড — নৈরাজ্যবাদী, কৃষ্ণ শত, জার্মান অনুচর, গুন্ডা, আর যেদিকে বেশি মেশিনগান সব সময়ে সেদিকেই ভিড়ে পড়বার মতো বিভিন্ন অস্থিরমতি মানুষের নানামুখী সব ধারা সেখানে। একটা কথা তখন বলশেভিকদের কাছে স্পষ্ট: পেত্রগ্রাদ অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষ আর সৈনিকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই অস্থায়ী সরকারের **বিরুদ্ধে** এবং সোভিয়েতের **পক্ষে**। তারা চায় সোভিয়েতই হোক সরকার। কিন্তু এটা অকাল পদক্ষেপ হবে বলে বলশেভিকদের আশঙ্কা ছিল। তাই তাঁরা বললেন, 'পেত্রগ্রাদই রাশিয়া নয়। অন্যান্য শহর এবং রণাঙ্গনে ফৌজ হয়ত এমন আমূল ব্যবস্থা অবলম্বন করবার জন্যে এখনও প্রস্তুত নয়। একমাত্র সারা রাশিয়া থেকে সোভিয়েতের প্রতিনিধিরা এসে সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।'

তাভরিদ প্রাসাদের ভিতরে আর একটা সারা রাশিয়া কংগ্রেস ডাকতে সোভিয়েত কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যদের রাজি করাবার জন্যে বলশেভিকরা সমস্ত রকমের যুক্তি ব্যবহার করছিলেন। আর উত্তেজিত জনগণকে শান্ত করবার জন্যে তাঁরা সমস্ত রকমের পরামর্শ আর উপদেশ ব্যবহার করছিলেন প্রাসাদের বাইরে। এই সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে তাদের সমস্ত শক্তি আর সম্ভাবনা ব্যবহার করতে হল।

নাবিকেরা দাবি তুলল —
'সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই'

ভীষণ রণমূর্তি ধারণ করে তাভরিদ প্রাসাদে এল কয়েকটা বাহিনী। আরও বিশেষ রুক্ষ মেজাজে এল ক্রন্‌শ্‌তাদ্‌-এর নাবিকেরা। বজরায় করে নদী দিয়ে এল তারা আট হাজার। আসবার পথে তাদের দুজন নিহত হয়েছে। ছুটির দিনের প্রমোদ-ভ্রমণের ব্যাপার এটা নয়, প্রাসাদের অঙ্গন ভরতি ক'রে অযথা কলরব করতে করতে দেওয়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে ঘুরে-ফিরে বাড়ি ফিরে যাবার অভিপ্রায়ও তাদের নয়। ভেতরে তারা দাবি পাঠিয়েছে একজন সমাজতন্ত্রী মন্ত্রীকে হাজির করা হোক এবং সেটা করা হোক তৎক্ষণাৎ।

বাইরে এলেন কৃষি-মন্ত্রী চের্নোভ। একখানা শকটের ছাদকে তিনি করলেন বক্তৃতা-মঞ্চ।

'আপনাদের জানাতে এসেছি যে, তিনজন বুর্জোয়া মন্ত্রী ইস্তফা দিয়েছেন। অনেক আশা নিয়ে আমরা এখন ভবিষ্যতের দিকে তাকাচ্ছি। কৃষকদের হাতে জমি দেবার আইনকানুন তৈরি।'

শ্রোতারা বলে উঠল, 'খাসা, — আইনগুলোকে এখনই বলবৎ করা হবে তো?'

চের্নোভ উত্তর দিলেন, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব!' তারা টিটকারি দিয়ে বলল। 'না, ওসব চলবে না — আমরা চাই **এখনই, এখনই। সমস্ত** জমি কৃষককে দিতে হবে **এখনই!** এই ক' সপ্তাহ ধরে আপনারা কী করছেন একটু বলুন তো?'

রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে চের্নোভ জবাবে বললেন, 'আমার কাজকর্মের জন্যে জবাবদিহি আপনাদের কাছে করবার নয়। আমাকে মন্ত্রি-পদে তো আপনারা বসান নি। আমাকে বসিয়েছে কৃষক সোভিয়েত। আমি জবাবদিহি করব কেবল তাঁদেরই কাছে।'

ধমকানির জবাবে নাবিকদের ভিতর দিয়ে বিরক্তির গর্জন উঠল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ উঠল, 'চের্নোভকে গ্রেপ্তার করো! গ্রেপ্তার করো ওকে!' মন্ত্রীটিকে ধরে টেনে নামাবার জন্যে বার-

চোদ্দখানা হাত বাড়ানো হল। আবার কেউ কেউ তাঁকে পিছনে টেনে নিতে চেষ্টা করছিল। বন্ধুবান্ধব আর প্রতিপক্ষের মারামারি-ধস্তাধস্তির পাকে, জামা-কাপড় ছিন্নভিন্ন অবস্থায় মন্ত্রিপ্রবরকে তখন তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল একপাশে। তবে, ত্রৎস্কি এসে তাঁকে মুক্ত করলেন।

ইতিমধ্যে সাকিয়ান এসে উঠলেন সেই গাড়িখানার উপর। গলা চড়িয়ে তিনি বললেন, 'শুনুন, শুনুন! জানেন, কে আপনাদের সামনে এখন বক্তৃতা করছেন?'

একজন বলে উঠল, 'না, জানি নে, আর তাতে আমাদের কিছু এসেও যায় না।'

সাকিয়ান বলে চললেন, 'এখন যিনি আপনাদের সামনে বক্তৃতা করছেন তিনি হলেন সৈনিক আর শ্রমিক প্রতিনিধিদের প্রথম সারা রাশিয়া সোভিয়েত কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সহ-সভাপতি।'

সুদীর্ঘ এই পদবি জনতার উপর কোন ছাপ ফেলতে পারল না, তাদের শান্ত করতে পারল না, বরং হাসির রোল পড়ে গেল, আওয়াজ উঠল, **'নিপাত যাক!' (দালই, দালই)**। কিন্তু সাকিয়ান এসেছেন জনতাকে বাগ মানাতে, কাজেই তিনি বলেই চললেন — মহা উদ্যমে তিনি অসংলগ্ন আর টুকরো-টুকরো বাক্যি ছুঁড়তে থাকলেন জনতার মধ্যে।

'আমার নাম — সাকিয়ান!' (জনতা: 'নিপাত যাক!')

'আমার পার্টি হল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টি!' ('নিপাত যাক!')

'বিধিবদ্ধভাবে আমার ধর্ম হল — পাসপোর্টে যা আছে — আর্মেনীয় গ্রিগোরীয়!' ('নিপাত যাক!')

'আমার আসল ধর্ম কিন্তু সমাজতন্ত্র!' ('নিপাত যাক!')

'যুদ্ধের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হল এই যে, যুদ্ধে আমার দুটি ভাই নিহত হয়েছে।' কে বলে উঠল, 'আরও একটাও গেলে পারত।'

'আপনাদের এই পরামর্শ দিচ্ছি — আমরা আপনাদের নেতা এবং শ্রেষ্ঠ বন্ধু, আমাদের উপর বিশ্বাস রেখে চলুন। বন্ধ করুন এই নির্বোধের মতো বিক্ষোভ-প্রদর্শন। আপনারা নিজেদের কলঙ্কিত করছেন, অপদস্থ করছেন বিপ্লবকে, রাশিয়ার সর্বনাশ ডেকে আনছেন।'

নাবিকেরা তো রুষ্ট হয়ে ছিলেন আগে থেকেই — তাঁদের গালে এমন চপেটাঘাত হল নিতান্ত মূর্খতা। লেগে গেল মহা হট্টগোল। আবার বাঁচালেন ত্রৎস্কি।

তিনি বললেন, 'রাশিয়ার বিপ্লবী শক্তিগুলির গর্ব আর শ্রেষ্ঠ সুসন্তান বিপ্লবী নাবিক-বন্ধুগণ! সমাজ-বিপ্লবের এই সংগ্রামে আমরা লড়ছি এক হয়ে। কমরেডসব, আমাদের সম্মিলিত দৃঢ়মুষ্টির আঘাত এই প্রাসাদের ফটকে পড়তে পড়তে শেষে যে-আদর্শের জন্যে আমাদের রক্ত বয়েছে সেটা দেশের সংবিধান হিসেবে মূর্ত হয়ে উঠবে। কঠোর এবং সুদীর্ঘ হয়েছে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম! কিন্তু এরই ভিতর দিয়ে আসবে মহান মুক্ত দেশে মুক্ত মানুষের মুক্ত-স্বাধীন জীবন। ঠিক বলেছি কিনা?'

জনতার প্রচণ্ড আওয়াজ উঠল, 'ঠিক বলেছেন, ত্রৎস্কি!'

ত্রৎস্কি ফিরে যাচ্ছিলেন।

জনতার চিৎকার উঠল, 'কিন্তু বললেন না তো কিছু আমাদের। মন্ত্রিসভা সম্বন্ধে আপনারা এখন কী করতে যাচ্ছেন?'

এরা অসংগঠিত জনতা, এদের প্রশংসা পাবার মোহ থাকতে পারে, কিন্তু বুলি দিয়ে শান্ত করে দেওয়া যায় এমন ভাবনা-চিন্তাহীন এরা নয়।

ত্রৎস্কি বুঝিয়ে বলতে চাইলেন, 'আমার গলা ভেঙে গেছে, আর বলতে পারছি নে — রিয়াজানভ আপনাদের বলবেন।'

'না, না, আপনিই বলুন!' ত্রৎস্কি আবার উঠলেন সেই গাড়ির উপর।

'একমাত্র সারা রাশিয়া কংগ্রেসই সরকারের পূর্ণ ক্ষমতা হাতে নিতে পারে। শ্রমিক বিভাগ এই কংগ্রেস ডাকতে সম্মত হয়েছে। সামরিক বিভাগও রাজি হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। দু' সপ্তাহের মধ্যেই প্রতিনিধিরা এখানে এসে পড়তে পারেন।'

'দু' সপ্তাহ!' বিস্মিত আওয়াজ উঠল। 'দু' সপ্তাহ বড় বেশি। আমরা চাই **এখনই!'**

কিন্তু ত্রৎস্কির কথাই রইল। নাবিকেরা সেটা মেনে নিয়ে সোভিয়েত আর আগামী বিপ্লবের উদ্দেশে হর্ষধ্বনি তুলল। শান্তিপূর্ণভাবে চলে গেল তারা। দ্বিতীয় সারা রাশিয়া কংগ্রেস ডাকা হবে বলে তারা নিশ্চিত হয়ে ফিরল।

সোভিয়েত কার্যনির্বাহক কমিটিতে নেতারা ঠিক এটাই চাইছিলেন না। সোভিয়েতেই সরকার হয়, এর তাঁরা ঘোর বিরোধী। এঁরা কারণ দেখান বহু। কিন্তু, যে-জনগণ তাঁদের তুলে বসিয়েছে সব গৌরবান্বিত পদে সেই জনগণ সম্বন্ধে ভীতিই ছিল তাঁদের আসল কারণ। বুদ্ধিজীবীসমাজ তাদের নিচতলার জনগণকে অবিশ্বাস করে — আর, তারই সঙ্গে সঙ্গে, উপরকার মহা বুর্জোয়াদের সামর্থ্য আর শুভ-অভিপ্রায়টাকে তারা বাড়িয়ে দেখে।

সোভিয়েত ক্ষমতা হাতে নিক সেটা তারা চায় না। দু' সপ্তাহের মধ্যে, দু' মাসের মধ্যে, কিংবা আদৌ দ্বিতীয় সারা রাশিয়া কংগ্রেস ডাকবার কোন অভিপ্রায় তাদের নেই। কিন্তু, দুর্দান্ত দুরন্ত জনতা এসে ফেটে পড়ে প্রাঙ্গণে, ফটকে ফটকে ঘা মারে প্রচন্ড — এই জনতায় তারা শঙ্কিত। কায়দা করে এই জনতাকে শান্ত রাখাই তাদের কৌশল এবং সে-জন্যে তারা বলশেভিকদের সাহায্য পেতে চায়। এরই সঙ্গে সঙ্গে এই বুদ্ধিজীবীরা খেলে আরও এক খেলা। 'বিদ্রোহ দমন ক'রে নগরীতে শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্যে' রণাঙ্গন থেকে ফৌজ আনবার জন্যে এরা অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে।

ফৌজ এসে পৌঁছল তৃতীয় দিনে। সাইকেলারোহী ব্যাটালিয়নগুলি, রিজার্ভ রেজিমেণ্টগুলি, আর তার পরে অশ্বারোহীদের ভীষণ-দর্শন লম্বা লম্বা সারি — তাদের বর্শাগ্রে সূর্যের চাউনি। এরা হল বিপ্লবীদের চিরশত্রু কসাক — শ্রমিকের শংকা আর বুর্জোয়াদের উল্লাসের বস্তু। অ্যাভিনিউগুলো তখন সুসজ্জিত মানুষের ভিড়ে ভরতি হয়ে উঠল। কসাকদের উদ্দেশে হর্ষধ্বনি তুলে এরা আওয়াজ তুলতে থাকল — **'ইতরগুলোকে গুলি করো।' 'বলশেভিকদের ফাঁসি দাও।'**

নগরীতে প্রতিক্রিয়ার ঢেউ ছুটল। বিদ্রোহী-রেজিমেণ্টগুলিকে নিরস্ত্র করা হল। আবার বলবৎ হল মৃত্যুদন্ড। বলশেভিক পত্র-পত্রিকাগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হল। বলশেভিকদের জার্মান চর বলে প্রমাণ করবার জন্যে জাল দলিল তৈরি ক'রে পৌঁছে দেওয়া হল পত্র-পত্রিকার আপিসে আপিসে। দন্ডবিধির ১০৮ ধারা অনুসারে দেশদ্রোহের অভিযোগ তোলা হল বলশেভিকদের বিরুদ্ধে, আর জারের সরকারী উকিল আলেক্সান্দ্রভ তাঁদের

টেনে আনলেন আদালতে। ত্রৎস্কি এবং কল্লন্তাইয়ের মতো নেতাদের জেলে পোরা হল। আত্মগোপন করতে বাধ্য হলেন লেনিন আর জিনভিয়েভ। সমস্ত এলাকায় শ্রমিকদের উপর চলতে থাকল হঠাৎ ধরপাকড়, মারধর, হত্যা।

১৮ই জুলাই ভোরে নেভ্স্কির দিক থেকে মর্মভেদী একটা চিৎকারে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘোড়ার খুরের খটাখট আওয়াজের সঙ্গে গোলমাল-হৈচৈ, করুণ দয়া-ভিক্ষা, অভিসম্পাৎ — সব মিলিয়ে একটা ভীষণ চিৎকার, তাতে বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে আসে। তার পরে ধপ্ করে একটা দেহ পড়বার আওয়াজ, গোঙানি... নিস্তব্ধতা। একজন অফিসার এসেছিলেন — তিনি জানালেন নেভ্স্কির ওখানে কয়েক জন শ্রমিক বলশেভিক পোস্টার লাগাতে গিয়ে ধরা পড়েছে। একদল ঘোড়সওয়ার কসাক তাদের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে চাবুক আর তলোয়ার চালিয়ে একজনকে দু'খান করে মৃত অবস্থায় ফুটপাথে ফেলে রেখে গেছে।

ঘটনার এই নতুন গতিতে বুর্জোয়ারা মহা-উল্লসিত হয়ে উঠল। বৃথা উল্লাস! তারা জানে না যে, খুন-করা এই শ্রমিকের আর্ত চিৎকার পেঁছে

জুলাই মিছিলে গুলিবর্ষণ

যাবে রাশিয়ার সমস্ত প্রান্তে, আর তার কমরেডরা এগিয়ে আসবে ক্রোধোদ্দীপ্ত হয়ে, অস্ত্র-হাতে। সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দেবার দাবিতে পরিচালিত এই অভ্যুত্থান দমন করবার জন্যে আজ জুলাইয়ের এই দিনটিতে ব্যান্ড বাজিয়ে নগরীতে ঢুকছে ভোলিন্‌স্ক্‌ রেজিমেণ্ট, আর তার উদ্দেশে বুর্জোয়ারা হর্ষধ্বনি তুলছে। বৃথা এ হর্ষধ্বনি! তারা জানে না যে, আসছে নভেম্বরের এক রাতে যে-অভ্যুত্থান জয়যুক্ত হয়ে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করবে সোভিয়েতের হাতে, তার পুরোভাগে তারা দেখতে পাবে এই রেজিমেণ্টটিকে।

ফৌজ ডাকা হল পেত্রগ্রাদ জয় করবার জন্যে; কিন্তু শেষে তাদেরই জয় করে নেয় পেত্রগ্রাদ। এই বলশেভিক দুর্গটির প্রভাব দুর্নিবার। এ হল বিপ্লবের এক বিশাল ব্ল্যাস্ট ফার্নেস — সমস্ত গাদ আর অনীহা এতে পুড়ে খাক হয়ে যায়। বাইরে থেকে আসবার সময়ে লোকে যতই উদাসীন আর অনুৎসাহী থাক না কেন, এখান থেকে যাবার সময়ে তারা বেরয় বিপ্লবের মর্মবাণীতে উদ্দীপ্ত হয়ে।

রক্ত আর অশ্রু, ভুখা আর হিম, আর অনশনক্লিষ্ট আর প্রহৃত অগণিত মানুষের দাস-শ্রমের ভিতর দিয়ে গড়ে উঠেছে এই নগরী। নগরীর তলে মাটির গভীরে সমাধিস্থ হয়ে রয়েছে তাদের অস্থি। কিন্তু তাদের ধর্ষিত আত্মা যেন নতুন করে জেগে উঠেছে আজকের পেত্রগ্রাদের শ্রমিকের মাঝে — প্রবল, প্রতিশোধকামী। পিটারের এই নগরী গড়েছিল তাঁর ভূমিদাসেরা; এবার তাদের উত্তরাধিকারীদের ন্যায্য স্বাধিকার জিতে নেবার সময় হয়ে গেছে।

১৯১৭ সালের গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি সময়ে কিন্তু তা তেমন স্পষ্ট মনে হয় নি। নগরীর উপরে চলেছে প্রতিক্রিয়ার কালো ছায়ার ডানা-ঝাপ্টানি। কিন্তু, ঠিক সময়টার অপেক্ষায় রয়েছেন বলশেভিকেরা। ইতিহাস পক্ষে রয়েছে বলে তাঁরা উপলব্ধি করেন। তাঁদের ধ্যানধারণা কার্যে পরিণত হচ্ছে গ্রামে-গ্রামে, নৌবাহিনীতে, রণাঙ্গনে।

সেইসব জায়গাতেই এবার চলি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাঝে কিছু কৃষকের কথা

'চ'লে যাও বনে আর মানুষের মাঝে', বলেছেন বাকুনিন।

'রাজধানী শোনে যত বাগ্মীর হুঙ্কার,
অথচ গাঁয়েতে কত শতকের মৌন।'

সেই মৌনের স্বাদ পাবার জন্যে আমরা আকুল হয়ে উঠেছিলাম। আমরা তিন মাস ধরে শুনেছি বিপ্লবের গর্জন। তাতে আমি ভরপুর হয়ে উঠেছিলাম: তাতে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন ইয়ানিশেভ। অবিরাম বক্তৃতা করতে করতে তাঁর গলা বসে গিয়েছিল — তাই দশ-দিনের বিরামের জন্যে তাঁর উপর বলশেভিক পার্টির নির্দেশ হল। যে ছোট্ট গ্রাম স্পাস্কয়ে থেকে ১৯০৭ সালে ইয়ানিশেভ বহিষ্কৃত হয়েছিলেন — সেখানে যাবার জন্যে আমরা ভলগা অববাহিকার দিকে রওয়ানা হলাম।

অগস্ট মাসের সেদিন মস্কোর ট্রেন থেকে নেমে আমরা যখন মাঠের ভিতর দিয়ে যাবার রাস্তাটা ধরলাম তখন ভর-দুপুর। গ্রীষ্মের শেষ সপ্তাহগুলিতে রৌদ্রস্নাত মাঠগুলি পরিণত হয়েছে হলদে রঙের শস্যের সুপ্রশস্ত তরঙ্গায়িত সাগরে, এখানে-ওখানে সবুজের দ্বীপ। এইগুলি হল ভ্লাদিমির প্রদেশে কৃষকদের গাছে-ঢাকা গ্রাম। রাস্তার একটা চড়াই থেকে আমরা ষোলটা অবধি গ্রাম গুণতে পেরেছিলাম — তার প্রত্যেকটিতে চকচকে গম্বুজের মুকুট-পরানো প্রকাণ্ড সাদা রঙের গির্জা। সেটা ছিল ছুটির দিন, আর রোদে ডেকেছে রঙের বান আর গির্জার ঘণ্টাঘরগুলো থেকে ডাকছে সংগীতের বান।

শহর-নগরীগুলির পরে এ হল আমার কাছে শান্তি-স্বস্তির ভুবন। কিন্তু ইয়ানিশেভের কাছে তা তীব্র যত স্মৃতির দেশ। দশ-বছরের পর্যটনের পরে নির্বাসিত এবার ঘরে ফিরছে।

পশ্চিমের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তিনি বললেন, 'ঐ ওখানে ঐ গ্রামটায় আমার বাবা ছিলেন শিক্ষক। লোকে তাঁর শিক্ষকতা পছন্দ করত, কিন্তু একদিন পুলিস এসে ইস্কুলটাকে বন্ধ করে দিয়ে বাবাকে ধরে নিয়ে

গেল। তার পরের ঐ গ্রামটায় থাকত ভেরা। সে ছিল খুব সুন্দরী, আর বড় সহৃদয় — তাকে আমি ভালবাসতাম। বড় লাজুক ছিলাম, তাই তখন তাকে বলতে পারি নি, আর এখন তো সময় চলে গেছে। সে সাইবেরিয়ায়। ওদিকে ঐ বনটায় আমরা কয়েক জন মিলে বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা করতাম। এক রাত্রে ঘোড়সওয়ার কসাকেরা এসে পড়ল আমাদের উপরে। আমাদের কমরেডদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী ইগরকে খুন করেছিল ঐ পুলটার উপরে।'

নির্বাসিতের এই ঘরে-ফেরা বড় সুখের ছিল না। রাস্তার প্রত্যেকটা মোড়ে জেগে ওঠে এক-একটা স্মৃতি। ইয়ানিশেভ চলছিলেন হাতে রুমাল নিয়ে — ভাব দেখাচ্ছিলেন যে মুখ থেকে মুছছিলেন শুধু ঘাম।

স্পাস্কয়ে গ্রামের সবুজ মাঠটা পার হয়ে আসতে আমরা দেখলাম, কুটিরের সামনে একখানা বেঞ্চির উপরে বসে আছেন উজ্জ্বল নীল রঙের ঢিলা জামা গায়ে এক বৃদ্ধ কৃষক। ধুলো-মাখা দুই বিদেশীকে দেখে তিনি হাত দিয়ে চোখে আলো আড়াল করে একদৃষ্টে দেখছিলেন। তারপরে চিনতে পেরে খুশি হয়ে তিনি 'মিখাইল পেত্রভিচ' ব'লে ডেকে উঠে ইয়ানিশেভকে জড়িয়ে ধরে তাঁর দুই গালে চুমু খেয়ে ফিরলেন আমার দিকে। বললাম আমার নাম আলবার্ট।

'আর, আপনার বাবার নাম?' তিনি গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করলেন।

জানালাম, 'ডেভিড।'

'আল্‌বার্ৎ দাভিদোভিচ্ (ডেভিডের পুত্র আলবার্ট), ইভান ইভানোভের বাড়িতে আপনাকে স্বাগত সংবর্ধনা জানাচ্ছি। আমরা গরিব, কিন্তু ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন!'

দীর্ঘশমশ্রু, স্বচ্ছদৃষ্টি, দৃঢ়পেশী ইভান ইভানোভ দাঁড়িয়ে ছিলেন যেন একখানা তীরের মতো খাড়া। তবে, বিশেষভাবে যেটা নজরে পড়ল সে নয় তাঁর দেহের শক্তি, আন্তরিকতা কিংবা কথাবার্তার একটু অদ্ভুত ধরনের অমায়িকতার শিষ্টাচার। সেটা হল তাঁর প্রশান্ত গরিমা। এ গরিমা যেন কোন প্রাকৃতিক বস্তুর: মাটির গভীরে শিকড়-গাড়া গাছের গরিমা। আর, যথার্থই, এই **মির**-এর মাটি থেকেই ইভান ইভানোভ ষাট বছর যাবত রস টেনে উপজীবিকা সংগ্রহ করেছেন — যেমনটি করে গেছেন তাঁর পূর্বপুরুষেরা।

কাঠের গ‍ুঁড়ি দিয়ে তৈরি তাঁর ছোট **ইজবা,** তাতে প‍ুরু খড়ের চাল এখন আগাছা জন্মে সব‍ুজ হয়ে গেছে, তার সামনে বাগানটিতে ফুলের খ‍ুশির সমারোহ।

ইভানের স্ত্রী তাতিয়ানা আর মেয়ে আভ্‌দতিয়া আমাদের নমস্কার জানিয়ে ঘর থেকে একখানা টেবিল নিয়ে এলেন। টেবিলে এনে রাখলেন একটা সামোভার, তার ঢাকনিটা তুলে ধোঁয়া-ওঠা জলে ডুবিয়ে দিলেন কয়েকটা ডিম। ইভান এবং তাঁর পরিবারের সবাই ক্রুশ-চিহ্ন করলেন — আমরা বসলাম টেবিল ঘিরে।

ইভান বললেন, 'আমাদের যা আছে তা দিচ্ছি সানন্দে' (**চেম্‌ বোগাতি, তিয়েম ই রাদি**)।

মেয়েরা নিয়ে এলেন বড় এক-বাটি বাঁধাকপির স‍ুপ (**শ্যী**), আর প্রত্যেকের জন্যে এক-একখানা কাঠের চামচ। চামচ ডুবিয়ে সবারই একই বাটি থেকে স‍ুপ নিয়ে নিয়ে খেতে হবে। সেটা লক্ষ্য করে আমি আর হ‍ুকুমের অপেক্ষা না করে সঙ্গে সঙ্গেই চামচ ডুবিয়ে স‍ুপ তুলে নিলাম। প্রথম বাটিটা খালি হলে তাঁরা আনলেন আর এক বাটিভরতি মণ্ড (**কাশা**)। তারপরে মনাক্কা-সিদ্ধ এল আর এক বাটি। ইভানই টেবিলের কর্তা, তিনিই চা, কালো র‍ুটি আর শসা পরিবেশন করছিলেন। এটা ছিল বিশেষ ভোজের দিন — সেদিন স্পাস্কয়েতে ছিল বিশেষ এক পরব।

কাকগ‍ুলোরও যেন সেটা জানা ছিল। কাকের বড় বড় ঝাঁক মাথার উপরে ঘ‍ুরে ঘ‍ুরে মাটির উপর দ্র‍ুতসঞ্চারী ছায়া ফেলছিল, কিংবা নেমে গির্জার ছাদ জ‍ুড়ে বসছিল। একেবারে সব‍ুজ কিংবা চকচকে সোনালী গম্ব‍ুজগ‍ুলো তখন ম‍ুহ‍ূর্তে হয়ে যাচ্ছিল কালো কুচকুচে।

ইভানকে বললাম, শস্য খেয়ে নেয় বলে আমেরিকায় কৃষকেরা কাক মারে।

ইভান বললেন, 'আমাদের এখানেও কাকে শস্য খায়। কিন্তু ক্ষেতের ই‍ঁদ‍ুরও খায়। তাছাড়া, কাক হলেও ওরাও তো আমাদেরই মতো বাঁচতে চায়।'

টেবিল-ঘিরে উড়ন্ত ঝাঁক-ঝাঁক মাছি সম্বন্ধেও তাতিয়ানা অন‍ুর‍ূপ মনোভাব প্রকাশ করলেন। চিনির টুকরোর উপর ব'সে মাছিরা সেটাকেও কাকে-ছাওয়া গির্জাটার মতোই কালো করে তুলছিল।

তাতিয়ানা বললেন, ‘মাছিতে কিছু এসে যায় না — দু’-এক মাসের মধ্যে তো বেচারারা মরেই যাবে।’

গ্রামের পরব

সেদিন ছিল খৃষ্টের রূপান্তর পরিগ্রহ উৎসব — আশপাশের সমগ্র গ্রামাঞ্চল থেকে এসেছিল যত গরিব মানুষ, বিকলাঙ্গ আর বুড়ো মানুষ। বারবার কানে আসছিল ছড়ির ঠকঠক আওয়াজ আর করুণ সুরে ভিক্ষা-প্রার্থনা **রাদি খৃস্তা** (খৃষ্টের খাতিরে)। সামনে ঝুলানো তাদের ঝুলিতে কিছু কোপেক ফেলে দিলাম ইয়ানিশেভ আর আমি। তারপরে কালো রুটির প্রকাণ্ড তাল থেকে বড় বড় টুকরো কেটে দিলেন মেয়েরা আর প্রত্যেকটি ঝোলায় ইভান বিধিপূর্বক দিলেন একটা করে বড় শসা। এ বছর শসা খুব কম ফলেছে — তাই এটা হল সত্যিকারের স্নেহের দান। তবে, শসা কিংবা রুটি কিংবা কোপেক — আমরা যা-ই দিই না কেন, আমরা প্রত্যেকেই পাই ভিখারীর সকরুণ সুর-করা আশীর্বাদ।

রাশিয়ার অতি রুক্ষ, অতি দরিদ্র কৃষকও মানুষের দুর্দশা দেখে গভীর করুণা বোধ করে। যাতনা আর অভাব-অনটনের মর্ম সে শেখে নিজেরই জীবন থেকে। কিন্তু তাতে তার সহানুভূতি মরে যায় না —‘ বরং অপরের দুর্ভোগ সম্বন্ধে সে আরও বেশি অনুভূতিপ্রবণ হয়ে ওঠে।

ইভানের দৃষ্টিতে শহরের ধুলোভরতি রাস্তায় রাস্তায় খোঁয়াড়ে আটকানো মেহনতী মানুষগুলো হল ‘বেচারা’ (**বেদ্নিয়াকী**); জেলে-পোরা অপরাধীরা — ‘দুঃখী’ (**নিস্চাস্ৎনেন্কিয়ে**); আর অস্ট্রিয়ার ইউনিফর্ম-পরা এক-দল যুদ্ধ-বন্দী তাঁকে সবচেয়ে বেশি বিচলিত করেছিল। তারা কিন্তু ফুর্তিবাজের মতোই চলছিল, এবং সে-কথা আমি বললামও।

ইভান বললেন, ‘কিন্তু তারা যে দেশ-গাঁ ছেড়ে এত দূরে — তারা কি খুশি থাকতে পারে?’

‘তা,’ আমি বললাম, ‘আমি তো নিজের দেশের থেকে তাদের চেয়ে দূরে আছি এবং আমি তো খুশি।’

অন্যান্যেরা সায় দিলেন, ‘তা ঠিক।’

ইভান ইভানোভ বললেন, 'না, সেটা ঠিক নয়। আল্‌বাৎ দাভিদোভিচ এখানে এসেছেন, তার কারণ, তিনি আসতে চেয়েছিলেন। আর ঐ বন্দীরা আজ এখানে, তার কারণ, আমরা ওদের আসতে বাধ্য করেছি।'

ইভান ইভানোভের টেবিলে দুজন বিদেশী — এটা স্বভাবতই স্পাস্কয়েতে সবার মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। তবে, যা সমীচীন সেটাকে ডিঙিয়ে বড়োরা কেউ কৌতূহল চরিতার্থ করতে এলেন না। শুধু কিছু বাচ্চা এসে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে আমি একটু হাসলাম — তাতে তারা যেন হল বজ্রাহত। আমি আর একবার হাসতে তাদের তিন জন প্রায় পিছু হটে গেল। আমি করলাম বন্ধুত্বের ইঙ্গিত — তার জবাবে এই প্রতিক্রিয়াটাকে অদ্ভুত বলেই মনে হল। আমি তৃতীয় বার হাসতে তারা **'জালোতিয়ে জুবি!'** বলে চিৎকার করে হাত-ধরাধরি করে ছুটে চলে গেল। তখনও বাচ্চাদের এই আচরণটার মর্ম বুঝে উঠতে পারি নি, এমন সময়ে তারা বিশ-কুড়িটি বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে এসে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। টেবিলখানা ঘিরে একটা অর্ধ-বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে তারা সবাই সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে রইল আমার দিকে। আর একবার হাসা ছাড়া আর কী করতে পারি। বাচ্চারা চেঁচিয়ে উঠল, 'ঠিক, ঠিক, **জালোতিয়ে জুবি!** সোনার দাঁত ওর!' আমার হাসি ওদের হকচকিয়ে দিয়েছিল এই কারণেই। তা, একজন বিদেশী এসেছে, তার মুখে গজিয়েছে সোনার দাঁত — এর চেয়ে বিস্ময়কর আর কী হতে পারে! দাঁতে সোনার মুকুট না লাগিয়ে মাথায় সোনার মুকুট পরে আমি স্পাস্কয়েতে এলে সেখানকার মানুষ এর চেয়ে বেশি আলোড়িত হত না। তবে, সেটা বুঝলাম পরদিন।

তখন গ্রামের প্রান্ত থেকে সংগীত মূর্ছনা ভেসে আসছিল। সমবেত তরুণ কণ্ঠে গান, আর তার সঙ্গে **বালালাইকার** আলতো সুর, করতালের ঝনঝনানি এবং এক রকমের ট্যাম্বোরিনের **(বুবেন)** স্পন্দন। সংগীত ক্রমাগত বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকল, আরও কাছে আসতে থাকল, শেষে গির্জার কোণাটা ঘুরে এসে হঠাৎ দেখা দিল বাজিয়ে আর গাইয়েদের শোভাযাত্রা। মেয়েদের পরনে খুশি-খুশি বর্ণাঢ্য কৃষকের সাজ। ছেলেরা পরেছে উজ্জ্বল সবুজ আর গোলাপী রঙের ঢিলা জামা, তাতে থোপ্‌নাওয়ালা কোমরবন্ধনী। বাজনা বাজাচ্ছিল ছেলেরা, আর মূল গায়েনের সুর ধরে গাইছিল মেয়েরা:

এই মূল গায়েন একটি সতর বছরের ছেলে, যুদ্ধে যাবার পালা আসবে তার সবার শেষে।

ওরা তিনটে চক্কর দিল গ্রামের সবুজ মাঠটাকে ঘিরে। তার পরে গির্জার সামনে ঘাসে ওরা গাইল আর নাচল সকাল অবধি। নাচিয়েদের গতি আর আনন্দমুখর ভঙ্গিমা, পাইনের মশালের আলোয় ঝলমল তাদের বেশবাস, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে উঠে-আসা গানের রেশ, তরুণ-তরুণী যুগলগুলির নিঃসংকোচ আদর, মন্দিরের প্রকাণ্ড ঘণ্টার মতো মাঝে মাঝে গির্জার ঘণ্টার প্রচণ্ড আওয়াজ, আর মাথার উপরে সহসা-চকিত পাখিগুলোর ঘুরে ঘুরে ওড়া — সব মিলিয়ে একটা আদিম তেজ আর সৌন্দর্যের অনুভূতি এনে দেয়। তাতে করে আমি যেন চলে গেলাম কত শতাব্দী পেছনের দিনে যখন মানবজাতি ছিল নবীন, আর মানুষ তার প্রাণ আর প্রেরণা পেত সরাসরি মাটি থেকেই।

ইয়ানিশেভের আমেরিকা বৃত্তান্ত

সে এক স্বপ্নের দেশ, কাব্যময় মানবসমষ্টি, যারা মেহনত, খেলা আর পালপর্বের সাথিত্বের সূত্রে একত্রে বাঁধা। **ইজবায়** ফিরবার সময়েও আমার উপর তার যাদু কাটে নি। দরজা খুলে **ইজবায়** ঢুকে হঠাৎ আবার সামনে দেখলাম বিশ শতক। কেননা ইয়ানিশেভ, — কারিগর, সমাজতন্ত্রী, আন্তর্জাতিকতাবাদী ইয়ানিশেভ কথা কইছেন। তাঁকে ঘিরে বসেছেন কৃষকেরা, আর তিনি আজকের দিনের আমেরিকার বর্ণনা দিচ্ছেন। আমেরিকায় রাশিয়ানদের তিক্ত অভিজ্ঞতার যে কাহিনী শোনা যায়, বস্তি আর ধর্মঘট আর দারিদ্র্যের কাহিনী, যা নির্বাসন থেকে ফেরা হাজার হাজার জনে সারা রাশিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেই কাহিনী বলছিলেন না ইয়ানিশেভ। ফ্যাসফেসে গলায়, কিন্তু উদ্ভাসিত মুখে ইয়ানিশেভ বলছিলেন আমেরিকার আশ্চর্যবস্তুগুলোর কথা। যেসব কৃষকের বাড়ি এক-তলার সমান উঁচু তাঁদের সামনে তিনি নিউ ইয়র্কের চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট-তলা উঁচু বাড়ির ছবি তুলে ধরছিলেন। কামারের কর্মশালার চেয়ে বড় কোন কর্মশালা যারা দেখে নি তাদের তিনি বলছেন বিরাট বিরাট কারখানার কথা, যেখানে এক শ' ট্রিপ্ হাতুড়ি পিটিয়ে চলেছে দিন-রাত। মস্কো এলাকার এই শান্ত সমভূমি থেকে

ইয়ানিশেভ তাঁদের নিয়ে যাচ্ছেন প্রকাণ্ড সব নগরীতে, যেখানে রাত্রি চিরে ধেয়ে চলেছে ভূগর্ভস্থ পথে রেলগাড়ি, প্রমোদকামীদের ভিড়ে-ঠাসা 'গ্রেট হোয়াইট ওয়ে'গুলিতে, আর প্রচণ্ড আওয়াজে মুখর কারখানাগুলিতে — নিযুত নিযুত মানুষের জোয়ার-ভাঁটা চলেছে সেখানে।

গ্রামের মানুষেরা শুনছিল মন দিয়ে। তাদের কাছে এসব ভয়াবহও নয়, তারা বিস্ময়ভিভূত হয়েও যায় নি। তবে তাদের যথাযথ উপলব্ধির অভাব ছিল এমন কথাও আমরা বলতে পারি নে।

আমাদের করমর্দন করে একজন বৃদ্ধ কৃষক বললেন, 'আশ্চর্য সব কাজ করছে আমেরিকানরা।'

সায় দিয়ে তাঁর সঙ্গী বললেন, 'ঠিকই বন-পরীর (**লেশি**) চেয়েও আশ্চর্য সব ব্যাপার তারা করছে।'

কিন্তু এদের এইসব সহৃদয় মন্তব্যের মধ্যে কি যেন একটা 'কিন্তু' ছিল বলে আমাদের মনে হল — এ যেন বিদেশীর কাছে একটু বিনয় আর শিষ্টাচারের ব্যাপার। পরদিন সকালে আচমকা একটা আলাপ কানে আসতে আমরা তাদের আসল মতামতটা বুঝলাম।

ইভান বলছিলেন, 'আলবাৎ' আর মিখাইলের মুখ ফ্যাকাশে, ক্লান্ত, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অমন একটা দেশে দিন কাটানো, বুঝতেই তো পারছ।' আর তাতিয়ানা বললেন, 'আমাদের জীবন কঠোর, কিন্তু দেখছি, ওখানে তো আরও কঠোর জীবন।'

মাসের পরে মাস কাটতে কাটতে একটা সত্য আমার কাছে ক্রমাগত আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল — তারই একটা ঝলক সেদিন পেলাম সেই প্রথম। কৃষকের আছে একটা নিজস্ব মন, সে নিজস্ব সিদ্ধান্ত টানে। বিদেশীর পক্ষে এটা বিস্ময়কর — কেননা, বিদেশীর দৃষ্টিতে রাশিয়ার কৃষক হচ্ছে মাটি আঁচড়ানো একটা জীব, মধ্যযুগীয় অন্ধকারে ডুবে আছে, বাঁধা রয়েছে নানা কুসংস্কারে, আর ভরপুর হয়ে আছে দারিদ্র্যে। লিখতে কিংবা পড়তে অপারগ এই কৃষক চিন্তা করতে পারে, এটা আবিষ্কার ক'রে বিস্মিত হয়ে যেতে হয়।

তার চিন্তাধারা আদিম ধরনের, যেন ভৌত, তাতে মাটির ছাপ। রাশিয়ার উদার আকাশের নিচে সুদূরপ্রসারী সমভূমি আর স্তেপভূমিতে আর দীর্ঘ

শীতকালের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দীর জীবনযাত্রা এই চিন্তাধারায় প্রতিফলিত। রাশিয়ার কৃষকের মনটা তাজা, শেখানো-পড়ানো নয়, সেই মনটাকে সে সমস্ত প্রশ্নে এমনভাবে খাটায় যেটা খুবই গভীর এবং অনেক সময়ে চাঞ্চল্যকর। আমাদের দীর্ঘকাল যাবত পোষণ-করা বিভিন্ন প্রত্যয়ে আপত্তি জানিয়ে সেগুলির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করবার জন্যে ডাক দিয়ে বসে। পশ্চিমী সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের মূল্যায়নটাকে সে পাল্টে দেয়। যে-দাম আমরা দিই এই সভ্যতার জন্যে, সেটা তা পাবার যোগ্য, এমনটা তার কাছে আদৌ স্বতঃপ্রতীয়মান নয়। যন্ত্রপাতি, ফলপ্রদতা আর উৎপাদন দিয়ে সম্মোহিত নয় রাশিয়ার এই কৃষক। সে প্রশ্ন তোলে; 'কিসের জন্যে এসব? মানুষের সুখ-শান্তি বাড়ে এতে করে? এতে কি মানুষ আরও বেশি বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে?'

যে সিদ্ধান্তে সে পৌঁছয় সেটা সব সময়ে গভীর নয়। এক এক সময়ে তার সিদ্ধান্ত হয় অতি-সরল আর অদ্ভুত। সোমবার সকালে **মির**-এর বৈঠক বসলে গ্রামের মোড়ল (**স্তারোস্তা**) বিনীতভাবে আমাকে গ্রামের অভিবাদন জানালেন। তিনি একটু অনুনয়ের ভাবেই বললেন, আমার সোনার দাঁতের কথা লোকে বাচ্চাদের কাছে শুনেছে, তবে সেটাকে তো যুক্তিসম্মত মনে হয় না, এমন অবস্থায় তারা বুঝতে পারছে না যে, কথাটা বিশ্বাস করা যায় কিনা। হাতে-কলমে প্রমাণ করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। আমি ঠোঁট ফাঁক করলাম, তখন মোড়ল অনেকক্ষণ ধরে অভিনিবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে শেষে গম্ভীরভাবে বললেন, ঠিক বটে। এর পরে দাড়িওয়ালা সত্তর জন প্রধান সারি দিয়ে দাঁড়ালেন, আর আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম দাঁত বের করে। প্রত্যেকে যতটা দরকার তাকিয়ে দেখে পরের জনকে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছিলেন। **মির**-এর সমস্ত সদস্যই আমার দাঁত-দেখানো মুখের সামনে দিয়ে একে একে চলে গেলেন।

আমাকে বুঝিয়ে বলতে হল যে, দাঁত ক্ষয়ে গেলে সে-দাঁতে সীমেণ্ট আর সোনা আর রুপো দিয়ে বাঁধাবার চল আছে আমেরিকায়। আশী বছর বয়সের এক বৃদ্ধ — তাঁর সুন্দর পরিষ্কার দাঁতগুলিতে দন্তচিকিৎসার সামান্যতম প্রয়োজনেরও লক্ষণ নেই — তিনি এই মত প্রকাশ করলেন যে, আমেরিকানরা নিশ্চয়ই অত্যন্ত অদ্ভুত আর শক্ত শক্ত খাদ্য খায়, যার ফলে

দাঁতের এমন সর্বনাশ হয়। কয়েক জন বললেন, সোনার দাঁত আমেরিকানদের চলতে পারে, কিন্তু রাশিয়ানরা সব সময়ে চা খায় এত বেশি আর এত গরম যে, তাতে সোনা নিশ্চয়ই গলে যাবে — কাজেই রাশিয়ায় সোনার দাঁত চলতে পারে না। অসাধারণ এই আগন্তুকদের বাড়িতে স্থান দিয়ে মানীর মর্যাদা উপভোগ করছিলেন ইভান ইভানোভ — তিনি এবার মুখ খুললেন। জোর দিয়েই বললেন, তাঁর চা গাঁয়ের অন্য যে-কোন বাড়িরই চায়ের মতো গরম এবং শপথ করে বললেন যে, তিনি অন্তত দশ গ্লাস চা আমাকে দিয়েছেন, কিন্তু দাঁত তো একটুও গলে নি।

বিদেশে 'আমেরিকান' আর 'ধনী' এই শব্দ দুটো প্রায় সমার্থ। আমার চশমায় আর কলমে সোনা দেখে আমি নিশ্চয়ই খুবই ধনী বলে এঁদের প্রত্যয় জন্মে গেল। অথচ আমিও এঁদের সোনার বহর দেখে আশ্চর্য হচ্ছিলাম। কৃষকদের এই গাঁয়ে সোনা ছিল অঢেল — তবে, সেটা গাঁয়ের মানুষের গায়ে নয়, তাদের গির্জায়। গির্জার ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ে বেদীর পিছনে বিশ-ত্রিশ ফুট উঁচু সুন্দর আইকন-আধার — সেটা চকচকে সোনার আস্তরণ দিয়ে মোড়া। এই ধর্মস্থানটিকে সুসজ্জিত করবার জন্যে গ্রামের মানুষ এক সময়ে দশ হাজার রুবল তুলেছিল।

ছোট এই গ্রামটি ইউরোপ আর আমেরিকা থেকে বহু দূরবর্তী হলেও পশ্চিম থেকে আগত সংস্কৃতি আর সভ্যতার বিভিন্ন ছাপও এখানে ছিল। ছিল সিগারেট আর সিঙ্গার সেলাইকল, মেশিনগানের গুলিতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উড়ে গেছে এমন কেউ কেউ, শহুরে জামা-কাপড় আর সেলুলয়েডের কলার-পরা কারখানা-বসতির দুটি ছেলে — গাঁয়ের ঢিলা-জামা আর কাফটানের পাশে বিশ্রী সে বৈসাদৃশ্য।

একদিন রাত্রে এক প্রতিবেশীর কুটিরের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম — পর্দার ভিতর দিয়ে কানে এল — শুনে আমরা চমকে গিয়েছিলাম — নরম দোলানো সুরে ফরাসী ভাষায় প্রশ্ন, 'পার্লে ভ্যু ফ্রাঁসে?' কৃষকের ঘরের একটি সুশ্রী মেয়ে, গ্রামেরই মানুষ, কিন্তু অভিজাত পরিবারে মানুষ-করা মেয়ের যাবতীয় হাবভাব আর গরিমাই তার ছিল। পেত্রগ্রাদে একটি ফরাসী পরিবারে সে কাজ করেছে — ছেলে হবে বলে বাড়ি এসেছিল।

এই রকমের নানা পথে বাইরের পৃথিবীটা চুইয়ে চুইয়ে এসে শতাব্দীর-পর-শতাব্দীর তন্দ্রাচ্ছন্ন গ্রামটিকে নাড়া দিচ্ছিল। বন্দী আর সৈনিকদের মারফত, সওদাগর আর **জেম্‌স্তভোর** লোকজনের মারফত আসছিল বড় বড় নগরীর কথা, সাগরপারের বিভিন্ন দেশের কথা। এর ফল দাঁড়িয়েছিল বিভিন্ন পরদেশ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণার একটা অদ্ভুত পাঁচমিশালী খিচুড়ি — বিভিন্ন বাস্তব তথ্য আর কাল্পনিকতার অদ্ভুত মিশ্রণ। একবার আমেরিকা সম্বন্ধে একটা হাস্যোদ্দীপক অর্ধসত্য খুব চড়া হয়ে আমায় ঘা দিয়ে বিব্রত করে তোলে।

রাত্রে খেতে বসেছিলাম। আমি বলছিলাম, রাশিয়ায় যেসব রীতি-নীতি, আহার-অভ্যাস আমার কাছে নতুন আর অদ্ভুত লাগছিল সেগুলো আমি নোট্‌বুকে টুকে রাখছি।

বলছিলাম, 'আলাদা থালা না দিয়ে আপনারা সবাই খান একই বড় পাত্র থেকে। এটা অদ্ভুত রীতি।' ইভান বলেছিলেন, 'ঠিকই, আমরা সব অদ্ভুত মানুষই বটে।'

'আর আপনাদের ঐ প্রকাণ্ড চুল্লী! কামরার এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে এই চুল্লী। আপনারা রুটি বানান এর মধ্যে। শোনও ওর উপরে। এর ভিতরে ঢুকে আপনারা ভাপ-স্নান করেন। এই চুল্লী দিয়ে আপনারা করেন সবই এবং সেটা করেন অতি অদ্ভুতভাবে।' আবার মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ইভান বললেন, 'ঠিকই, আমরা সব অদ্ভুত মানুষই বটে।'

মনে হল পায়ের পাতার উপর কি যেন উঠে দাঁড়াল। ভেবেছিলাম কুকুর, কিন্তু দেখা গেল সেটা শুয়োর। আমি বলে উঠলাম, 'এই দেখুন, আপনাদের সবচেয়ে বেশি অদ্ভুত এক রীতি। শুয়োর আর হাঁস-মুরগীকে আপনারা সোজা খাবার ঘরেই ঢুকতে দেন!'

আভ্‌দতিয়ার কোলে শিশুটি ঠিক সেই সময়ে পা ছুঁড়তে আরম্ভ করল টেবিলের উপরে — অমন শিশু ঠিক যেমনটি করে। শিশুটির উদ্দেশে তিনি বললেন, 'এই, এই! টেবিল থেকে পা সরাও। এটা আমেরিকা নয়।' আর, আমার দিকে ফিরে তিনি শিষ্টভাবে বললেন, 'কত যে অদ্ভুত রীতি আছে আপনাদের আমেরিকায়!'

পরবের পরের দিন। কাছাকাছি শহরগুলো থেকে যারা এসেছিল তারা তখনও যায় নি। খেলাধুলা, নাচ-গান চলছিল গ্রামের সবুজ মাঠে। এক-দল বাচ্চা একটা অ্যাকর্ডিয়ন হাতে পেয়ে যথাবিধি টহল দিয়ে দিয়ে দাদা-দিদিদের আধো-নকল করে আগের দিনের গানগুলো গাইছিল। ছুটির-পরদিনকার আলস্য জড়িয়ে ছিল প্রায় গোটা গ্রামটিতে। কিন্তু ইভান ইভানোভের পরিবারটিতে নয়। সেখানে সবাই কর্মব্যস্ত। খড় পেঁচিয়ে আঁটি বাঁধবার দড়ি পাকাচ্ছিলেন আভ্দতিয়া। তাতিয়ানা ফালি ফালি গাছের ছাল বুনট করে স্যান্ডাল তৈরি করছিলেন। আভ্দতিয়ার বড় মেয়ে ওল্গা বেড়ালটাকে চা খেতে শেখাচ্ছিল জোর করে। ইভান কাস্তেতে শান দিচ্ছিলেন।... আমরা বেরিয়ে পড়লাম মাঠে যাবার জন্যে।

তা দেখে **ইজবা**গুলো থেকে তরুণেরা বেরিয়ে এসে উত্যক্ত করতে থাকল, 'অনুগ্রহ করে মাঠে যাবেন না। ঘরে থাকুন।' আমরা এগোতে থাকলে তারা রীতিমতো গম্ভীর হয়ে উঠল। আমি জানতে চাইলাম আমাদের মাঠে যেতে বারণ করছে কেন।

তারা বলল, 'এক গেরস্ত মাঠে নামলে আর সবাইও পেছন পেছন ছুটবে। তাহলেই পরবের মজা খতম। যাবেন না!'

কিন্তু তখন পাকা ফসলের ডাক এসেছে। ঝলমল করছে রোদ — কে জানে কখন বৃষ্টি নেমে যায়। ইভান এগিয়েই চললেন। পনর মিনিট পরে একটু উঁচু জায়গায় পৌঁছে আমরা পিছন ফিরে দেখলাম পথগুলোয় মানুষের কালো কালো মূর্তি — সব চলেছে মাঠে। মৌচাকের মতো গ্রামটা তার কর্মীদের পাঠিয়ে দিচ্ছে ভান্ডারের খাদ্যসংগ্রহের জন্যে — শীত আসছে। আমরা রাই-ক্ষেতে পৌঁছলে নেক্রাসভের 'রাশিয়ায় কে হতে পারে সুখী আর স্বাধীন' নামে জাতীয় এপিক্ কবিতা থেকে ইয়ানিশেভ উদ্ধৃতি আবৃত্তি করলেন:

ও সোনায় ভরা শস্যক্ষেত!
এখন তোমায় দেখে
ভাবতে পারে কেউ

সে কি খাটুনি খেটে
তোমায় সাজাল এমন সাজে!
তুমি যে হয়েছ সিক্ত
সে তো নয় রাতের শিশিরে;
তোমার শরীরে ঝরেছে
সে কৃষকের ঘাম।
জই দেখে চাষী খুশি,
চাষী খুশি রাইয়ে,
আর বার্লি ক্ষেত দেখে,
গমেতে নয় খুশি —
গম তো কিছু ভাগ্যবানের জোটে;
তোমায় বাসি নে ভাল, গম!
রাই আর বার্লিকে
ভালবাসি — তারা সহৃদয়,
সবার কপালে তারা জোটে।

যে-যার কাজে লেগে গেলে আমিও জল-টানা, আঁটি-বাঁধা, কাস্তে-চালানোয় হাত লাগালাম — আর হাল্কা-বাদামী রঙের ডাঁটাগুলোর গড়িয়ে-পড়া দেখতে থাকলাম। কাস্তে চালাতে দক্ষতা লাগে, অভ্যাস থাকা দরকার। কাজেই আমার কাজ খুব একটা বীরের মতো প্রতিপন্ন হল না, আমেরিকার ফসল-কাটা কর্মীদের মর্যাদা বাড়াতেও পারলাম না। ইভান অত্যন্ত বিনয়ী মানুষ—তিনি আমার কাজের সমালোচনা করতে পারেন না, কিন্তু এতে যে তাঁর চাপা মজা লাগছিল সেটা লক্ষ্য করেছিলাম। আভ্দোতিয়ার কাছে তিনি যে-মন্তব্য করলেন তার মধ্যে উটের রাশিয়ান প্রতিশব্দটা ছিল সেটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। সত্যিই আমি কুঁজো হচ্ছিলাম উটেরই মতো, এদিকে ইভান ইভানোভ খাড়া দাঁড়িয়ে কাজ করছিলেন — কাস্তে চালাচ্ছিলেন একেবারে ওস্তাদ কারিগরের মতো। ইভান আমাকে উটের সঙ্গে তুলনা করছেন বলে আমি তাঁর কাছে গিয়ে নালিশ তুললাম। তিনি বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু যখন বুঝলেন আমি কৌতুক বোধ করেছি, এবং কুঁজ-ওঠা ঐ জীবটার সঙ্গে সাদৃশ্যটা মেনে নিয়েছি, তখন তিনি হাসতে থাকলেন — সে-হাসি আর থামে না।

গাঁক-গাঁক করে চিৎকার করে তিনি বললেন, 'তাতিয়ানা! মিখাইল! আল্‌বাৎ' দাভিদোভিচ বলছেন, ফসল কাটার সময়ে ওঁকে উটের মতো দেখায়। হোঃ! হোঃ! হোঃ!' এর পরেও আরও দু'-তিন বার তিনি হঠাৎ হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়েছিলেন। দীর্ঘ শীতে অনেক অসহ্য সন্ধ্যা বাঁচাতে উটটা তাঁকে সাহায্য করেছিল নিশ্চয়ই।

রাশিয়ার কৃষকের আলসেমির বর্ণনা দিয়ে থাকেন লেখকেরা। হাটখোলায় আর ভোদ্‌কার দোকানে কৃষকদের বৃথা সময় নষ্ট করতে দেখলে সেই ধারণাই হয় বটে। কিন্তু মাঠে সেই কৃষকের সঙ্গে তাল রেখে চলতে গেলে সে-ধারণা দূর হয়ে যায় অচিরেই। মাথার উপরে কাঠ-ফাটা রোদ, আর পায়ের তলা দিয়ে উঠছে ধুলো — সেই অবস্থায়, ক্ষেত থেকে একেবারে শেষ খড়-কুটোটা পর্যন্ত খুটে তুলে নেওয়া অবধি তারা ফসল কাটল, জড়ো করল, আঁটি বাঁধল, স্তূপ করে রাখল। তারপরে ফিরল গ্রামের ভিতরে।

বলশেভিক মতবাদের প্রশ্নে কৃষকেরা সতর্ক

আমরা পেঁছবার সময় থেকেই একটা বক্তৃতা করবার জন্যে কৃষকেরা ইয়ানিশেভকে বলছিলেন। সন্ধ্যে হতে একটা প্রতিনিধিদল এসে তাঁকে অনুরোধ করতে লাগল।

ইয়ানিশেভ বললেন, 'ভেবে দেখুন একবার, দশ বছর আগে আমাকে সমাজতন্ত্রী বলে সন্দেহ হলে এই কৃষকেরা আমাকে খুন করতে আসত, আর আজ আমাকে বলশেভিক জেনেও তারা এসে আমাকে বক্তৃতা করবার জন্যে সাধাসাধি করছে। তখন থেকে অবস্থা অনেক দূর গড়িয়েছে।'

সংসারের দুঃখ-যাতনাগুলো সম্বন্ধে গভীরভাবে অনুভূতিপ্রবণ হওয়াকে গুণ বলে ধরা না হলে ইয়ানিশেভকে গুণবান বলা যায় না। অপরের দুর্দশা দেখে যন্ত্রণাকাতর হয়ে তিনি নিজেই অভাব-কষ্টের জীবন বরণ করে নিয়েছিলেন। আমেরিকায় কারিগরের কাজে তিনি দিনে ছ' ডলার রোজগার করতেন। এর থেকে সস্তার কামরা আর খাবারের পয়সা রেখে বাদবাকিটা দিয়ে 'সাহিত্য' কিনে বাড়ি-বাড়ি দিয়ে আসতেন। বস্টন, ডেট্রয়েট, মস্কো আর মার্সাইয়ের গরিব মহল্লাগুলোতে লোকে বলবে কমরেড ইয়ানিশেভ আদর্শের জন্যে সবকিছু দিয়ে গেছেন।

টোকিওয় আর একজন নির্বাসিত একবার দেখেছিলেন ইয়ানিশেভ আপত্তি করছেন, আর একজন উত্তেজিত রিক্সাওয়ালা তাঁকে টেনে রিক্সায় তুলবার চেষ্টা করছে। ইয়ানিশেভ বলেছিলেন, 'উঠতেই হল সেই রিক্সায়, আর সে ঘামতে ঘামতেও টানতে থাকল ঘোড়ার মতো। আমি বোকাসোকা মানুষ হতে পারি, কিন্তু একটা মানুষ আমার জন্যে জানোয়ারের মতো কাজ করবে, সে আমি হতে দিতে পারি নে। কাজেই, তাকে পয়সা দিয়ে আমি নেমে পড়লাম। রিক্সায় চড়ছি নে আর কখনও।'

রাশিয়ায় ফিরবার পর থেকে তিনি দিন-রাত এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে গিয়ে বড় বড় জনতার সামনে বক্তৃতা করে গলা ভেঙেছেন — ফ্যাসফ্যাস করা আর অঙ্গভঙ্গি ছাড়া তখন আর কোন সাধ্য ছিল না। জন্মভূমি গ্রামে তিনি গিয়েছিলেন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করবার জন্যে। কিন্তু বিপ্লব তাকে বিশ্রাম দিচ্ছে না সেখানেও।

কৃষকেরা মিনতি করে বললেন, 'একটা বক্তৃতা করুন না মিখাইল পেত্রভিচ — একটা ছোট্ট বক্তৃতা।'

ইয়ানিশেভ অস্বীকার করতে পারলেন না। কমিটির লোকেরা একখানা গাড়ি টেনে নিলেন গ্রামের সবুজ প্রান্তরে — সেটাকে ঘিরে ভিড় বেশ জমাট বেঁধে উঠলে ইয়ানিশেভ সেই বক্তৃতামঞ্চে উঠে বিপ্লব, যুদ্ধ আর জমি সম্বন্ধে বলশেভিক বৃত্তান্ত বলতে আরম্ভ করলেন।

সবাই দাঁড়িয়ে শুনতে থাকল — ইতিমধ্যে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হল। আনা হল সব মশাল, ইয়ানিশেভ বলে চললেন। গলার স্বর ফ্যাসফেসে হয়ে এল। তারা এনে দিল জল, চা আর ক্‌ভাস্‌। গলা দিয়ে আর কথা বের হয় না; স্বরটা আবার ফোটা অবধি সবাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল। সারা-দিন ক্ষেতে-খাটা এই কৃষকেরা গভীর রাত অবধি ঠায় দাঁড়িয়ে রইল-- শরীরের জন্যে খাদ্য সংগ্রহ করবার চেয়ে মনের জন্যে সঞ্চয় করবার জন্যেই তাদের আগ্রহ বেশি। প্রতীকস্বরূপ সে-দৃশ্য: ইউক্রেনের স্তেপভূমি, মস্কো সমভূমি আর সাইবেরিয়ায় সুদূর বিস্তৃত ভূখণ্ডে ছড়ানো অযুত অযুত গ্রামের মধ্যে এই গ্রামটির অন্ধকারে জ্বলছে জ্ঞানের মশাল। সে-রাত্রে এমন শত শত গ্রামেই জ্বলছিল মশাল, আর ইয়ানিশেভরা বলছিলেন বিপ্লবের কাহিনী।

বক্তাকে ঘিরে ঘনিয়ে-আসা আগ্রহ-ভরা মুখগুলিতে সে কী ভক্তি-শ্রদ্ধা আর যুগযুগান্তের কামনা! অন্ধকারের ভিতর থেকে উঠছে প্রশ্ন — সে কী ক্ষুধা তাতে! একেবারে সম্পূর্ণ অবসন্ন হয়ে পড়া অবধি ইয়ানিশেভ মেহনত করে চললেন। যখন আর সম্ভব হল না কিছুতেই, তখন তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরে গেল। তাদের মন্তব্যগুলো আমি শুনেছিলাম। 'অজ্ঞ, নিরক্ষর এই মুজিকেরা' কি এই নতুন মতবাদ গ্রহণ করতে, প্রচারকের ভাবাবেগে প্রভাবিত হতে প্রস্তুত?

তারা বলছিল, 'মিখাইল পেত্রভিচ ভাল লোক। আমরা জানি তিনি গেছেন দূর দূর দেশে, দেখেছেন অনেক কিছু। তিনি যাতে বিশ্বাস করেন সেটা কারও পক্ষে ভাল হতে পারে, কিন্তু কি জানি আমাদের পক্ষে ভাল কিনা।' সমগ্র অন্তর-মন ঢেলে ইয়ানিশেভ বলশেভিকবাদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এই মতবাদের মর্মটাকে তুলে ধরেছেন — কিন্তু দলে এল না একজনও। কামরার গুমোট থেকে সরে খড়ের গাদার উপরে উঠতে উঠতে ইয়ানিশেভ নিজেও সে-কথা বললেন। প্রচারক দিলেন তাঁর সবকিছু, অথচ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় প্রত্যাখ্যাতই হলেন—এমন মানুষের নিঃসঙ্গতা আর আত্মিক শূন্যতাটাকে যেন অনুমান করলেন ফেদসেয়েভ নামে এক যুবক কৃষক।

তিনি বললেন, 'মিখাইল পেত্রভিচ, জিনিসটা সবই এত নতুন! আমরা তো বুঝি আস্তে আস্তে। এসব নিয়ে ভেবে দেখার জন্যে, কথা বলে দেখবার জন্যে আমাদের সময় লাগে। আমরা মাঠের ফসল তুললাম তো সবে এই আজ, কিন্তু মাটিতে বীজ বোনা হয়েছিল তো সেই কত মাস আগে।'

আমিও একটা আশ্বাসের কথা বলতে চেয়েছিলাম। নিজ মতবাদের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রতি মহা-উৎসাহীর দৃঢ়-আস্থাভরে ইয়ানিশেভ ফিসফিস করে বললেন, 'তাতে কিছু এসে যায় না। পরে বিশ্বাস ওরা করবেই।' ভেঙে প'ড়ে তিনি শুয়ে পড়লেন খড়ের গাদায়। শরীরটা কাঁপছিল, তিনি কাশছিলেন, কিন্তু মুখখানায় প্রশান্তি।

আমার মনে সন্দেহ ছিল। কিন্তু ঠিক বলেছিলেন ইয়ানিশেভ। আট মাস পরে তিনি আর একটা বক্তৃতা করেছিলেন গ্রামের সেই সবুজ প্রান্তরে। সেটা ছিল স্পাস্কয়ে গ্রামের কমিউনিস্ট পার্টির আমন্ত্রণক্রমে। ফেদসেয়েভ ছিলেন সেই সভায় সভাপতি।

ইয়ানিশেভ বললেন জমির কথা

সকালে অনেক কৃষক এসে নানা প্রশ্ন করলেন। সর্বোপরি প্রশ্ন ছিল জমি নিয়ে। এ বিষয়ে তখনকার দিনে বলশেভিক সমাধান ছিল এই: 'এটা স্থানীয় জমি কমিটিগুলির হাতে রাখতে হবে। বড় বড় জমিদারিগুলো হাতে নিয়ে তারা সেই জমি তুলে দেবে জনগণের হাতে।' কৃষকেরা বললেন, স্পাস্কয়ের জমি-সমস্যার সমাধান এতে হয় না — কেননা, এখানে রাজার, গির্জার কিংবা ব্যক্তিগত জমিদারি নেই।

মোড়ল বললেন, 'এ এলাকার সমস্ত জমির মালিক আমরাই। সেটা মোটেই যথেষ্ট নয় — কেননা, ঈশ্বর আমাদের ছেলে-মেয়ে দেন বহু। মিখাইল পেত্রভিচ যেমনটি বললেন তেমনি ভালই হতে পারেন বলশেভিকেরা, কিন্তু সরকার হাতে নিলে তাঁরা কি আরও জমি বানাতে পারেন? না, তা তাঁরা পারেন না। সেটা পারেন কেবল ঈশ্বর। সাইবেরিয়ায় কিংবা অন্য যেখানে অঢেল জমি আছে এমনি যেকোন জায়গায় আমাদের পাঠিয়ে দেবার মতো যথেষ্ট-পয়সাওয়ালা একটা সরকারই আমরা চাই। সেটা করবেন কি বলশেভিকেরা?'

পুনর্বাসনের পরিকল্পনাটিকে ইয়ানিশেভ ব্যাখ্যা করে বললেন। তার পর রাশিয়ার জন্যে বলশেভিকদের কৃষি কমিউনের পরিকল্পনার কথা তিনি বললেন। **মিরটাকে** শেষপর্যন্ত বৃহদায়তন সমবায় খামারে রূপান্তরিত করতে হবে। স্পাস্কয়েতে জমির বর্তমান ব্যবস্থায় কত অপচয় হয় সেটা তিনি দেখিয়ে দিলেন। যথারীতি এখানে জমি চারটে বিভাগে বিভক্ত। একটা ভাগ বারোয়ারী (এজমালি) পশুচারণক্ষেত্র। সরেস, খারাপ আর মাঝারী ধরনের জমির ন্যায্য বাঁটোয়ারা নিশ্চিত করবার জন্যে ঐ বিভাগগুলির প্রত্যেকটিতে প্রত্যেকটি কৃষকের জন্যে জমি নির্দিষ্ট থাকত। এক জমি থেকে আর এক জমিতে যেতে কত সময় নষ্ট হয় সে-কথা বললেন ইয়ানিশেভ। জমিগুলোকে টুকরো-টুকরো না করে বিরাট পরিসরে একটামাত্র ক্ষেত হিসাবে নিয়ে কাজ চালালে কত বেশি সুবিধা হয়, সেটা তিনি দেখিয়ে দিলেন। গ্যাঙ প্লাউ আর হার্ভেস্টার কম্বাইন কেমন কাজ দেয় তার একটা

ছবি তিনি তুলে ধরলেন। তাতে যে যাদুর মতোই কাজ হয় সেটা দুজন দেখেছিলেন আর একটা প্রদেশে — তাঁরা সে-কথা জানিয়ে বললেন, ওগুলো রীতিমতো 'ভূত' (**চোর্তি**)।

কৃষকেরা প্রশ্ন করলেন, 'আমেরিকা ওসব যন্ত্র আমাদের পাঠাবে?'

উত্তরে ইয়ানিশেভ বললেন, 'কিছু কাল পাঠাবে — তার পরে আমরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানা গ'ড়ে এখানে এই রাশিয়াতেই তৈরি করব।'

ইয়ানিশেভ তাঁর শ্রোতাদের আবার নিয়ে গেলেন তাদের শান্ত-স্নিগ্ধ গ্রাম্য পরিবেশ থেকে বিরাট আধুনিক শিল্পায়তনের গর্জন আর হট্টগোলের মাঝে। তাঁর সেই কাহিনীতে অস্বস্তিকর প্রতিক্রিয়াও হল সেই আগের বারেরই মতো। আধুনিক শিল্পায়ন সম্বন্ধে তারা মোহিত না হয়ে শঙ্কিতই হয় বেশি। আমাদের আশ্চর্য যন্ত্রপাতি তারা চায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবে যে, সেটা পেতে হলে সবুজ-শ্বেত মাঠগুলির উপরকার আকাশ চিম্নির কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে, এই যদি হয় ব্যাপার, তাহলে সেটা কতখানি আশীর্বাদ হয়ে আসবে সেটা তো সন্দেহের কথা। 'কারখানার বয়লারে সিদ্ধ হওয়াটা' কৃষকদের ভয়ের বস্তু। দারিদ্র্যের জন্য তারা কেউ কেউ খনিতে কিংবা কলে কাজ করতে গিয়েছিল, কিন্তু বিপ্লবের পরে তারা দলে দলে গ্রামে ফিরে আসে।

বিভিন্ন সামাজিক প্রশ্ন ছাড়াও, ইয়ানিশেভকে বহু ব্যক্তিগত সমস্যারও সম্মুখীন হতে হয়েছিল। রাজনীতিক মতবাদ গ্রহণ করতে গেলে ব্যক্তিগত বিশ্বাস খোয়াতে হবে নাকি? যেমন, গ্রীক্ চার্চ যে ছেড়েছে তাকে কি খাবার আগে আর পরে ক্রুশ-চিহ্ন করতে হবে? ইয়ানিশেভ তেমনটা করবেন না বলে স্থির করলেন, এবং ইভান ইভান্নোভের প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত হলেন। তবে, ইয়ানিশেভ প্রথাটি বাদ দেওয়ায় বৃদ্ধ কৃষকটি একটু হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন, আর তাঁর স্ত্রী দুঃখিত হলেও তাঁরা কখনও জবাবদিহি করতে বলেন নি।

রাশিয়ায় ক্ষেতের মেহনতীকে 'ঈশ্বর সাহায্য করুন' (**বগ্ ভ্ পমশচ্**) বলে অভিবাদন জানানোই ছিল প্রচলিত শিষ্টাচার। ইয়ানিশেভ স্থির করলেন আনুষ্ঠানিক 'সুপ্রভাতের' বদলে সেটাই তিনি ব্যবহার করবেন। ফেদসেয়েভের মরে যাওয়া শিশু-সন্তানের জন্যে যে-দীর্ঘ প্রার্থনা-অনুষ্ঠান

হয়েছিল তাতেও ইয়ানিশেভ সর্বক্ষণ হাজির ছিলেন। রাশিয়ার গ্রামে গির্জার ঘণ্টা প্রায়ই বাজে শিশুর মৃত্যুতে।

মোড়ল বলেছিলেন, 'ঈশ্বর আমাদের বহু ছেলেমেয়ে দেন — কাজেই, যারা বেঁচে থাকে তাদের মুখে রুটিটুকু তুলে ধরতে হলে ক্ষেত-খামারের কাজে হেলা করতে পারি নে।' কাজেই, আর সবাই গেলেন মাঠে, এবং পাদ্রী আর মৃত শিশুর বাপ-মা, ইয়ানিশেভ আর আমি গেলাম গির্জায়। মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল তার ন'টি ছেলে-মেয়ে। তাঁর সন্তান হয়ে আসছে প্রতি বছরই; বয়স হিসেবে তাদের দাঁড় করিয়ে দিলে সিঁড়ির একটা শ্রেণীর মতো হয় — তার এখানে-ওখানে এক একটা ফাঁক, এক একটি শিশু মারা যাবার চিহ্ন। আবার এ বছরও একটি মারা গেল। শিশুটি একেবারে ছোট— তার পাশের লিলি ফুলটার চেয়ে বড় নয়: ছোট্ট নীল শবাধারে তাকে লাগছে ভারি ছোট্ট, ভারি ক্ষীণ, আর তার চারপাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে গির্জার বিশাল দেওয়াল আর থামগুলো।

স্পাস্কয়ে গ্রামের পাদ্রী-ভাগ্য ভাল। সহৃদয় এবং সহানুভূতিশীল এই মানুষটিকে সবাই পছন্দ করত এবং বিশ্বাস করত। শিশুদের জন্যে এমন প্রার্থনা-অনুষ্ঠান তাঁকে করতে হত প্রায়ই, তবু, সেটা যাতে নিতান্ত গতানুগতিকতায় পর্যবসিত না হয় সেজন্যে তিনি চেষ্টা করছিলেন। মৃদুভাবে তিনি শবাধারের বাতিগুলি জ্বালালেন, শিশুটির বুকের উপর রাখলেন ক্রুশখানি, তার পরে আরম্ভ করলেন প্রার্থনা — গির্জাটি ভরে উঠল তাঁর অনুনাদিত স্বরে। পাদ্রী আর তাঁর সহকারী যাজক প্রার্থনা-মন্ত্রোচ্চারণ করতে থাকলেন, তখন মৃত শিশুর মা-বাবা আর তাদের সন্তানেরা ক্রুশ-চিহ্ন করে নতজানু হয়ে ভুঁইয়ে মাথা ঠেকাল। পাদ্রীর বিপরীত দিকে ইয়ানিশেভ দাঁড়িয়ে থাকলেন অর্ধনত শিরে।

দুপারে এঁরা দুজন পরস্পর মুখোমুখি। একজন পবিত্র সনাতনী গির্জার এক পাদ্রী, অন্যজন সমাজ-বিপ্লবের 'পয়গম্বর'। পরলোকে, স্বর্গে শিশুকে সুখী আর নিরাপদ করবার জন্যে একজন আত্মনিবেদন করছেন, আর জীবন্ত ছেলেমেয়েদের জন্যে পৃথিবীটাকে নিরাপদ ও সুখে ভরে তোলার কাজে জীবন উৎসর্গ করেছেন অন্যজন।

•   •

রাশিয়ার শহরে-শহরে, নগরে-নগরে ইয়ানিশেভের প্রচার-পর্যটনের অনেকগুলিতেই আমি সঙ্গে গিয়েছি। ইভানভোর টেক্সটাইল-শিল্পকেন্দ্রের দক্ষ কারিগরদের থেকে আরম্ভ ক'রে 'তলদেশ' নাটকে মস্কোর চোরদের যে-বস্তির কথা মাক্সিম গোর্কি চিরকাল মনে রাখবার মতো ক'রে চিত্রিত করে গেছেন সেই অবধি সমস্ত রকমের প্রলেতারিয়ানের সংস্পর্শে আমরা এসেছি। কিন্তু ইয়ানিশেভের মনটা সব সময়েই পড়ে থাকত গ্রামে।

ছ' মাস পরে মস্কোয় চতুর্থ সোভিয়েত কংগ্রেসে আমি ইয়ানিশেভের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম। তাঁর বাহুলগ্না হয়ে ছিলেন সত্তর বছর বয়সের এক অতি শীর্ণা বয়ঃকুব্জা বৃদ্ধা। সসম্ভ্রমে 'আমার শিক্ষিকা' ব'লে ইয়ানিশেভ তাঁকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। রাশিয়ার চতুঃসীমানার বাইরে কিংবা শ্রমজীবীশ্রেণীগুলির বাইরে এই নারীর নাম অপরিচিত। কিন্তু শ্রমিক আর কৃষকদের তরুণ বিদ্রোহীদের মধ্যে তাঁর নাম ছিল সবকিছু। তাঁদের সঙ্গে তিনি দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা আর কারাজীবনে ভাগীদার হয়েছেন। সুদীর্ঘ বছরের পর বছরের মেহনত আর অনশন তাঁকে পাংশু, ক্ষীণ করে দিয়ে গেছে, তাঁকে দেখলে কষ্ট হয় — যতক্ষণ না তাঁর চোখ দুটো নজরে পড়ে। সে-চোখে তখনও সেই আগুন, যে-আগুন ইয়ানিশেভের মতো বহু-বহু তরুণের অন্তর উদ্দীপিত করেছে, পাঠিয়েছে তাদের সমাজবিপ্লবের অগ্নিদূত করে। বিপ্লবের জন্যেই ছিল তাঁর সমগ্র জীবন, কিন্তু সেটা তিনি দেখেও যেতে পারবেন তা স্বপ্নেও ভাবতে ভরসা পান নি।

সে-বিপ্লব এসেছে, এখন তিনি তাঁর সব আপন-জনের মাঝে, তাঁর এক তরুণ শিষ্যের হাত ধ'রে। সত্যি বটে, শিল্প উচ্ছন্ন হয়ে আছে, দরজায় ঘা মারছে জার্মানরা, নগরীতে ভুখ আর হিমের নিষ্ঠুর টহল — তবু, প্রাচীন 'সম্ভ্রান্তদের হল-ঘরে' ব'সে লেনিনের কথা শুনতে শুনতে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন আসছে নতুন দিন — সে-দিন সবার জন্যে আনবে শান্তি এবং তাঁর জন্যে আনবে গাঁয়ে শান্তভাবে থাকবার সম্ভাবনা।

ফিসফিস করে তিনি আমাকে বললেন, 'আমরা দুজনেই এসেছি গাঁ থেকে, গ্রামকে আমরা দুজনেই ভালবাসি। বিপ্লব নিষ্পন্ন হলে মিখাইল আর আমি গ্রামে গিয়ে থাকব।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অশ্বারোহী জেনারেল

১৯১৭ সালের গ্রীষ্মকালে আমি রাশিয়ায় চারিদিকে বহু জায়গায় ঘুরেছিলাম। যন্ত্রণাকাতর মানুষের আক্ষেপ শোনা যাচ্ছিল চারিদিক থেকে। সেটা শুনেছি ইভানভো টেক্সটাইল মিলে, নিজ্‌নির মেলায়, কিয়েভের বিভিন্ন বাজারখোলায়। ভলগায় স্টীমারের খোল থেকে আর রাত্রে নীপার নদীতে ভাসমান বজরা আর কাঠের রাশ থেকে সে আক্ষেপ আমার কানে এসেছে। মানুষের দুঃখ-দুর্দশার প্রধান কারণটা ছিল যুদ্ধ, 'যুদ্ধের অভিশাপ'।

যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি আর ধ্বংসাবশেষ দেখতাম সর্বত্র। ইউক্রেনে চড়াই-উৎরাইয়ের যে ভূভাগ দেখে গোগল* বলে উঠেছিলেন: 'ওগো স্তেপভূমি! ও ঈশ্বর! আহা, কী সুন্দর!' সেসব এলাকায় আমি গাড়ি করে গিয়েছি। পাহাড়ের ভাঁজের মধ্যে একটা ছোট্ট গ্রামে আমরা থামলে আমাদের **জেমস্তভো** গাড়িখানাকে ঘিরে এসে দাঁড়িয়েছিল তিন শ' মেয়ে, চল্লিশ জন বৃদ্ধ আর বালক এবং জন কুড়ি পঙ্গু সৈনিক। তাঁদের কাছে কিছু বলবার জন্যে দাঁড়িয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম: 'ওয়াশিংটনের নাম শুনেছেন ক' জন?' একটি ছেলে হাত তুলেছিল। 'লিঙ্কনের নাম?' -- হাত উঠল তিনখানা। 'কেরেনস্কি?' — প্রায় নব্বই। 'লেনিন?' — আবার নব্বই। 'তলস্তয়?' — হাত উঠল এক শ' পঞ্চাশখানা।

এতে তারা বেশ মজা পাচ্ছিল — বিদেশীকে দেখে আর তার হাস্যকর উচ্চারণে তারা একসঙ্গে হাসছিল। তারপর নির্বোধের মতো একটা মস্ত ভুল করে বসলাম। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'যুদ্ধে আপনাদের মধ্যে কারও কেউ মারা গেছে?' হাত তুলল প্রায় প্রত্যেকেই, আর যে ভিড়টা ছিল হাসি-খুশি তার ভিতর দিয়ে বয়ে গেল একটা বিলাপের সুর — গাছের ভিতর দিয়ে কেঁদে উঠল যেন শীতের হাওয়া। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে গাড়ির চাকায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন দুজন বৃদ্ধ কৃষক — তাতে কেঁপে কেঁপে উঠছিল আমার মঞ্চটা। ভিড়ের ভিতর দিয়ে চিৎকার করতে

---

* গোগল ন. ভ. (১৮০৯—১৮৫২) — অন্যতম শ্রেষ্ঠ রুশ লেখক।

করতে বেরিয়ে এল একটি ছেলে: 'আমার ভাই—আমার ভাইকে তারা খুন করেছে!' চোখের ওপর **প্লাতোক** টেনে কিংবা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে মেয়েরা কাঁদতেই থাকল—আমি বুঝতেই পারছিলাম না যে, কোথা থেকে এল এত কান্না। শান্ত ঐ মুখগুলির পিছনে ছিল এত ব্যথা, তা তো আগে স্বপ্নেও ভাবা যায় নি।

যুদ্ধ রাশিয়ার হাজার হাজার গ্রাম থেকে সমস্ত কর্মক্ষম মানুষকে উজাড় করে নিয়ে গিয়েছিল—এ তো তারই একটিমাত্র গ্রাম। অগণিত গ্রামে আহতরা ফিরেছিল ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে, চোখ হারিয়ে কিংবা হাত কাটা হয়ে। আরও নিযুত নিযুত মানুষ তো আদৌ ফেরেই নি। কৃষ্ণ সাগর থেকে বল্টিক সাগর অবধি জার্মানদের বিরুদ্ধে রাশিয়ানদের ১,৫০০ মাইল বিস্তৃত রণাঙ্গনের বিশাল গোরস্তানেই তারা রয়ে গিয়েছিল। সেখানে জার্মানদের মেশিনগানের মুখে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শুধু-লাঠি-হাতে কৃষকদের — আর 'কচুকাটা' হয় তারা।

আর্খাঙ্গেলস্কে কামান ছিল যথেষ্ট। গাড়ির উপর চেপে তা রণাঙ্গন অভিমুখে রওয়ানাও হয়েছিল। কিন্তু কোন কোন কারবারির মালের জন্যে ঐ গাড়িগুলোর দরকার ছিল, তারা কর্মকর্তাদের হাতে গুঁজে দিয়েছিল কয়েক হাজার রুবল — তাই, আর্খাঙ্গেলস্ক থেকে দশ মাইল দূরে যুদ্ধোপকরণ নামিয়ে দিয়ে গাড়িগুলো ফিরে এসেছিল শ্যামপেন, মোটরগাড়ি আর হরেক রকমের প্যারিসীয় পোশাকআশাকে বোঝাই হবার জন্যে।

পেত্রগ্রাদে এবং অন্যান্য বড় নগরীতে জীবন ছিল আনন্দমুখর আর ঝলমলে — যুদ্ধের এই কারবারে মুনাফা ছিল মোটা — কিন্তু জারের হুকুমে ট্রেঞ্চে তাড়িয়ে-নিয়ে-যাওয়া ১,০০,০০,০০০ সৈনিকের পক্ষে এ ছিল হিম আর রক্তের কারবার।

তার পরে কেরেন্‌স্কির আমলেও অস্ত্রসজ্জিত ছিল ১,০০,০০,০০০ সৈনিক। বাধ্যতামূলক সামরিক আইন বলে লাঙল আর কলকারখানা থেকে টেনে নিয়ে তাদের হাতে গুঁজে দেওয়া হয়েছিল বন্দুক। সেই অস্ত্র যাতে তারা ছুঁড়ে ফেলে না দেয় সে জন্যে হরেক রকমের কৌশল নিয়েছিল শাসকশ্রেণী। পতাকা দুলিয়ে তারা 'জয় আর গৌরবের' ঘোষণা করত তারস্বরে। তারা 'নারীদের মৃত্যু ব্যাটালিয়ন' দাঁড় করিয়ে তাদের চিৎকার

করাত — 'লজ্জা করে না তোমাদের যে, তোমাদের লড়াই লড়তে হচ্ছে মেয়েদের?' বিদ্রোহী রেজিমেণ্টগুলোর পিছনে মেশিনগানের সারি বসিয়ে তারা জানিয়ে দিত যে, যে পশ্চাৎপসরণ করবে তার মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু সবই বৃথা গেল।

সৈন্যদের বিদ্রোহ

হাজারে হাজারে সৈনিক বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে রণাঙ্গন থেকে ফিরে যাচ্ছিল স্রোতের মতো। রেলপথ, রাজপথ আর জলপথগুলোকে একেবারে বুজিয়ে দিয়ে তারা এল পঙ্গপালের ঝাঁকের মতো। ট্রেনের ছাদ আর মাচান ভরতি করে, সিঁড়িতে আঙুরের মতো থোলো থোলো হয়ে ঝুলতে ঝুলতে — এক এক সময়ে বার্থ থেকে যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে — তারা ফিরতে থাকল। ওয়াই. এম. সি. এ.'র একজন হলফ করে বলেছিলেন তিনি এই নোটিস দেখেছিলেন: 'কমরেড সৈনিকগণ, চলন্ত ট্রেন থেকে অনুগ্রহ করে যাত্রীদের জানালা দিয়ে ফেলে দেবেন না।' এটা হয়ত অতিশয়োক্তি। কিন্তু আমাদের সুটকেসগুলোকে তারা জানালা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল ঠিকই।

এটা ঘটেছিল আলেক্স গাম্বের্গের সঙ্গে আমার একবার মস্কো যাবার পথে। আমাদের কামরাটায় ভীষণ ভিড় হয়েছিল; ঠাণ্ডা না লাগবার জন্য জানালা-দরজাগুলোকে বন্ধ করে রাশিয়ানরা পরম সুখে নিদ্রা গেল। জায়গাটা অচিরেই বাষ্প-স্নান ঘরেরই মতো ভাপসা হয়ে একেবারে অসহ্য হয়ে উঠল। একটুখানি হাওয়া ঢুকাবার জন্যে আমি দরজাটা ঠেলে খুলে দিয়ে সবার মতোই ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে একটা কঠিন ধাক্কা খেলাম: আমাদের সুটকেসগুলো নেই।

বৃদ্ধ কণ্ডাক্টর ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন, 'ইউনিফর্ম-পরা কিছু 'কমরেড'-ডাকাত সুটকেসগুলোকে জানালা দিয়ে ফেলে ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে গেছে।' পাশের কামরায় একজন অফিসারের মালপত্তরও ঐভাবে চুরি গেছে — এই বলে তিনি আমাদের বড় দুঃখে সান্ত্বনা দিতে চাইলেন। জামা-কাপড়ের জন্যে ততটা নয় — কিন্তু ব্যাগে যেসব অমূল্য পাসপোর্ট, নোট বুক আর অভিজ্ঞান পত্রাদি ছিল সেজন্যেই আমাদের কষ্ট হচ্ছিল।

আর একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল তার দু' সপ্তাহ পরে: মস্কোর স্টেশন মাস্টারের কাছ থেকে একটা ডাক এল। ডাকাতেরা আমাদের একটা সুটকেস ফেরত দিয়েছে, তাতে আমাদের জামা-কাপড় ছিল না একটাও, কিন্তু ছিল আমাদের সমস্ত দলিলপত্র আর সেই অফিসারটির কাগজপত্র— একখানাও খোয়া যায় নি।

তবে কিনা, দলে দলে তখন দেশ জুড়ে ধেয়ে চলেছিল যে পলাতক সৈনিকেরা — তাদের দুর্দশার কথা মনে করলে, তাদের চুরি আর অনাচারের চেয়ে বরং এই কাণ্ডের সংখ্যাল্পতা দেখেই আশ্চর্য হতে হয়। তাছাড়া, ট্রেঞ্চে ভয়াবহ অবস্থার কাহিনীগুলো সত্যি হলে বলতে হবে পলাতক সৈন্যের সংখ্যার চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হল, তখনও রণাঙ্গনে অত সৈন্য হাজির ছিল।

অবস্থাটা আমি নিজের চোখে দেখতে চেয়েছিলাম। রণাঙ্গনে যাবার পাস-এর জন্যে চেষ্টা করেছিলাম অনেক বার। শেষে, সেপ্টেম্বর মাসে সেটা পেলাম। জন রীড আর বরিস রেইনস্টেইনের সঙ্গে আমি রণাঙ্গনের রিগা বিভাগে রওয়ানা হলাম।

আমাদের সঙ্গে ছিলেন দীর্ঘ শ্মশ্রু, নরম-স্বভাবের অমায়িক এক রাশিয়ান পাদ্রী — তবে, তাঁর চা আর আলাপ-তষ্ণা অতি প্রচণ্ড। আমাদের কামরার দরজায় গার্ডসাহেব একটা নোটিস লাগিয়ে দিলেন—তাতে লেখা: 'আমেরিকান মিশন।' তারই কল্যাণে আমরা খেয়েদেয়ে-শুয়ে-ঘুমিয়ে চললাম, আর ট্রেনখানা চলল শরতের ঝিরঝিরে বৃষ্টির ভিতর দিয়ে, আর তাঁর সৈনিকদের সম্বন্ধে অবিরাম অফুরন্ত কথা বলে চললেন পাদ্রীটি।

তিনি বললেন, 'গির্জায় প্রার্থনালিপির পুরন বয়ানে ঈশ্বরকে বলা হত **স্বর্গের জার** আর কুমারী মেরীকে বলা হত **জারিনা।** সেটা বাদ দিতে হয়েছে। ঈশ্বরের অবমাননা লোকে হতে দেবে না। সমস্ত জাতির শান্তির জন্যে পাদ্রী প্রার্থনা করেন — আর সৈনিকেরা বলে ওঠে, 'তার সঙ্গে বলুন 'রাজ্যগ্রাস কিংবা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই'।' তারপরে আমরা প্রার্থনা করি পর্যটকদের জন্যে, রুগ্নদের জন্যে, আর দুর্দশাগ্রস্তদের জন্যে — তখন সৈনিকেরা বলে ওঠে 'সৈন্যদলত্যাগীদের জন্যেও প্রার্থনা করুন'। বিপ্লবের ফলে ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিপর্যয়ই ঘটেছে — তবু সৈন্যদের বিপুল অংশ ধর্মপ্রাণ। ক্রুশের নামে এখনও করা যায় অনেক কিছুই।'

তবে কিনা, সাম্রাজ্যবাদীরা সেটা দিয়ে বড় বেশি কিছুই করবার চেষ্টা করেছিল। তারা বলল, 'চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও যুদ্ধ — যতক্ষণ না কনস্টানটিনোপ্‌ল-এ সন্ত সোফিয়ার গম্বুজে ওঠে আমাদের ঝকমকে ক্রুশ!' তার জবাবে সৈনিকেরা বলে, 'হ্যাঁ! তবে কিনা, সন্ত সোফিয়ার গম্বুজে আমাদের ক্রুশ চড়াবার আগে আমাদের কবরগুলোর উপরে চড়বে হাজার হাজার ক্রুশ। কনস্টানটিনোপ্‌ল্‌ আমাদের চাই নে। আমরা চাই ঘরে ফিরতে। অন্য কেউ এসে আমাদের ভূভাগ কেড়ে নিক তা আমরা চাই নে—তেমনি, অপরের কোন ভূভাগ কেড়ে নেবার জন্যেও আমরা লড়ব না।'

তবে, তাদের লড়বার ইচ্ছা যদি বা থাকতও, লড়ত কি দিয়ে? টিউটনীয় নাইটদের প্রাচীন নগরী ভেনদেনে একটা উচ্ছন্ন বাহিনীর মধ্যে গিয়ে আমরা পড়লাম। ধূসর আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ছিল মুষলধারে — তাতে রাস্তাগুলো হয়ে উঠছিল নদী, আর সৈনিকদের অন্তর সীসে। ট্রেঞ্চের ভিতর থেকে কঙ্কালগুলো মাথা তুলে আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল স্থির দৃষ্টিতে। অনশনক্লিষ্ট মানুষকে ক্ষেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাঁচা শালগম খেতে দেখেছি। ফসল-কাটা মাঠের নাড়া মাড়িয়ে খালি-পায়ে চলতে দেখেছি লোককে। দেখেছি গ্রীষ্মের ইউনিফর্ম পৌঁছল শীতের শুরুতে। পেট অবধি কাদার মধ্যে ঘোড়া পড়ে মরতে দেখেছি। ট্রেঞ্চগুলির উপর শত্রুর সশস্ত্র বিমান অতি নির্লজ্জভাবে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটি গতিবিধি লক্ষ্য করে গেছে — আর নিচে না ছিল বিমানধ্বংসী কামান, না ছিল খাবার, না ছিল জামা-কাপড়, তার উপর আবার উপরওয়ালাদের উপর কোন আস্থাও ছিল না।

তাদের জন্যে তাদের অফিসারেরা আর সরকার কিছু করতও না, করতে পারতও না, তাই সৈনিকেরা যা করবার তা করছিল নিজেরাই। চারিদিকে— ট্রেঞ্চগুলোতে আর কামানের অবস্থানগুলোতেও — গড়ে উঠছিল নতুন নতুন সোভিয়েত। এই ভেনদেনেই ছিল তিনটি — (**ইস-কো-সোল, ইস-কো-লাৎ, ইস-কো-স্ত্রেল**)*।

---

* ইসকোসোল — ১২শ সৈন্যদলের লাৎভীয় ইউনিটগুলির সৈনিকদের কার্যনির্বাহক কমিটি; ইসকোলাৎ — লাৎভিয়ার সম্মিলিত সোভিয়েতগুলির কার্যনির্বাহক কমিটি; ইসকোস্ত্রেল — লাৎভিয়ার রাইফেলধারী সৈনিকদের সোভিয়েতের কার্যনির্বাহক কমিটি।

শেষেরটি, লেটিশ ওস্তাদ রাইফেলধারীদের সোভিয়েতটি ছিল সবচেয়ে বেশি লেখা-পড়া জানা, সবচেয়ে বেশি সাহসী, সবচেয়ে বেশি বিপ্লবী সৈনিকদের প্রতিষ্ঠান — এবং আমরা তাদের অতিথি হয়েছিলাম। জার্মান বিমান আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তারা সমবেত হয়েছিল গাছে-ঢাকা একটা উপত্যকায়; শরতের ছোপ-ধরা গাছের পাতার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল তাদের দশ হাজার বাদামী রঙের ইউনিফর্ম। উপর থেকে অমন বিপদ থাকা সত্ত্বেও কেরেনস্কির নাম উঠলেই হাসির ঝড় উঠত, আর শান্তি কথাটা যতবার উচ্চারিত হত ততবারই উঠত প্রচন্ড হর্ষধ্বনি।

তাঁদের মুখপাত্র বললেন, 'আমরা ভীরুও নই, রাষ্ট্রদ্রোহীও নই — তবে, কী জন্যে আমরা লড়ছি সেটা না জানা অবধি আমরা লড়তে অস্বীকার করব। বলা হয় — এ যুদ্ধ গণতন্ত্রের জন্যে। ও কথা আমরা বিশ্বাস করি নি। আমরা মনে করি, মিত্রপক্ষও জার্মানদেরই মত পররাজ্যগ্রাসী, তা যদি না হয়, সেটা তাদের প্রমাণ করতে হবে। গুপ্ত সন্ধি-চুক্তিগুলো তারা প্রকাশ করে দিক। অস্থায়ী সরকার দেখিয়ে দিক যে, তারা সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে দহরম-মহরম করছে না। তখন আমরা শেষ সৈনিক অবধি জীবন দিয়ে লড়ব।'

মহা রাশিয়ার সৈন্যদলের বিপর্যয়ের মূল কারণ ছিল এই। **যা দিয়ে** লড়বে এমন কিছু ছিল না — এটা ছিল না মুখ্য কারণ; মুখ্য কারণ ছিল এই যে, **কিসের জন্যে** লড়বে এমন কিছু ছিল না।

শ্রমিকদের সমর্থন নিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল সৈনিকেরা।

অশ্বারোহী নায়কের নিয়তি

মিত্রপক্ষ আর জেনারেল স্টাফের সমর্থনপুষ্ট বুর্জোয়ারাও তেমনি বদ্ধপরিকর ছিল যে, যুদ্ধ চালাতে হবে। যুদ্ধ চলতে থাকলে বুর্জোয়ারা পায় তিনটে জিনিস: ১) যুদ্ধে ফৌজী কণ্ট্র্যাক্ট মারফত তারা বিপুল পরিমাণ মুনাফা করতে থাকবে; ২) জয় হলে লুটের বখরা হিসেবে পাবে বসফোরাস আর দার্দানেলিস প্রণালী আর কনস্টানটিনোপ্‌ল্‌; ৩) জমি আর কলকারখানার জন্যে জনগণের ক্রমাগত তীব্র দাবিগুলোকে ঠেলে ঠেলে রাখবার সুযোগ পাবে।

মহারাণী ক্যাথারিন বলেছিলেন, 'যুদ্ধ বাধিয়ে সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষার জায়গায় জাতীয় উত্তেজনা জাগানোই হল জনসাধারণের অনধিকার হস্তক্ষেপ থেকে আমাদের সাম্রাজ্য বাঁচাবার পন্থা।' সেই প্রজ্ঞাই বুর্জোয়ারা অনুসরণ করে চলেছিল। রাশিয়ার জনগণের সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষা তখন জমি আর পুঁজির বুর্জোয়া সাম্রাজ্য বিপন্ন করছিল। যুদ্ধ চলতে থাকলে জনগণের সঙ্গে হিসাব-নিকাশের দিন পিছিয়ে যাবে। যুদ্ধ চালাবার কাজে ব্যাপৃত থাকায় সে কর্মশক্তিটা বিপ্লব চালাবার কাজে ব্যবহৃত হতে পারে না। বুর্জোয়াদের জমায়েতী জিগির হয়ে উঠল — 'জয় না হওয়া অবধি যুদ্ধ চালিয়ে যাও!'

কিন্তু কেরেন্‌স্কি সরকার সৈনিকদের আর বাগে রাখতে পারছিল না। বাক্যবাগীশ এই রোম্যাণ্টিক মানুষটির বাকপটুতায় সৈনিকেরা আর সাড়া দিচ্ছিল না। একজন 'অসিধারীর' সন্ধানে বের হল বুর্জোয়ারা।... তারা বলল, 'রাশিয়ার চাইই চাই এমন শক্ত মানুষ যিনি কোন বৈপ্লবিক প্রলাপ বরদাস্ত করবেন না — যিনি শাসন চালাবেন বজ্রমুষ্টি দিয়ে। আমাদের চাই একজন ডিক্টেটর।'

তাদের 'নেপোলিয়ন' হিসেবে তারা বাছল কসাক জেনারেল কর্নিলভকে। মস্কোয় সম্মেলনে রক্ত আর শৃঙ্খলের কর্মনীতির জন্যে আহ্বান জানিয়ে তিনি বুর্জোয়াদের অন্তর জয় করেছিলেন। ফৌজে তিনি মৃত্যুদণ্ডাদেশ চালু করেছিলেন নিজেরই উদ্যোগে। ব্যাটালিয়নের পরে ব্যাটালিয়ন অবাধ্য সৈনিকদের মেশিনগান চালিয়ে হত্যা করে তাদের নিথর লাসগুলোকে তিনি বেড়ার ধারে সারি দিয়ে রেখেছিলেন। তিনি বলতেন, একমাত্র এই রকমের কড়া দাওয়াই ছাড়া রাশিয়ার ব্যামো সারবে না।

৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে কর্নিলভ এক ঘোষণা জারি করে বললেন: 'আমাদের মহান দেশ মৃতপ্রায়। সোভিয়েতে বলশেভিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার চাপে পড়ে কেরেনস্কি সরকার একেবারে ষোল-আনাই জার্মান জেনারেল স্টাফের পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করছে। ঈশ্বরে আর গির্জায় যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা সবাই মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন তিনি যেন তাঁর অলৌকিক প্রভাবে আমাদের স্বদেশভূমিকে রক্ষা করেন।'

রণাঙ্গন থেকে তিনি ৭০,০০০ বাছা সৈনিক জড়ো করলেন। এদের

অনেকেই ছিল মুসলমান — তাঁর তুর্কমেন দেহরক্ষী, তাঁর তাতার ঘোড়সওয়ার এবং পাহাড়ী চের্কেশীয় সৈনিক। তলোয়ারের বাঁট চেপে অফিসারেরা শপথ করল পেত্রগ্রাদ দখল করবার পরে জোর করে নাস্তিক সমাজতন্ত্রীদের দিয়ে বড় মসজিদ নির্মাণের কাজ শেষ করানো হবে, নতুবা তাদের গুলি করে মারা হবে। বিমান, বৃটিশ সাঁজোয়াগাড়ি আর রক্তপিপাসু 'বন্য ডিভিশন' নিয়ে তিনি ঈশ্বর আর আল্লাহর নামে অভিযান করলেন পেত্রগ্রাদ অভিমুখে।

কিন্তু পেত্রগ্রাদ দখল করতে পারলেন না।

সোভিয়েত আর বিপ্লবের নামে রাজধানী রক্ষায় এক হয়ে দাঁড়াল জনগণ। কর্নিলভকে দেশদ্রোহী এবং দস্যু বলে ঘোষণা করা হল। অস্ত্রাগারগুলো খুলে দিয়ে সব মেহনতী মানুষের হাতে বন্দুক তুলে দেওয়া হল। রাস্তায় রাস্তায় টহল দিতে থাকল 'লালরক্ষীরা', চারদিকে ট্রেঞ্চ খোঁড়া হল, চটপট খাড়া হল ব্যারিকেড। মুসলমান সমাজতন্ত্রীরা 'বন্য বাহিনীর' ভিতরে গিয়ে মার্কস ও মহম্মদের নামে আবেদন জানাল পাহাড়ীরা যেন বিপ্লবের বিরুদ্ধে অগ্রসর না হয়। তাদের আবেদন আর যুক্তির প্রভাবই বলবৎ হল। কর্নিলভের বাহিনী 'উবে গেল', একটাও গুলি না ছুঁড়ে গ্রেপ্তার করা গেল কর্নিলভকে। বিপ্লবের আঘাতের মুখে প্রতিবিপ্লবের বড় আশাটা এমন সহজেই তলিয়ে যেতে বুর্জোয়ারা ভগ্নোদ্যম হয়ে পড়ল।

আর তেমনি উল্লসিত হয়ে উঠল প্রলেতারিয়ানরা। নিজেদের শক্তি আর ঐক্যের বল তারা দেখতে পেল।

মেহনতী জনগণের সমস্ত অংশের সংহতিটাকে তারা অনুভব করল নতুন করে। ট্রেঞ্চের মানুষ আর কলকারখানার মানুষ অভিনন্দন জানাল পরস্পরকে। এ ব্যাপারে নাবিকদের বিরাট ভূমিকা ছিল, সে জন্যে সৈনিকেরা এবং শ্রমিকেরা তাদের সাধুবাদ জানাল বিশেষভাবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কমরেড নাবিকেরা

কর্নিলভের পেত্রগ্রাদ অভিযানের খবর ক্রন্‌শ্‌তাদ্‌তে আর বল্টিক নৌবহরে পেঁছলে সেটা বজ্রপাতেরই মতো নাবিকদের উত্তেজিত করে তুলল। অযুত অযুত নাবিক তাদের জাহাজ আর দ্বীপ-দুর্গ থেকে স্রোতের মতো

বেরিয়ে এসে মার্স ময়দানে ছাউনি ফেলল। নগরীর প্রত্যেকটি গুরুত্বসম্পন্ন কেন্দ্রে, রেলপথে এবং শীত প্রাসাদে তারা পাহারা বসাল। বিশালকায় নাবিক দিবেঙ্কোর নেতৃত্বে তারা একেবারে সরাসরি কর্নিলভের সৈনিকদের মধ্যে ঢুকে গিয়ে তাদের বুঝাতে লাগল, না-এগোবার পরামর্শ দিতে থাকল। শ্বেতদের* বুকে তারা বিপ্লবের ভয় ধরিয়ে দিল, আর নিজেদেরই মতো লালদের রক্তে লাগিয়ে দিল বিপ্লবের উদ্দীপনা আর উৎসাহের মাতন।

জুলাই মাসে 'বিপ্লবী শক্তিগুলির গর্ব আর শ্রেষ্ঠ সুসন্তান' বলে ত্রৎস্কি তাদের সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। ক্রন্‌শ্‌তাদ্‌তে কিছু বিশ্রী ব্যাপারের জন্যে যখন চারদিক থেকে তাদের বিরুদ্ধে নিন্দা অভিশম্পাৎ বর্ষিত হচ্ছিল তখন ত্রৎস্কি বলেছিলেন, 'তা ঠিক, তবে কোন প্রতিবিপ্লবী জেনারেল যখন বিপ্লবের গলায় ফাঁস লাগাবার চেষ্টা করবে, কাদেতরা তখন সাবান লাগিয়ে সে দড়ি পিছিল করবে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে লড়ে প্রাণ দিতে আসবে নাবিকেরা।'

কর্নিলভের ঐ দুষ্প্রয়াসের ভিতর দিয়ে সেটা প্রমাণিত হয়ে গেল। প্রমাণিত হয়েছে সব সময়েই। নীল জামা-গায়ে এই মানুষগুলি, এদের চলনে সাগরের ছন্দ, এদের রক্তে নোনা হাওয়ার ঝাঁজ — এদের সঙ্গে রাশিয়ার সর্বত্রই আমার দেখা হয়েছে। আলোচনার সময়, বাজার খোলায় দেখেছি এরা কীভাবে জড় মানুষকে কাজে অনুপ্রাণিত করে তোলে। শহরে-নগরে খাবারের যোগান চালু করবার কাজে এদের দেখেছি সুদূর গ্রামে গ্রামান্তরে। পরে, য়ুঙ্কাররা যখন সোভিয়েতের বিরুদ্ধে অভিযান করল তখন যে ভীম বাহিনী টেলিফোনভবনে ধেয়ে গিয়ে সেখানে তাদের আড্ডাখানা থেকে য়ুঙ্কারদের টেনে বের করেছিল তাদের পুরোভাগে দেখেছি এদের। সব সময়ে এরাই সবার আগে বিপ্লবের বিপদ বুঝতে পেরেছে, বিপ্লবকে উদ্ধার করবার জন্যে ধেয়ে গেছেও এরাই সবার আগে।

---

* শ্বেতরা, শ্বেতরক্ষীরা — প্রতিবিপ্লবী ফৌজ — সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বৈদেশিক হস্তক্ষেপকারীদের সঙ্গে এরা সহযোগিতা করেছিল; শেষ পর্যন্ত লাল ফৌজ তাদের পরাস্ত ও ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

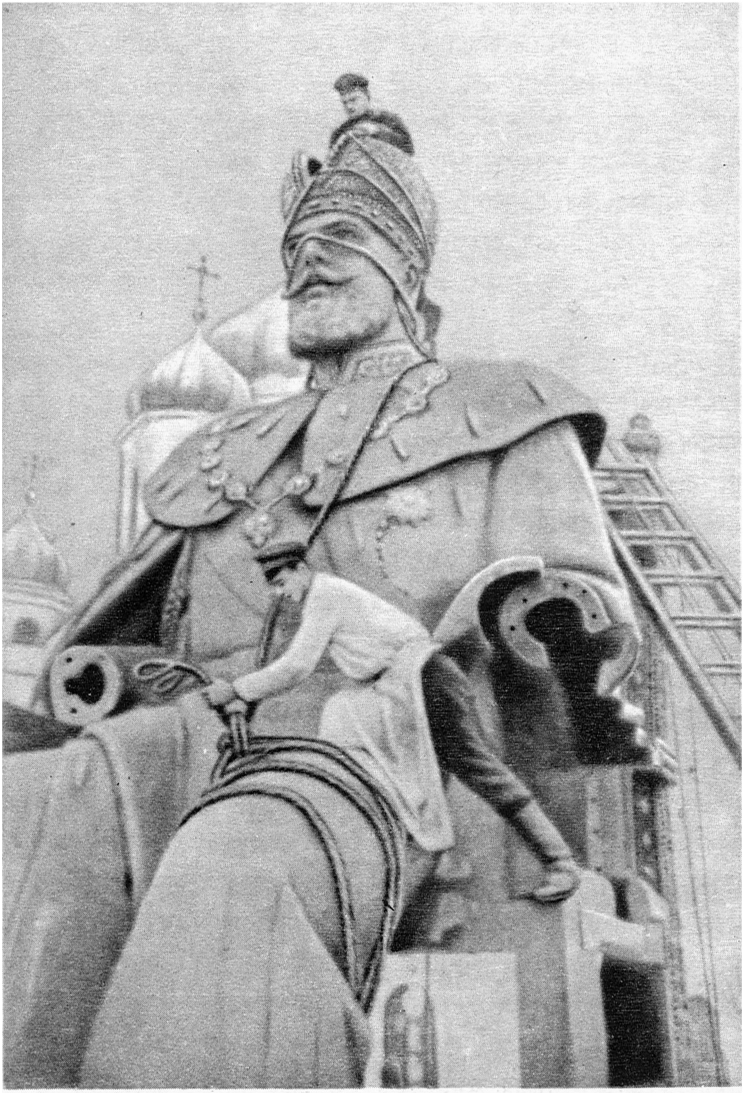

জার তৃতীয় আলেকসান্দরের মূর্তি ভেঙে ফেলা হচ্ছে

রাশিয়ার নাবিকের কাছে বিপ্লব মহামূল্যবান সামগ্রী—তার কারণ বিপ্লব মানে অতীত থেকে তার পরিত্রাণ। অতীত ছিল তার দুঃস্বপ্নের মতো। পুরন আমলে রাশিয়ায় নৌবাহিনীর অফিসারেরা সবই ছিল বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর লোক। তাদের ঘৃণা করত নাবিকেরা, আর সেটা কঠোর শৃঙ্খলার জন্যে নয়, — সে শৃঙ্খলা ছিল অন্যায় আর স্বেচ্ছাচারী, এই জন্য। ঘৃণিত ক্ষুদে অফিসারদের খেয়ালখুশি, ঈর্ষা আর উন্মত্ত ক্রোধের দাপটের উপর নাবিকের ভাগ্য নির্ভর করত। তাকে দেখা হত কুকুরের মতো, তাচ্ছিল্য করা হত নানারূপে, যেমন এরকম বিজ্ঞপ্তিতে: 'কুকুর আর নাবিকদের জন্যে নয়।'

ঊর্ধ্বতনদের কথার উত্তরে নাবিকরা সৈনিকদেরই মতো বলত শুধু তিনটি কথা: 'জী, হাঁ' (**তাক তোচ্না**), 'কিছুতেই না' (**নিকাক্ নিয়েৎ**), 'সানন্দে চেষ্টা করব' (**রাদ্ স্তারাৎসা**) আর তার সঙ্গে 'হুজুর' বলে অভিবাদন। এর বেশি কোন কথা মুখ দিয়ে বের হলে গালে চপেটাঘাত পড়তে পারত। অতি তুচ্ছ অপরাধেও দণ্ড হত অতি গুরু। চার বছরে ২,৫২৭ জনকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, কিংবা জেলে পাঠানো হয়েছিল, কিংবা নির্যাতিত করা হয়েছিল কঠোর শ্রমে। এবং এই সবই করা হত জারের নামে।

এবার জারেরা গেছে; এখন তাদের নামগুলোও মুছে দেওয়া হতে থাকল। নতুন প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে নতুন নতুন নাম দেওয়া হতে থাকল জাহাজগুলোর।

এই অনুষ্ঠানে 'সম্রাট প্রথম পল' হয়ে গেল 'প্রজাতন্ত্র'। রঙ দিয়ে নামকরণের অনুষ্ঠান করে 'সম্রাট দ্বিতীয় আলেক্সান্দর' হয়ে গেল 'মুক্তি-প্রভাত'। এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনে প্রাচীন স্বেচ্ছাচারী শাসকেরা নিশ্চয়ই তাদের কবরের মধ্যে নড়ে উঠছিল। তবে, যে জারটি তখন বেঁচে ছিলেন তাঁর আর তাঁর ছেলের পক্ষে ব্যাপারটা হল আরও কঠোর। নতুন নামকরণে 'জারেভিচ' (রাজপুত্র) হল 'নাগরিক', আর 'দ্বিতীয় নিকোলাস' নামে খাসা জাহাজখানা 'কমরেড' হয়ে দেখা দিল। কমরেড! তখন তবলস্ক-এ নির্বাসিত প্রাক্তন জারের জানা ছিল যে, অতি নগণ্য গাড়োয়ানও তখন 'কমরেড'।

জারতন্ত্র নিপাত গেল

নাবিকদের ফিটফাট ফিতে আঁটা টুপিতেও নতুন নামগুলো দেখা দিল সোনালী হরফে। নাবিকেরা সর্বত্র দেখা দিল মুক্তি, সাথিত্ব আর প্রজাতন্ত্রের দূত হিসেবে।

জাহাজগুলির নাম বদলানো খুবই সহজ ব্যাপার। কিন্তু এইসব পরিবর্তন নিছক বাহ্যিক ছিল না, বাস্তবতায় যে বদল ঘটেছে এ ছিল তারই প্রতীক। বিরাট এক নৌবাহিনীর গণতন্ত্রায়ন, এই আন্তর্মুখী, আত্মিক ঘটনাটারই বাহ্যিক পরিদৃশ্যমান চিহ্ন হল এগুলি।

নাবিকদের শাসনে নৌবাহিনী

নাবিকদের সঙ্গে তাদের নিজেদের 'ঘরে' আমার প্রথম যোগাযোগ হল সেপ্টেম্বর মাসে। এটা হল হেলসিংফোর্সে*। সেখানে বল্টিক নৌবহরটি মোতায়েন ছিল পেত্রগ্রাদে যাবার জলপথ আটকে। ডকে বাঁধা ছিল 'ধ্রুব

---

* বর্তমান কালে হেল্‌সিঙ্কি, ফিনল্যান্ডের রাজধানী। আগে জারতন্ত্রে নিপীড়িত হয়ে ফিনল্যান্ড স্বাধীনতা পেয়েছিল রাশিয়ায় সোভিয়েত রাজ প্রতিষ্ঠার পর।

তারকা' — প্রাক্তন জারের প্রমোদ-তরী। আমাদের গাইড একজন বৃদ্ধ প্রাক্তন অফিসার দেখালেন নৌকাখানাকে বেড়ে রয়েছে হলদে রঙের এক ফালি কাঠ।

তিনি ফিসফিস করে আমাদের বললেন, 'জিনিসটা একেবারে সেরা মেহগনি — দাম পঁচিশ হাজার রুবল, কিন্তু হতচ্ছাড়া এই বলশেভিকরা এত কুড়ে যে, জিনিসটাকে পালিশ করতে চায় না, তাই হলদে রঙ করে দিয়েছে। আমার আমলে নাবিক ছিল নাবিকই, সে জানত তার কাজ হল ধোয়া-মোছা, পরিষ্কার করা এবং তাই সে করত, না করলে ঘুসি। কিন্তু এখন একেবারে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ। একবার ভেবে দেখুন কথাটা! খোদ জারেরই এই প্রমোদ-তরীতে বসে সাধারণ নাবিকেরা জাহাজ, নৌবহর আর দেশের ব্যবস্থাপনার আইনকানুন তৈরি করছে। আর তাতেই কি ক্ষান্তি দিচ্ছে? সারা পৃথিবীরই ব্যবস্থাপনা করবে বলে তারা বলাবলি করছে। একে তারা বলে আন্তর্জাতিকতা আর গণতন্ত্র, কিন্তু আমি একে বলি ডাহা রাজদ্রোহ আর উন্মত্ততা।'

পুরন আমল আর নতুন আমলের মধ্যে ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই। পুরন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আর নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দেওয়া হত উপর থেকে, নতুন ব্যবস্থায় নিয়ম-শৃঙ্খলা এল নাবিকদের নিজেদেরই ভিতর থেকে। আগে ছিল অফিসারদের নৌবাহিনী, নতুনটা হল নাবিকদের নৌবাহিনী। এই পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে নতুন নতুন মূল্য গড়ে উঠল। পিতল আর মেহগনি পালিশ করার চেয়ে গণতন্ত্র আর আন্তর্জাতিকতা নিয়ে মগজ পালিশ করাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে বেশি মূল্যবান।

রাস্পুতিন আর তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের কান্ডকারখানা যেখানে চলত সেই 'ধ্রুব তারকার' গ্যাংওয়েতে উঠতে উঠতে আমরা নতুন নৌবাহিনীর মেজাজের আর একটা নমুনা পেলাম। আমেরিকান সাংবাদিক বেস্‌সি বেট্টিকে সেখানে গম্ভীরভাবে জানানো হল যে, জাহাজে মেয়েদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ—এ হল নাবিকদের সোভিয়েতের একটা নতুন নিয়ম। সোনালী পট্টি দিয়ে খুবই সুসজ্জিত ক্যাপ্টেনটি নম্র বিনয়ী, কিন্তু তাঁর কোন উপায় নেই।

তিনি দুঃখ করে বললেন, 'আমার একেবারে কিছুই করবার উপায় নেই — সবই 'কমিটির' হাতে।'

'কিন্তু তিনি যে দশ হাজার ভার্স্ট পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন এই নৌবহর দেখবার জন্যে।'

তিনি উত্তর দিলেন, 'তা, দেখা যাক কমিটি কী বলে।'

নিয়ম থেকে ছাড় দেবার একটা বিশেষ অনুমতি নিয়ে বার্তাবহ ফিরে এলে আমরা আবার চললাম। সব জায়গায়ই নাবিকেরা আমাদের মধ্যে নারীর উপস্থিতিতে আপত্তি জানাচ্ছিলেন, তবে, ক্যাপ্টেন বুঝিয়ে বলছিলেন যে, 'কমিটির বিশেষ অনুমতি নেওয়া হয়েছে', তখন তাঁরা সবিনয়ে সেটা মেনে নিচ্ছিলেন।

সাধারণভাবে **সেন্ত্রোবাল্ৎ** নামে পরিচিত বল্টিক নৌবহরের কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর বসেছিল বিরাট ডে লিউকস কেবিনে। এটা ছিল জাহাজগুলির সোভিয়েত। প্রতি ১,০০০ নাবিকের একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে গড়া ৬৫ জনের এই কমিটিতে বলশেভিক ছিলেন ৪৫ জন। সাধারণ বিভাগ ছিল চারটি: প্রশাসনিক, রাজনীতিক, সামরিক আর সামুদ্রিক; এই চারটি বিভাগই নৌবহরের সমস্ত বিষয় চালাত। প্রাক্তন রাজা-রাজড়াদের একটা সুয়ীট ছিল ক্যাপ্টেনের জন্যে, তবে, ঐ বড় কেবিনে তাঁর প্রবেশের অনুমতি ছিল না। ভাগ্য ভাল, কমিটিতে এবং কেবিনে আমার অভিজ্ঞানপত্র ছিল 'চিচিংফাঁকের' মতো।

ইতিহাসের কি পরিহাস! কয়েক মাস আগেও এখানে এই চেয়ারগুলোতে একজন মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাচারী শাসক তার সব মেয়েমানুষ আর অনুচরদের নিয়ে অলস সময় কাটাত — আর এখন ব্রঞ্জ-রঙা নাবিকেরা সেই চেয়ারগুলোতে বসে খুবই অগ্রসর সমাজতন্ত্রের প্রশ্নাবলী নিয়ে আলোচনা চালান। কেবিনটাকে পরিষ্কার করে কাজের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। পিয়ানো এবং অন্যান্য বহু সাজসজ্জা রাখা হয়েছে একটা মিউজিয়মে। টেবিল আর আসনগুলোকে বাদামী রঙের ক্যাম্বিস দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। অতিথি-অভ্যর্থনার প্রকান্ড হল-ঘরটা এখন হয়েছে একটা কর্মশালা। সাধারণ নাবিকেরা হঠাৎ আইন-প্রণেতা, ডিরেকটর আর করণিক হয়ে কঠিন পরিশ্রম করে কাজ করছে। এই নতুন ভূমিকায় তারা একটু আনাড়ি, কিন্তু মরিয়া হয়ে প্রবল আগ্রহ সহকারে তারা কাজ আঁকড়ে থাকে দিনে ষোল ঘন্টা করে। ভাবাদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বড় বড় স্বপ্ন দেখে এরা; নিম্নলিখিত বাণীটিতে রয়েছে তার উদ্যম আর পরিসরের প্রকাশ:

আমেরিকান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির প্রতিনিধি আলবার্ট উইলিয়ম্‌স্‌কে, তাঁর অভিবাদনের উত্তরে

বল্টিক নৌবহরের প্রতিনিধিদের তরফে রাশিয়ার গণতন্ত্র সমস্ত দেশের প্রলেতারিয়েতের কাছে আন্তরিক অভিবাদন পাঠাচ্ছে এবং আমেরিকার আমাদের ভাইদের অভিবাদন পেয়ে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

তিন বছরের বেশি হল একই পরিবার 'আন্তর্জাতিকের' সন্তানদের রক্তে বল্টিক সাগরের জল রঞ্জিত হয়েছে, আর সেই বল্টিক সাগরের হিমশীতল ঢেউয়ের উপর আমাদের কাছে পাড়ি জমিয়ে এসেছেন প্রথম দোয়েলটি — কমরেড উইলিয়ম্‌স্‌।

রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত তার শেষ নিশ্বাস অবধি 'আন্তর্জাতিকের' লাল পতাকাতলে প্রত্যেককে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্যে সচেষ্ট থাকবে। বিপ্লব আরম্ভ করবার সময়ে আমরা কেবল রাজনীতিক বিপ্লবের আদর্শ সামনে রেখে অগ্রসর হই নি। সমাজ-বিপ্লব ঘটানোই হল সমস্ত যথার্থ মুক্তিসংগ্রামীর কাজ। এই উদ্দেশ্যে, বিপ্লবের অগ্রগামী বাহিনী রাশিয়ার নৌবাহিনীর নাবিকেরা এবং শ্রমিকেরা শেষ অবধি লড়াই চালিয়ে যাবে।

আমরা নিশ্চিত যে, রুশ বিপ্লবের শিখা সারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়ে সমস্ত দেশের শ্রমিকদের অন্তরে উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলবে এবং দ্রুত সর্বজনীন শান্তির জন্যে আমাদের সংগ্রামে আমরা সমর্থন পাব।

মুক্ত বল্টিক নৌবহর অধীর-প্রতীক্ষায় রয়েছে কবে আমেরিকায় গিয়ে তারা জানাবে জারতন্ত্রের জোয়ালে রাশিয়ার কত দুর্ভোগ গেছে, আর এখন যখন দেশে জনগণের মুক্তিসংগ্রামের পতাকা উড়েছে তখন তারা কী ভাবছে।

আমেরিকান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি দীর্ঘজীবী হোক!
সমস্ত দেশের প্রলেতারিয়েত দীর্ঘজীবী হোক!
'আন্তর্জাতিক' দীর্ঘজীবী হোক!
সর্বজনীন শান্তি দীর্ঘজীবী হোক!

বল্টিক নৌবহরের চতুর্থ বারের কেন্দ্রীয় কমিটি।

যে টেবিলে বসে শুভেচ্ছা আর অমায়িক মনোভাব নিয়ে নাবিকেরা আমার কাছে এই বাণী লিখলেন সেই টেবিলেই কালিতে কলম ডুবিয়ে তাঁরা লিখলেন

আরও একটি চিঠি। সেটা তাঁদের প্রধান সেনাপতি কেরেন্‌স্কির কাছে। কর্নিলভের কান্ডকারখানায় নিজের ভূমিকাটার তিনি কোন জবাবদিহি করতে পারেন নি — তার উপর নাবিকদের সম্বন্ধে তিনি একটা অপমানজনক উক্তি করেছিলেন। নাবিকেরা তার পাল্টা জবাব দিলেন এইভাবে:

বুর্জোয়াদের তরফে নির্লজ্জ রাজনীতিক ব্ল্যাকমেইল চালিয়ে কেরেন্‌স্কি মহান বিপ্লবের সর্বনাশ করছে; এই রাজনীতিক ভাগ্যান্বেষী 'সমাজতন্ত্রী' কেরেন্‌স্কিকে অবিলম্বে সরকার থেকে অপসারণ করবার জন্যে আমরা দাবি করছি।

বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতক কেরেন্‌স্কি, তোমাকে পাঠাচ্ছি আমাদের অভিসম্পাত। আমাদের কমরেডরা যখন রিগা উপসাগরে ডুবে মরছে, আর আমরা সবাই মিলে যখন একটিমাত্র মানুষের মতো দাঁড়িয়ে মুক্তির জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত — বাহির দরিয়ায় কিংবা ব্যারিকেডে দাঁড়িয়ে লড়াইয়ে প্রাণ দিতে প্রস্তুত — তখন তুমি নৌবহরের শক্তি ধ্বংস করতে চেষ্টা করছ। তোমাকে পাঠাচ্ছি আমাদের অভিশাপ...

এ দিনটিতে কিন্তু নাবিকেরা ছিলেন খুশির মেজাজে। রিগা রণাঙ্গনের সৈনিক কমরেডদের জন্যে সবে একটা মোটা তহবিল তুলতে পেরে তাঁরা বড় খুশি, তার উপর প্রথম বিদেশী কমরেডকে তাঁরা পেয়েছেন অতিথি হিসাবে। কমিটির সম্পাদক পাইলট-বোটে করে আমাকে 'প্রজাতন্ত্র' নামে তাঁর যুদ্ধজাহাজে নিয়ে গেলেন। আমরা এগোতে থাকলে সমস্ত লোক-লস্কর জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আমাদের উদ্দেশে হর্ষধ্বনি তুলছিলেন। যথাবিধি অভ্যর্থনার পরে আমার বক্তৃতার জন্যে সরব দাবি উঠল। তখন আমার রুশ ভাষার জ্ঞান ছিল যৎসামান্য, তেমনি আমার দোভাষীও ইংরেজি জানতেন অল্প। কাজেই আমাকে চালু বৈপ্লবিক বুলির শরণ নিতে হল। তবে, নতুন এই রণধ্বনিগুলির নিছক পুনরুক্তিই সমাজতন্ত্রে এই নব-দীক্ষিতদের মুগ্ধ করল। বিদেশী টানে সেই স্লোগানগুলি উচ্চারণ করলাম — আর তাতেই উঠল প্রচণ্ড হর্ষধ্বনি, সেটা জাহাজের সমস্ত কামানশ্রেণী থেকে কামান নির্ঘোষেরই মতো প্রতিধ্বনিত হতে থাকল।

কাইজার আর জারের ঐতিহাসিক বৈঠক হয়েছিল এই দরিয়ায়ই। কিন্তু, ফিনল্যান্ডের উপকূলের কাছে এই যুদ্ধজাহাজের ব্রিজে দাঁড়িয়ে আমেরিকান আন্তর্জাতীয়তাবাদী হিসাবে আমি যখন রাশিয়ান

আন্তর্জাতীয়তাবাদী আভেরিচ্‌কিনের সঙ্গে করমর্দন করলাম তখনকার চেয়ে বেশি প্রচণ্ড হয় নি (স্বতঃস্ফূর্ত তো আরো দূরের কথা) কাইজার-জারের মিলনের সময়কার হর্ষধ্বনি।

জাহাজে খাদ্য-তালিকা, ক্লাব আর কলেজ

ডেকে প্রীতি-অভ্যর্থনার পরে আমরা গেলাম জাহাজের কমিটির জায়গায়। আমেরিকান নৌবাহিনী সম্বন্ধে আমাকে অসংখ্য প্রশ্ন করা হল। 'আমেরিকান নৌবাহিনীতে অফিসারদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কি কেবল উচ্চতর শ্রেণীগুলির মনোভাবই প্রতিফলিত হয়?'—এই রকমের প্রশ্ন থেকে 'আমেরিকান যুদ্ধজাহাজগুলিকে কি আমাদের এই যুদ্ধজাহাজখানার মতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয়?' এই রকমের নানা প্রশ্ন তাঁরা করেছিলেন। যখন কথাবার্তা চলছিল তখন আমাকে দেওয়া হচ্ছিল ডিম আর স্টেক, আর কমিটির সদস্যদের দেওয়া হয়েছিল বড় এক এক প্লেট আলু। খাবারে এই পার্থক্য সম্বন্ধে আমি মন্তব্য করেছিলাম।

তাঁরা বুঝিয়ে বললেন, 'আপনার জন্যে অফিসারের খানা, আর আমাদের খানা নাবিকের।'

আমি বললাম একটু ঠেস দিয়ে, 'তাহলে বিপ্লবটা করলেন কিসের জন্যে?'

তাঁরা হেসে বললেন, 'আমরা সবচেয়ে বেশী করে যা চেয়েছিলাম — মুক্তি, সেটা বিপ্লব আমাদের দিয়েছে। আমাদের জাহাজগুলোর মালিক এখন আমরাই। আমাদের জীবনের উপর কর্তৃত্ব এখন আমাদেরই। আমাদের নিজস্ব আদালত রয়েছে। যখন ডিউটি থাকে না তখন আমরা ছুটি নিয়ে ডাঙায় যেতে পারি। ডিউটির বাইরে অসামরিক পোশাক পরবার অধিকার আমাদের আছে। সবকিছুই আমরা বিপ্লবের কাছে দাবি করি নে।'

শ্রমিকের পৃথিবীজোড়া অভ্যুত্থান কেবল জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলির জন্যে নয়, — জীবনের অধিকাংশ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যেও বটে। এক রাত্রে হেলসিংফোর্সে গাড়ি করে যাবার সময়ে রাস্তায় রাস্তায় সচরাচর যে দলে দলে নাবিকদের বেড়াতে দেখা যায় সেটা দেখতে পেলাম

না। হঠাৎ আমাদের গাড়ি এসে পড়ল একটা বাড়ির সামনে — তার সম্মুখ ভাগ আর আকার-আয়তন একটা বড় আধুনিক হোটেলের মতো। আমরা বাড়িটায় ঢুকে বাজনার সুর ধরে গেলাম খাবার হল-এ। সেখানে পাম গাছে সাজানো এবং আয়নায় আর রুপোলি রঙে ঝলমল একটা কামরায় খানাপিনা চলেছে, আর শোনা হচ্ছে শপ্যাঁ আর চাইকোভস্কির সংগীত, আর মাঝে মাঝে আমেরিকান কণ্ডাক্টরের রঙ্গলহর। এটা প্রথম শ্রেণীর একটা হোটেল, তবে, বড় হোটেলে সাধারণত যেসব খদ্দের যায় — ব্যাঙ্কার, ফাটকাবাজ, রাজনীতিক, ভাগ্যান্বেষী আর অলঙ্কৃত মহিলারা — তাদের জায়গায় রাশিয়া প্রজাতন্ত্রের যুদ্ধজাহাজবহরের নাবিকদের ভিড়; তাঁরা গোটা বাড়িটাকে হুকুম-দখল করে নিয়েছেন। হোটেলটার পর্দা-লাগানো হলঘরগুলির ভিতর দিয়ে এখন চলছে নীল-পোশাক পরা নাবিকদের শোভাযাত্রা: তাঁরা হাসছেন, ঠাট্টা করছেন, বিতর্ক চালাচ্ছেন।

বাইরে বড় বড় হরফে সাইনবোর্ডে লেখা — 'নাবিকদের ক্লাব', তার সঙ্গে তার নীতিবাক্য: 'সারা পৃথিবীর সমস্ত নাবিক সুস্বাগতম।' দশ হাজার চাঁদা-দেওয়া সদস্য নিয়ে এই ক্লাব খোলা হয়; তাঁদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন সাক্ষর। পত্র-পত্রিকার একটি কামরা তাঁদের গর্বের জিনিস; বহু-ব্যবহৃত এই কামরাটি হল গ্রন্থাগারের সূচনা। ক্লাবটির গর্বের আর একটি জিনিস ছিল একটি চমৎকার সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা — 'নাবিক' (**মোরিয়াক**)।

তাঁরা একটা 'বিশ্ববিদ্যালয়'ও স্থাপন করেছিলেন — সেখানে পাঠ্যক্রম ছিল অতি-প্রাথমিক থেকে খুবই অগ্রসর পর্যায় অবধি। পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত কমিটিতে আমি মহা ভুল করে সভাপতিকে জিজ্ঞাসা করে বসেছিলাম তিনি কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছেন।

তিনি একটু আক্ষেপভরেই বলেছিলেন, 'কোন বিশ্ববিদ্যালয়ও নয়, কোন ইস্কুলও নয় — আমি এসেছি অজ্ঞ অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে থেকেই, কিন্তু আমি বিপ্লবী। জারকে আমরা শেষ করেছি, কিন্তু আরও নিকৃষ্ট শত্রু হল অজ্ঞতা। এটাকেও আমরা দূর করব। একমাত্র এইভাবেই নৌবাহিনীকে গণতান্ত্রিক করে তোলা যেতে পারে। গণতান্ত্রিক যন্ত্র আমাদের এখন রয়েছে, কিন্তু আমাদের অধিকাংশ অফিসারের মনোভাব গণতন্ত্রসম্মত নয়। সাধারণ নাবিকদের ট্রেনিং দিয়ে তাদের ভিতর থেকে আমাদের সব অফিসার গড়ে

তুলতে হবে।' বিভিন্ন পাঠ্যক্রমে শিক্ষা দেবার জন্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অধ্যাপক, বিভিন্ন বিজ্ঞান সমিতির কর্মী এবং কিছু অফিসারকে তালিকাভুক্ত করেছিলেন।

এই সব নতুন নতুন শৃঙ্খলা আর আরাম-বিরামের ফল কি দাঁড়িয়েছিল নৌবহরে? এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত ছিল। অনেক অফিসার বলতেন, আগেকার শৃঙ্খলা নষ্ট করায় টেকনিক্যাল কর্মদক্ষতার মান নেমে গিয়েছিল। আরও কেউ কেউ বলতেন, যুদ্ধ আর বিপ্লবের যে কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়ে নৌবহরটি এসেছে সেটা বিবেচনায় রেখে বলতে হবে নৌবহর খাসা অবস্থায়ই আছে। নৈতিক দক্ষতার নিদর্শন হিসেবে তারা মোনসুন্দ দ্বীপপুঞ্জের লড়াইয়ের কথা উল্লেখ করেছিলেন। জার্মানরা সংখ্যায় অনেক বেশী থাকা সত্ত্বেও, এবং গতিবেগ আর কামানের পাল্লায় অনেক পিছনে পড়া সত্ত্বেও শত্রুর সঙ্গে চমৎকার লড়েছিলেন এই বিপ্লবী নাবিকেরা। লড়াইয়ে তাঁদের মনোবল যে অতি উৎকৃষ্ট ছিল সেটা প্রত্যেকেই স্বীকার করেছিলেন।

নিজেদের নৌবহর নিয়ে নাবিকদের উৎসাহ সম্বন্ধে তো কোন সংশয়ই ছিল না। নৌবহরটি সম্পর্কে সমষ্টিগত মালিকানার মনোভাব তাঁদের ছিল। পাইলট-বোটে করে আমি 'প্রজাতন্ত্র' জাহাজ থেকে চলে আসবার সময়ে হাতের একটা ঢালাও ভঙ্গিতে উপসাগরে ধূসর রঙের সবগুলো জাহাজ দেখিয়ে আভেরিচ্‌কিন বলে উঠলেন, 'আমাদের নৌবহর! আমাদের নৌবহর! দুনিয়ায় সবার সেরা নৌবহর করে আমরা এটাকে গড়ে তুলব। সদাসর্বদা ন্যায়ের জন্যে তা লড়ুক!' তারপরে যেন জলের উপরে ঘনিয়ে আসা ধূসর কুয়াসার ভিতর দিয়ে এবং বিশ্বযুদ্ধের লাল কুয়াসা ছাড়িয়ে দৃষ্টি ফেলে তিনি বললেন, 'যতদিন না আমরা সমাজ-বিপ্লব ঘটিয়ে অবসান ঘটাচ্ছি সমস্ত যুদ্ধের।'

এই সমাজ-বিপ্লব দ্রুত ঘনিয়ে আসছিল রাশিয়ায়, আর এই নৌবহরের নাবিকদের সেই বিপ্লবের ঘূর্ণির মধ্যে এসে পড়তেও আর দেরি ছিল না।

দ্বিতীয় খণ্ড

বিপ্লব এবং তার পরের দিনগুলি

শ্বেত আর লালদের মধ্যে

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

‘সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই’

ভুখা, ভগ্নোৎসাহ রাশিয়ার উপরে নেমে আসছে আর একটা শীত। অক্টোবর মাসে তখন গাছ থেকে শেষের পাতাগুলো খসে পড়ছে, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে ঝরছে সরকারের প্রতি আস্থার অবশেষও।

সর্বত্র অবিবেকী হঠকারী কার্যকলাপ আর ফাটকাবাজির ভৈরবীচক্র। খাবারের ট্রেন লুট হচ্ছে। মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা কাগজী টাকা ছাড়া হচ্ছে বন্যার মতো। সংবাদপত্রগুলোতে ডাকাতি-রাহাজানি, খুন আর আত্মহত্যার কাহিনীর যেন শেষ নেই। নৈশ প্রমোদ আর জুয়ার আড্ডা চলেছে উদ্দাম হয়ে—বিপুল পরিমাণ বাজির পয়সার হার-জিত চলেছে।

প্রতিক্রিয়া প্রকাশ্য আর উদ্ধত হয়ে উঠেছে। দেশদ্রোহের অপরাধে কর্নিলভের বিচার না করে বুর্জোয়ারা তাকে মহা দেশপ্রেমিক বলে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে। কিন্তু দেশপ্রেম তাদের কাছে একটা জমকালো কথা মাত্র আর কপটোক্তি। জার্মানরা এসে পেত্রগ্রাদকে বিচ্ছিন্ন করে বিপ্লবকে ছিন্নমস্তক করে ফেলুক, এই প্রার্থনাই তারা করে।

দুমার* প্রাক্তন সভাপতি রজিয়াঙ্কো নির্লজ্জভাবে লিখেছেন: 'জার্মানরা নগরী দখল করে নিক। তারা নৌবহরটাকে বিনষ্ট করলেও সোভিয়েতের গলা টিপে মারবে।' জার্মান দখলের পরে কিস্তির এক-তৃতীয়াংশ ছাড় দেওয়া হবে বলে বড় বীমা কোম্পানিগুলো ঘোষণা করছে। বুর্জোয়ারা বলছে, 'শীতকাল বরাবরই রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ বান্ধব। অভিশপ্ত বিপ্লব থেকে এই শীত আমাদের অব্যাহতি দিতে পারে।'

হতাশার তাড়নায় বিদ্রোহ

উত্তর থেকে ঝাঁপিয়ে আসে শীত, তাতে স্বাগত জানায় বিশেষ সুবিধাভোগীরা, আর দুর্দশাক্লিষ্ট জনগণের কাছে শীত নিয়ে আসে আতঙ্ক। তাপমাত্রা শূন্যাঙ্কে নামবার সঙ্গে সঙ্গে খাবারদাবার আর জ্বালানির দাম চড়ে যেতে থাকে। রেশনে রুটির পরিমাণ কমে। বরফে-ঢাকা রাস্তায় রাস্তায় সারা রাত শীতে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়ানো মেয়েদের কিউ ক্রমাগত আরও লম্বা হয়ে চলে। নিযুত নিযুত বেকার শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে যায় ধর্মঘট আর লক আউটের দরুন। জনগণের অন্তরের ক্ষোভ আর ক্রোধ জ্বলে জ্বলে ওঠে তিক্ত তীব্র বক্তৃতায় — যেমন ভিবর্গের এই শ্রমিকটির ভাষণে:

'ওরা সব সময়ে আমাদের উপদেশ দেয় — ধৈর্য, ধৈর্য। কিন্তু, কী করেছে ওরা আমাদের ধৈর্যশীল করবার জন্যে? জারের চেয়ে বেশি খেতে

---

* রাষ্ট্রীয় দুমা (১৯০৬—১৯১৭)—১৯০৫—১৯০৭ সালের বৈপ্লবিক আন্দোলনের চাপে পড়ে স্বৈরতন্ত্র এই প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা স্থাপন করেছিল; এর ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে, রাষ্ট্রীয় দুমা ছিল এমন একটা সংস্থা যাতে স্বৈরতন্ত্রের প্রতি বুর্জোয়াদের সমর্থন সুনিশ্চিত হয়েছিল এবং সমগ্র রাজনীতিক ক্ষমতা বজায় রাখতে স্বৈরতন্ত্রের সহায়ক হয়েছিল।

দিয়েছে কেরেন্‌স্কি? আরও বেশি কথা আর প্রতিশ্রুতি—তা দিয়েছে বটে! কিন্তু খাবার বেশি দেয় নি। জুতো আর রুটি আর মাংসের জন্যে আমরা সারা রাত লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, আর নির্বোধের মতো পতাকায় লিখি **স্বাধীনতা**। কিন্তু একমাত্র যে স্বাধীনতা আমাদের আছে সেটা হল সেই আগের মতো একই দাসত্ব আর অনশনের স্বাধীনতা।'

হতাশা আর ভগ্ন-মোহ থেকে তাদের যে মেজাজ এসেছে তাতে তারা এখন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সে সক্রিয়তা বেপরোয়া, হিংস্র আর কালাপাহাড়ী ধরনের, কিন্তু সক্রিয়তা।

শহরে-নগরে বিদ্রোহী কর্মচারীরা তাদের আপিসগুলো থেকে কলমালিকদের তাড়িয়ে বের করে দিচ্ছে। ম্যানেজারেরা সেটা থামাতে চেষ্টা করলে তাদের মাল-টানা হাতগাড়িতে ফেলে কারখানা থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। যন্ত্রপাতি বিকল করে দেওয়া হচ্ছে, মালমসলা নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে, অচল করে দেওয়া হচ্ছে শিল্প।

ফৌজে সৈনিকেরা বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রণাঙ্গন ছেড়ে চলে যাচ্ছে লাখে-লাখে। প্রেরিত দূতেরা তাদের নিরস্ত করবার জন্যে মরিয়া হয়ে আবেদন জানায়। কিন্তু সে যেন ধসের কাছে আবেদন জানাবার মতো ব্যাপার। সৈনিকেরা বলে, 'পয়লা নভেম্বরের মধ্যে শান্তির জন্যে কোন চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা না হলে খালি হয়ে যাবে প্রত্যেকটা ট্রেঞ্চ। গোটা ফৌজটাই চলে যাবে পশ্চাদ্ভাগে।' নৌবহরে চলেছে প্রকাশ্য অবাধ্যতা।

গ্রামাঞ্চলে কৃষকেরা জমিদারিগুলোকে দখল করে নিচ্ছে। ব্যারন নোল্‌দেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী চাইছে কৃষকেরা আপনার জমিদারিতে?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'জমিদারিটাই।'

'সেটা পাবে কেমন করে?'

'পেয়ে গেছে।'

কোন কোন জায়গায় বেপরোয়া লুটতরাজ চলছে এইসব জবর-দখলের সঙ্গে সঙ্গে। জ্বলন্ত খড়ের গাদা আর জমিদারের খাস-খামারবাড়িগুলোর আগুনে তাম্‌বভের আকাশ লাল হয়ে গেছে। প্রাণ বাঁচাবার জন্য পালিয়ে যাচ্ছে জমিদাররা। বক্তারা এসে কৃষকদের নিরস্ত করতে চেষ্টা করলে ক্রোধে

উন্মত্ত কৃষকেরা তাদের পরিহাস করছে। এই বিস্ফোরণ দমন করবার জন্যে ফৌজ পাঠানো হলে তারা চলে যাচ্ছে কৃষকদের পক্ষে।

অতলস্পর্শ গহ্বরের দিকে ধেয়ে চলেছে রাশিয়া।

দুর্দশা আর ধ্বংসের এই দৃশ্যপটে যেন অধ্যক্ষ হয়েছে মুষ্টিমেয় বাক্যবাগীশ, যাদের বলা হয় অস্থায়ী সরকার। মিত্রপক্ষের নানা হুমকি আর প্রতিশ্রুতির হাইপোডারমিক ইঞ্জেকশন দেওয়া এই অস্থায়ী সরকারটাকে একটা শব বললেই হয়। যেসব কাজ রয়েছে তাতে শক্তি চাই অসুরের, কিন্তু তার সামনে এটা একটা দুর্বল শিশুর মতো। জনসাধারণের যে-কোন দাবিতে তাদের জবাব একই — 'অপেক্ষা করো!' আগে বলত, 'যুদ্ধ শেষ হওয়া অবধি অপেক্ষা করো'; এখন বলে, 'সংবিধান পরিষদ অবধি অপেক্ষা করো।'

কিন্তু জনসাধারণ আর অপেক্ষা করবে না। সরকারের প্রতি তাদের আস্থার শেষ রেশটুকুও চলে গেছে। এখন তাদের বিশ্বাস জন্মেছে নিজেদের প্রতি। সর্বনাশের কিনার থেকে ধ্বংস আর চির অন্ধকারের গহ্বরে পড়বার হাত থেকে রাশিয়াকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র তারাই, এই বিশ্বাস তাদের জন্মেছে। শুধু নিজেদেরই হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানের প্রতিই এখন তাদের বিশ্বাস। নিজেদের মধ্যে থেকে উত্থিত এক কর্তৃত্বের উপর তাদের ভরসা। তাদের ভরসা সোভিয়েত।

'সোভিয়েতগুলিই হোক সরকার'

গ্রীষ্ম আর শরৎকালের ভিতর দিয়ে সোভিয়েতগুলি নিরন্তর বেড়ে উঠেছে। জনসাধারণের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আকৃষ্ট হয়েছে সোভিয়েতগুলির প্রতি। সোভিয়েতগুলি হয়েছে জনগণকে ট্রেনিং দিয়ে গড়ে তোলার বিদ্যায়তন; সোভিয়েতগুলি জনগণকে দিয়েছে আস্থা। জালের মতো বিস্তৃত স্থানীয় সোভিয়েতগুলি মজবুত করে গড়া একটা ব্যাপক সংগঠনে পরিণত হয়েছে: পুরনর খোলার মধ্যে দেখা দিয়েছে এই নতুন কাঠামো। পুরন যন্ত্রটা খানখান হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার কাজগুলোকে হাতে তুলে নিচ্ছে এই নতুন যন্ত্র। অনেক দিক থেকে সোভিয়েতগুলি ইতিমধ্যে সরকার হিসেবেই কাজ করছে। তখন কেবল তাদের সরকার হিসেবে ঘোষণা করাটাই বাকি। সোভিয়েতগুলি তাহলে বাস্তবে যা নামেও হবে তাই।

জনগণের গভীর থেকে অতি প্রবল আওয়াজ উঠল: **'সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই!'** জুলাই মাসে যা ছিল রাজধানীর মানুষের দাবি সেটা হয়ে উঠল সারা দেশেরই দাবি। দেশময় এটা ছড়িয়ে পড়ল দাবানলের মতো। বল্টিক নৌবহরের নাবিকেরা স্লোগানটাকে কৃষ্ণ, শ্বেত আর পীত সাগরে তাঁদের কমরেডদের ধরিয়ে দিলেন, আবার সেখান থেকে সেটা প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল। খামার আর কলকারখানা, ব্যারাক আর রণাঙ্গনের গলা মিলে এ স্লোগান প্রতি মুহূর্তে প্রবলতর, দৃঢ়তর হয়ে উঠল।

রবিবার ৫ই নভেম্বর তারিখে ষাটটা বিশাল জনসমাবেশ থেকে পেত্রগ্রাদ সমস্বরে গর্জে উঠল। আমার অভিবাদনের উত্তরে বল্টিক নৌবহর যে বাণী দিয়েছিল সেটা পড়ে দিয়ে ত্রৎস্কি আমাকে জন-ভবনে বক্তৃতা করতে বললেন।

মানুষের প্রকান্ড প্রকান্ড ঢেউ এখানে দরজায় দরজায় আছড়ে পড়ছিল, পাক খাচ্ছিল ভিতরে, বারান্দাগুলোকে প্লাবিত করে দিচ্ছিল। হল-ঘরগুলোতে ঢুকে সে স্রোত সেগুলোকে কানায় কানায় ভরিয়ে তুলল, আরও শত শত মানুষকে তুলে দিল থামের উপরে, সেখান থেকে তারা ঝুলতে থাকল ফেনার মালার মতো। ঘূর্ণাবর্তের মতো সেই জটলাগুলোর ভিতর থেকে মহতী আওয়াজ উঠতে থাকল, পড়তে থাকল ফেনীল তরঙ্গভঙের মতো, আছড়াতে লাগল মহাবেগে; লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ গর্জাতে থাকল: **'অস্থায়ী সরকার নিপাত যাক', 'সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই!'** সোভিয়েতের জন্যে লড়বার, প্রাণ দেবার পণ করে উঠল লক্ষ লক্ষ হাত।

গরিব মানুষের ধৈর্য শেষ হয়ে গেছে — যারা ছিল দাবার বোড়ে আর কামানের খোরাক তারা এখন বিদ্রোহী! সুদীর্ঘ কালের জড়তার পরে সেই অজ্ঞ জনগণ অবশেষে জেগে উঠেছে, রাষ্ট্রনায়কদের ভ্রূকুটিতে তারা আর দমবে না, তাদের কথার ভেল্কিতে আর ভুলবে না, — এবার তাদের হুমকি উপেক্ষা করে, তাদের প্রতিশ্রুতির উদ্দেশে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে জনগণ উদ্যোগ তুলে নিয়েছে নিজেদেরই হাতে, 'নেতাদের' কাছে দাবি করছে বিপ্লবে এগিয়ে এসো নইলে পদত্যাগ করো। এই প্রথম দাসেরা আর শোষিতেরা নিজেদের পরিত্রাণের মুহূর্তটিকে সচেতনভাবে বেছে নিয়ে দাঁড়িয়েছে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পক্ষে — পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশের শাসন তারা নিচ্ছে নিজেদের হাতে। রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে শিক্ষা-দীক্ষাবিহীন মানুষের পক্ষে মহা

দুঃসাহসের এ কাজ! এ সব কাজ নিয়ে এ'টে উঠতে পারবে কি তারা? নগরীতে যেসব স্রোত আজ উৎসারিত করা হচ্ছে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে তারা পারবে কি? অন্তত নিজেদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণই দেখাচ্ছে এই জনগণ। রক্তে নাড়া-দেওয়া এইসব বৈপ্লবিক সভা-সমাবেশ থেকে তারা স্রোতের মতো ফিরে যায় সুশৃঙ্খলভাবে।

বেচারা শঙ্কিত বুর্জোয়ারা তাতে আশ্বস্ত বোধ করে। কোন বাড়ি লুট হয় না, কোন দোকানপাট কেউ তছনছ করে দেয় না, রাস্তায় রাস্তায় গুলি করে মারা হয় না অভিজাতদের। বুর্জোয়ারা তাই ভাবে সব ঠিক আছে—বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান বুঝি হবে না। এই সংযমের আসল তাৎপর্যটা তারা একেবারেই বুঝতে পারে না। লোকে কোন বিক্ষিপ্ত সংঘাতে মাতছে না — তার কারণ কর্মোদ্যমের আরও উপযুক্ত ব্যবহারের ক্ষেত্র রয়েছে তাদের সামনে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা নয় — তাদের ঘটাতে হবে বিপ্লব। বিপ্লবের জন্যে চাই শৃঙ্খলা, পরিকল্পনা, শ্রম — বিস্তর কঠোর নিবিড় পরিশ্রম।

বিপ্লব চালাল জনগণ

বিদ্রোহী মানুষ ঘরে ঘরে ফিরে গিয়ে বিভিন্ন কমিটি সংগঠিত করে, তৈরি করে নানা রকমের তালিকা, রেড ক্রস কর্মিদল গড়ে তোলে, রাইফেল সংগ্রহ করে। বিপ্লবের পক্ষে ভোট দেবার জন্যে তোলা হাতে এখন রাইফেল। তাদের বিরুদ্ধে এখন চলেছে প্রতিবিপ্লবের শক্তিসমাবেশ — সেজন্যে তারা তৈরি হচ্ছে। স্মল্‌নি হয়েছে সামরিক বিপ্লবী কমিটির কার্যালয়—সেখান থেকে নির্দেশ নিচ্ছে জনগণ। আরও একটা কমিটি আছে — সেটা হল 'লক্ষ মানুষের কমিটি' — অর্থাৎ কিনা, খোদ জনগণ। এমন কোন অলিগলি, ব্যারাক, বাড়ি নেই যেখানে এই কমিটি প্রবেশ করে নি। কৃষ্ণ শতের বিভিন্ন সংস্থায়, কেরেন্‌স্কি সরকারের ভিতরে, বুদ্ধিজীবী মহলে অবধি পৌঁছয় এই কমিটি। কুলি, খানসামা, গাড়োয়ান, কণ্ডাক্টর, সৈনিক আর নাবিকদের নিয়ে এই কমিটি নগরীতে বেড়ে আছে জালের মতো। তারা দেখতে পায় সবকিছু, শুনতে পায় সবকিছু, সবকিছুর বিবরণ পাঠায় সদর কার্যালয়ে। এইভাবে আগে থেকে হুঁশিয়ারি পেয়ে তারা শত্রুর যে-কোন চাল মাৎ করে দিতে পারে।

‘কসাক তুমি কার পক্ষে — আমাদের, না, ওদের?’ জিজ্ঞেস করছে পোস্টার

বিপ্লবকে গলা টিপে মারবার কিংবা বিপথচালিত করবার যেকোন চেষ্টা হলে অমনি সেটাকে তারা অকেজো করে দেয়।

জন-নেতাদের উপর উগ্র আক্রমণ চালিয়ে তাঁদের উপর জনগণের বিশ্বাস ভেঙে দেবার চেষ্টা হয়। আদালত থেকে কেরেন্‌স্কি জিগির তোলেন, 'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধী লেনিন লুটতরাজে উস্কানি দিচ্ছে... উস্কানি দিচ্ছে ভয়াবহ গণ-হত্যাকাণ্ডে, যাতে মুক্ত রাশিয়ার নাম চির-কলঙ্ক-কালিমালিপ্ত হয়ে যাবে।' অমনি তার জবাবে জনগণ লেনিনকে তাঁর অজ্ঞাত বাস থেকে ফিরিয়ে এনে বিপুল অভিবাদন দেয়, তাঁর পাহারা হিসেবে স্‌মল্‌নিকে পরিণত করে অস্ত্রাগারে।

রক্ত আর বিশৃঙ্খলার মধ্যে বিপ্লবকে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা হয়। ইহুদিদের আর সমাজতন্ত্রী নেতাদের ঢালাওভাবে হত্যা করবার জন্যে জনগণকে উস্কানি দেয় অশুভ শক্তিগুলো। অমনি শ্রমিকদের পোস্টারে পোস্টারে নগরী ছেয়ে যায় — তাতে বলা হয়: 'নাগরিকগণ! পূর্ণ শান্তি এবং আত্মসংযম বজায় রাখবার জন্যে আমরা আপনাদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। শৃঙ্খলার আদর্শ ধরা আছে শক্ত হাতে। রাহাজানি আর গুলি চলার একটা ঘটনা ঘটলেও অপরাধীদের এ ধরাধাম থেকে মুছে দেওয়া হবে।'

বিপ্লবীদের বিভিন্ন অংশকে বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টা হয়। সোভিয়েতগুলি এবং ব্যারাকগুলির মধ্যেকার টেলিফোন যোগাযোগ নষ্ট করে দেওয়া হয় — সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনোগ্রাফ সরঞ্জাম বসিয়ে যোগাযোগ পুনঃস্থাপন করা হয়। যুঙ্কাররা এখানে-ওখানে পুল খুলে দিয়ে শ্রমিক এলাকাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে; ক্রন্‌শ্‌তাদ্‌তের নাবিকেরা সে পুল ঠিক করে দেয়। কমিউনিস্ট পত্র-পত্রিকাগুলির কার্যালয়ে তালা দিয়ে সীল করে সংবাদের প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়; লালরক্ষীরা গিয়ে সীল ভেঙে ছাপাখানাগুলোকে আবার চালু করে।

বিপ্লব দমন করবার চেষ্টা হয় অস্ত্রবলে। কেরেন্‌স্কি নগরীতে আনতে আরম্ভ করলেন 'নির্ভরযোগ্য' সব ফৌজ — অর্থাৎ কিনা, জেগে উঠেছে যে শ্রমিক তাদের উপর গুলি চালাবার জন্যে নির্ভরযোগ্য ফৌজ। তাদের মধ্যে ছিল 'জেনিথ ব্যাটারি' আর 'সাইকেলারোহী ব্যাটালিয়ন'। যেসব প্রধান সড়ক দিয়ে এইসব ইউনিট নগরীর দিকে আসতে থাকল সেই সব সড়কে বিপ্লবের

পক্ষ থেকে লোকজন মোতায়েন করা হল। শত্রুর উপর তারা আক্রমণ চালাল বন্দুক দিয়ে নয়, তাদের ভাবাদর্শ দিয়ে। যুক্তিতর্ক আর অনুরোধ-আবেদনের প্রচন্ড অগ্নিবর্ষণ চলল ঐসব ফৌজের উপর। ফল দাঁড়াল: বিপ্লবকে বিধ্বস্ত করবার জন্যে পাঠানো এইসব ফৌজ নগরীতে ঢুকল বিপ্লবে সাহায্য করতে।

কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী এই উদ্দীপনাময় কর্মীদের কাছে বশীভূত হয় সমস্ত সৈনিক, এমনকি কসাকেরাও। তাদের উদ্দেশে প্রচারিত আবেদনে বলা হল: 'কসাক ভাইসব! অসৎ উপায়ে যারা ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করেছে তারা, পরজীবীরা, জমিদারেরা, আর আমাদের বিপ্লবকে বিধ্বস্ত করতে চায় তোমাদের যে জেনারেলরা তারাই আমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের প্ররোচনা দিচ্ছে। কসাক কমরেডসব! শয়তানের এই ফাঁদে পা দিয়ো না যেন!' তখন কসাকেরাও দাঁড়িয়ে যায় বিপ্লবের পতাকাতলে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইতিহাসে নতুন তারিখ—৭ই নভেম্বর*

পেত্রগ্রাদে সংঘর্ষ চলেছে বিভিন্ন টহলদারদের মধ্যে, পরস্পরের বিরুদ্ধবাদী মতামতের মধ্যে চলেছে সংঘাত — তুমুল কান্ড চলেছে পেত্রগ্রাদে, তখন সারা রাশিয়া থেকে নগরীতে আসতে থাকল অসংখ্য নরনারী। এ'রা হলেন স্মল্নিতে আহূত দ্বিতীয় সারা রাশিয়া সোভিয়েত কংগ্রেসের প্রতিনিধি। সবাই তাকিয়ে আছে স্মল্নির দিকে।

স্মল্নি আগে ছিল অভিজাত পরিবারের কন্যাদের একটা বিদ্যালয় — এখন সোভিয়েতের কেন্দ্র। নেভার পাড়ে বিশাল জমকাল এই প্রাসাদ দিনে নিস্তেজ আর ম্লান, কিন্তু রাতে শত জানালার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে দেখা দেয় বিশাল মন্দিরের মতো — বিপ্লবের মন্দির। দেউড়ির সামনে দুটো পাহারাদারী অগ্নিকুন্ড জিইয়ে রাখছে লম্বা-কোট-গায়ে সৈনিকেরা, সে যেন দুই হোমশিখা। অগণিত কোটি কোটি গরিব আর অধিকারচ্যুত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর প্রার্থনা কেন্দ্রীভূত হয়েছে এখানে। যুগযুগান্তের দুর্দশা

---

* পুরন পঞ্জিকা অনুসারে ২৫শে অক্টোবর, ১৯১৭।

আর অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতির জন্যে তারা চেয়ে আছে এর দিকে। এখানে নির্ধারিত হচ্ছে তাদের জীবনমৃত্যুর সব প্রশ্ন।

সেদিন রাত্রে দেখলাম ক্ষীণকায়, ছেঁড়া ফাটা জামাকাপড় পরা একজন শ্রমিক কষ্টে পা ফেলে ফেলে চলেছে একটা অন্ধকার রাস্তা ধরে। হঠাৎ মাথা তুলে সে দেখল, বরফ পড়ছে, তার ভিতর দিয়ে সোনালী আভায় ঝলমল করছে স্মল্নির বিশাল সম্মুখভাগটা। টুপিটা খুলে ফেলে খালি মাথায় দুবাহু বিস্তৃত করে সে দাঁড়িয়ে গেল মুহূর্তের জন্যে। বলে উঠল — **'কমিউন! জনগণ! বিপ্লব!'** তারপরে ছুটে এগিয়ে গিয়ে মিশে গেল ফটকের ভিতর দিয়ে চলা জনস্রোতের মধ্যে।

যুদ্ধের ট্রেঞ্চ, নির্বাসন, জেলখানা আর সাইবেরিয়া থেকে স্মল্নিতে আসছেন এই প্রতিনিধিরা। কত পুরন কমরেডের কোন খবর ছিল না বছরের পরে বছর — হঠাৎ চিনতে পারার উল্লাস, আলিঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়া, দুটো কথা, মুহূর্তের কোলাকুলি, তারপরে চলে যাওয়া নানা সম্মেলনের জায়গায়, গ্রুপের সভায়, অসংখ্য বৈঠকে।

গোটা স্মল্নিই এখন একটা প্রকাণ্ড সম্মেলন-স্থল — একটা বিশাল কামারশালার মতো ফুসছে, গর্জাচ্ছে। সেখানে বক্তারা ডাক দিচ্ছেন অস্ত্রধারণ করবার জন্যে, শ্রোতারা কেউ সিটি লাগাচ্ছে, কেউ বা পা দাপাচ্ছে, শৃঙ্খলার জন্যে ঘা পড়ছে গ্যাভেলে, সান্ত্রীরা মাটিতে ঘা দিচ্ছে বন্দুক দিয়ে, সীমেণ্টের মেঝের উপর দিয়ে গড়গড়িয়ে চলেছে মেশিনগান, প্রচণ্ড রবে সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হচ্ছে সব বৈপ্লবিক গান, অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে এলে লেনিন আর জিনভিয়েভের উদ্দেশে উঠল প্রচণ্ড অভিবাদন-ধ্বনি।

সব চলেছে মহা বেগে, সবকিছু উত্তেজনায় টনটন করছে, তার মাত্রা চড়ে চলেছে মুহূর্তে মুহূর্তে। প্রধান প্রধান কর্মীরা যেন এক একটা শক্তির ডাইন্যামো, ঘুম নেই, ক্লান্তি নেই, তাঁরা যেন স্নায়ুবিহীন অলৌকিক মানুষ, তাঁরা বিপ্লবের বিভিন্ন চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন প্রশ্নের মোকাবিলা করছেন।

৭ই নভেম্বর তারিখের এই রাত্রে দশটা বেজে চল্লিশ মিনিটের সময়ে আরম্ভ হবে ঐতিহাসিক সভা, যার সুবিপুল পরিণতি ঘটবে রাশিয়ার এবং সারা পৃথিবীর ভাগ্যক্ষেত্রে। বিভিন্ন পার্টির গ্রুপ বৈঠক থেকে বেরিয়ে প্রতিনিধিরা চললেন বিরাট সমাবেশ হল-এ। বলশেভিকবিরোধী সভাপতি

দান্ শৃঙ্খলার জন্যে ঘণ্টা বাজিয়ে ঘোষণা করলেন, 'দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হল।'

প্রথমে কংগ্রেসের পরিচালক সংস্থা (সভাপতিমণ্ডলী) নির্বাচন। ১৪ জন সদস্য হলেন বলশেভিক। অন্যান্য সব পার্টির মিলিয়ে ১১ জন। পুরন পরিচালক সংস্থা সরে গেল, আর হালেও যাঁরা ছিলেন রাশিয়ার নির্বাসিত, সমাজচ্যুত, আইনের আশ্রয় থেকে বহিষ্কৃত, সেই বলশেভিক নেতারা আসন গ্রহণ করলেন। প্রধানত বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গড়া দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলি অভিজ্ঞানপত্র আর দিনের নির্দিষ্ট কার্যবিবরণ নিয়ে আক্রমণ আরম্ভ করল। আলোচনাই তাদের বড় গুণ। কেতাবী বাক্যব্যয়ে তাদের পরমানন্দ। নীতি আর কার্যধারার নানা সূক্ষ্ম কচকচি তুলল তারা।

তারপরে... সহসা রাত্রির গভীর থেকে একটা গর্জনের ধাক্কায় সবিস্ময়ে লাফিয়ে উঠল প্রতিনিধিরা। ওটা কামান-গর্জন—ক্রুজার 'অরোরা' থেকে শীত প্রাসাদে গোলাবর্ষণের নির্ঘোষ। ভোঁতা আর চাপা সে আওয়াজ দূর থেকে আসতে থাকল সমানে, নিয়মিত তালে তালে সে যেন পুরন ব্যবস্থার মৃত্যুর ঘোষণা, আর নতুনের প্রশস্তি। এ হল জনগণের কণ্ঠস্বর, **সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই,** কংগ্রেসের কাছে জনসাধারণের এই দাবির বজ্রনির্ঘোষ। কংগ্রেসের সামনে প্রশ্নটা দেখা দিল প্রখর হয়ে: 'সোভিয়েতকে রাশিয়ার সরকার বলে ঘোষণা করে এখন সেই নতুন কর্তৃত্বকে বিধিবদ্ধ করা হবে কিনা?'

বুদ্ধিজীবীদের পক্ষত্যাগ

এবার ঘটল ইতিহাসের চাঞ্চল্যকর এক আপাত-বৈপরীত্য, বৃহত্তম এক ট্র্যাজেডি: বুদ্ধিজীবীরা পক্ষত্যাগ করল। কংগ্রেস প্রতিনিধিদের মধ্যে এই রকমের বুদ্ধিজীবী ছিল ঝুড়ি ঝুড়ি। 'অজ্ঞ মানুষকে' তাঁরা করেছিলেন নিজেদের ভক্তির পাত্র। 'জনগণের কাছে যাওয়া' ছিল তাঁদের ধর্ম। জনগণের জন্যে তাঁরা ভোগ করেছেন দারিদ্র্য, কারাবাস আর নির্বাসন। স্থির নিশ্চল জনগণকে তাঁরা বৈপ্লবিক ধ্যানধারণা দিয়ে জাগিয়ে তুলেছেন, তাদের অনুপ্রাণিত করেছেন বিদ্রোহী হতে। জনগণের চরিত্র আর মহত্ত্বকে তাঁরা

নিরন্তর গৌরবময় রূপে তুলে ধরেছেন। এক কথায়, জনগণকে দেবতা রূপে তুলে ধরেছিলেন বুদ্ধিজীবীরা। সেই জনগণ এবার দেবতার রোষ নিয়ে গর্জন করে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে উদ্ধত, সে নিরঙ্কুশ। দেবতার মতোই তাদের আচরণ।

তবে, যে দেবতা তাদের কথায় কর্ণপাত করবে না, যে দেবতা তাদের বশে নেই, সে দেবতাকে বুদ্ধিজীবীরা প্রত্যাখ্যান করে। বুদ্ধিজীবীরা একেবারে সঙ্গে সঙ্গেই নাস্তিক বনে গেল। তাদের প্রাক্তন দেবতা জনগণের প্রতি সমস্ত বিশ্বাস তারা বর্জন করল। তারা অস্বীকার করল জনগণের বিদ্রোহের অধিকার।

ফ্রাঙ্কেস্টাইনের মতো নিজেদেরই সৃষ্টি এই দানবের সামনে বুদ্ধিজীবী সমাজ কুঁকড়ে গেল, কাঁপতে থাকল ভয়ে, কাঁপতে থাকল রোষে। এটা বেজন্মা, একটা শয়তান, নিদারুণ এক বিপর্যয়, যা রাশিয়াকে বিশৃঙ্খলায় ডুবিয়ে দিচ্ছে — 'কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটা পাপ বিদ্রোহ।' গর্জন করে, অভিশম্পাত দিয়ে, মিনতি করতে করতে, প্রলাপ বকতে বকতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল এর বিরুদ্ধে। প্রতিনিধি হিসেবে তারা এই বিপ্লবকে মানতে অস্বীকার করল। এই কংগ্রেস থেকে সোভিয়েতকে রাশিয়ার সরকার হিসেবে ঘোষণা করতে তারা অস্বীকার করল।

অতি অনর্থক, অতি অক্ষম তাদের এ অস্বীকৃতি! এই বিপ্লবকে অস্বীকার করা তো জলোচ্ছ্বাস কিংবা অগ্ন্যুদ্গারী অগ্নিগিরিকে অস্বীকার করবারই সামিল! এ বিপ্লব প্রাকৃতিক শক্তির মতো অমোঘ। ব্যারাকে, ট্রেঞ্চে, কলে-কারখানায়, রাস্তায় রাস্তায় — সর্বত্র এ বিপ্লব। এ বিপ্লব এখানে, এই কংগ্রেসে, সরকারীভাবেই — শত শত শ্রমিক, সৈনিক আর কৃষক প্রতিনিধির মাঝে। বেসরকারীভাবেও এ বিপ্লব এখানে এই জনতার মাঝে যারা সর্বত্র প্রতিটি ইঞ্চিতে ভিড় করে আছে, বেয়ে উঠছে থাম আর জানালার উপরে, নিজেদের ঠাসাঠাসি দেহের বাষ্প দিয়ে সমাবেশ-হলটাকে করে তুলছে শাদা-কুয়াসাচ্ছন্ন, তড়িতাহত করে তুলছে নিজেদের আবেগের প্রখরতা দিয়ে।

তাদের বৈপ্লবিক ইচ্ছা যাতে পূরণ হয় — কংগ্রেস যাতে সোভিয়েতকে রাশিয়ার সরকার বলে ঘোষণা করে — সেটা দেখবার জন্যে মানুষ এখানে এসেছে। এ বিষয়ে তারা অনমনীয়। বিষয়টাকে ঘোলাটে করে তুলবার যে-

কোন চেষ্টা হলে, তাদের ইচ্ছাটাকে নিষ্ফল করবার কিংবা এড়িয়ে যাবার যে-কোন উপক্রম হলে তারা তুলল ক্রুদ্ধ প্রতিবাদের ঝড়।

দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলির আছে লম্বা লম্বা প্রস্তাব। জনতা অধৈর্য। 'আর প্রস্তাব নয়! আর কথা নয়! আমরা চাই কাজ! আমরা চাই সোভিয়েত!'

বুদ্ধিজীবীরা যথারীতি সমস্ত পার্টির একটা কোয়ালিশন করে বিষয়টাকে চাপা দিতে চায়। তার পাল্টা জবাব এল: 'একমাত্র যে কোয়ালিশন সম্ভব সেটা হল শ্রমিক, সৈনিক আর কৃষকদের কোয়ালিশন।'

'আসন্ন গৃহযুদ্ধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার' জন্যে আহ্বান জানালেন মার্তভ। সোচ্চার জবাব হল—'জয়, জয়ই একমাত্র সম্ভাব্য মীমাংসা!'

সোভিয়েতগুলি বিচ্ছিন্ন, আর গোটা ফৌজই তাদের বিরুদ্ধে — এই বলে কুচিন নামে এক অফিসার তাদের সন্ত্রস্ত করতে চাইল। সৈনিকেরা গর্জে উঠলেন: 'মিথ্যুক! স্টাফের লোক! ট্রেঞ্চের মানুষগুলোর কথা নয় — তুমি বলছ স্টাফের কথা। আমরা সৈনিকেরা দাবি করছি — সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই!'

তাদের সেটা তো ইচ্ছা নয় — ইস্পাত। কোন মিনতিতে কিংবা হুমকিতে সেটা ভাঙে না, মচকায়ও না। কোনকিছুই তাদের লক্ষ্য থেকে বিচলিত করতে পারে না।

ক্রোধোন্মত্ত হয়ে শেষে আব্রামোভিচ বলে উঠলেন:

'এখানে থেকে আমরা এইসব ঘোর অপরাধের জন্যে দায়ভাগী হতে পারি নে। সমস্ত প্রতিনিধিকে আমরা কংগ্রেস ছেড়ে চলে আসতে আহ্বান জানাচ্ছি।' নাটকীয় ভঙ্গিতে মঞ্চ থেকে নেমে তিনি চললেন দরজার দিকে। প্রায় আশী জন প্রতিনিধি আসন ছেড়ে চললেন তাঁর পিছু পিছু।

ত্রৎস্কি বলে উঠলেন, 'ওরা চলে যাক! চলেই যাক ওরা! ওরা কিছু জঞ্জাল মাত্র — যাবে ইতিহাসের আবর্জনাস্তূপে!'

বুদ্ধিজীবীরা সেই হলঘর থেকে এবং বিপ্লব থেকে বেরিয়ে যাবার সময়ে ধিক্কার, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর টিটকারির ঝড় উঠল প্রলেতারিয়ানদের ভিতর থেকে; তারা ওদের বলল — 'দলত্যাগী সব! বিশ্বাসঘাতক!' চরম ট্র্যাজেডি! যে বিপ্লব সৃষ্টি করতে বুদ্ধিজীবীরা আনুকূল্য করেছে সেই বিপ্লবকেই তারা বর্জন করছে, জনগণের সংগ্রামের সংকট-মুহূর্তে তাদের পক্ষ ত্যাগ

করছে। চূড়ান্ত মূর্খতাও বটে। এতে করে তারা সোভিয়েতগুলিকে বিচ্ছিন্ন না করে, শুধু নিজেদেরই বিচ্ছিন্ন করছে। সোভিয়েতগুলির সমর্থনে জড়ো হচ্ছে অবিচলিত সব নতুন নতুন বাহিনী।

সোভিয়েতকে সরকার বলে ঘোষণা করা হল

মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক, টেলিগ্রাফ স্টেশন, টেলিফোন স্টেশন, সামরিক স্টাফের সদরঘাঁটি দখল, — বিপ্লবের নতুন নতুন জয়ের খবর আসছে মিনিটে মিনিটে। কর্তৃত্বের সব খুঁটি একের পর এক চলে যায় জনগণের হাতে। পুরন সরকারের বিশ্লিষ্ট কর্তৃত্ব বিদ্রোহীদের হাতুড়ির আঘাতে আঘাতে ভেঙে পড়ছে।

জামাকাপড়ে কাদামাখা, হন্তদন্ত এক কমিশার মঞ্চে উঠে ঘোষণা করলেন: 'ৎসারস্কোয়ে সেলোর গ্যারিসন সোভিয়েতের পক্ষে। তারা এখন পেত্রগ্রাদের প্রবেশপথে পাহারা দিচ্ছে।' আর একজন কমিশার ঘোষণা করলেন, 'সাইকেলারোহী ব্যাটালিয়ন সোভিয়েতের পক্ষে। ভাইয়ের রক্তপাত করতে ইচ্ছুক একজনও পাওয়া যায় নি তাদের মধ্যে।' তার পরে হাতে একখানা টেলিগ্রাম নিয়ে ক্লান্তিতে টলতে টলতে উঠলেন ক্রিলেঙ্কো, 'দ্বাদশ বাহিনী থেকে সোভিয়েতের প্রতি অভিবাদন! সৈনিক কমিটি উত্তর রণাঙ্গনে পরিচালন-ভার হাতে নিচ্ছে।'

শেষে, প্রচণ্ড এই রাত্রি-শেষে বিভিন্ন বক্তব্যের দ্বন্দ্ব আর বিভিন্ন ইচ্ছার সংঘাতের ভিতর দিয়ে এল সহজসরল ঘোষণা: **'অস্থায়ী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। শ্রমিক, সৈনিক আর কৃষকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার ভিত্তিতে সোভিয়েত কংগ্রেস রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নিল। অবিলম্বে সমস্ত জাতির জন্যে গণতান্ত্রিক শান্তি, সমস্ত রণাঙ্গনে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির জন্যে সোভিয়েত কতৃপক্ষ এখনই প্রস্তাব তুলবে। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করবে অবাধে জমির হস্তান্তরকরণ... ইত্যাদি।'**

হুলস্থূল লেগে গেল। লোকে পরস্পরকে জড়িয়ে কাঁদছে। বার্তাবহরা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। টেলিগ্রাফ আর টেলিফোন অবিরাম বেজে চলেছে। রণাঙ্গনের দিকে ছুটছে সব মোটরগাড়ি। নদী আর

সমভূমির উপর দিয়ে পাড়ি জমিয়ে ধেয়ে চলেছে বিমানগুলি। সমুদ্র পারাপারে যাচ্ছে বেতারের সংকেত। এইসবই বিরাট খবরটার বার্তাবহ!

বিপ্লবী জনগণের ইচ্ছা জয়যুক্ত হয়েছে। সোভিয়েতই এখন সরকার।

সকাল ছ'টায় সেই ঐতিহাসিক অধিবেশন শেষ হল। ক্লান্তির বিষক্রিয়ায় প্রতিনিধিদের মাথা ঘুরছে, অনিদ্রায় তাঁদের সব চোখ বসেছে কোটরে, তবু তাঁরা জয়োল্লাসে উদ্ভাসিত — পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে টলমল করে নেমে তাঁরা বের হচ্ছেন স্মল্‌নির ফটক দিয়ে। বাইরে তখনও অন্ধকার, ঠাণ্ডা, কিন্তু পুব দিকে হচ্ছে রাঙা প্রভাতের উদয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শীত প্রাসাদ দখল

রাশিয়ান কবি তিউৎচেভ লিখেছেন:

> ধন্য যিনি বিশ্বে আসেন
> মহাযজ্ঞের শুভক্ষণে,
> ভোজোৎসবে এসে বসেন
> মহাদেবের নিমন্ত্রণে,
> মহাদৃশ্য সন্দর্শনে...

দু'গুণো ধন্য আমরা পাঁচ জন আমেরিকান — লুইজ ব্রায়াণ্ট, জন রীড, বেস্‌সি বেট্টি, গাম্বের্গ আর আমি। স্মল্‌নির হলঘরে অনুষ্ঠিত মহা নাটকীয় ঘটনা আমরা যেমন প্রত্যক্ষ করেছি, তেমনি, দেখেছি ৭ই নভেম্বর রাত্রের অন্য বিরাট ঘটনাটিও — শীত প্রাসাদ দখল।

বক্তাদের নানা সওয়াল-জবাবের মধ্যে মগ্ন হয়ে আমরা স্মল্‌নিতে বসে আছি, এমন সময়ে রাত্রির গভীর থেকে আলোকিত হলঘরটিতে এসে ফেটে পড়ল অন্য আরেকটি কণ্ঠ — ক্রুজার 'অরোরা' থেকে শীত প্রাসাদে গোলাবর্ষণের নির্ঘোষ। কামানের অটল, সুদৃঢ় ভয়ংকর সেই আঘাতের পরে আঘাত আমাদের উপর বক্তাদের যাদুটাকে ভেঙে দিল। সে আহ্বান প্রতিরোধ করতে না পেরে আমরা চটপট বেরিয়ে পড়লাম।

বাইরে একখানা প্রকাণ্ড মোটরট্রাকের ইঞ্জিন তখন ধড়ফড় করছিল — নগরীর দিকে চলবার মুখে। আমরা চড়ে বসলাম; পেছনে প্রচারপত্রের একটা সাদা পুচ্ছ উড়িয়ে রাত্রির অন্ধকারের ভিতর দিয়ে আমরা মহাবেগে ধেয়ে চললাম খসে-পড়া ধূমকেতুর মতো। অলিগলি আর দরজাগুলো থেকে অস্পষ্ট সব মূর্তি বেগে বেরিয়ে 'বাধ্যতামূলক অর্ডিন্যান্স' পড়বার জন্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল।

শ্রমিক এবং সৈনিক প্রতিনিধিদের পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের
সামরিক বিপ্লবী কমিটির পক্ষ থেকে

রাশিয়ার নাগরিকদের প্রতি:

অস্থায়ী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। রাষ্ট্রক্ষমতা এসেছে শ্রমিক এবং সৈনিক প্রতিনিধিদের পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের সংস্থা সামরিক বিপ্লবী কমিটির হাতে, যে কমিটি রয়েছে পেত্রগ্রাদের প্রলেতারিয়েত এবং গ্যারিসনের নেতৃত্বে।

যেসব লক্ষ্য সাধনের জন্যে জনগণ লড়ছিল — অবিলম্বে গণতান্ত্রিক শান্তির প্রস্তাব উত্থাপন, জমিতে জমিদারের মালিকানার বিলুপ্তি, উৎপাদনের উপর শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণ, সোভিয়েত সরকার গঠন — এইসব লক্ষ্য সাধিত হয়েছে।

শ্রমিক, সৈনিক আর কৃষকের বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

শ্রমিক এবং সৈনিক প্রতিনিধিদের
পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের সামরিক
বিপ্লবী কমিটি

৭ই নভেম্বর, ১৯১৭, সকাল, ১০টা

(অর্ডিন্যান্সের মূল রুশ ভাষায় পাঠ ১৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এই ঘোষণা একটু আগে থেকে দেওয়া। কেরেন্‌স্কি ছাড়া অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রীরা তখনও শীত প্রাসাদে অধিবেশন চালাচ্ছে। তাই সক্রিয়

Отъ Военно-Революціоннаго Комитета при Петроградскомъ Совѣтѣ Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ.

Къ Гражданамъ Россіи.

Временное Правительство низложено. Государственная власть перешла въ руки органа Петроградскаго Совѣта Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ Военно-Революціоннаго Комитета, стоящаго во главѣ Петроградскаго пролетаріата и гарнизона.

Дѣло, за которое боролся народъ: немедленное предложеніе демократическаго мира, отмѣна помѣщичьей собственности на землю, рабочій контроль надъ производствомъ, созданіе Совѣтскаго Правительства — это дѣло обезпечено.

ДА ЗДРАВСТВУЕТЪ РЕВОЛЮЦІЯ РАБОЧИХЪ, СОЛДАТЪ И КРЕСТЬЯНЪ!

Военно-Революціонный Комитетъ
при Петроградскомъ Совѣтѣ
Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ.

25 октября 1917 г. 10 ч. утра.

হয়েছে 'অরোরার' কামানগুলি। তারা গর্জে গর্জে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানাচ্ছে মন্ত্রীদের কাছে। এখন চালানো হচ্ছে ফাঁকা আওয়াজ, তা ঠিক, কিন্তু তাতেই থরথর করে কাঁপছে আকাশ-বাতাস, নড়ে উঠছে ইমারতটা আর তার ভিতরে মন্ত্রীদের স্নায়ু।

আমরা প্রাসাদের প্রাঙ্গণে পৌঁছতে পৌঁছতে কামানের গম্ভীর গর্জন মিলিয়ে গেল। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তখন আর রাইফেল কড়মড় করছে না। নিজেদের মৃত আর মৃতপ্রায় সৈনিকদের তুলে নিয়ে যাবার জন্যে বুকে হেঁটে বেরিয়ে আসছে লালরক্ষীরা। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে শোনা গেল: 'য়ুঙ্কাররা আত্মসমর্পণ করেছে।' কিন্তু নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে অবরোধকারী নাবিক আর সৈনিকেরা আড়াল নিয়েই থাকছে।

প্রাসাদে জনতার প্রবেশ

নেভস্কির সড়কে জড়ো হল নতুন নতুন জটলা। সারিবদ্ধ হয়ে তারা 'লাল তোরণের' ভিতর স্রোতের মতো ঢুকে এগিয়ে চলল নিঃশব্দে। ব্যারিকেডের কাছে তারা এসে পড়ল প্রাসাদের ভিতর থেকে এসে-পড়া উজ্জ্বল আলোর মধ্যে। কাষ্ঠখন্ড দিয়ে তৈরি র‍্যামপার্ট আর লোহার ফটক ডিঙিয়ে তারা বেগে গিয়ে পূব পাশের খোলা দরজাগুলো দিয়ে ঢুকে পড়ল— তাদের পিছনে পিছনে চলল ভিড়ে ঠাসা টগবগ জনতা।

হিম আর অন্ধকার থেকে এই প্রলেতারিয়ানরা সহসা এসে পড়ল উত্তাপ আর আলোকের মাঝে। কুঁড়েঘর আর ব্যারাক থেকে তারা এসে গেল ঝলমলে সব আলো আর গিলটি করা কক্ষগুলোর মধ্যে। প্রাসাদটাকে যারা গড়েছে সেই নির্মাতারাই এবার সেখানে প্রবেশ করছে — এটা যথার্থ বিপ্লবই বটে!

আর সে কী ইমারত! সোনা আর ব্রোঞ্জের সব মূর্তি দিয়ে শোভিত, প্রাচ্যের সব কার্পেট বিছানো, কামরাগুলো চিত্রিত-পর্দা আর চিত্র দিয়ে মোড়া, মিটমিট করে জ্বলা স্ফটিকের ঝাড়লণ্ঠনগুলির নিযুত নিযুত আলোয় উদ্ভাসিত, কত বিরল মদিরা আর পুরনো সুরায় ভূগর্ভস্থ ভান্ডারগুলো ঠাসা।

ভয়ংকর লালসা পেয়ে বসে জনতাটাকে। দীর্ঘকাল যাবত বুভুক্ষু, বঞ্চিত মানুষকে মনোহারিণী রূপ যে লালসায় উত্তেজিত করে তোলে—সেই লুণ্ঠনের লালসা। দর্শক আমরা — আমরাও সেই মনোভাবে অনাক্রম্য নই। সংযমের শেষ রেশটুকুও এতে পুড়ে ছাই হয়ে শিরায় শিরায় একটি মাত্র রিপুর আগুন লেগে যায় — সেটা হল তছনছ করে লুটতরাজের রিপু। সম্পদ-ভান্ডারের উপর চোখ পড়তেই আপনা থেকে এগিয়ে যায় হাত।

খিলান-করা যে কামরায় আমরা ঢুকলাম তার দেওয়াল বরাবর রয়েছে এক সারি প্রকান্ড প্রকান্ড প্যাকিংকেস। রাইফেলের কুঁদা দিয়ে ঘা মেরে মেরে সৈনিকেরা সেগুলোকে ফাটিয়ে দিতে উপছে পড়ল অজস্র পর্দা, কাপড়, ঘড়ি, অলংকৃত পাত্র আর রেকাবি।

কিন্তু লুটের জন্যে এসব ক্ষুদে জিনিস উপেক্ষা করে জটলাগুলো পাক খেয়ে খেয়ে এগিয়ে গেল আরও দামী মৃগয়াক্ষেত্রের সন্ধানে। আগের দলটা এগিয়ে চলল সব জাঁকাল কামরার ভিতর দিয়ে আরও বেশী জাঁকাল কামরায় কামরায় — সেখানে সারি দেওয়া সব দেরাজ আর ওয়ার্ডরোব। প্রাপ্তির আশায় উল্লসিত ডাক ছেড়ে তারা সেগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার পরে উঠল ক্রোধ আর বিরক্তির চিৎকার। সেখানে তারা দেখল আয়না সব বিধ্বস্ত, পেনেলগুলো সব লাথি মেরে চুরমার করা, রাইফেল দিয়ে খোঁচানো সব ড্রয়ার—সর্বত্র লুটেরাদের হাতের চিহ্ন, যারা এসে গেছে আগেই। লুটের সরটা নিয়ে গেছে য়ুংকাররা।

লোপাট হয়ে গেছে যত বেশি, বাদবাকিটার জন্যে কাড়াকাড়িও তাই হল ততই তীব্র। এই প্রাসাদে এবং এখানে যা-কিছু আছে তাতে এদের অধিকার কে অস্বীকার করতে পারে? এ সবই তো এসেছে তাদের আর তাদের পিতৃপুরুষের ঘর্মাক্ত শ্রমেরই ফলে। সৃষ্টির অধিকারবলে এসবই তাদেরই। এসবই তাদেরই — বিজয়ের অধিকারবলেও। হাতে যে বন্দুক থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে, আর বুকে আছে যে বল তাই দিয়ে তারা এটা দখল করেছে। কিন্তু হাতে বজায় রাখতে পারবে কত কাল? এক শতাব্দী কাল যাবত এটা ছিল জারের। গতকাল ছিল কেরেনস্কির। আজ তাদের। আগামী কাল — কার? কেউ বলতে পারে না। আজ বিপ্লব যা দিয়েছে, সেটাকে আগামীকাল

প্রতিবিপ্লব এসে ছিনিয়ে নিতে পারে। পুরস্কারটা আজ যখন তাদেরই, তার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার তারা করবে না? রাজসভাসদেরা এখানে এক শতাব্দী যাবত যথেচ্ছ প্রমোদ-কেলি করে গেছে — সেখানে তারা একটা রাত আমোদপ্রমোদ করতে পারবে না? অভিশপ্ত অতীত, উত্তেজনাময় বর্তমান, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ — এই সবই তাদের ঠেলে দিচ্ছে যা পারা যায় তাই হাত করবার দিকে।

প্রাসাদে হুলস্থূল লেগে গেল। অগণিত ধ্বনিতে প্রাসাদটা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকল: কাপড় ছেঁড়া আর কাঠ ভাঙবার আওয়াজ, ভেঙে খানখান জানালা থেকে ঝনঝন করে কাচ পড়বার আওয়াজ, পার্কিট মেঝেয় ভারী ভারী বুটের দাপানি, ছাদের নিচে সহস্র কণ্ঠের ঘাত। উল্লসিত সব কণ্ঠস্বর — তার পরে লুটের বখরা নিয়ে কোন্দল। ভাঙা গলায় চড়া মাত্রায় বিড়বিড়ানি আর শাপশাপান্ত।

তখন এই হট্টগোলের ভিতর দিয়ে উঠল অন্য একটা কণ্ঠস্বর — বিপ্লবের সুস্পষ্ট, কর্তৃত্বশালী কণ্ঠস্বর। বিপ্লবের পরম নিষ্ঠাবান ভক্ত পেত্রগ্রাদের শ্রমিকদের মারফত ধ্বনিত হল এ কণ্ঠস্বর। তারা অল্প কয়েক জন মাত্র, তারা বেঁটে খাটো, কিন্তু এই দীর্ঘকায় কৃষক সৈনিকদের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে তারা বলতে থাকল — 'কিছুই নিয়ো না কেউ। বিপ্লবের নিষেধ আছে। কোন লুটতরাজ নয়, এ সবই জনগণের সম্পত্তি।'

যেন মহাঝড়ের গর্জনের মাঝে শিশুর কচি গলা, যেন অসুর বাহিনীর উপর বামন-দলের আক্রমণ: জয়ে মত্ত, লুটতরাজ-ঝোঁকে অস্থির সৈনিকদের দাপটটাকে কথা দিয়ে থামাবার জন্যে প্রতিবাদকারীদের চেষ্টাটাকে তেমনিই মনে হল। জনতা লুটতরাজ চালাতেই থাকল। মুষ্টিমেয় শ্রমিকের কথায় তাদের কান দেবার দরকারটা কী?

বিপ্লবের হাতে সংযম

কিন্তু এই শ্রমিকদের কথায় তাদের মনোযোগ দিতে হবেই। নিজেদের কথার পিছনে তারা অনুভব করে বিপ্লবের ইচ্ছাশক্তি। তাতে তারা হয়ে ওঠে নির্ভীক, উদ্যমশীল। তারা প্রচণ্ডভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকল

দীর্ঘকায় সৈনিকদের উপর, তাদের মুখের উপর ভর্ৎসনা করল, তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল লুটের মাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এরা তাদের কাবু করে ফেলল।

ভারী একখানা পশমী কম্বল নিয়ে সরে পড়ছিল বিশালকায় এক সৈনিক — তাকে ধরে ফেলল বেঁটে খাটো এক শ্রমিক। কম্বলটাকে জাপটে ধরে তার এক কোণা ধরে টানতে টানতে শ্রমিকটি সেই বিশালকায় মানুষটিকে তিরস্কার করতে থাকল — লোকে শিশুকে যেমনটি করে।

কৃষকটির মুখখানা রাগে কেঁপে কেঁপে উঠছে, সে গোঁ-গোঁ করে বলছে, 'ছেড়ে দাও কম্বলটা — এটা আমার জিনিস।'

শ্রমিকটি বলে উঠল, 'না, না, তোমার নয়। সমগ্র জনগণ এর মালিক। আজ রাত্রে এ প্রাসাদ থেকে বাইরে যেতে পারবে না কিছুই।'

'না, এ কম্বল যাবেই আজ রাত্রে। ব্যারাকে বড় ঠান্ডা।'

'**তাভারিশ্,** তুমি ঠান্ডায় কষ্ট পাচ্ছ, এতে আমি দুঃখিত। কিন্তু, তোমার লুটতরাজের দরুন বিপ্লব অপদস্থ হবার চেয়ে তোমার ঠান্ডায় কষ্ট পাওয়াই বরং ভাল।'

কৃষকটি বলে উঠল, 'তুমি জাহান্নমে যাও! বিপ্লবটা তাহলে করলাম কেন, বলতে পারো? মানুষকে জামাকাপড় আর খেতে দেবার জন্যেই না হয়েছে বিপ্লব?'

'হ্যাঁ, **তাভারিশ্,** আপনার প্রয়োজনীয় সবই বিপ্লব দেবে যথাসময়ে — আজ রাত্রে নয়। এখান থেকে একটা জিনিসও চলে গেলে আমাদের প্রকৃত সমাজতন্ত্রী না বলে বলা হবে গুন্ডা আর রাহাজান। আমাদের শত্রুরা বলবে, আমরা যে এখানে এসেছিলাম সেটা বিপ্লবের জন্যে নয়—লুটের জন্যে। কাজেই কিছুই নেওয়া চলবে না। এ যে জনগণেরই সম্পত্তি। বিপ্লবের সুযশের জন্যে এ সম্পত্তি আমাদের রক্ষা করতে হবে।'

কৃষকটি দেখল, 'সমাজতন্ত্র! বিপ্লব! জনগণের সম্পত্তি!' এই সূত্রগুলি আউড়ে তার কাছ থেকে কম্বলখানা কেড়ে নেওয়া হল। বরাবরই বড় হাতের অক্ষরে সাজানো নানা বিমূর্ত ধ্যানধারণা তার কাছ থেকে জিনিস কেড়ে নিয়ে আসছে। এক সময়ে সেটা করা হত 'জার আর ঈশ্বরের মহিমা' দিয়ে,— এখন করা হচ্ছে 'সমাজতন্ত্র, বিপ্লব আর জনগণের সম্পত্তি' দিয়ে।

তবু, ঐ শেষ কথাটার মধ্যে একটা কিছু যেন মানে আছে, যা কৃষকটি বুঝতে পারে। সেটা তার গ্রাম-গোষ্ঠীর অভ্যাসের সঙ্গেও মেলে। সে মানেটা তার মাথা জুড়ে বসতেই কম্বলটার উপর তার মুঠিটাও শিথিল হয়ে এল; মহামূল্যবান সেই সম্পদের দিকে শেষ বারের মতো করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে নেঙচাতে নেঙচাতে চলে গেল। পরে আমি তাকে আর একজন সৈনিককে বুঝাতে দেখলাম। তখন সে-ই বলছে 'জনগণের সম্পত্তির' কথা।

শ্রমিকেরা কঠোরভাবে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বটাকে কাজে লাগাতে থাকল। সে জন্যে তারা ব্যবহার করল সমস্ত কৌশল, মিনতি জানাল, বুঝিয়ে বলল, হুমকি দিল। একটা জায়গায় দেখলাম একজন বলশেভিক শ্রমিক—তার হাত সজোরে নেড়ে তিন জন সৈনিককে শাসাচ্ছে, অন্য হাত রয়েছে পিস্তলের উপর।

চিৎকার করে সে বলল, 'দেরাজটা ছুঁলে আমি তোমাদেরই দায়ী করব।'

সৈনিকেরা বিদ্রূপের সুরে বলল, 'আমাদের দায়ী করবে! তুমি কে হে? তুমিও তো আমাদেরই মতো এসে ঢুকে পড়েছ প্রাসাদে। আমরা দায়ী কেবল আমাদের নিজেদেরই কাছে — অন্য কারও কাছে নয়।'

শ্রমিকটি কঠোরভাবে পাল্টা জবাবে বলল, 'তোমরা দায়ী বিপ্লবের কাছে।' এমন ভীষণ তার আন্তরিকতা যে, ঐ লোকগুলি তার ভিতর বিপ্লবের কর্তৃত্বই অনুভব করল। কথাটা শুনে তারা মান্য করল।

বিপ্লব এই জনগণের মধ্যে উৎসারিত করে দিয়েছে সাহসিকতা আর উদ্দীপনা। শীত প্রাসাদ দখল করবার জন্য সেই সাহসিকতা আর উদ্দীপনা ব্যবহার করল বিপ্লব। এবার সেগুলোকে বিপ্লব খাপে পুরে রাখছে। উন্মত্ত অবস্থার ভিতর থেকে বিপ্লব আনল নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা — তাই দিয়ে তা সব শান্ত করল, শৃঙ্খলা স্থাপন করল, মোতায়েন করল সান্ত্রীদের।

বারান্দগুলোর ভিতর দিয়ে শোনা যেতে লাগল: 'সবাই বেরিয়ে পড়ো! প্রাসাদ খালি করে দাও,' আর জটলাগুলোও দরজাগুলোর দিকে চলতে থাকল। বের হবার প্রত্যেকটি দরজায় দাঁড়িয়ে গেছে স্বেচ্ছাসেবকদের সব 'তল্লাসি আর পরিদর্শন কমিটি'। বেরবার মুখে প্রত্যেককে ধরে তারা পকেট, শার্ট, এমনকি বুটের ভিতরে অবধি তল্লাসি চালিয়ে ছোট্ট মূর্তি, বাতি, জামাকাপড়ের হ্যাঙ্গার, রুমাল, চিত্রিত পাত্র, ইত্যাদি হরেক রকমের জিনিস

উদ্ধার করল। জিনিসটার জন্যে তার মালিক শিশুর মতো মিনতি জানাতে থাকে, কিন্তু কর্মিটি অটল হয়ে অবিরত শুধু বলে যাচ্ছে — 'আজ রাত্রে প্রাসাদ থেকে কিছুই বাইরে যাবে না।'

সে রাত্রে লালরক্ষীদের কল্যাণে বাইরে গেলও না কিছুই, যদিও, গুপ্ত শিকারী আর লুটেরারা পরে বহু মূল্যবান জিনিস পাচার করেছিল।

কমিশারেরা এবার অস্থায়ী সরকার আর তার পক্ষভুক্তদের দিকে নজর দিলেন। তাদের দলে দলে ধরে ধরে বের হবার দরজার দিকে নেওয়া হল। প্রথমে মন্ত্রীরা; 'রাষ্ট্রীয় হলঘরে' সবুজ পশমী কাপড়ে মোড়া টেবিলে অধিবেশন চালাবার মধ্যে এদের গ্রেপ্তার করা হয়। তারা নীরবে সারি বেঁধে চলেছে। প্রাসাদে জনতার ভিতর থেকে কোন কথা কিংবা টিটকারি উঠল না। কিন্তু, বাইরে গেলে একজন নাবিক একটা মোটরগাড়ি ডাকতেই জনতার ভিতর থেকে ধিক্কারের ঝাপটা উঠল। জনতার মধ্যে থেকে ডাক উঠল, 'হাঁটিয়ে নিয়ে যাও ওদের — গাড়ি চড়েছে তো বিস্তর।' এই বলে উঠল তারা ভয়ার্ত মন্ত্রীদের দিকে। লাল নাবিকেরা বেঅনেট উঁচিয়ে ঘন হয়ে তাদের বন্দীদের ঘিরে নেভার উপরকার পুলগুলোর উপর দিয়ে নিয়ে যায়। বন্দীশ্রেণীতে আর সবাইকে ছাড়িয়ে উঠেছে ইউক্রেনীয় পুঁজিপতি তেরেশ্চেংকোর মাথাটা — তাঁকে এখন পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পিটার-পল দুর্গে, আর আগে তার পাল্টা-যাত্রায় বলশেভিক ত্রৎস্কি গেছেন পিটার-পল দুর্গ থেকে পররাষ্ট্র দপ্তরে।

য়ুংকারদের নিয়ে যাবার সময়ে চিৎকার উঠল, 'প্ররোচক! দেশদ্রোহী! খুনী!' — হতভাগা, ভগ্নোদ্যম মানুষের দঙ্গল। সেদিন সকালে প্রত্যেকটি য়ুংকার আমাদের কাছে শপথ করে বলেছিল, শেষ বুলেটটা অবশিষ্ট থাকা অবধি সে লড়বে। বলশেভিকদের কাছে আত্মসমর্পণ না করে বরং ঐ শেষ বুলেটটাকে চালিয়ে দেবে নিজের মগজের ভিতরে। এখন সে অস্ত্র সমর্পণ করছে এই বলশেভিকদের হাতে, আর যথাবিধি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, বলশেভিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে না আর কখনও। (হতভাগ্য এই লোকগুলো! এ প্রতিশ্রুতি তাদের ভাঙতে হয়েছিল!)

প্রাসাদ থেকে সবার শেষে বের হল 'নারী ব্যাটালিয়নের' বন্দিনীরা। এদের অধিকাংশই জন্ম-সূত্রে প্রলেতারিয়ান। লালরক্ষীরা বলে উঠল,

'লজ্জা, কী লজ্জা! মেহনতী মেয়ে লড়ল মেহনতী পুরুষের বিরুদ্ধে!' ঘৃণা আর ক্রোধের অভিব্যক্তিটাকে আরও প্রকটিত করবার জন্যে কেউ কেউ তাদের হাত চেপে ধরে ঝাঁকুনি ও তিরস্কার দেয়।

প্রায় এইটুকুই সৈনিক মেয়েদের মধ্যে 'হতাহতের' মোট খতিয়ান, অবশ্য পরে তাদের একজন আত্মহত্যা করেছিল। পরদিন বিরুদ্ধাচারী সংবাদ-পত্রগুলিতে প্রাসাদে লালরক্ষীদের তছনছ আর লুটতরাজের কাহিনীর পাশাপাশি প্রচার করা হল 'নারী ব্যাটালিয়নের' উপর ভয়াবহ অনাচার-অত্যাচারের গল্প।

কিন্তু, শ্রমিক শ্রেণীর মর্মগত যে প্রকৃতি তাতে ধ্বংসপ্রবণতাই সবচেয়ে বেশি বিজাতীয়। তা না হলে, ৮ই নভেম্বর সকাল সম্বন্ধে ইতিহাস বোধহয় অতি ভিন্ন এক কাহিনী শোনাত। সেক্ষেত্রে হয়ত লিপিবদ্ধ হত যে, যা ছিল জারের অপরূপ সমারোহময় প্রাসাদ, সুদীর্ঘকাল যাবত দুর্দশায় জর্জরিত মানুষের প্রতিহিংসায় তার জায়গায় পড়ে রইল কেবল এক গাদা পোড়া পাথর আর ধূমায়িত অঙ্গার।

এক শতাব্দী কাল যাবত নিরুত্তাপ, নির্মম এ সৌধ দাঁড়িয়ে ছিল নেভার ধারে। আলো পাবার জন্যে মানুষে তার উপরে নির্ভর করেছে, কিন্তু সেটা তাদের দিয়েছে অন্ধকার। তারা এর কাছে অনুকম্পার জন্যে মিনতি জানিয়ে তার জবাবে পেয়েছে চাবুক, নাউট, গ্রামকে গ্রামে আগুন, সাইবেরিয়ায় নির্বাসন। ১৯০৫ সালের শীতকালের এক সকালে তাদের হাজার হাজার জন এখানে এসেছিল, তাদের কোন আত্মরক্ষার উপায় ছিল না, এসেছিল অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্যে পিতৃপ্রতিমের কাছে আবেদন জানাতে। প্রাসাদ থেকে তার জবাব এসেছিল রাইফেল আর কামানের মুখে— বরফ লাল হয়ে গিয়েছিল তাদের রক্তে। জনগণের দৃষ্টিতে এ প্রাসাদ ছিল নিষ্ঠুরতা আর নিপীড়নের স্মারকস্তম্ভ। তারা যদি এটাকে ধূলিসাৎ করে দিত সেটা হত অত্যাচারিত মানুষের রোষের আর একটা দৃষ্টান্ত, যাতে তারা নিজেদের দুর্দশা-দুর্ভোগের ঘৃণিত প্রতীকটাকে চিরকালের মতো দৃষ্টির বার করে দেয়।

কিন্তু, তা না করে, তারা এই ঐতিহাসিক স্মারকটিকে যে-কোন সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির পাল্লার বাইরে রাখবার চেষ্টা করল।

কেরেন্‌স্কি করেছিলেন ঠিক তার বিপরীত। শীত প্রাসাদকে নিজ মন্ত্রিসভার কেন্দ্র এবং নিজের বাসস্থান করে তিনি বেপরোয়াভাবে প্রাসাদটিকে সংঘাতের ক্ষেত্রে ঠেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিজয়ী জনগণের প্রতিনিধিরা এই প্রাসাদ অধিকার করলেই ঘোষণা করলেন যে, এটা তাঁদেরও নয়, সোভিয়েতেরও নয় — এ হল সবাকার উত্তরাধিকার। সোভিয়েতের ডিক্রি জারি করে এটাকে করা হল 'জনগণের মিউজিয়ম'। এর তত্ত্বাবধানের ভার বিধিবদ্ধভাবেই ন্যস্ত হল চিত্রকরদের কমিটির হাতে।

সম্পত্তির প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

এইভাবে ঘটনাবলীর ভিতর দিয়ে আর একটা নিদারুণ ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রতিপন্ন হল। কেরেন্‌স্কি, দান এবং বুদ্ধিজীবী সমাজের অন্যান্যরা বিপ্লবের বিরুদ্ধে তারস্বরে চিৎকার করে বলে আসছিলেন যে, অনাচার আর লুণ্ঠনের বীভৎস তাণ্ডব লেগে যাবে—জনতার অতি নিচ প্রবৃত্তিগুলো উদ্দাম হয়ে উঠবে। তাঁরা বলতেন, বুভুক্ষু, তিক্ত এই জনগণ একবার চলতে আরম্ভ করলে, ক্ষেপা পশুপালের মতো তারা সবকিছু দলে-পিষে ধ্বংস করে দেবে। 'এমনকি গোর্কিও পৃথিবীর সমাপ্তির ভবিষ্যদ্বাণী করছিলেন' (ত্রৎস্কি)।

সেই বিপ্লব এসেছে। এখানে-ওখানে লুটতরাজের ঘটনা আছে বটে। খুব দামী পোশাক পরা কোন বুর্জোয়া যখন বাড়ি ফিরলেন তখন হয়ত তাঁর ফারের ওভারকোটটা নেই: বিপ্লব তাদের শায়েস্তা করবার আগে উচ্ছৃঙ্খল দঙ্গল এক এক সময়ে তাণ্ডব জুড়ে দেয়।

কিন্তু সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে একটি জিনিস। বিপ্লবের প্রথম ফলই হল আইন-শৃঙ্খলা। জনগণের হাতে যাবার আগে পেত্রগ্রাদ কখনও এমন নিরাপদ ছিল না। রাস্তায় রাস্তায় অভূতপূর্ব শান্ত অবস্থা। ডাকাতি-রাহাজানি কমে এসে এখন নেই বললেই হয়। প্রলেতারিয়েতের কঠোর শৃঙ্খলার মুখে ডাকাত-রাহাজানেরা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

এটা নিছক নেতিবাচক সংযম নয়, এ শৃঙ্খলা কেবল ভয় থেকে উদ্ভূত নয়। সম্পত্তির অধিকারের প্রতি আশ্চর্য এক মর্যাদার জন্ম দিল বিপ্লব। দোকানের ভাঙা জানালার ওপাশে চূড়ান্ত অভাবী পথচারী মানুষের হাতের

নাগালের মধ্যে রয়েছে সব খাদ্যসামগ্রী আর জামাকাপড়। সেসব কেউ স্পর্শ করে না। ভুখা মানুষের আয়ত্তের মধ্যে খাদ্য রয়েছে, তবু সে খাদ্য সে আত্মসাৎ করছে না—এ দৃশ্যের মধ্যে কি যেন একটা মর্মস্পর্শী অনুভূতি রয়েছে। বিপ্লব যে সংযম আর বাধ্যতার সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে যেন রয়েছে একটা সভয় শ্রদ্ধা। তার অলক্ষ্য সূক্ষ্ম প্রভাব পড়ছে সর্বত্র। এটা পেঁাছে গেছে সুদূর গ্রাম গ্রামান্তরে। কৃষকেরা বড় বড় জমিদারিগুলোকে আর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিচ্ছে না।

অথচ, উপরকার শ্রেণীগুলিই বলে যে, সম্পত্তির পবিত্রতার প্রতি যথার্থ মর্যাদাবোধ রয়েছে নাকি তাদেরই মধ্যে। শাসক শ্রেণীগুলিই যার জন্যে দায়ী সেই বিশ্বযুদ্ধের পরে এ দাবি অদ্ভুত বটে। তাদেরই কৃতিত্বের ফলে আগুন জ্বলেছে নগরীতে-নগরীতে, ছাইয়ে ছেয়ে গেছে দেশকে দেশ; সমুদ্রগর্ভ ভরেছে জাহাজে, সভ্যতার কাঠামোটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, আর তার পরে এখনও তৈরি হচ্ছে ধ্বংসের সব নতুন ভয়াবহ উপকরণ।

সম্পত্তির প্রতি যথার্থ মর্যাদার কোন ভিত্তি আছে বুর্জোয়াদের? প্রকৃতপক্ষে তারা উৎপাদন করে যৎসামান্য, কিংবা আদৌ কিছুই নয়। বিশেষ সুবিধাভোগীদের কাছে সম্পত্তি এমন একটা বস্তু যা আসে চাতুর্য বলে, দৈবাৎ উত্তরাধিকারসূত্রে, বরাতগুণে। তাদের কাছে এটা হল প্রধানত উপাধি, ব্যবসা, দলিলপত্রের ব্যাপার।

কিন্তু মেহনতী শ্রেণীগুলির কাছে সম্পত্তি রক্ত আর অশ্রুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাদের কাছে এটা হল শক্তি উজাড় করে দেওয়া সৃষ্টিকর্ম। হাড়-ভাঙা খাটুনির সূত্রে তারা এর দাম জানে।

ভলগার মাঝিদের গানে আছে:

চলি কাঁধ বুক পিঠ টান করে করে
বর্ষার মতো ঘাম পড়ে ঝরে ঝরে,
গান গেয়ে গেয়ে হয়রানিগুলো ভুলি
ভারি বজরার গুণ টেনে টেনে চলি।

মা যেমন সন্তানকে নষ্ট করতে পারে না, ঠিক তেমনিই, কষ্ট ক'রে, শ্রম দিয়ে মানুষে যা সৃষ্টি করে সেটাকে তারা যথেচ্ছভাবে বিনষ্ট করে দিতে পারে না। যে জিনিসটা তাদের পেশী থেকেই বেরিয়েছে সেটাকে তারা সর্বতোভাবে

রক্ষা করে এবং বজায় রাখে। দামটা জানে বলে তার পবিত্রতাও উপলব্ধি করে। শিল্পকর্মের সামনে সশ্রদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় স্থূল, অশিক্ষিত সাধারণ মানুষও। তার অর্থ তার কাছে নিতান্তই আবছা। তবু, তার মধ্যে তারা দেখতে পায় প্রচেষ্টার মূর্তিলাভ। যে-কোন শ্রমই তো পবিত্র।

সমাজবিপ্লবের ফলে সম্পত্তির অধিকারের যেন দেবত্বপ্রাপ্তি ঘটে। নতুন একটা পবিত্রতা আরোপিত হয় তাতে। যারা উৎপাদন করে তাদেরই হাতে সম্পদ অর্পণ করে বিপ্লব সম্পদের স্বাভাবিক এবং উৎসাহী অভিভাবকদেরই জিম্মায় — স্রষ্টারই জিম্মায় — জিনিসটা দেয়। স্রষ্টাই শ্রেষ্ঠ রক্ষক।

নবম :পরিচ্ছেদ

লালরক্ষী, শ্বেতরক্ষী আর কৃষ্ণ শত বাহিনী

৭ই নভেম্বর তারিখে সোভিয়েতগুলি নিজেদেরই সরকার হিসেবে ঘোষণা করল। তবে, ক্ষমতা নেওয়া হল এক জিনিস, আর সেটাকে বজায় রাখা অন্য জিনিস। ডিক্রি লেখা এক জিনিস, কিন্তু তার পিছনে বেঅনেটের জোর দিতে পারা অন্য জিনিস।

অচিরেই সোভিয়েতকে মস্ত লড়াই লড়তে হল। তারা আরও দেখল, যে সামরিক যন্ত্রটা দিয়ে লড়তে হবে সেটা পঙ্গু, অফিসারদের অন্তর্ঘাতের দরুন সে যন্ত্র বিকল। বিপ্লবী জেনারেল স্টাফ উপর থেকে সেই গ্রন্থির জট খুলতে পারল না। সরাসরি শ্রমিকদের কাছে তারা আবেদন জানাল।

তারা পেট্রল আর মোটরের গুদামগুলো বের করল, পরিবহন ব্যবস্থাটাকে আবার দাঁড় করাল। কামান, কামানের গাড়ি আর ঘোড়া জড়ো করে তারা গোলন্দাজ ইউনিটগুলো গড়ে তুলল। রসদ, ঘোড়ার খাবার আর রেড ক্রসের জিনিসপত্র তলব করে দ্রুত পাঠিয়ে দিল রণাঙ্গনে। কালেদিনের* কাছে

* কালেদিন, আ. ম. — জারের ফৌজের একজন জেনারেল। ১৯১৭ সালের শেষে এবং ১৯১৮ সালের গোড়ায় এই জেনারেলটি দন নদীর ধারে প্রতিবিপ্লবী সামরিক অভ্যুত্থান পরিচালনা করেছিল। সোভিয়েত ফৌজ এই অভ্যুত্থান দমন করবার পরে কালেদিন গুলি করে আত্মহত্যা করে।

যাচ্ছিল ১০,০০০ রাইফেল — সেগুলোকে আটকে তারা কলে-কারখানায় বিলি করে দিল।

কলে-কারখানায় হাতুড়ির ঘায়ের বদলে শোনা যেতে থাকল কুচকাওয়াজে পায়ের আওয়াজ। ফোরম্যানের হাঁকের জায়গায় শোনা যেতে থাকল নাবিকের গলায় ফৌজী হুকুম: আনাড়ী স্কোয়াডগুলোকে তারা ড্রিল করাচ্ছে। রাস্তায় মোটরগাড়ি হাঁকিয়ে প্রচার করা হতে থাকল অস্ত্রধারণের এই আহ্বান:

কেরেন্‌স্কির কর্নিলভ দঙ্গলগুলো আমাদের রাজধানীর উপকণ্ঠ বিপন্ন করে তুলেছে। জনগণ আর তার জয়ের ফলগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী অপচেষ্টাকে নির্মমভাবে বিধ্বস্ত করবার জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিপ্লবের সৈন্যদল এবং লালরক্ষীদের জন্যে অবিলম্বে শ্রমিকদের সমর্থন প্রয়োজন।

জেলা সোভিয়েতগুলিকে এবং কলকারখানা কমিটিগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে:

১। ট্রেঞ্চ খোঁড়া, ব্যারিকেড তৈরি করা এবং কাঁটাতারের বেড়া পাতার জন্যে যত বেশি সম্ভব শ্রমিকদের নিয়ে আসতে হবে;

২। এ জন্যে যেখানে কলকারখানায় কাজ বন্ধ রাখার দরকার হয় তা করতে হবে অবিলম্বে;

৩। যেখানে যত পাওয়া যায় সাধারণ তার আর কাঁটাতার এবং ট্রেঞ্চ খোঁড়ার আর ব্যারিকেড তৈরি করবার হাতিয়ার আর সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে হবে;

৪। যত অস্ত্র পাওয়া যায় সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে;

৫। অতি কঠোর শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে এবং বিপ্লবের সৈন্যদলকে সমস্ত শক্তি দিয়ে সমর্থন করবার জন্যে সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

এই ডাকে শ্রমিকরা সাড়া দিল। সর্বত্র দেখা গেল শ্রমিকদের ওভারকোটের উপর কার্তুজের বেল্ট বাঁধা, পেটি দিয়ে পিঠে বাঁধা কম্বল, দড়িতে ঝুলছে বেলচা, চায়ের কেটলি আর পিস্তল। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে তেরচা করে ধরা বেঅনেটের লম্বা লম্বা অনিয়মিত সারি।

দক্ষিণ দিক থেকে আসছে প্রতিবিপ্লবী বাহিনী — তাকে প্রতিহত করবার

জন্য অস্ত্র ধারণ করল লাল পেত্রগ্রাদ। ছাদগুলোর উপর দিয়ে ভেসে আসছে কারখানার বাঁশির কখনও ভাঙা-ভাঙা, কখনও তীক্ষ্ন আওয়াজ: যুদ্ধের সংকেতধ্বনি।

নগরী থেকে বের হবার প্রত্যেকটা রাস্তায় জনস্রোত: মেয়ে-পুরুষ আর ছেলেরা — তারা নিয়ে চলেছে কিট ব্যাগ, গাঁতি, রাইফেল আর বোমা। বিবর্ণ, পাঁচমিশালি জটলা। কোন পতাকা নেই, উৎসাহ দিতে কোন বাজনা নেই। তাদের গায়ে কাদা ছিটিয়ে পাশ দিয়ে সব লরি ছুটে যাচ্ছে, জুতোর ফাটল দিয়ে চুইয়ে উঠছে ভীষণ ঠান্ডা কাদা, বল্টিকের হাওয়া হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে। তবু তারা এগিয়ে চলেছে রণাঙ্গনের দিকে,—রুক্ষ দিন গড়িয়ে আসে বিষণ্ণ রাত্রি, কিন্তু তাদের চলায় বিরাম নেই। তাদের পিছনে নগরী আলো ছিটিয়ে দিচ্ছে আকাশের গায়ে, কিন্তু ওরা এগিয়ে চলেছে অন্ধকারের মাঝে। মাঠ আর বনভূমি এখন সব আবছা মূর্তিতে ছেয়ে গেছে— তারা তাঁবু খাটাচ্ছে, আগুন জ্বালার ব্যবস্থা করছে, ট্রেঞ্চ খুঁড়ছে, তার খাটাচ্ছে। ছোট্ট একটা দিনের মধ্যেই অযুত অযুত মানুষ পেত্রগ্রাদ থেকে কুড়ি মাইল বাইরে এসে প্রতিবিপ্লবী বাহিনীর বিরুদ্ধে জ্যান্ত মাংসপেশীর প্রতিরোধ-প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সামরিক বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে এ ফৌজ একটা বিশৃংখল জটলা মাত্র। কিন্তু এই 'জটলায়ই' আছে এমন হিম্মত আর বল যা রণনীতির কেতাবে লেখা নেই। নতুন দুনিয়ার স্বপ্নে বিভোর এই অশিক্ষিত জনতা। জেহাদী আগুন জ্বলছে এদের শিরায় শিরায়। জানের পরোয়া না করে এরা লড়ে, লড়াইয়ে নৈপুণ্যও দেখায় অনেক সময়ে: অন্ধকার ঝোপে-জঙ্গলে এরা ঝাঁপিয়ে পড়ে গুপ্ত শত্রুর উপর। আক্রমণে ধাবমান ঘোড়সওয়ার কসাকদের পথে রুখে দাঁড়িয়ে এরা তাদের ঘোড়া থেকে টেনে টেনে ফেলে। মেশিনগানের গোলাবৃষ্টির মধ্যে এরা মাটিতে শুয়ে পড়ে। গোলা ফাটতে থাকলে পালায়, কিন্তু আবার সমবেত হয়। কেউ জখম হলে তাকে তুলে এনে ব্যান্ডেজ করে দেয়। মরণাপন্ন কমরেডের কানে ফিসফিস করে বলে, **'বিপ্লব! জনগণ!'** মরতে মরতে এরা শেষ নিশ্বাস দিয়ে বলে যায়, **'সোভিয়েত জিন্দাবাদ! শান্তি আসছে!'**

কলকারখানা আর শ্রমিক বস্তি থেকে সংগ্রহ করা কাঁচা সৈনিকদের মধ্যে

বিশৃঙ্খলা, বিভ্রান্তি, আতঙ্ক আছে বৈকি। কিন্তু নিজেদের মত আর বিশ্বাসের জন্যে লড়াইয়ে আসা, খেতে না পাওয়া, কাজে ক্ষতবিক্ষত এই নারী-পুরুষগুলির আবেগ আর উদ্দীপনা তাদের শত্রুদের সংগঠিত ব্যাটালিয়নগুলোর চেয়ে বেশি কার্যকর। তা ঐ ব্যাটালিয়নগুলোকে বিনষ্ট করে দেয়। তাদের মনোবল ভেঙে দেয়! ঝানু সব কসাকেরা এসে এদের দেখে বশীভূত হয়ে যায়। 'বিশ্বাসী' ডিভিশনগুলো হুকুমমাফিক লড়াইয়ের ময়দানে এসে এই শ্রমিক সৈনিকদের উপর গুলি চালাতে সোজা অস্বীকার করে। গোটা প্রতিপক্ষ কুঁচকে মুষড়ে যায়, কিংবা উবে যায়। কেরেন্স্কি রণাঙ্গন থেকে ছদ্মবেশে পলাতক। যে বিরাট বাহিনীর বলশেভিকদের বিধ্বস্ত করবার কথা তার সেনাপতি পালাবার সময়ে সঙ্গে কর্পোরালের রক্ষীদেরও পায় না। সমগ্র রণাঙ্গনে প্রলেতারিয়ানদের জয়জয়কার।

শ্বেতরক্ষীদের দখলে টেলিফোন স্টেশন

সোভিয়েত জনগণ যখন লড়ছে পেত্রগ্রাদের বাইরে প্রান্তরে, তখন হঠাৎ পশ্চাদ্ভাগে প্রতিবিপ্লব মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তিকে নগরীর ভিতরে তার খাস ঘাঁটিতেই ঘায়েল করতে উদ্যত হল প্রতিবিপ্লব।

শীত প্রাসাদে বন্দী হবার পরে যে যুংকারদের প্যারোল দেওয়া হয়েছিল তারা কড়ার ভেঙে শ্বেতরক্ষীদের এই অভ্যুত্থানে জুটে গেল। টেলিফোন স্টেশন দখল করার কাজ পড়ল এদের উপর।

টেলিফোন স্টেশনটি নগরীর চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন একটা কেন্দ্র। এখান থেকে বেরিয়ে গেছে লক্ষ লক্ষ তার; লক্ষ লক্ষ স্নায়ুর মতো সেগুলি নগরীর সমগ্রতা রক্ষা করছে। মোরস্কায়া রাস্তায় পাথর দিয়ে তৈরি একটা প্রকাণ্ড ইমারতে পেত্রগ্রাদের টেলিফোন স্টেশন। কিছু সোভিয়েত সান্ত্রী এখানে মোতায়েন ছিল। সারা দিনের একঘেয়েমির পরে তারা শুধু একটা জিনিসের অপেক্ষায় ছিল — রাতে কখন সান্ত্রী-বদল হবে।

রাত হল — সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসতে থাকল কুড়ি জন সৈনিক। সান্ত্রীরা ভাবল তাদের ছুটি দিতে কাজে আসছে সান্ত্রীদের অন্য একটা স্কোয়াড। কিন্তু এটা তা নয়। লালরক্ষীদের ছদ্মবেশে এরা অফিসার

আর য়ুঙকারদের একটা স্কোয়াড। ঠিক লালরক্ষীদের কায়দায় তাদের বন্দুকগুলো তেরচা করে ঝুলানো। সান্ত্রীদের কাছে তারা লালরক্ষীদের সংকেত-বাণীই উচ্চারণ করল। সান্ত্রীরা সরলভাবে বন্দুকগুলো পাঁজা করে রেখে যাবার জন্যে পা বাড়াল। অমনি ধাঁ করে তাদের মাথাগুলো লক্ষ্য করে উদ্যত হল কুড়িটা পিস্তল।

স্তম্ভিত লালরক্ষীরা বলে উঠল, **'তাভারিশি!'** (কমরেডসব!)

অফিসারগুলো চেঁচিয়ে ওদের 'শুয়ার' বলে গালি দিয়ে বলল, 'ঐ হল-ঘরটায় ঢুকে পড়ো, আর মুখ বন্ধ রাখো, নইলে মাথা ফাটিয়ে দেব।'

হতভম্ব লালরক্ষীদের পিছনে সশব্দে দরজাগুলো বন্ধ হয়ে গেল। ছুটি আর স্বাধীনতার জায়গায় তারা পেল, শ্বেতরক্ষীদের হাতে বন্দীদশা। টেলিফোন স্টেশন চলে গেল প্রতিবিপ্লবের হাতে।

সকালে নতুন কর্তারা একজন ফরাসী অফিসারের তত্ত্বাবধানে জায়গাটাকে সুরক্ষিত করবার কাজ শেষ করে ফেলল। অফিসারটি হঠাৎ আমার দিকে ফিরে কড়া গলায় বলল, 'আপনি এখানে কী করছেন?'

জবাবে বললাম, 'আমি সংবাদদাতা — আমেরিকান। এই একটু দেখতে এলাম কী ব্যাপার।'

'আপনার পাসপোর্ট দেখি,' বলতে আমি পাসপোর্ট বের করে ধরলাম। এতে কাজ হল, লোকটি মার্জনা চাইল। 'এটা অবশ্যি আমারও ব্যাপার নয়। আমি আপনারই মতো দেখতে এলাম কী ঘটছে।' তবে, তদারকির কাজটা সে চালাতেই থাকল।

য়ুঙকাররা প্রধান প্রবেশ দ্বারের দু'ধারেই বাক্সপেটরা, মোটরগাড়ি আর পাঁজা পাঁজা খুঁটি দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করল। চলতি মোটরগাড়িগুলোর কাছ থেকে তারা মাশুল আদায় করতে থাকল, খাবার আর অস্ত্রশস্ত্র আনাল, এবং পথচারী যাকেই সোভিয়েতের সৈনিক হিসেবে কাজ করতে পারে বলে মনে করল তাকেই খোঁয়াড়ে পুরল।

তারা পেয়ে গেল একটা মস্ত পুরস্কার — সোভিয়েত যুদ্ধ কমিশার আন্তোনভ। তিনি গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন — হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে আসন থেকে ছিটকে পড়লেন; আঘাতটা সামলে উঠবার আগেই তাঁকে একটা কামরায় ঢুকিয়ে তার দরজা বন্ধ করে দিল। বিপ্লবের ভাগ্য যখন সংকটাবস্থায় সেই

সময়ে তিনি বন্দী হলেন প্রতিবিপ্লবীদের হাতে। কারারুদ্ধ হয়ে তাঁর যত যাতনা, কারারুদ্ধ করতে পেরে ওদেরও ততই আনন্দ। মহা উল্লসিত হয়ে উঠল ওরা — কেননা, বিপ্লবী পেত্রগ্রাদের অসংগঠিত জনগণের মধ্যে নেতার সংখ্যা তখনও ভীষণ কম। সামরিক বিজ্ঞানের যাবতীয় নিয়ম অনুসারে ওরা জানত যে, নেতৃবিহীন জনগণ তাদের দুর্গের বিরুদ্ধে কার্যকর কিছু করতে পারবে না, আর সামরিক বিদ্যায় লালদের সেরা মাথাটা এখন ওদের হাতে।

বিপ্লবের শক্তিসমাবেশ

কিন্তু কিছু কিছু জিনিস এই অফিসারদের জানা ছিল না। বিপ্লব যে শুধু একটা মগজ কিংবা কয়েকটা মগজের উপর নয়, রাশিয়ার জনগণের সমষ্টিগত মস্তিষ্কের উপর নির্ভরশীল, এটা তারা জানত না। বিপ্লব যে কী গভীরভাবে এই জনগণের মস্তিষ্ক, উদ্যোগ আর কর্মশক্তি জাগিয়ে তুলেছে, তাদের জীবন্ত একক করে গড়ে তুলেছে, এটা তারা জানত না। তারা জানত না যে, বিপ্লব একটা জীবন্ত সত্তা, স্বয়ংপোষক, স্বয়ংচালিত, বিপদের সংকেত এলে আত্মরক্ষার জন্যে নিজের সমস্ত সুপ্ত শক্তি সমবেত করতে পারে।

মানুষের রক্তে কোন হানিকর জীবাণু ঢুকলে গোটা দেহটাতেই বিপদের অনুভূতি জাগে যেন বিপদের সংকেত জানানো হয়েছে। বিষাক্ত কেন্দ্রে আক্রমণ চালাবার জন্যে বিশেষ ধরনের সব কণিকা বা ফ্যাগসাইটগুলো ধেয়ে যায় শত ধমনী-পথে। অনধিকার-প্রবেশকারীর উপর জোট বেঁধে তারা সেটাকে বহিষ্কৃত করতে চেষ্টা করে। এটা মস্তিষ্কের সচেতন ক্রিয়া নয়। এ হল মানুষের দেহযন্ত্রে নিহিত সহজাত বোধশক্তি।

তেমনি, লাল পেত্রগ্রাদের দেহে প্রতিবিপ্লবের সাংঘাতিক বিষ ঢুকে তার জীবনই বিপন্ন করে তুলল। তাতে প্রতিক্রিয়াও ঘটল অবিলম্বে। শত রাস্তা আর সড়ক ধরে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই কণিকাগুলি (এক্ষেত্রে লাল কণিকাগুলি) ধেয়ে এল সংক্রমিত কেন্দ্রে — টেলিফোন স্টেশনে।

পিং! শাট! একটা কাঠের গুঁড়ির চিলতে উড়িয়ে একটা বুলেট জানিয়ে দিল বন্দুক হাতে এসে গেছে প্রথম লাল কণিকা। পিং! পিং! শাট! শাট!

দমকা একঝাঁক বুলেট দেওয়াল থেকে পাথরের সব চোকলা উড়িয়ে দিয়ে জানাল আরও সব আক্রমণকারী ইউনিট হাজির।

ব্যারিকেডের ওধার দিয়ে উঁকি দিয়ে প্রতিবিপ্লবীরা দেখল রাস্তার দু' মাথা লালরক্ষীতে ছেয়ে গেছে। এই দৃশ্য দেখে জারের আমলের এক পুরন অফিসার বর্বরতায় ক্ষিপ্ত হয়ে হুকুম দিল, — 'চালাও গুলি! জটলাটাকে খতম করো!' রাস্তার দু' দিকে ওরা রাইফেল আর মেশিনগানের গোলাগুলির প্রচণ্ড ঝড় উঠিয়ে দিল। গোলমালে আর গুলিবৃষ্টিতে রাস্তাটা ভরে উঠল যেন একটা গভীর খাদ। কিন্তু লাল মৃতদেহ দেখা গেল না একটিও। বিপ্লবী জনতা মরবার ক্ষুধা নিয়ে আসে নি। তারা এমনভাবে ক্ষয়ক্ষতি এড়িয়ে চলল যাতে প্রতিপক্ষ আক্রোশে অস্থির হয়ে ওঠে।

আগে ছিল অন্য রকম। আগে তারা যেন বাধিত করবার জন্যেই কামান-বন্দুকের সামনে বুক পেতে দিত। শীত প্রাসাদের চত্বরে তাদের শত শত দেহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়েছে, কামানের গোলায় টুকরো টুকরো হয়ে ছিটিয়ে গেছে, কসাকদের ঘোড়ার খুরের তলায় দলিত-পিষ্ট হয়ে গেছে, ব্যাপকভাবে নিহত হয়েছে মেশিনগানের গোলায়। এমনই সহজ ছিল তখন! এখনও, তারা যদি সোজা ব্যারিকেডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করত তাহলেও তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া তেমনি সহজই হত।

কিন্তু বিপ্লব তার মালমসলা সম্বন্ধে সযত্ন। বিপ্লব এই জনগণকে সাবধান, পরিণামদর্শী করে তুলেছে। রণনীতির প্রথম পাঠটাকে বিপ্লব এদের শিখিয়ে দিয়েছে: শত্রু তোমাকে দিয়ে কী করাতে চাইছে সেটা আগে বুঝে নাও এবং সেটা কোরো না। লালরক্ষীরা বুঝতে পারল যে, ব্যারিকেড খাড়া করা হয়েছে তাদের বিনষ্ট করবার জন্যে — তাই তারা ব্যারিকেডগুলিকেই বিনষ্ট করতে মনস্থ করল।

ব্যারিকেডগুলোকে তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সেগুলির উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাবার রণকৌশল স্থির করল। প্রত্যেকটা সুবিধাজনক জায়গা খুঁজে বের করল। পাথরের থামগুলোর আড়ালে আড়ালে দাঁড়িয়ে গেল। দেওয়াল টপকে টপকে গিয়ে উপযুক্ত অবস্থানে দাঁড়াল। হেঁচড়ে হেঁচড়ে গিয়ে উঠল পাঁচিলের মাথায় গড়ানে জায়গাগুলোতে। বাড়িতে বাড়িতে ছাদে শুয়ে শুয়ে পড়ে থাকল। জানালায় জানালায় আর ছাদে ধূমনালীর গায়ে

গায়ে ওঁত পেতে রইল। সমস্ত দিক থেকে তারা ব্যারিকেডগুলোর উপর লক্ষ্য রেখে বন্দুক পেতে থাকল। তার পরে সহসা গুলি চালাতে আরম্ভ করল, অগ্নিবৃষ্টিতে ব্যারিকেডগুলোকে তছনছ করে দিতে থাকল। যেমন হঠাৎ হুড়মুড় করে আরম্ভ করেছিল, তেমনি সহসাই আক্রমণ বন্ধ করে তারা অলক্ষ্যে নতুন নতুন অবস্থানে চলে গেল। তার পরে আর এক পশলা গুলিবৃষ্টি এবং আবার নিস্তব্ধতা। অফিসারদের মনে হতে থাকল তারা যেন ফাঁদে পড়া জানোয়ার, আর অদৃশ্য শিকারীরা তাদের ঘিরে একটা আগুনের বেষ্টনী ঘনিয়ে আনছে।

সর্বক্ষণ নতুন নতুন ইউনিট এসে ঐ বেষ্টনীতে ফাঁকগুলো বুজিয়ে দিতে থাকল। বেষ্টনীটা ক্রমাগত ঘনিয়ে এসে তার কেন্দ্রস্থলে প্রতিবিপ্লবকে ঠেসে ধরতে থাকল। সংক্রামিত কেন্দ্রটাকে বিচ্ছিন্ন করে এবার বিপ্লব তাকে সমূলে উৎপাটিত করবার জন্যে প্রস্তুত হল।

বুলেটের ঝড় উঠল — তখন শ্বেতরক্ষীরা বাধ্য হয়ে ব্যারিকেড ছেড়ে প্রবেশ হল-এ আশ্রয় নিল। গড়ের চারিদিককার পাথরের ঢিবির আড়ালে তারা মন্ত্রণা করতে থাকল। সহসা বেরিয়ে পড়ে লালব্যূহ ভেঙে পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা এল প্রথমে! কিন্তু বুঝল সেটা হবে আত্মহত্যার সামিল। একজন স্কাউট বুকে হেঁটে ছাদে উঠতেই কাঁধে একটা গুলি নিয়ে ফিরে এল। সময় পাবার জন্যে ওরা কৌশলে চেষ্টা করতে থাকল, শান্তি আলোচনার জন্যে মিনতি জানাতে থাকল, কিন্তু অবরোধকারীরা জবাবে বলল:

'তিন দিন আগে আমরা শীত প্রাসাদে তোমাদের বন্দী করেছিলাম; তখন আমরা তোমাদের প্যারোল দিয়েছিলাম। তোমরা কড়ার ভেঙেছ। আমাদের কমরেডদের গুলি করে মেরেছ। তোমাদের বিশ্বাস করি নে।'

ওরা মুক্তি প্রার্থনা করে আন্তোনভকে ছেড়ে দিতে চাইল।

লালরক্ষীরা জবাবে বলল, 'আন্তোনভ! আমরা নিজেরাই তাঁকে নিয়ে নেব। তাঁর কোন ক্ষতি করলে তোমাদের সাবাড় করা হবে — প্রত্যেককে।'

রেড ক্রস গাড়ির ছলে লালরক্ষীরা ঠকল

অবস্থা মরিয়া হয়ে উঠলে কাজও করতে হয় বেপরোয়া হয়ে।

একজন অফিসার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ওঃ, রেড ক্রসের একখানা গাড়ি

যদি থাকত! রেড ক্রসের গাড়িখানাকে লালেরা হয়ত পার হয়ে যেতে দিত।'

আর একজন অফিসার চারখানা বড় বড় রেড ক্রসের লেবেল বের করে বলল, 'রেড ক্রসের গাড়ি না থাকলেও তার লেবেল আছে।' একখানা মোটরগাড়ির সামনে, দু' পাশে আর পিছনে সেগুলোকে সে আঁটা দিয়ে লাগিয়ে দিল। তখন সেটাকে রেড ক্রসের গাড়ি বলেই মনে হতে থাকল।

সামনের আসনে বসল দুজন অফিসার। একজন বসল হুইলে, গাড়ির পাশে এক হাত রেখে অন্য হাতে পিস্তল নিয়ে আরেক জন। দেখতে উদভ্রান্ত, ভয়ে প্রায় উন্মাদ—যুঙ্কারদের একজনের বাপ বেয়ে উঠল গাড়ির পিছনের আসনে।

অফিসারের আমাকে ডেকে বলল, 'উঠে পড়ুন, চলুন!' শ্বেতেরা সব সময়ে ধরেই নিত যে, কারো পরনে বুর্জোয়ার মতো পোশাক থাকলে সে বুর্জোয়াদের পক্ষেই। জন রীড-এর বা আমার বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের কথা যারা জানত তারাও অনেকে ধরে নিত যে, সেটা বলশেভিকদের বিশ্বাসভাজন হবার ছল মাত্র।

আমি গাড়িতে উঠলে খিলানের নিচেকার পথ দিয়ে হুডটাকে ঠেলে দেওয়া হল। রেড ক্রস চিহ্ন দেখে লালরক্ষীরা গুলি চালানো বন্ধ করল। আস্তে আস্তে এবং মনে উদ্বেগ নিয়ে আমরা লালসৈন্যসারিতে পেৌঁছলাম। হাতে সব বন্দুক নিয়ে আমাদের কাছে এল সৈনিক, নাবিক আর শ্রমিকেরা।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তারা জানতে চাইল, 'কী চাই আপনাদের?'

যে অফিসারটি গাড়ি চালাচ্ছিল সে বলল, 'আমাদের অনেকে ভীষণ জখম হয়েছে। ব্যাণ্ডেজ নেই, ওষুধ নেই। কিছু জিনিস আনবার জন্যে আমরা রেড ক্রসের দপ্তরে যেতে চাই। আমাদের লোকেরা ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে।'

একটা গালি দিয়ে একজন নাবিক গাঁ গাঁ করে বলল, 'তা কষ্ট পাক। আমাদের লোকেদের ওরা দুর্ভোগ ভোগায় নি? আর ঐ ডাহা মিথ্যুকগুলোকে আমরা কিনা প্যারোল দিয়েছিলাম!'

এ কথার পরে আর একজন নাবিক বলল, 'না, **তাভারিশ্**।' আর আমরা যারা গাড়িতে ছিলাম, আমাদের তারা বলল, 'ঠিক আছে। চলে যান। জলদি।'

আমরা বেগে এগিয়ে চললাম, আর আমাদের পিছনে টেলিফোন স্টেশনের উপর আবার অবিরাম গুলিবর্ষণ আরম্ভ হল।

আমি হঠাৎ বললাম, 'এই লালরক্ষীরা তো তাহলে লোক খারাপ নয়।'

'বোকা সব! (**দুরাকী**)। আপনারা ইংরেজীতে যাকে বলেন 'ড্যাম ফুল'।'—ওরা হাসল বিকারগ্রস্তের মতো।

ফরাসী জেটির ধার দিয়ে আমরা ছুটলাম প্রচণ্ড বেগে। কেউ যদি পিছু নিয়ে থাকে তাকে ভুল পথে চালাবার জন্যে আমরা অনেকটা ঘুরনপথ ধরেই এগোলাম। খুব তেড়া একটা মোড় ঘুরে আমরা এসে পড়লাম ইঞ্জিনিয়র কেল্লার সামনে। আমাদের ঢুকবার জন্যে প্রকাণ্ড ফটক খুলে গেল — এক মিনিটের মধ্যে আমরা ঢুকলাম রাশিয়ান, ফরাসী আর বৃটিশ অফিসারে ভরতি একটা প্রকাণ্ড কামরায়। টেলিফোন স্টেশনে সংকটের বিবরণ শুনে একখানা সাঁজোয়াগাড়ি আর অতিরিক্ত সৈন্য অবিলম্বে পাঠাবার জন্যে স্টাফ থেকে হুকুম এল। আরও কয়েকটা খুঁটিনাটি ব্যাপার চলল, একজন জারতন্ত্রী জেনারেলের সঙ্গে কিছু কথা হল, আমরা যাবার জন্যে উঠলাম।

জেনারেল বললেন, 'এক মিনিট। একটা কাজের জিনিস দিচ্ছি—নিয়ে যান।' একখানা টেবিলে বসে কিছু কাগজ বিছিয়ে ধরলেন; কাগজগুলো আকারে আর আকৃতিতে সোভিয়েতের অভিজ্ঞানপত্রেরই মতো। একটা মোহর স্ট্যাম্প তুলে তিনি প্রথম অভিজ্ঞানপত্রখানার উপর কষে ছাপ দিলেন। ফুটে উঠল সেই যাদুই কথাটি—**'সামরিক বিপ্লবী কমিটি'**—চেহারা আর হরফের ছাঁদ ঠিক সোভিয়েতের মোহরেরই মতো। এটা চুরি করা সোভিয়েত মোহর না হলে, তার একেবারে হুবহু অনুলিপি। কেউ এটাকে জাল বলে ধরতে পারবে না।

সেটা হাতে তুলে দিতে দিতে জেনারেলটি বললেন, 'খোদ ত্রৎস্কিও এর চেয়ে ভাল অভিজ্ঞানপত্র দিতে পারবে না।' আরও দুখানা অভিজ্ঞানপত্রের উপর সোভিয়েতের সীলমোহর করে দিতে দিতে তিনি রসিয়ে রসিয়ে বললেন, 'এখনকার যা অবস্থা তাতে সব সময়ে যথোপযুক্ত কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে চলাই ভাল। এই নিন! যে-কোন আপৎকালীন অবস্থার জন্যে ঠিকঠাক। হাতের লেখাটা খারাপ করে, বানান ভুল করে এটা ভরতি করে নিন — তাহলেই যেখানে খুশি যাবার জন্যে প্রথম শ্রেণীর বলশেভিক পাস হয়ে গেল। আর, হ্যাঁ।' বেসবলের আকারের কালো কালো লোহার বর্তুল কতকগুলো এগিয়ে দিতে দিতে তিনি বললেন, 'এর কয়েকটা প্রয়োজনমতো চটপট ব্যবহার করতে পারবেন।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হ্যান্ড-গ্রিনেড?'

জেনারেলটি বললেন, 'না,—ওগুলো বড়ি। ক্যাপস্যুল। লালদের জন্যে দাওয়াই। যে-কোন রেডগার্ডকে এর একটা ঠিক জায়গামতো দিলে বলশেভিকবাদ, বিপ্লব, সমাজতন্ত্র এবং তার আর যত রোগ আছে সবেতেই এতে ধন্বন্তরির মতো কাজ দেবে। অ্যা, কী বলেন!' — নিজের রসিকতায় মহা পুলকিত হয়ে তিনি বললেন, 'চলল বড়ি-ভরতি রেড ক্রসের গাড়ি।'

আবার টেলিফোন স্টেশনে চলল আমাদের গাড়িখানা।* কিন্তু এর আগে আধ ঘণ্টার মধ্যে রাস্তাগুলো বদলে গিয়েছিল। প্রায় প্রত্যেকটি মোড়েই মোতায়েন রয়েছে লাল সান্ত্রী। এরা প্রধানত কৃষক; ভাগ্যের ফেরে এরা গ্রামের শান্ত প্রতিবেশ থেকে ছিটকে এসে পড়েছে এই নগরীতে — এখানে উত্তেজিত আবহাওয়ায় বিপ্লবী আর প্রতিবিপ্লবীদের পৃথক করে চিনবারও কোন জো নেই।

আমরা ওদের ভিতরে এসে পড়তে আমাদের কাগজগুলো নাড়তে থাকলাম, আঙুল দিয়ে দেখাতে থাকলাম গাড়ির গায়ে রেড ক্রসের চিহ্ন, আর চিৎকার করে বলতে থাকলাম, 'আহত **তাভারিশ**দের জন্যে সাহায্য,'—তাতে ওরা ফাঁপরে পড়ে গেল। ওরা ব্যাপারটা বুঝে উঠবার চেষ্টা করতে করতেই আমরা বেগে বেরিয়ে যেতে থাকলাম। একজনের পর একজনকে ঠেলে এগিয়ে চলতে চলতে আমরা এলাম মিল্লিওন্নায়ার কেন্দ্রস্থলে পাহারাদার লম্বা চওড়া এক কৃষকের কাছে। রাইফেল তুলে আমাদের পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে সে আমাদের সহসা দাঁড় করিয়ে ফেলল।

অফিসারেরা তম্বি করে বলল, 'এই গর্দভ! দেখছ না এটা রেড ক্রসের গাড়ি? ওদিকে **তাভারিশ**রা মরছে — এখন সময় নষ্ট করিয়ো না!'

---

* আমরা ইঞ্জিনিয়র কেল্লা থেকে তখনই বেরিয়ে না পড়লে আমি গ্রেপ্তার হয়ে যেতাম। কেরেন্‌স্কির মন্ত্রিসভার প্রাক্তন সহকারী যুদ্ধ-মন্ত্রীর কাছে আমি কথাটা শুনেছিলাম কুড়ি বছর পরে। তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমি ইঞ্জিনিয়র কেল্লায় গিয়েছি জানতে পেরে শ্বেতরক্ষীদের জেনারেল স্টাফ আমাকে তখুনই গ্রেপ্তার করবার জন্যে ফোন করেছিল। কিন্তু আমাদের রেড ক্রস গাড়িখানা তার আগেই চলে এসেছিল।— লেখকের টিকা।

অফিসারদের ইউনিফর্মের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে কৃষকটি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারাও **ভাভারিশ**রা নাকি?'

বিপ্লবের বাছা বাছা শব্দ আউড়ে অফিসারেরা বলল, 'বটেই তো। বড় বেশি দিন বুর্জোয়ারা জনসাধারণের রক্ত শুষে খেয়েছে। দেশদ্রোহী প্রতিবিপ্লবীরা নিপাত যাক!'

বৃদ্ধ কৃষক অনেকটা আপন মনেই বলল, 'তাহলে কি শেষে অফিসারদেরও অজ্ঞ মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে দেখছি।' এতখানি কি বিশ্বাস করা যায়! সে আমাদের দলিলপত্র দেখতে চাইল।

আঙুল দিয়ে লাইনগুলোকে মিলিয়ে নিয়ে সে বহু কষ্টে প্রত্যেকটা শব্দ বানান করে করে পড়তে থাকল। কৃষকটি যখন অফিসারটির কাগজপত্র পড়ে দেখছিল তখন পিস্তলের উপর হাত রেখে অফিসারটি পড়ছিল কি লেখা ফুটে ওঠে কৃষকটির মুখে। কৃষকটি তখন মৃত্যুর কত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল সেটা সে কিছুতেই ভাবতে পারে নি। সে যদি বলত, 'না, যেতে দেওয়া হবে না', অমনি অফিসারটি তার মাথার খুলি উড়িয়ে দিত। সে আমাদের যাবার ছাড়পত্র দিলে সেটা হবে তার বাঁচার ছাড়পত্র। আমাদের কাগজপত্রে মোহরছাপ যে জাল তা সে বুঝতে পারল না। সে দেখল সবই তার দলিলেরই মতো এবং তাই দেখেই বলল, 'হ্যাঁ।' তখন আমরা আবার এগিয়ে চললাম।

টেলিফোন স্টেশন ঘেরা সেই লাল বেষ্টনীতে আমরা আবার এসে পৌঁছলাম। অফিসারদের পক্ষে সেটা ছিল মহা উদ্বেগজনক মুহূর্ত। আহত শ্বেতরক্ষীদের প্রাণ রক্ষা আর উপকার করবার নামে তারা লালরক্ষীদের উপর আনছিল হতাহতের বোঝা। এই লালরক্ষীরা সেটা জানত না। প্রতিবিপ্লবীদের বিশ্বাসঘাতকতার অভিজ্ঞতা তাদের ছিল—তবু, সমস্ত নৈতিক বিধি জলাঞ্জলি দিয়ে ওরা নিজেদেরই নিয়মকানুনও লঙ্ঘন করবে সেটা তারা ভাবে নি। কাজেই, এই অফিসারেরা যখন মানবতার নামে তাদের গাড়িখানাকে তাড়াতাড়ি পার হয়ে যেতে দেবার জন্যে মিনতি জানাল তখন লালরক্ষীরা বলল, 'ঠিক আছে, রেড ক্রস। জলদি যাও।'

পথ খুলে গেল, আর এক মিনিটের মধ্যে হ্যান্ড-গ্রিনেডের বোঝা নিয়ে আমাদের গাড়িখানা টেলিফোন স্টেশনের সেই খিলানের নিচেকার পথে ঢুকে পড়ল — অমনি সেখানে বন্দী শ্বেতরক্ষীরা হর্ষধ্বনি করে অভিবাদন জানাল।

হ্যান্ড-গ্রিনেডগুলোর জন্যে আর সর্বসাম্প্রতিক সামরিক তথ্যাদির জন্যে তাদের বড় আনন্দ। তবে, সাহায্য দিতে সাঁজোয়াগাড়ি আসছে শুনে তাদের আনন্দ হল সবচেয়ে বেশি।

দশম পরিচ্ছেদ

শ্বেতদের জন্যে — দয়া, না, মৃত্যু?

টেলিফোন স্টেশনের মধ্যে ঠেসে আটক-পড়া শ্বেতরক্ষীদের সামনে সব ছিল অন্ধকার। কিন্তু, তাদের উদ্ধার করবার জন্যে আসছে সাঁজোয়াগাড়ি, এই আনন্দের সংবাদ এবার এল। সেই সাঁজোয়াগাড়িখানার প্রথম দর্শন পাবার জন্যে তারা পরম আগ্রহভরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রইল রাস্তার দিকে।

সাঁজোয়াগাড়িখানা নেভস্কি থেকে স্বচ্ছন্দগতিতে এগিয়ে আসছে দেখে ওরা হর্ষধ্বনি করে তাকে অভিবাদন জানাল। প্রকাণ্ড একটা লোহার ঘোড়ার মতো ধীরে এগিয়ে সাঁজোয়াগাড়িখানা ব্যারিকেডের সামনে এসে থামল। শ্বেতরক্ষীদের ভিতর থেকে আবার হর্ষধ্বনি উঠল। এ হর্ষধ্বনির ভাগ্য ছিল বিপরীত। জানে না ওদের হর্ষধ্বনিটা উঠল ওদের নিজেদের সর্বনাশেরই উদ্দেশে। ওরা জানে না যে, এ গাড়িখানা ওদের নয়; গাড়িখানা চলে গেছে লালরক্ষীদের হাতে। এটা ট্রোজান ঘোড়া — এর সাঁজোয়া পেটের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে বিপ্লবের সৈনিকেরা। ঘুরেফিরে সেটা তার কামানের মুখটা তাক করল খিলানের ভিতর দিয়ে। তারপরে হঠাৎ সে সীসার স্রোত উগরে দিল, — বাগানের হোস পাইপ দিয়ে যেমন ধারায় জল ছোটে। হর্ষধ্বনির বদলে এবার উঠল আর্ত চিৎকার! বাক্স-পেটরা আর পরস্পরের উপর দিয়ে ছুটে-গড়িয়ে অফিসারগুলো একটা তালগোল-পাকানো অবস্থায় আর্ত চিৎকার করতে করতে হল-ঘরের পাশ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকল।

পরিণতিটা কাব্যোচিত বটে! কয়েক ঘণ্টা আগেও এই প্রতিবিপ্লবীরা পিস্তলের নল চেপে ধরেছিল বিপ্লবের রগের উপর, আর এখন তাদেরই রগে মেশিনগানের নল চেপে ধরেছে বিপ্লব।

সিঁড়ির মাথায় গিয়ে শ্বেতরক্ষীরা ছড়িয়ে পড়ল, তবে, সেটা দাঁড়িয়ে লড়বার জন্যে নয় — পালাবার সুবিধের জন্যে। মনের বল নিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারলে হাজার মানুষের বিরুদ্ধে দশ জনে এই সিঁড়িপথ রক্ষা করতে পারত। কিন্তু অমন মানুষ নেই একজনও। আছে শুধু আতঙ্কে কুঁকড়ে-যাওয়া একটা পাল, — ভয়ে তাদের মুখ থেকে রক্ত, আর মাথা থেকে চিন্তা করবার ক্ষমতা নেমে গেছে। সাহস লেশমাত্রও অবশিষ্ট নেই। পরিণামদর্শিতার আর লেশমাত্রও অবশেষ নেই। সবার একই বিপদের মুখে সংঘবদ্ধ হবার জন্য পশুপালের যে সহজ প্রবৃত্তি থাকে তাও তাদের আর নেই।

তখন অপেক্ষাকৃত বয়স্ক অফিসারদের মূলমন্ত্র হল — 'Sauve qui peut! চাচা আপনা বাঁচা!'

তারা টুপি, বেল্ট আর তরোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিল; যা ছিল পদব্যঞ্জক চিহ্ন সেটা এখন কলঙ্ক আর মৃত্যুর পরোয়ানা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাঁধের পটি, সোনালী তকমা আর বোতামগুলো খুলে ফেলে দিল। শ্রমিকের জামা-কাপড়, অঙ্গরাখা, ওভারকোট — যা-কিছু দিয়ে নিজেদের পদ-পদবী লুকানো যায়, তাই এখন তাদের পরম কাম্য হয়ে উঠল। একটা পেরেকে ঝুলছিল তেল চিটচিটে একটা শ্রমিকের জামা — সেটার কাছে এসে একজন অফিসার আনন্দে পাগল হয়ে উঠল। এক বাবুর্চির এপ্রন পেয়ে একজন ক্যাপ্টেন সেটা পরে ময়দার মধ্যে দু' হাত ডুবিয়ে তুলল; আগেই আতঙ্কে ফ্যাকাসে সে এখন হয়ে দাঁড়াল সারা রাশিয়ায় সবচেয়ে বেশি শ্বেত শ্বেতরক্ষী।

কিন্তু, অধিকাংশেরই বেলায় পায়খানা, খুপরি আর চিলেকোঠার কোনা-কানাচের অন্ধকার ছাড়া কোন আড়াল জুটল না। তাড়া-করা মরণাপন্ন জানোয়ারের মতো তারা সেইগুলোর মধ্যেই সুড়সুড় করে ঢুকল। শত্রুর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার উপরে এই অফিসারেরা এখন আবার হল মিত্রদ্রোহী পাপিষ্ঠ। য়ুংকারদের এই ফাঁদে এনে ফেলেছে তারাই। সেই ফাঁদ এবার গুটিয়ে আসছে — এখন অফিসারেরা তাদের পরিত্যাগ করল।

সবার আগে একটু বুদ্ধিশুদ্ধি খাটাতে পারল য়ুংকাররা; তারা চেঁচাতে

আরম্ভ করল: 'অফিসারেরা কোথায়? আমাদের অফিসারেরা গেল কোথায়?' তাদের সে হাঁকডাকে কোন সাড়া মিলল না। এবার ওরা বলে উঠল, 'জাহান্নমে যাক কাপুরুষগুলো! ওরা আমাদের ছেড়ে ফেলে গেছে!'

এইভাবে শত্রুর হাতে পরিত্যক্ত হবার রাগই যুঙ্কারদের একত্রিত করে ফেলল। সিঁড়ি-পথটাকে আগলানোই হত তাদের সেরা রণকৌশল, কিন্তু সে চিন্তা তারা সভয়ে বর্জন করল। পায়ের কাছে ওঁত পেতে আছে লাল প্রতিহিংসা — তার কল্পনায় ওরা ভয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। সামনে এগোতে ওরা পারবে না। একটা কামরায় ছিল পুরু-পুরু দেওয়াল আর সংকীর্ণ একটা প্রবেশপথ — সেখানেই ওরা আশ্রয় নিল। সেখানে, গর্তে তালগোল পাকিয়ে থাকা ইঁদুরের মতো ওরা অপেক্ষা করতে থাকল — কখন লাল স্রোত সিঁড়ি বেয়ে ধেয়ে এসে বারান্দাগুলোকে প্লাবিত করে ওদের ডুবিয়ে মারবে।

এই নওজোয়ানদের মধ্যে যারা এসেছে মধ্যম শ্রেণী থেকে, তাদের পক্ষে এ পরিণতি দু' রকমে মর্মান্তিক। কৃষক আর শ্রমিকের সঙ্গে তাদের কোন বিবাদ নেই — কিন্তু মৃত্যু তাদেরই হাতে! তবে, প্রতিবিপ্লবের এই শিবিরে পড়ে এর অবধারিত মন্দভাগ্যে তাদেরও ভাগীদার হতেই হবে। সেটা ষোল-আনাই তাদের প্রাপ্য, তা তারা জানে। তাদের হাত থেকে বন্দুক খসে পড়ে যায়। চেয়ারে টেবিলে থপথপিয়ে বসে প'ড়ে তারা বিলাপ করতে থাকে; যে পথে আসবে প্রচণ্ড লাল স্রোত সেখানে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। প্রথম ঢেউটা কখন সিঁড়িপথে এসে আছড়ে পড়ে দরজায় ঘা মারতে থাকবে সেজন্যে তারা কান পেতে থাকে। কিন্তু তাদের হৃৎপিণ্ডের দপদপানি ছাড়া কোন আওয়াজ তখন নেই।

লালেরা, শ্বেতেরা আর মেয়েরা ভয়ে শুকিয়ে কাঠ

বাড়িটাতে পীড়ন-কক্ষ রয়েছে আরও একটা। সেখানে রয়েছেন আন্তোনভ, লাল সান্ত্রীরা এবং সারা দিনে শ্বেতরক্ষীরা যত লোককে পাকড়েছে তারা। রুদ্ধ কারাকক্ষে অসহায় হয়ে তারা বসে রয়েছে, আর বাইরে চলেছে প্রচণ্ড লড়াই, তাতে নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে তাদের বিপ্লবের এবং তাদের নিজেদেরও

ভাগ্য। লড়াইয়ের গতি সম্বন্ধে তাদের জানাবার কেউ নেই। পুরু পুরু দেওয়ালের ভিতর দিয়ে শোনা যায় রাইফেলের চাপা কড়কড় আওয়াজ আর কাচ ভেঙে পড়ার শব্দ।

এই সমস্ত আওয়াজ এখন হঠাৎ থেমে গেল। তার মানে কী? প্রতিবিপ্লব জয়যুক্ত হল? বিজয়ী হল শ্বেতরক্ষীরা? তারপরে? এবার দরজা খুলে যাবে, রাইফেল-হাতে ঘাতক-দল এসে তাদের দেওয়াল ঘেঁসে সারি দিয়ে দাঁড় করাবে? সব চোখ বেঁধে দেবে? তারপরে রাইফেলগুলোর গর্জন? তাদের নিজেদের মৃত্যু? মৃত্যু বিপ্লবেরও? হাতে মাথা রেখে তাদের ভাবনা চলে এমনি ধারায়, আর দরজার উপরে দেওয়াল-ঘড়িটা নিষ্ঠুরভাবে সেকেন্ডগুলোকে বাজিয়ে দিতে থাকে। সেকেন্ডের প্রত্যেকটা আওয়াজই হতে পারে শেষটা। সেই শেষ টিকটার অপেক্ষায় তারা কান পেতে থাকে কখন্ বারান্দা থেকে শোনা যাবে ঘাতক-দলের পায়ের শব্দ। কিন্তু ঘড়িটার টিকটিক ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই।

আরও একটা পীড়ন-কক্ষ আছে, সেটাকে ভরতি করে রয়েছে মেয়েরা। সবার উপরতলায় এই কামরাটায় ঠাসাঠাসি হয়ে রয়েছে টেলিফোনের কয়েক শ' মেয়ে। আট-ঘণ্টা যাবত গোলাগুলিবর্ষণ, ছত্রভঙ্গ অফিসারদের উন্মত্ত পলায়ন, সাহায্যের জন্যে তাদের উদভ্রান্ত হাঁকডাক — এই সব মিলে এই মেয়েরা একেবারে ভেঙে পড়েছে, বিকার ধরে গেছে তাদের চিন্তা-ভাবনায়। বলশেভিকদের নৃশংসতা, নারী ব্যাটালিয়নের উপর বলাৎকার, এবং নিচে চত্বরে ভরা লালরক্ষীদলগুলির নামে আরও হরেক রকমের উদ্ভট কাহিনী চলতে থাকল এই মেয়েদের মধ্যে।

নিজেদের বিকারগ্রস্ত কল্পনায় তারা এরই মধ্যে অনুরূপ পাশবিক অত্যাচারের শিকার হয়ে পড়েছে—তারা যেন বলশেভিক দানবদের বাহু বন্ধনের মধ্যে যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠছে! তারা বিলাপ করে করে লিখছে ছোট ছোট চির-বিদায়বাণী। মুখ সব ফ্যাকাসে হয়ে গেছে; এক একটা জটলায় একত্রিত হয়ে তারা কান পেতে আছে — ঐ বুঝি উঠল দুর্বৃত্তদের চিৎকার, ঐ বুঝি হল-ঘরে লেগে গেল তাদের বুটের দাপানি! কিন্তু কোন বুটের দাপানি লাগল না — দাপানি ছিল শুধু তাদের নিজেদের বুকের।

সমাধিস্থলের মতো স্তব্ধ হয়ে গেল বাড়িটা। এ কিন্তু মৃতের স্তব্ধতা

নয়। উত্তেজনায় টানটান সে স্তব্ধতা অনুকম্পিত: ত্রাসে যেন জমাট বেঁধে-যাওয়া শত শত জীবন্ত সত্তার নৈঃশব্দ। সংক্রামক সে নৈঃশব্দ যেন দেওয়ালগুলোর ভিতর দিয়ে অনুপ্রবেশ করে বাইরে লালরক্ষীদেরও আচ্ছন্ন করে ফেলল। তারাও নিথর হয়ে গেল — তারাও ভয়ের সেই একই আচ্ছন্নতায় অভিভূত। পাছে সিঁড়িপথ থেকে বেরিয়ে আসে গ্যাসের মেঘ আর বোমার বৃষ্টি—তাই তারা সেখান থেকে দূরে দূরে থাকছে। ভিতরকার শ্বেতদের ভয়ে বাইরে শত শত মানুষ আতঙ্কিত! বাইরেকার লালদের ভয়ে ভিতরে শত শত মানুষ আতঙ্কিত! হাজার হাজার মানুষ পরস্পরকে নির্যাতিত করছে।

এই নৈঃশব্দ-পরীক্ষা অসহনীয় হয়ে উঠল বাড়িটার ভিতরে। অন্তত আমি তো আর সহ্য করতে পারছিলাম না। জানি নে কোথায়, ছুটে এগিয়ে চললাম একটু স্বস্তি পাবার জন্যে — যে-কোন জায়গায়, এই নৈঃশব্দ থেকে নিষ্কৃতির জন্যে। দৈবাৎ একটা পাশ-দরজা খুলে আমি পড়লাম গিয়ে সেই যুঙ্কারে ভরতি কামরাটার মধ্যে। ওরা সব লাফিয়ে উঠল — যেন শুনেছে সর্বনাশের ভয়ঙ্কর নির্ঘোষ।

শেষে কোন মতে দম ফিরে পেয়ে বলে উঠল, 'আমেরিকান সংবাদদাতা! সাহায্য করুন! আমাদের রক্ষা করুন!'

বাধো-বাধোভাবে আমি বললাম, 'আমার কী সাধ্য আছে? কী করতে পারি আমি?'

ওরা অনুনয় করে বলে, 'একটা কিছু — যা কিছু হোক! বাঁচান আমাদের!'

কে যেন বলল, 'আন্তোনভ!' আর সবাইও সেই সূত্র ধরে মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করতে থাকল নামটা। 'আন্তোনভ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আন্তোনভ। আন্তোনভের কাছে যান। আন্তোনভ — নিচ তলায়। জলদি যান, পরে আর সময় থাকবে না — আন্তোনভ!' আন্তোনভের কাছে যাবার পথটাও ওরা দেখিয়ে দিল।

এক মিনিটের মধ্যে আমি আর একবার হুড়মুড়িয়ে গিয়ে ঢুকলাম আর একটা স্তম্ভিত জনসমষ্টির মধ্যে — এবার বন্দী লালরক্ষীরা আর আন্তোনভ।

‘আপনারা সবাই মুক্ত। অফিসারেরা পালিয়েছে। য়ুঙ্কারেরা আত্মসমর্পণ করছে। তারা প্রাণভিক্ষা চাইছে আপনাদের কাছে। যে-কোন শর্তে। তারা চায় শুধু জান। কিন্তু, তাড়াতাড়ি করা দরকার।’

মৃত্যুর জন্যে মুহূর্ত গুণছিলেন আন্তোনভ — তিনি মুহূর্তে হয়ে পড়লেন জীবন-মৃত্যুর হর্তাকর্তা। যাঁর উপর দণ্ডাদেশ হয়ে গিয়েছিল তাঁকেই ডাকা হল বিচারপতির আসন গ্রহণ করবার জন্যে। কী বিস্ময়কর পরিবর্তন! কিন্তু, চেহারায় ছোটখাটো, মাত্রাতিরিক্ত খাটুনিতে ক্লান্ত এই বিপ্লবীর মুখে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। প্রতিশোধের চিন্তা যদি এসেও থাকে মুহূর্তের জন্যে, সেটা অন্তর্হিতও হল তেমনি মুহূর্তেই।

নিরস গলায় তিনি বললেন, ‘আমি তাহলে লাস হবার বদলে হব সেনাপতি। আর, য়ুঙ্কারদের কাছে যাওয়াই এখন প্রথম কাজ — তাই তো? বেশ!’ টুপিটা পরে তিনি উপরে চললেন য়ুঙ্কারদের কাছে।

তারা কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, ‘আন্তোনভ! **গাসপাদীন** আন্তোনভ! কম্যাণ্ডার আন্তোনভ! আমাদের প্রাণে বাঁচান! আমরা অপরাধী, সেটা আমরা জানি। কিন্তু এবার আমরা বিপ্লবের করুণার কাছে আত্মসমর্পণ করছি।’

মহা খুশির অভিযানের কী শোচনীয় পরিণতি! সকালে বলশেভিক নিধনের হিংস্র-যাত্রা, আর সন্ধ্যায় সেই বলশেভিকদেরই কাছে প্রাণভিক্ষা। তাদের মুখে **‘তাভারিশ্’** শব্দটা উচ্চারিত হত ‘শুয়ারের’ অর্থে — এখন সম্মানের সম্বোধন হিসাবে সেটাকে তারা উচ্চারণ করছে ভক্তিমান হয়ে।

মিনতি করে তারা বলল, **‘তাভারিশ্** আন্তোনভ, বলশেভিক হিসেবে, সাচ্চা বলশেভিক হিসেবে আমাদের কথা দিন। আমাদের নিরাপত্তার কথা দিন।’

‘আমার কথা?’ আন্তোনভ বললেন, ‘দিলাম তা।’

কে এক অধম হতভাগা বিড়বিড় করে বলল, ‘ওরা তো আপনার কথা নাও রাখতে পারে, **তাভারিশ্** আন্তোনভ। যে-কোন ক্ষেত্রেই ওরা আমাদের মেরে ফেলতে পারে।’

আন্তোনভ আশ্বাস দিয়ে বললেন, ‘আগে আমাকে না মেরে আপনাদের কাউকে মারতে পারবে না।’

‘কিন্তু আমরা মরতে চাই নে,’ আবার ঘ্যানঘ্যান করে বলল সেই লোকটা।

আন্তোনভ ওদের উপর ঘৃণা গোপন করতে পারেন নি। ফিরে হলটায় ঢুকে তিনি সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। তখন যাদের স্নায়ুগুলো উত্তেজনায় টনটন করছিল তাদের কানে প্রত্যেকটা পদক্ষেপ বাজছিল এক একটা গোলা ফাটবার মতো।

বাইরে লাল জনতা ঐ পায়ের আওয়াজ শুনে গুলিবৃষ্টির আশঙ্কা করে সব বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়াল। তার পরে অতি অপ্রত্যাশিতভাবে আশ্চর্য হয়ে দেখল — তাদেরই নেতা আন্তোনভ!

হর্ষমুখর শতকণ্ঠে ধ্বনি উঠল: **'নাশ! নাশ!'** (আমাদের! আমাদের!) আরও শত কণ্ঠে আওয়াজ উঠল: 'আন্তোনভ! আন্তোনভ জিন্দাবাদ!' বাড়িটার উঠোনের সে আওয়াজ উঠল গিয়ে সারা রাস্তায় সমস্ত মানুষের কণ্ঠে। এগিয়ে গেল জনতার ঢেউ — তারা চিৎকার করতে থাকল: 'আন্তোনভ, অফিসারেরা কোথায়? য়ুঙ্কাররা কোথায়?'

'শায়েস্তা হয়ে গেছে। তারা অস্ত্র ছেড়েছে।'

জলের বাঁধ ভেঙে যাবার মতো গর্জন উঠল শতকণ্ঠে। জয়ের কোলাহল আর ক্রোধের গর্জনের ভিতর দিয়ে ঘোষণা হতে থাকল: 'অফিসারদের খতম করো! য়ুঙ্কারদের খতম করো!'

শ্বেতরক্ষীদের হাড় কাঁপবারই অবস্থা বটে! যাদের করুণা পাবার সমস্ত দাবি তারা খুইয়ে বসে আছে তাদেরই করুণার উপর আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। লড়াই করে নয় — লড়াইয়ে অনাচার চালিয়েই তারা এই ক্রোধের অগ্নিগিরির বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এইসব সৈনিক আর শ্রমিকের দৃষ্টিতে শ্বেতরক্ষীরা হল লাল কমরেডদের হত্যাকারী, বিপ্লবের বিরুদ্ধে ঘাতক, আর দুরাচার, যাদের বিষাক্ত পোকা-মাকড়েরই মতো নিশ্চিহ্ন করে দিতে হয়। আগে লালরক্ষীরা সিঁড়ি বেয়ে যায় নি শুধু ভয়ে। সাবধানতার কোন প্রয়োজনই এখন আর নেই। রাগে অস্থির মানুষগুলো ঝড়ের মতো এগিয়ে চলল। রাত্রিটা ভরে উঠল তাদের চিৎকারে: 'ঘাতকগুলোকে নিশ্চিহ্ন করো! শ্বেত শয়তানগুলোকে কোতল করো! খতম করো প্রত্যেকটাকে!'

অন্ধকারের মধ্যে এখানে-ওখানে মশালের আলোয় দেখা যাচ্ছিল

গোঁফদাড়ি-ঢাকা কৃষকের মুখ, সৈনিকের মুখ, শহরের কারিগরের শীর্ণ ভীষণ মুখ, আর সবার সামনে বলটিক নৌবহরের লম্বা-চওড়া নাবিকদের নির্ভীক মূর্তিগুলি। প্রত্যেকের মুখে, জ্বলন্ত চোখে, আর কঠিন চোয়ালগুলোতে ফুটে উঠেছে প্রতিশোধের ভাষা — দীর্ঘকাল যাবত নিগৃহীত মানুষের ভীষণ প্রতিশোধের ভাষা। পিছন দিককার চাপে জনতা ঠেলে এগিয়ে চলল সিঁড়ির দিকে, সেখানে দাঁড়িয়ে আন্তোনভ — শান্ত, নির্বিকার, কিন্তু এই নর-হিমানীসম্প্রপাতের মুখে যেন বড় ক্ষীণ আর অসহায়।

হাত তুলে, গলা চড়িয়ে আন্তোনভ চেঁচিয়ে বললেন, '**তাভারিশ্**, এদের মারতে পারবেন না। য়ুঙ্কাররা আত্মসমর্পণ করেছে। তারা আমাদের বন্দী।'

জনতা স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার পরে রুক্ষ গলায় ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জানাল, 'না, না, আমাদের বন্দী নয় — ওরা মৃত!'

আন্তোনভ জানালেন, 'ওরা অস্ত্র ছেড়েছে, — আমি ওদের জান্ ছেড়ে দিয়েছি।'

'তুমি ওদের জান্ ছেড়ে দিয়ে থাকতে পারো কিন্তু,' — জনতার অনুমোদনের জন্যে সেদিকে ফিরে লম্বা-চওড়া এক কৃষক বলল চড়া গলায়: 'আমরা দিচ্ছি নে। আমরা দেব বেঅনেট!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেঅনেট!' সম্মতি আর সমর্থনের প্রচন্ড ঝাপটা লাগল, 'আমরা ওদের দেব বেঅনেট!'

আন্তোনভ সেই মহা-ঝড়ের মোকাবিলা করলেন। একটা প্রকান্ড পিস্তল টেনে বের করে সেটাকে নাচিয়ে তিনি বললেন, 'য়ুঙ্কারদের নিরাপত্তার জন্যে আমি কথা দিয়েছি। বুঝুন কথাটা! এই এইটে দিয়ে আমি সে কথা বজায় রাখব!'

জনতা হতভম্ব। এ যে অবিশ্বাস্য!

তারা জবাবদিহি চাইল, 'এ আপনি কী বলছেন? এ কী?'

ঘোড়ার উপর আঙুল রেখে পিস্তলটা চেপে ধরে আন্তোনভ আবার সেই হুঁশিয়ারি জানালেন, 'আমি তাদের বাঁচাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। এটার জোরে আমি সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব।'

তাঁর উদ্দেশে শত কণ্ঠের গর্জন উঠল, 'বিশ্বাসঘাতক! দলত্যাগী!' লম্বা-চওড়া এক নাবিক তাঁর মুখের উপর বলে দিল, 'তুমি শ্বেতরক্ষীদের রক্ষক!

বদমাইশগুলোকে তুমি বাঁচাতে চাইছ। কিন্তু তা পারবে না। ওদের আমরা খতম করব।'

প্রত্যেকটি শব্দের উপর জোর দিয়ে আন্তোনভ বললেন ধীরে, 'কোন বন্দীর গায়ে প্রথম যে হাত দেবে **তাকে আমি তৎক্ষণাৎ বধ করব! বুঝুন কথাটা! তাকে আমি গুলি করে মারব।'**

অপমান-বোধে ক্ষুব্ধ নাবিকদের প্রশ্ন উঠল, 'গুলি করবে আমাদের?'

ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ গোটা ভিড়টা গর্জে উঠল, 'গুলি করবে আমাদের! গুলি করবে আমাদের!'

হ্যাঁ, এটা একটা ভিড়ই বটে; ভিড়ের যা-কিছু উদগ্র উত্তেজনা সে সবই এতে বর্তমান। যাবতীয় আদিম প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত আর প্রকোপিত হয়ে এ ভিড়টা এখন নিষ্ঠুর, পাশব, রক্ত-পিপাসু। এই ভিড়টা নেকড়ের ক্রুরতা আর বাঘের হিংস্রতায় উন্মত্ত। নগরীর জঙ্গলগুলোর ভিতর থেকে বের করে আনা, শ্বেত শিকারীদের খোঁচায় খোঁচায় উত্তেজিত, ক্ষতগুলি দিয়ে রক্ত-ঝরা এই প্রকাণ্ড আহত জানোয়ারটা সারা দিন আক্রোশে যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে শেষে উল্লাস আর ক্রোধের দমকায় তার জালিমের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে উদ্যত — ঠিক সেই মুহূর্তে তার আর তার শিকারের মাঝখানে এসে দাঁড়াল ছোটখাটো এই মানুষটি! আমার দৃষ্টিতে সমগ্র বিপ্লবের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভাবাবেগের দৃশ্য এই মানুষটি — ভিড়টার চোখে চোখ রেখে, ভিড়টার হাজার জ্বলন্ত চোখে চোখ রেখে, নির্বিকারভাবে সেই সিঁড়িপথে দাঁড়ানো এই ছোটখাটো মানুষটি। তাঁর মুখখানা ছিল পাণ্ডুবর্ণ, কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোন কাঁপুনি ছিল না। তেমনি, আবার তিনি যখন আস্তে আস্তে গম্ভীরভাবে বললেন, 'প্রথম যে-জন কোন য়ুঙ্কারকে মারতে চেষ্টা করবে তাকে আমি বধ করব,' তখন তাঁর গলার স্বরও কাঁপে নি।

এই স্পর্ধা এই দুর্বিনীত ঔদ্ধত্যই যেন সবাইকে একেবারে রুদ্ধশ্বাস করে তুলল।

তারা গর্জাল, 'কী বলতে চাইছো তুমি? এই অফিসারদের, প্রতিবিপ্লবীদের বাঁচাবার জন্যে তুমি বধ করবে আমাদের — শ্রমিকদের, বিপ্লবীদের?'

'বিপ্লবী!' মুখের মতো কড়া জবাবে বিদ্রূপ করে আন্তোনভ বললেন,

'বিপ্লবী! এখানে বিপ্লবী কোথায়? কোন সাহসে তোমরা নিজেদের বলছো বিপ্লবী? যারা অসহায় মানুষ আর বন্দীদের মারবার কথা ভাবছো, **সেই তোমরা** নাকি বিপ্লবী!' এই টিটকারীটায় কাজ হল। জনতাটা কুঁচকে গেল — কেউ যেন কড়া চাবুক কষে দিয়েছে।

আন্তোনভ বলে চললেন, 'শুনুন, জানেন কি করছেন আপনারা? এই উন্মত্ততা কোথায় গিয়ে শেষ হতে পারে সেটা বোঝেন আপনারা? বন্দী একজন শ্বেতরক্ষীকে বধ করলে তাতে প্রতিবিপ্লব বধ হয় না, বধ হয় বিপ্লব। এই বিপ্লবের জন্যে আমার জীবনের বিশ বছর গেছে নির্বাসনে আর জেলখানায়। বিপ্লবীরা বিপ্লবকে ক্রুসে বিঁধে হত্যা করবে, আর বিপ্লবী আমি নিষ্ক্রিয় হয়ে দাঁড়িয়ে তাই শুধু দেখব, এমনটা মনে ঠাঁই দেবেন না।'

একজন কৃষক গাঁ গাঁ করে বলল, 'কিন্তু ওরা যদি হাতে পেত **আমাদের** তাহলে তো কোন দয়া-ক্ষমার কথাই উঠত না। ওরা আমাদের খুনই করত।'

আন্তোনভ উত্তর দিলেন, 'তা ঠিক, ওরা আমাদের খুনই করত। তাতে কী হল? ওরা কি বিপ্লবী? পুরন ব্যবস্থা, জার আর চাবুকের পোষা জীব ওরা — ওরা হত্যা আর মৃত্যুর পোষা জীব। কিন্তু **আমরা** বিপ্লব-শিবিরের মানুষ। আর বিপ্লব মানেই শ্রেষ্ঠতর কিছু। বিপ্লব মানে সবার মুক্তি আর জীবন। সেই জন্যেই তো আপনারা জীবন দেন, রক্ত ঢালেন বিপ্লবের জন্যে। কিন্তু দিতে হবে আরও বেশি। দিতে হবে বিচারশক্তি। উত্তেজিত মনের বাসনা চরিতার্থ করবার ঊর্ধ্বেই বিপ্লবের সেবা-কাজটাকে স্থান দিতে হবে। বিপ্লবের জয়ের জন্যে আপনারা বীরত্ব দেখিয়েছেন — এবার বিপ্লবের সম্মানের জন্যে দেখান করুণা, দয়া। বিপ্লবকে আপনারা ভালবাসেন। যা ভালবাসেন সেটাকে বিনষ্ট করবেন না — আমি শুধু এই কথাটিই বলছি।'

আন্তোনভ তখন যেন একটা শিখা — মুখখানা প্রজ্বলিত, দু' বাহুতে আর কণ্ঠে অনুনয় আর উপদেশ। ঐ শেষ আবেদনের ভিতর দিয়ে নিজের সমগ্র সত্তাটাকে প্রসারিত করে ধরে আন্তোনভ অবসন্ন হয়ে পড়লেন।

আমাকে অনুরোধ জানালেন, 'এখন আপনি বলুন, কমরেড!'

চার সপ্তাহ আগে 'প্রজাতন্ত্র' নামে যুদ্ধজাহাজে কামানের মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমি এই নাবিকদের সামনে বক্তৃতা করেছিলাম। আমি সামনে এগিয়ে দাঁড়াতে তাঁরা আমাকে চিনলেন।

তাঁরা চিৎকার করেই বললেন, 'সেই আমেরিকান **তাভারিশ্!**'

গলা চড়িয়ে ব্যগ্রতাসহকারে আমি বললাম বিপ্লব সম্বন্ধে, জমি আর মুক্তির জন্যে রাশিয়ার সর্বত্র যে লড়াই চলছে তার কথা, বললাম তাঁদের সঙ্গে শ্বেতরক্ষীদের প্রতারণা সম্বন্ধে, আর তাঁদের প্রচন্ড ন্যায় ক্রোধের কথা। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগ্রামী অগ্রগামী বাহিনী তাঁরা, সারা পৃথিবী চেয়ে রয়েছে তাঁদের দিকে। তাঁরাও কি সেই বদলার পুরন পথ ধরবেন, না, চিহ্নিত করে দেবেন মহত্তর নীতিবোধের পথ? বিপ্লব বাঁচাবার জন্যে তাঁরা অসমসাহসিকতা প্রদর্শন করেছেন। এবার তাঁরা মহত্ত্ব প্রদর্শন করে সেই বিপ্লবের মহিমা তুলে ধরবেন না?

বক্তৃতাটা গোড়ায় ফলপ্রদ হয়েছিল। তবে, সেটা বক্তৃতার বিষয়বস্তুর জন্যে নয়। ঈশ্বরের প্রার্থনা কিংবা ওয়েবস্টারের বাগ্মিতার উদ্ধৃতিও প্রায় সমানই ফলপ্রদ হতে পারত। আমি যা বলছিলাম সেটা এক শ' জনে একজনও বোঝে নি। আমি বক্তৃতা করছিলাম ইংরেজিতে।

কিন্তু এই কথাগুলো — অদ্ভুত এবং বৈদেশিক এই কথাগুলো — অন্ধকারের মধ্যে সশব্দে পড়ে পড়ে তাদের ধরে রেখেছিল, তাদের অন্তত আপাতত নিবৃত্ত রাখছিল, এবং আন্তোনভও ঠিক তাই চাইছিলেন যাতে উত্তেজিত ভাবাবেগের এই প্রচন্ড ঝঞ্ঝা একটু প্রশমিত হয় — যাতে প্রাধান্য লাভ করে অন্য এক মেজাজ।

বিপ্লব দঙ্গলকে সুশৃংখল করে তুলল

এটা একটা দঙ্গল হলেও, এ ছিল বৈপ্লবিক দঙ্গল। এই শ্রমিক সৈনিক জনতার অন্তত অর্ধেকের অন্তরের গভীরে ছিল একটা প্রবল সুস্থিত আনুগত্য — সেটা হল বিপ্লব। শব্দটা ছিল একটা মন্ত্রবস্তু। 'বিপ্লব' এই শব্দটিকে জড়িয়ে জড়িয়েই তাদের সমস্ত স্বপ্ন, সমস্ত আশা, সমস্ত আকাঙ্ক্ষার জালখানা বুনে উঠেছিল। তারা এর গোলাম। এটা তাদের মালিক।

এই মুহূর্তে অবশ্যি বিপ্লবের সমস্ত ধ্যানধারণা ঠেলে দিয়ে ওদের মনটাকে কব্জা করেছিল অন্য এক মালিক। তখন ঘোড়ায় চেপেছে প্রতিশোধ: তারই তাড়নায় ভিড়টা বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। তবে, সেটা

ছিল সাময়িক। তাদের জীবনের স্থায়ী আনুগত্য ছিল বিপ্লবেরই প্রতি। সুযোগ হলেই সে আবার উঠে দাঁড়াবে — বেদখলদারকে হঠাবে, নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করবে, আবার নিয়ন্ত্রণ করবে অনুগামীদের। বহুর বিরুদ্ধে একক ছিলেন না আন্তোনভ। আরও হাজার আন্তোনভ ছিল ঐ ভিড়টার মধ্যে — তাঁরাও বিপ্লবের জন্যে আন্তোনভেরই মতো একই বিপুল উদ্দীপনার অংশীদার। সেই ভিড়েরই একটা ইউনিট ছিলেন আন্তোনভ; তিনি তারই রক্ত-মাংসে গড়া, তারই মর্মবাণীতে ধ্বনিত, তিনিও য়ুঙকার আর অফিসারদের বিরুদ্ধে ঐ ভিড়েরই বৈরিতার অংশীদার, তিনিও ঐ ভিড়েরই সুতীব্র ভাবাবেগে অস্থির।

তবে, এই ভিড়ের মধ্যে প্রথমে যিনি নিজের উত্তেজনাগুলোকে শায়েস্তা করতে পেরেছিলেন তিনি আন্তোনভ। সবার আগে তাঁর চেতনায় প্রতিশোধের জায়গায় বসল বিপ্লব। বিপ্লবের ধারণা দিয়ে তাঁর মনে যেসব পরিবর্তন এল, সেগুলো সৈনিক আর শ্রমিকদের মনেও আসবে। আন্তোনভ সেটা জানতেন। 'বিপ্লব', এই যাদুই শব্দটা বারবার উচ্চারণ করে আন্তোনভ তাদেরকে তাদের বৈপ্লবিক সত্তায় পুনরুজ্জীবিত করতে চাইছিলেন। বিশৃঙখলারই ভিতর দিয়ে তিনি বৈপ্লবিক শৃঙখলা জাগিয়ে তুলতে চাইছিলেন। সেটা তিনি করলেনও।

'শব্দ-ব্রহ্মে'র সেই প্রাচীন অলৌকিক কাণ্ডটা আবার আমরা প্রত্যক্ষ করলাম: শব্দের প্রভাবে স্তব্ধ হয়ে গেল মহাঝড়! গর্জন আর হুঙকার মিলিয়ে গেল — শুধু এখানে-ওখানে তখনও দু'একটা ক্রুদ্ধ মন্তব্য শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু, ভস্‌কভ আমার বক্তৃতার তরজমা শুনিয়ে দিলেন, আন্তোনভ আবার বক্তৃতা করলেন — তার পরে ঐসব উল্টো সুরও থেমে গেল। এই সৈনিক আর নাবিকেরা ততক্ষণে সংযত হয়ে উঠেছিল, তখন তাদের যুক্তি গ্রহণ করবার মেজাজ ফিরে এসেছে — এবার তারা নিজেদের প্রতিহিংসাকামনার জায়গায় ফিরিয়ে আনছিল বিপ্লবের ইচ্ছাশক্তি। তবে, এই ইচ্ছাশক্তিটাকে তাদের উপলব্ধি করতে দেওয়া দরকার।

'আন্তোনভ, ব্যাপারটা কী?' তারা জানতে চাইল, 'তুমি তাহলে আমাদের কী করতে বলছো?'

আন্তোনভ বললেন, 'বলছি, য়ুঙকারদের যুদ্ধবন্দী হিসেবে দেখুন।

আত্মসমর্পণের শর্তগুলো পালন করতে বলছি। আমি এই য়ুংকারদের প্রাণ রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। এখন আমার প্রতিশ্রুতির পিছনে আপনাদের প্রতিশ্রুতির সমর্থন দিতে বলছি।'

ভিড়টা একটা সোভিয়েতে পরিণত হয়ে গেল। একজন নাবিক বক্তৃতা করল; তার পরে বক্তৃতা করল দুজন সৈনিক আর একজন শ্রমিক। হাত তুলে ভোট দেওয়ানো হল। লড়াইয়ের ছাপওয়ালা হাত উঠল একশ'খানা, আরও একশ', শেষে হাত উঠল হাজারখানেক। যে-হাজার মানুষের দৃঢ়মুষ্টি অফিসারদের বধ করতে উদ্যত হয়েছিল তারা এখন মুক্তহস্তে জীবন দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে হাত তুলল।

এই সন্ধিক্ষণে হাজির হল পেত্রগ্রাদ দুমার* একটা প্রতিনিধিদল; 'যথাসম্ভব কম রক্তপাতে গৃহযুদ্ধ মিটিয়ে ফেলবার' কাজ নিয়ে তারা এসেছে। তবে, আদৌ কোন রক্তপাতই না ঘটিয়ে বিপ্লব তার নিজের ব্যাপার মিটিয়ে ফেলছিল। এই ভদ্রমহোদয়দের গ্রাহ্যই না করে টেলিফোন স্টেশনে ঢুকে শ্বেতরক্ষীদের নামিয়ে আনবার জন্যে একটা স্কোয়াড পাঠানো হল। প্রথমে এল য়ুংকাররা; তার পরে অফিসারদের তাদের লুকোবার জায়গা থেকে খুঁজে আনা হল — একজনকে তো গোড়ালি ধরে টেনে বের করতে হল। পাথরের উঁচু সিঁড়িগুলির উপর তাদের গাদাগাদি করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলে মশালের আলোয় তাদের চোখ পিটপিট করতে থাকল — তাদের সামনে তখন হাজার বন্দুকের নল, হাজার অন্তরের ঘৃণা, হাজার জোড়া চোখের দগ্ধানো দৃষ্টি।

অল্প কয়েকটা তাচ্ছিল্যভরা টিটকারি শোনা গেল; কেউ কেউ বলল **'বিপ্লবের ঘাতক!'** তারপরে নিস্তব্ধতা — বিচারালয়ের সুগম্ভীর নিস্তব্ধতা। এটা বিচারালয়ই বটে — অধিকার থেকে বঞ্চিত মানুষের বিচারালয়। উৎপীড়কদের বিচার করতে বসেছে উৎপীড়িতেরা। নতুন ব্যবস্থা পুরন ব্যবস্থার উপর দণ্ডাদেশ ঘোষণা করছে। বিপ্লবের বিচারালয়।

---

* এখানে বলা হচ্ছে নগরী দুমার কথা। রাশিয়ায় জার আমলে এবং অস্থায়ী সরকারের আমলে শহরের বুর্জোয়া প্রশাসনিক সংস্থা। সরকারীভাবে এটা স্থাপিত হয়েছিল এক রকমের স্বশাসন হিসেবে — তবে, প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল শহরের কাজকর্ম চালাবার জন্যে একটা সহকারী রাষ্ট্রীয় সংস্থা।

রায় হল: 'অপরাধী! সবাই অপরাধী!' বিপ্লবের শত্রু হিসাবে অপরাধী। অপরাধী — জারের এবং শোষক শ্রেণীগুলির অনুচর হিসেবে। রেড ক্রস এবং যুদ্ধের নিয়ম-রীতি লঙ্ঘন ক'রে অপরাধী। সমস্ত দফায় তারা রাশিয়ার এবং সারা পৃথিবীর শ্রমিকের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে অপরাধী।

কাঠগড়ায় হতভাগা আসামীরা ঘৃণার এই দমকের সামনে কুঁকড়ে গেল — তারা মাথা নত করে রইল। এদের মধ্যে কারও কারও কাছে বন্দুকের এক পশলাগুলির সামনে দাঁড়ানো এর চেয়ে একটু সহজ হত। কিন্তু এখানে বন্দুকগুলো তাদের গুলি না করে পাহারা দিচ্ছে।

বন্দুক-কাঁধে পাঁচজন নাবিক এসে দাঁড়াল সিঁড়ির গোড়ায়। আন্তোনভ একজন অফিসারের হাত ধরে তুলে দিলেন একজন নাবিকের হাতে।

বললেন, 'এই এক নম্বর অসহায়, নিরস্ত্র বন্দী। তোমাদের হাতেই এর জীবন। বিপ্লবের সম্মানের খাতিরে এর জীবনটা রক্ষা করো।' একটি স্কোয়াড অফিসারটিকে ঘিরে খিলানপথ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

একই রকমের কথা বলে তুলে দেওয়া হল পরের বন্দীটিকে, তার পরের বন্দীটিকে এবং তার পরের বন্দীটিকে। চার-পাঁচ জনের এক একটা দলের হাতে দেওয়া হল এক-একটি বন্দীকে। শেষ অফিসারটিকে তার পাহারাদারদের হাতে তুলে দেওয়ায় একজন বৃদ্ধ কৃষক বিড়বিড় করে বললেন, 'জঞ্জাল শেষ হল,' মিছিল এগিয়ে গেল মোরস্কায়া রাস্তায়।

শীত প্রাসাদের কাছে ক্রোধোন্মত্ত জনতা য়ুঙ্কারদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্ষীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু বিপ্লবী নাবিকেরা ভিড়ের উপর হামলা চালিয়ে বন্দীদের উদ্ধার করে নিরাপদে তাদের নিয়ে গিয়েছিল পিটার-পল দুর্গের কারাগারে।

ভিড়ের হিংস্র উত্তেজনা শায়েস্তা করবার মতো ক্ষমতা বিপ্লবের সব জায়গায় ছিল না। আদিম সেই রক্তপিপাসা প্রশমিত করবার জন্যে বিপ্লব কখনও কখনও যথাসময়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে নি। গুণ্ডা-বদমাইশেরা কোথাও কোথাও নিরীহ নাগরিকদের মারপিট করেছে। বেজায়গায় ডাকাতেরা লালরক্ষী হিসেবে নিজেদের জাহির করে নানা উৎকট অনাচার করেছে। রণাঙ্গনে কমিশারদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও জেনারেল দুখোনিনকে তার গাড়ি

থেকে ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছিল। এমনকি পেত্রগ্রাদেও উন্মত্ত জনতা কোন কোন যুঙ্কারকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল; কাউকে কাউকে সোজা ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল নেভার জলে।

মানুষের জীবনের প্রতি শ্রমিকদের শ্রদ্ধা

মানুষের জীবনের প্রতি বৈপ্লবিক শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির যা মনোভাব সেটা কিন্তু মাথাগরম আর দায়িত্বজ্ঞানহীনদের এইসব বিক্ষিপ্ত উন্মত্ত কার্যকলাপের মধ্যে প্রতিফলিত হয় নি; ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত প্রথম যেসব আইন প্রণয়ন করে তারই একটিতে সেটা প্রতিফলিত হয়েছে।

শাসকশ্রেণী হিসেবে শ্রমিকেরা এখন তাদের প্রাক্তন শোষক এবং ঘাতকদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে পারে। যখন দেখলাম শ্রমিক শ্রেণী অভ্যুত্থান করে ক্ষমতা হাতে নিল এবং যারা তাদের চাবকেছে, জেলে পুরেছে, প্রতারণা আর বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদেরও সঙ্গে সঙ্গে নিল হাতের মুঠিতে, তখন প্রতিহিংসার অতি হিংস্র বিস্ফোরণ ঘটবে বলেই আমি আশঙ্কা করেছিলাম।

যেসব শ্রমিক এখন কর্তৃত্বে রয়েছে তাদের মধ্যেকার হাজার হাজার জনকে এক সময়ে তাদের বাঁধনের শিকল ঝনঝনিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সাইবেরিয়ার বরফের ভিতর দিয়ে, এটা আমার জানা ছিল। শ্লিসেলবুর্গের পাথরের বস্তাগুলোর সেই জীবন্ত মানুষের কবরখানায় বছরের পরে বছর দীর্ঘকাল থাকার ফলে তাদের পাণ্ডু, প্রায়-চলৎশক্তিহীন হয়ে যেতে দেখেছি। কসাকদের **নাগাইকা** তাদের পিঠে ঢুকে গিয়ে যে-গভীর ক্ষতের দাগ রেখে গেছে সেগুলো আমি দেখেছি, তেমনি, লিঙ্কনের কথাটাও আমার মনে পড়েছে: 'চাবুকের ঘায়ে ঝরানো প্রতিটি রক্তবিন্দুর বদলায় যদি আরও এক-একটি রক্তবিন্দু ঝরে তরবারিতে, তাহলে ঈশ্বরের রায় হবে বিশুদ্ধ এবং ন্যায্য।'

কিন্তু কোন ভয়াবহ রক্তস্নান ঘটল না। বরং, শ্রমিকদের মনে প্রতিহিংসা-চিন্তার কোন প্রভাব ছিল না বলেই মনে হল। মৃত্যুদণ্ড বিলোপের ঘোষণা সংক্রান্ত সোভিয়েত ডিক্রি জারি হল ১০ই নভেম্বর

তারিখে। এ কিন্তু নিছক একটা মানবতাবাদী মনোভঙ্গি নয়। তাদের শত্রুদের শ্রমিকেরা যে শুধু জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করল তা নয়, বহু ক্ষেত্রে তাদের মুক্তিও দিল।

পুরন রাজের বহু শয়তানকে কেরেন্‌স্কি পিটার-পল কারাদুর্গে বন্দী করে রেখেছিলেন। সেখানে আমাদের দেখা হয় জারের গুপ্ত পুলিস বিভাগের বড়কর্তা বেলেৎস্কির সঙ্গে; নিজের আমলে তিনি অগণিত শিকারকে এই দুর্গের অন্ধকূপগুলোয় আটক করে রেখেছিলেন। পাকাচুল সেই বুড়ো ইঁদুরটা এখন নিজের দাওয়াইয়ের স্বাদটা পাচ্ছে। এখানে আরও ছিলেন ভূতপূর্ব যুদ্ধ-মন্ত্রী সুখোম্‌লিনভ; জার্মানদের সঙ্গে এঁর চক্রান্তের ফলে অযুত অযুত রাশিয়ান সৈনিককে মরতে হয়েছে ট্রেঞ্চে। পয়লা নম্বরের এই দুই শয়তান আমাদের সঙ্গে খুবই অমায়িক আচরণ করল, বলল তারা নিরীহ, 'অমানুষিক নির্যাতনের' বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ জানাতে থাকল।

তারা বলল, 'বলশেভিকরা কিন্তু কেরেন্‌স্কির চেয়ে বেশী মানবিক। তারা আমাদের খবরের কাগজ দেয়।'

বিগত অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রীদের সঙ্গেও তাঁদের জেলের সেল্‌-এ গিয়ে দেখা করে দেখলাম দুর্ভাগ্যের অবস্থাটাকে তাঁরা হাসি-মুখেই গ্রহণ করেছেন। তেরেশ্চেঙ্কোকে দেখলাম বরাবরের মতো সুন্দর চেহারায়, খাটিয়ার উপরে পা মুড়ে বসে সিগারেট টানতে টানতে তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বললেন।

চোস্ত ইংরেজিতে তিনি বললেন, 'বিলাস-ব্যসনের জীবন এটা নয়। তবে, দুর্গপতিকে দোষ দেওয়া যায় না। হঠাৎ শত শত অতিরিক্ত বন্দীর জন্যে ব্যবস্থা করতে হচ্ছে, অথচ অতিরিক্ত রেশন নেই। কাজেই, আমাদের খিদে-পেটে থাকতে হয়। তবে, লালরক্ষীরা যা পায় আমরাও পাই তাইই; ওরা আমাদের চোখ-রাঙানি বা ভ্রূকুটি করলেও রুটিটা আমাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করেই নেয়।'

নওজোয়ান য়ুঙ্কারদের দেখলাম টেলিফোন স্টেশনের কাণ্ড-কারখানার কাহিনী বলাবলি করছে, বন্ধু-বান্ধবেরা পোটলাপুটলি পাঠিয়েছে সেগুলো খুলছে, কিংবা তোশকের উপর কাৎ হয়ে পড়ে তাস খেলছে।

এর কয়েক দিন পরে এই য়ুঙকারদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এই দ্বিতীয় বার তাদের প্যারোল দেওয়া হল এবং দ্বিতীয় বারও তারা মুক্তিদাতাদের সঙ্গে বিশ্বাসহন্তা হয়। দক্ষিণে শ্বেতরক্ষীরা বলশেভিকদের বিরুদ্ধে যে সৈন্যসমাবেশ করছিল তাতে এরা যোগ দিয়েছিল।

বলশেভিকদের অনুকম্পার প্রতিদানে হাজার হাজার শ্বেতরক্ষী এমনিভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। বলশেভিকদের বিরুদ্ধে হাত তুলবে না বলে বিধিবদ্ধ প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার নিচে নিজে সই দিয়ে জেনারেল ক্রাস্নভ মুক্তি পেয়েছিলেন। উরাল অঞ্চলে সোভিয়েত-নিধনী একটা কসাক ফৌজের নেতৃত্বে সেই ক্রাস্নভকে দেখা গেল অচিরেই। বলশেভিকদের নির্দেশে পিটার-পল কারাদুর্গ থেকে বুর্ৎসেভকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। তিনি সোজা প্যারিসে গিয়ে প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে জুটে একটা বলশেভিক-বিরোধী খিস্তি-খেউড় কাগজের সম্পাদনা করতে লেগে গেলেন। বলশেভিকদের অনুগ্রহে মুক্তি-পাওয়া এমন হাজার হাজার লোক পরে অভিযানকারী ফৌজে ভিড়ে তাদের মুক্তিদাতাদের নিধন করতে লেগেছে এবং তখন তারা একটুও দয়া-মায়া দেখায় নি।

বলশেভিকদের হাতে মুক্তি পেয়ে তারা ব্যাটালিয়নের পর ব্যাটালিয়ন কমরেডদের হত্যা করেছে। তার একটা সমীক্ষা করতে গিয়ে ত্রৎস্কি বলেন, 'বিপ্লবের ঐ প্রথম দিনগুলিতে আমাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ হয়েছিল মাত্রাতিরিক্ত সহৃদয়তা।'

বিদ্রূপের কথা বটে! তবে, ইতিহাস রায় দেবে যে, ১৭৮৯ সালের ফ্রান্সের মহা-অভ্যুত্থানের চেয়ে ঢের বেশী মাত্রায় গভীর এই রুশ বিপ্লব কিন্তু কোন প্রতিহিংসার তান্ডবকে স্থান দেয় নি — সমস্ত অর্থেই এটা 'রক্তপাতহীন বিপ্লব'।

পেত্রগ্রাদে গুলিচালনা, মস্কোয় তিন-দিনের লড়াই, কিয়েভে আর ইর্কুৎস্ক-এ রাস্তার লড়াই এবং প্রদেশে প্রদেশে কৃষকদের বিক্ষোভের বিস্ফোরণগুলো সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী অতিরঞ্জিত যেসব হিসেব আছে সেগুলো ধরেই দেখা যেতে পারে। হতাহতের সেইসব অংক যোগ করে সেটা নিয়ে রাশিয়ার মোট জনসংখ্যা ভাগ করা যাক; এই মোট জনসংখ্যাটা কিন্তু আমেরিকান বিপ্লবে সংশ্লিষ্ট ৩০,০০,০০০, কিংবা ফরাসী বিপ্লবের

২,৩০,০০,০০০ নয় — রুশ বিপ্লবের ১৬,০০,০০,০০০। ঐসব অঙ্ক অনুসারেই দেখা যাবে, আট্‌লাণ্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর আর উত্তরে শ্বেত সাগর থেকে দক্ষিণে কৃষ্ণ সাগর অবধি বিস্তৃত ভূখণ্ডে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত এবং সংহত করতে সোভিয়েতের যে-চার মাস লেগেছিল তাতে প্রতি ৩,০০০'এ একজনের কম রাশিয়ান মারা গিয়েছিল।

কম রক্তপাত নয় নিশ্চয়ই!

তবে, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে কী দেখা যায়? ন্যায়তই হোক, আর অন্যায় করেই হোক, আমেরিকার জাতীয় ভাগ্য নির্ধারণের জন্যে দাসপ্রথার দুষ্টক্ষতটাকে যখন উৎপাটিত করে ফেলবার প্রয়োজন দেখা দিল তখন বিপুল পরিমাণে সম্পত্তির অধিকার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল এবং সেটা নিষ্পন্ন করতে গিয়ে প্রতি ৩০০ জনে একজনকে বধ করতে হয়েছিল। ন্যায়ত হোক, আর অন্যায় করেই হোক, কৃষক আর শ্রমিকেরা মনে করছে যে, রাশিয়া থেকে জারতন্ত্র, জমিদারি প্রথা আর পুঁজিতন্ত্রের দুষ্টক্ষতটাকে উৎপাটন করা অবশ্যপ্রয়োজনীয়। এমন গভীরে প্রবিষ্ট সাংঘাতিক ব্যাধিতে বড় রকমের অস্ত্রোপচারই দরকার। তবু, অপেক্ষাকৃত কম রক্তমোক্ষণ ঘটিয়েই সেটা করা হল। তার কারণ, শিশুদেরই মতো, প্রতিশোধ নয় — ক্ষমা আর অতীতের তিক্ততা ভুলে যাওয়াই মহান জনগণের স্বভাবসিদ্ধ। তাছাড়া, প্রতিহিংসাপরায়ণতা তো শ্রমজীবী মানুষের মনে বিজাতীয় উপাদান। সেই গোড়ার দিনগুলিতে তারা গৃহযুদ্ধটাকে সভ্যভাবেই চালাবার জন্যে খুবই চেষ্টা করেছিল।

তারা সাফল্যমণ্ডিতও হয়েছিল বহুলাংশে। শ্বেত আর লালদের মিলিয়ে যা মৃত্যুসংখ্যা সেটা বিশ্বযুদ্ধের একটা বড় লড়াইয়ের নিহতের সংখ্যার চেয়ে কম।

'কিন্তু, সেই লাল সন্ত্রাস!' কেউ হয়ত এ প্রশ্ন তুলতে পারেন। সেটা এল পরে। মিত্রপক্ষের বাহিনীগুলো যখন রাশিয়ায় এল, আর তাদের ছত্রছায়ায় দাঁড়িয়ে জারতন্ত্রীরা আর কৃষ্ণ শতেরা যখন প্রতিবিপ্লবের শ্বেত সন্ত্রাস জুড়ে দিল কৃষক আর শ্রমিকদের বিরুদ্ধে — আরম্ভ হল হত্যা আর লালসার উৎকট তাণ্ডব, তাতে দলে দলে অসহায় শিশু আর নারীদের ব্যাপকভাবে হত্যা করা হল — তখন সেটা এসেছিল।

তখন মরিয়া হয়ে শ্রমিকেরা আত্মরক্ষারই প্রয়োজনে বিপ্লবের লাল সন্ত্রাস লাগিয়ে পাল্টা আঘাত হানল। তখন মৃত্যুদণ্ড আবার চালু করতে হয়েছিল এবং শ্বেতচক্রীরাও তখন বিপ্লবের কড়া হাতের মর্মটা উপলব্ধি করেছিল।

লাল আর শ্বেত সন্ত্রাস সম্বন্ধে নানা ক্রুদ্ধ অভিযোগ আর পাল্টা-অভিযোগ আছে। সেই বাদবিতণ্ডার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসে চারটে কথা; সেগুলি এখানে বিবৃত করা যেতে পারে।

স্পষ্টতই, লাল সন্ত্রাস ছিল বিপ্লবের একটা পরবর্তী পর্ব। এটা ছিল একটা আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা: প্রতিবিপ্লবের শ্বেত সন্ত্রাসের সরাসরি পাল্টা-জবাব। যেমন সংখ্যায়, তেমনি পাশবিকতার দিক দিয়েও লালদের অত্যাচার শ্বেতদের নৃশংসতা আর অনাচারের সঙ্গে তুলনায় মৃদু বলেই মনে হয়। মিত্র শক্তিগুলি যদি রাশিয়ায় হস্তক্ষেপ করে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধটাকে আবার চাঙ্গা করে না তুলত, তাহলে, খুব সম্ভব, লাল সন্ত্রাসও ঘটত না, বিপ্লবও যেমন কার্যত 'রক্তপাতহীন বিপ্লব' হিসেবে আরম্ভ হয়েছিল সেইভাবেই চলত।

একাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রেণীতে-শ্রেণীতে যুদ্ধ

'ভুঁইফোঁড়সব! ভাগ্যান্বেষী! বুজরুক!'

এই বলে বুর্জোয়ারা বলশেভিকদের বিরুদ্ধে কুৎসা গাইল, কিংবা শাৎস্কির ভাষায় মুখ সিটকে বলল: 'এগুলো তো কুত্তা — সরকার চালাবে এক-পাল কুত্তা?'

কৌতুক করে বলা হতে থাকল যে, লাল রাজত্ব টিকবে কয়েক ঘণ্টা কিংবা কয়েক দিনের চেয়েও বেশী। বারবার আমরা শুনেছি: 'কাল তারা সব ঝুলতে আরম্ভ করবে।' কিন্তু অনেক আগামী কাল গেল তবু ল্যাম্প পোস্টে কোন বলশেভিককে ঝুলতে দেখা গেল না। সোভিয়েতের পতনের

কোন লক্ষণই নেই দেখে বুর্জোয়ারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। প্রতিবিপ্লবী প্রজাতন্ত্র পরিষদের আহ্বানে লেখা হল: 'লড়াই চালিয়ে ওটাকে টেনে নামানো দরকার। ওটা জনসাধারণ এবং বিপ্লবের শত্রু।'

সোভিয়েতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সমস্ত শক্তির কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠল নগরী দুমা। নগরী দুমায় তখন গিজগিজ করছে সব জেনারেল, পাদ্রি, বুদ্ধিজীবী, **চিনোভ্নিক**, ফাটকাবাজ, সন্ত জর্জের নাইট, বয়-স্কাউট, ফরাসী আর বৃটিশ অফিসার, শ্বেতরক্ষী আর কাদেত। এদেরই ভিতর থেকে লোক নিয়ে গড়া হল 'পরিত্রাণ কমিটি' — প্রতিবিপ্লবের জেনারেল স্টাফ।

বুড়ো মেয়র শ্রেইদের বড়াই করে বলেছিলেন, 'এখানে রয়েছে সমগ্র রাশিয়ার প্রতিনিধিত্ব।' হ্যাঁ, তা তো বটেই! 'সমগ্র রাশিয়া' — কিন্তু রাশিয়ার কৃষক আর শ্রমিক এবং সৈনিক আর নাবিকেরা ছাড়া। প্রলেতারীয় স্মল্নি থেকে এখানে এলে সে যেন এক ভিন্ন দুনিয়া — ভাল-খাওয়া, ভাল-পরা মানুষের দুনিয়া। শ্রমিক শ্রেণী যে নতুন ব্যবস্থা স্থাপন করেছে তার বিরুদ্ধে এখান থেকে আঘাত হানল বিশেষ-অধিকার এবং বিশেষ-ক্ষমতাভোগীদের প্রাচীন ব্যবস্থা। সোভিয়েতকে অপদস্থ, পঙ্গু এবং বিনষ্ট করবার সমস্ত রকমের উপায় ব্যবহার করে বুর্জোয়ারা এখান থেকে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে অভিযান প্রস্তুত করল।

বুর্জোয়াদের ধর্মঘট আর অন্তর্ঘাত

বুর্জোয়ারা সোভিয়েতকে এক ঘায়ে নতজানু করতে চেয়েছিল। নতুন সরকারের সমস্ত বিভাগে তারা ধর্মঘট ঘোষণা করল। কোন কোন মন্ত্রিদপ্তরের সমস্ত কর্মচারী ধর্মঘট করল। পররাষ্ট্র দপ্তরে ৬০০ কর্মকর্তা শান্তির ডিক্রির অনুবাদের জন্যে ত্রৎস্কির আবেদন শুনল, তার পরে ইস্তফা দিল। ব্যাঙ্ক এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সংগ্রহ-করা মোটা ধর্মঘট তহবিলের পয়সা দিয়ে গৌণ কর্মকর্তাদের, এমনকি শ্রমিক শ্রেণীরও একাংশকে উৎকোচে বশীভূত করা হল। কিছুকাল ডাক-পিওনেরা সোভিয়েতের চিঠিপত্র বিলি করতে অস্বীকার করল, টেলিগ্রাফ আপিস সোভিয়েতের তার পাঠানো

বন্ধ করল, ট্রেনে ফৌজ চলাচল বন্ধ করল, টেলিফোনের মেয়েরা স্‌ইস্‌বোর্ড ছেড়ে চলে গেল, বড় বড় বাড়ি ফাঁকা হয়ে গেল — চুল্লীতে আগ্‌ন জ্বালবার লোক রইল না।

এই সাধারণ ধর্মঘটের জবাবে বলশেভিকরা ঘোষণা করলেন যে, ধর্মঘটীরা তখনই কাজে না ফিরলে তাদের চাকরি এবং পেনশনের অধিকার নাকচ হয়ে যাবে। নিজেদের ভিতর থেকে নিয়ে নতুন লোক বাহাল করবার কাজও চলল সঙ্গে সঙ্গে। খালি আপিসগ্‌লোতে গিয়ে কাজে বসল শ্রমিকের জামা আর ওভারঅল-পরা সব লোক। গভীর মনোযোগ দিয়ে খাতাপত্র আর হিসেব-অঙ্কগ্‌লো নিয়ে বসল সৈনিকেরা — তাদের ম্‌খ দিয়ে জিব বেরিয়ে পড়তে থাকল এই অনভ্যস্ত মাথার-কাজের চাপে। লম্বা-চওড়া সব নাবিক টাইপরাইটার নিয়ে ব'সে অতি-কষ্টে চাবি খ্‌জে খ্‌জে এক-আঙ্‌লে টাইপ করতে লেগে গেল। টেলিফোন স্টেশনে স্‌ইস্‌বোর্ডগ্‌লোতে শ্রমিকেরা আনাড়ি-হাতে প্লাগ খ্‌লতে-লাগাতে লাগল, আর টেলিফোনের গ্রাহক রেগে চিৎকার করে গালি দিতে থাকল, ভয় দেখাতে থাকল। এ কাজে শ্রমিকদের হাত চলে না, কাজ করছিল অত্যন্ত ধীরে, কিন্তু করছিল প্রবল আগ্রহ দিয়ে এবং প্রতিদিনই তাদের কাজে গতি বেড়ে যাচ্ছিল। দিন দিন প্‌রন কর্মচারীরা ফিরে আসতে থাকল, শেষে ব্‌র্জোয়াদের ধর্মঘট ভেঙে গেল।

সোভিয়েতের বির্‌দ্ধে ব্‌র্জোয়ার ব্যবহৃত দ্বিতীয় অস্ত্র হল অন্তর্ঘাত। কারখানায় ম্যানেজারেরা যন্ত্রপাতির বিশেষ বিশেষ দরকারী অংশ ল্‌কিয়ে রাখল, হিসেব গোলমাল করে দিল, নকশা আর ফরম্‌লা নষ্ট করে ফেলল, রাতে রাতে সীসা আর ময়দা পাচার করে দিল জার্মানিতে। কর্মকর্তারা মালপত্র চালান করে দিতে থাকল উল্টোপাল্টা ক'রে, ব্যবহারের অযোগ্য বলে মিথ্যা অজ্‌হাতে ভাল খাবার নষ্ট করে দিল, ফাইলে গ্‌জে কিংবা লাল-ফিতেয় আটকে সবকিছ্‌ অচল করে দিতে থাকল।

'বিভিন্ন সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানে ঢুকে পড়েছে যত অন্তর্ঘাতক আর প্ররোচক — তাদের সবার উদ্দেশে হ্‌শিয়ারি' হল বলশেভিকদের পাল্টা জবাব। আর সঙ্গে সঙ্গে 'সমস্ত সৎ নাগরিকের প্রতি' লেখা সব পোস্টার লাগিয়ে দেওয়া হল নগরীর দেওয়ালে দেওয়ালে:

সমস্ত সৎ নাগরিকের প্রতি!

সামরিক বিপ্লবী কমিটি এই ডিক্রি জারি করছে:

গুন্ডারা, মুনাফাখোরেরা এবং চোরাকারবারিরা জন-শত্রু বলে ঘোষিত হল।

যারা এইসব গুরুতর অপরাধে অপরাধী তাদের সামরিক বিপ্লবী কমিটির বিশেষ আদেশে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে ক্রন্‌শ্‌তাদ্‌ত জেলে পাঠানো হবে এবং সামরিক বিপ্লবী আদালতের সামনে তাদের হাজির না করা অবধি তারা সেখানে থাকবে।

সমস্ত জন-সংগঠন এবং সমস্ত সৎ নাগরিকের কাছে সামরিক বিপ্লবী কমিটি অনুরোধ জানাচ্ছে, তাঁরা যেন চুরি, ডাকাতি এবং চোরাবাজারির যে-কোন ঘটনা অবিলম্বে সামরিক বিপ্লবী কমিটিকে জানান।

এইসব আপদের বিরুদ্ধে লড়াই সমস্ত সৎ নাগরিকেরই কাজ। জনসাধারণের স্বার্থ যাঁরা অন্তরে পোষণ করেন তাঁদের সবার সমর্থন প্রত্যাশা করে সামরিক বিপ্লবী কমিটি।

সামরিক বিপ্লবী কমিটি নির্মমভাবে চোরাবাজারী এবং মুনাফাখোরদের অভিযুক্ত করবে।

সামরিক বিপ্লবী কমিটি

পেত্রগ্রাদ

২৩শে নভেম্বর, ১৯১৭

(পোস্টারের মূল রুশ ভাষায় পাঠ ২১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জনগণের ক্ষুধা নিয়ে ফাটকাবাজেরা এই হুমকির মুখে আত্মগোপন করল। এইসব অপরাধী এবং নতুন সোভিয়েত ব্যবস্থার অন্যান্য শত্রুর মোকাবিলা করবার জন্যে পরে গড়া হয়েছিল বিশেষ কমিশন **(চেকা)**।

যেসব শ্রেণীর মধ্যে সোভিয়েত-বিরোধী শত্রুতা ছিল না সেখানে বুর্জোয়ারা ঐ শত্রুতা উস্কে দিতে থাকল। জন-কল্যাণ বিভাগটিকে বন্ধ

ВСѢМЪ ЧЕСТНЫМЪ ГРАЖДАНАМЪ!

ВОЕННО-РЕВОЛЮЦІОННЫЙ КОМИТЕТЪ ПОСТАНОВЛЯЕТЪ:

Хищники, мародеры, спекулянты объявляются врагами народа.

Лица, виновныя въ этихъ тягчайшихъ преступленіяхъ, будутъ немедленно арестовываться по специальнымъ ордерамъ Военно-Революц. Комитета и отправляться въ Кронштадтскія тюрьмы впредь до преданія ихъ Военно-Революціонному суду.

Всѣмъ общественнымъ организаціямъ, всѣмъ честнымъ гражданамъ Военно-Революц. Комитетъ предлагаетъ: обо всѣхъ извѣстныхъ случаяхъ хищенія, мародерства, спекуляціи немедленно доводить до свѣдѣнія Военно-Революц. Комитета.

Борьба съ этимъ зломъ—общее дѣло всѣхъ честныхъ людей. Военно-Революц. Комитетъ ждетъ поддержки отъ тѣхъ, кому дороги интересы народа.

Въ преслѣдованіи спекулянтовъ и мародеровъ Военно-Революціонный Комитетъ будетъ безпощаденъ.

Военно-Революціонный Комитетъ.

Петроградъ
10 ноября 1917 г.

করে দিয়ে নিযুত নিযুত পঙ্গু, অনাথ আর আহত মানুষের দুর্দশা তীব্র করে তোলা হল। হাসপাতালগুলি এবং বিভিন্ন আশ্রয়স্থলে খাবার থাকল না, আগুন জ্বলল না। ক্রাচ্-এ ভর করে চলা মানুষ আর ছেলে-কোলে খেতে-না-পাওয়া মায়েদের প্রতিনিধিদল গিয়ে নতুন কমিশার মাদাম কল্লনতাইকে ঘেরাও করল। কিন্তু তাঁর কিছু করবার উপায় ছিল না। সিন্দুকগুলো সব তালাবন্ধ, — কর্মকর্তারা চাবি নিয়ে সরে পড়েছে। প্রাক্তন মন্ত্রী কাউণ্টিস পানিনা তহবিল নিয়ে উধাও।

এইসব এবং এই রকমের অন্যান্য কার্যকলাপের জবাবে বলশেভিকরা গিলোটিন না বসিয়ে বসালেন বিপ্লবী ট্রাইবিউন্যাল। গ্র্যান্ড ডিউক নিকোলাসের প্রাসাদে সংগীত হলঘরে লম্বা অর্ধ-গোলাকৃতি টেবিলের পিছনে বসলেন সাত জন বিচারপতি — দুজন সৈনিক, দুজন শ্রমিক, দুজন কৃষক, আর সভাপতি জুকভ।

প্রথম আসামী কাউণ্টিস পানিনা। আসামী পক্ষের উকিলটি কাউণ্টিসের অসংখ্য পুণ্যকীর্তি আর দয়া-দাক্ষিণ্যের ফিরিস্তি আউড়ে গেলেন। সরকারী উকিল তরুণ শ্রমিক নাউমভ তার জবাবে বললেন:

'কমরেডসব, এ সবই সত্যি। এই মহিলার অন্তরটা ভাল। কিন্তু তাঁর সবই ভুল। নিজের ধন-সম্পদ থেকে তিনি লোককে সাহায্য করেছেন। কিন্তু, কোথা থেকে এল তাঁর ঐ ধন-সম্পদ? শোষিত মানুষের কাছ থেকেই। নিজের বিভিন্ন ইস্কুল, অনাথ আশ্রম আর লঙ্গরখানায় তিনি ভাল কাজ করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু, জনসাধারণের রক্ত আর ঘর্ম থেকে তিনি যে-অর্থ পেয়েছেন সেটা জনসাধারণের হাতে থাকলে আমাদের নিজেদের সব ইস্কুল, নিজেদের সব অনাথ আশ্রম আর নিজেদের সব লঙ্গরখানা হতে পারত। আর, সেসব আমাদের যেভাবে হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন সেভাবে না হয়ে হত আমরা যেমনটি চাই সেইভাবে। তিনি যেসব ভাল কাজ করেছেন সেগুলো মন্ত্রিদপ্তরের অর্থ নেবার সাফাই হতে পারে না।'

আসামী অপরাধী সাব্যস্ত হল। টাকাটা ফেরত না দেওয়া অবধি তাঁর জেল হল, তার পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে; জনসাধারণের ধিক্কার পড়বে তাঁর উপর! গোড়ার দিকে এই রকম লঘু শাস্তিই ছিল রেওয়াজ।

তবে, শ্রেণী-সংঘাত ক্রমাগত বেশী তীব্র-তিক্ত হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী ট্রাইবিউন্যাল ক্রমাগত বেশী গুরু দণ্ডাদেশ দিতে থাকল।

অর্থ হল যে-কোন সরকারের জীবনী শক্তি, কিন্তু সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান ছিল বুর্জোয়াদের হাতে। ব্যাংকগুলো নিজের ব্যক্তিগত ধারায় নগরী দুমা আর 'পরিত্রাণ কমিটিকে' দিল পাঁচ কোটি রুবলের বেশী, কিন্তু সোভিয়েতকে এক রুবলও নয়। সোভিয়েতের কোন অনুরোধে, কোন কাগজপত্রে কোন ফল হল না। সারা রাশিয়ার সরকার পয়সার জন্যে ভিক্ষাপাত্র-হাতে ব্যাংকে যাচ্ছে, কিন্তু পাচ্ছে না কানা-কড়িও, এ দৃশ্য দেখে বুর্জোয়াদের আনন্দের সীমা ছিল না।

তার পরে একদিন সকালে বলশেভিকরা ব্যাংকে গেলেন বন্দুক-হাতে। তাঁরা তহবিল নিয়ে নিলেন। তার পরে ব্যাংকগুলোই নিলেন। ব্যাংক জাতীয়করণের ডিক্রি-বলে আর্থিক ক্ষমতার এই কেন্দ্রগুলি শ্রমিক শ্রেণীর হাতে চলে গেল।

সোভিয়েতের বিরুদ্ধে মদ, সংবাদপত্র আর গির্জা

জনগণকে হতবুদ্ধি করবার চেষ্টায় বুর্জোয়ারা মিত্র হিসাবে ব্যবহার করল মদ। নগরীতে ভূগর্ভস্থ ভাণ্ডারগুলিতে যে-পরিমাণ মদ ছিল সেটা ছিল বারুদখানাগুলোর চেয়ে বেশী বিপজ্জনক। নগরবাসীর শিরায় শিরায় এই মদ বইয়ে দেওয়া হলে নগরীর সমগ্র জীবন বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এই মতলব অনুসারেই মদের ভাণ্ডারগুলোকে খুলে দিয়ে জনতাকে অবাধে পান করবার ঢালাও ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। মাতালগুলো বোতল-হাতে ঐসব ভাণ্ডার থেকে বেরিয়ে চিৎপাত হয়ে বরফের মধ্যে পড়ত, কিংবা টলে টলে রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে বন্দুক চালাত, লুটতরাজ করত।

বলশেভিকরা মেশিনগান দিয়ে এইসব দাঙ্গাহাঙ্গামার জবাব দিলেন: সমস্ত বোতল হাতে করে ভাঙবার সময় ছিল না — বোতলের ভাণ্ডারে চালাতে হল গোলাগুলি। শীত প্রাসাদের মাটির নীচে ভাঁড়ারগুলোতে এইভাবে নষ্ট করা হল তিরিশ লক্ষ রুবল দামের বিশেষ বিশেষ মদিরা — তার কতক কতক সেখানে মজুত ছিল শতাব্দী কাল যাবত। সেইসব মদ ঐসব ভাঁড়ার থেকে এবার বাহিত হল জারের এবং তাঁর অনুচরদের কণ্ঠে

নয়, -- দমকলের হোস্ পাইপ দিয়ে খালের জলে। ভয়ানক ক্ষতি। এ জন্যে বলশেভিকরা ভীষণ আক্ষেপ করেছিলেন — কেননা তাঁদের অর্থের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু শৃঙ্খলার প্রয়োজন ছিল আরও বেশী।

তাঁরা ঘোষণা করলেন: 'নাগরিকগণ, বৈপ্লবিক শৃঙ্খলার কোন লঙ্ঘন চলবে না! কোন চুরি কিংবা রাহাজানি চলবে না! প্যারিস কমিউনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমরা যে-কোন লুটেরা এবং বিশৃঙ্খলায় উস্কানিদাতাদের বিনষ্ট করব।' এই সংকটের মোকাবিলা করবার জন্যে রাশিয়ার নাগরিকদের প্রতি একখানা পোস্টার প্রচার করা হল:

বাধ্যতামূলক অর্ডিন্যান্স

১) পেত্রগ্রাদ নগরীতে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হল।

২) রাস্তায় এবং স্কোয়ারে সমস্ত রকমের সমাবেশ, সভা এবং দলবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ হল।

৩) মদের ভান্ডার, মাল-গুদাম, কারখানা, দোকান, ব্যবসা-বাণিজ্যভবন, বসতবাড়ি, ইত্যাদি, ইত্যাদি লুট করবার কোন চেষ্টা হলে কোন হুঁশিয়ারি না জানিয়েই মেশিনগানের গুলি চালিয়ে সেটা বন্ধ করা হবে।

৪) সমস্ত বাড়িতে, অঙ্গনে এবং রাস্তায় কঠোর শৃঙ্খলা বজায় রাখবার ভার দেওয়া হল গৃহ কমিটি, দারোয়ান এবং মিলিশিয়ার লোকের উপর; সমস্ত বাড়ি, দরজা এবং গাড়ি ঢুকবার পথ সন্ধ্যা ন'টায় তালাবন্ধ করতে হবে এবং খুলতে হবে সকাল সাতটায়। সন্ধ্যা ন'টার পরে বাসিন্দারা বাড়ি থেকে বের হতে পারবে কেবল বাড়ি কমিটির কড়া-নিয়ন্ত্রণাধীনে।

৫) কোন রকমের কোহলীয় পানীয় বিলি, বিক্রি কিংবা কিনবার অপরাধ যারা করবে, তেমনি, ২ এবং ৪ ধারা লঙ্ঘনের অপরাধ যারা করবে তাদের তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করে অতি কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

পেত্রগ্রাদ, ১৯শে ডিসেম্বর, রাত ৩টে।

শ্রমিক এবং সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের কার্যনির্বাহক কমিটির অধীন দাঙ্গাহাঙ্গামা-বিরোধী সংগ্রাম কমিটি।

(অর্ডিন্যান্সের মূল রুশ ভাষায় পাঠ ২১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНІЕ.

1) **Городъ Петроградъ объявленъ на осадномъ положеніи.**

2) Всякія собранія, митинги, сборища и т. п. на улицахъ и площадяхъ воспрещается.

3) Попытки разгромовъ винныхъ погребовъ, складовъ, заводовъ, лавокъ, магазиновъ, частныхъ квартиръ и проч. и т. п. будутъ прекращаемы пулеметнымъ огнемъ безъ всякаго предупрежденія.

4) **Домовымъ комитетамъ, швейцарамъ, дворникамъ и милиціи вмѣняется въ безусловную обязанность поддерживать самый строжайшій порядокъ въ домахъ, дворахъ и на улицахъ, причемъ ворота и подъѣзды домовъ должны запираться въ 9 час. вечера и открываться въ 7 час. утра. Послѣ 9 час. вечера выпускать только жильцовъ подъ контролемъ домовыхъ комитетовъ.**

5) **Виновные въ раздачѣ, продажѣ или пріобрѣтеніи всякихъ спиртныхъ напитковъ, а также въ нарушеніи пунктовъ 2-го и 4-го будутъ немедленно арестованы и подвергнуты самому тяжкому наказанію.**

Петроградъ 6-го декабря, 3 часа ночи.

Комитетъ по борьбѣ съ погромами при Исполнительномъ Комитетѣ Совѣта Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ.

মদ দিয়েও মানুষের মন বিষানো না গেলে সেজন্যে ছিল সংবাদপত্র। মিথ্যা উৎপাদনের কারখানাগুলো প্রতিদিন খবরের কাগজ আর পোস্টারের গাদা বের করে বলশেভিকদের আসন্ন পতনের কথা বলতে থাকল; বলতে থাকল যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক থেকে তিন কোটি রুবলের সোনা আর প্লাটিনাম চুরি করে লেনিন ফিনল্যান্ডে পালিয়ে গেছেন; বলতে থাকল যে, লালেরা নারী আর শিশুদের ব্যাপকভাবে হত্যা করছে, ওদিকে স্মল্নিতে হুকুম চালাচ্ছে জার্মান অফিসারেরা।

যেসব পত্র-পত্রিকা 'প্রকাশ্য বিদ্রোহের আহ্বান জানাচ্ছে কিংবা অপরাধে উসকানি দিচ্ছে' সেগুলোকে বন্ধ করে দিয়ে বলশেভিকরা তার জবাব দিলেন।

তাঁরা বললেন, 'সাধারণের পত্র-পত্রিকাগুলির সর্ববৃহৎ অংশ রয়েছে বিত্তবান শ্রেণীগুলির হাতে এবং কুৎসা আর মিথ্যার স্রোত বইয়ে দিয়ে তারা জনসাধারণের চিন্তা আর বিবেক আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছে... যে-প্রথম বিপ্লবে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হয়েছিল তার যেমন রাজতন্ত্রী পত্র-পত্রিকাগুলিকে বন্ধ করে দেবার অধিকার ছিল, তেমনি, এই যে-বিপ্লব বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করেছে এরও বুর্জোয়াদের পত্র-পত্রিকাগুলোকে বন্ধ করে দেবার অধিকার আছে।'

তবে, বিরোধী পক্ষের সমস্ত পত্র-পত্রিকাগুলো বন্ধ হল না। আজ যেটাকে বন্ধ করা হল সেটা পরদিন বের হল অন্য নামে। 'বক্তব্য' হয়ে গেল 'অবাধ বক্তব্য'। ছিল 'দিবা', সেটা দেখা দিল 'রাত্রি' রূপে, পরে 'আঁধার', 'রাত্রি', 'মধ্যরাত্রি', 'রাত দুটো', ইত্যাদি, ইত্যাদি। ছবি আর ছড়া দিয়ে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে পরমানন্দে সুতীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ চালাতে থাকল 'ব্যঙ্গবাক্য' নামে পত্রিকা। আমেরিকান জন-সংবাদ কমিটি* অবাধে প্রচার চালাতে থাকল; 'যুদ্ধের সমর্থনে সোশ্যালিস্টরা' এই শিরোনামায়

---

* আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেবার অল্পকাল পরেই ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে রাষ্ট্রপতি উইলসন আমেরিকান জন-সংবাদ কমিটি স্থাপন করেছিলেন। এর বিভিন্ন কাজের মধ্যে ছিল যুদ্ধ-প্রচার, সেনসর এবং গোয়েন্দাগিরি। এই কমিটির

তারা প্রকাশ করল স্যামুয়েল গমপের্স*-এর বক্তব্য। তবে, জনসাধারণের কাছে একেবারে পাইকারী হারে মিথ্যার প্রচার রোধ করতে বলশেভিকদের ব্যবস্থাবলী কার্যকর হয়েছিল।

'ধর্মকে জনসাধারণের আফিম করে' জার গ্রীক অর্থোডক্স চার্চের পাদ্রিদের কাজে লাগাতেন আধ্যাত্মিক পুলিস হিসেবে। নরকের ভয় আর স্বর্গধামের প্রতিশ্রুতির ঠ্যাঙানি দিয়ে জনগণকে রাজতন্ত্রের বশ মানানো হত। এবার বুর্জোয়াদের তরফে সেই একই কাজ করবার জন্যে গির্জার উপর ভার পড়ল। গুরুগম্ভীর ঘোষণা করে বলশেভিকদের ধর্মচ্যুত করা হল।

বলশেভিকরা ধর্মের বিরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ অভিযান চালালেন না, কিন্তু রাষ্ট্র থেকে গির্জাকে পৃথক করে দিলেন। যাজকীয় তহবিলে সরকারী অর্থের যোগান বন্ধ করে দেওয়া হল। বিয়েকে ধর্মানুষ্ঠানবর্জিত বিধানিক ব্যবস্থা হিসেবে ঘোষণা করা হল। মঠের সব জমি বাজেয়াপ্ত করা হল। কোনো কোনো মঠে হাসপাতাল বসানো হল।

পবিত্র বস্তুর এইসব দূষণের বিরুদ্ধে গর্জন করে ধর্মাধ্যক্ষ প্রতিবাদ জানালেন — তবে, তাতে কোন কাজ হল না। দেখা গেল, ঈশ্বরের গির্জার প্রতি জনগণের ভক্তিও প্রায় জারের প্রতি তাদের ভক্তিরই মতো অলীক। তারা দেখল, গির্জার ডিক্রিতে বলছে, বলশেভিকদের পক্ষে গেলে নরক-বাস। কিন্তু বলশেভিক ডিক্রিতে তারা দেখল পাওয়া যাচ্ছে জমি আর কলকারখানা।

কেউ কেউ বলল, 'একটাই যদি বেছে নিতে হবে তাহলে আমরা বলশেভিকদেরই বেছে নিলাম।' অন্য কেউ কেউ বেছে নিল গির্জা। অনেকেই শুধু বিড়বিড় করে বলল, **'নিচিভো'** (বিশেষ কিছু এসে যায় না); তারা কোন দিন গেল গির্জার শোভাযাত্রায়, আবার কোন দিন বলশেভিক মিছিলে যোগ দিল।

রাশিয়ান শাখা খোলা হয়েছিল ১৯১৭ সালের শরৎকালে। এই কমিটি রাশিয়ায় সোভিয়েত-বিরোধী কার্যকলাপ চালাত এবং 'আমেরিকান বুলেটিন্‌স্' প্রকাশ করত।

* গমপের্স — প্রতিক্রিয়াশীল আমেরিকান ট্রেড ইউনিয়ন নেতা; সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ-হস্তক্ষেপ ইনি সমর্থন করেছিলেন।

সোভিয়েতের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হল কৃষক, নৈরাজ্যবাদী আর জার্মানরা

শহর-নগরগুলি হল বলশেভিকদের মজবুত ঘাঁটি। বুর্জোয়ারা বলশেভিকদের বিরুদ্ধে গ্রামাঞ্চলগুলোকে লেলিয়ে দেবার চেষ্টা করল। কৃষকদের তারা বলল, 'দেখো! শহরে তো কাজ দিনে মাত্র আট ঘণ্টা, — তোমরা কেন ষোল ঘণ্টা কাজ করবে? বদলে যখন কিছুই পাও না, তাহলে শস্যের যোগান দেবে কেন শহরে?' কৃষক সোভিয়েতের পুরন কার্যনির্বাহক কমিটি স্মল্‌নিতে অবস্থিত নতুন সরকারকে মানতে সরাসরি অস্বীকার করল।

তবে, তাদের পাশ কাটিয়ে বলশেভিকরা নতুন কৃষক কংগ্রেস ডাকলেন। চের্নোভ সমেত পুরন কর্তারা সেখানে হিংস্র আক্রমণ চালালেন বলশেভিকদের বিরুদ্ধে। কিন্তু দুটো অনম্য বাস্তব তথ্য অকাট্য থেকে গেল। প্রথম: বলশেভিকরা কৃষককে দিয়েছে প্রতিশ্রুতি নয় — জমি। দ্বিতীয়: এখন নতুন সরকারে অংশ গ্রহণ করবার জন্যে বলশেভিকরা কৃষকদের ডাকছেন।

কয়েক দিনের তুমুল বাদবিতণ্ডার পরে একটা আপস-নিষ্পত্তি হল। রাত্রে মশালের আলোয় কৃষকেরা বের হল স্রোতের মতো, পাভ্‌লভ্‌স্কি রেজিমেণ্টের ব্যাণ্ডে বেজে উঠল মার্সাই গান, শ্রমিকরা হৈ-হৈ করে এসে কৃষকদের জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগল। কৃষক সোভিয়েতের বিরাট পতাকায় লেখা: **'মেহনতী জনগণের ঐক্য জিন্দাবাদ'**, সেই পতাকা সামনে রেখে বরফে-ঢাকা রাস্তা ধরে কৃষক মিছিল গেল স্মল্‌নিতে। সেখানে সৈনিক আর শ্রমিকদের সঙ্গে কৃষকদের মিলন-সম্পর্ক বিধিবদ্ধভাবে পাকাপোক্ত হয়ে গেল। মহা আনন্দে একজন বৃদ্ধ কৃষক বলে উঠলেন, 'এখানে আমি মাটি দিয়ে পায়ে হেঁটে আসি নি — এসেছি হাওয়ায় উড়ে।' সরকার যথার্থই শ্রমিক, সৈনিক এবং কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত হয়ে উঠল।

সোভিয়েতগুলিকে ভাঙবার চেষ্টায় বুর্জোয়ারা আক্রমণ চালাতে থাকল এলোপাতাড়ি, দু'দিক থেকে, একেবারে নৈরাজ্যবাদীদের অতি-

বাম অবস্থান থেকেও। শত শত অফিসার আর রাজতন্ত্রী নৈরাজ্যবাদী সংগঠনগুলিতে ঢুকে পড়ে কালো পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে চালাল অরাজকতার কার্যকলাপ।

হোটেলে হোটেলে ঢুকে তারা পিস্তল উ'চিয়ে খদ্দেরদের পকেটবুক 'হুকুম-দখল' করে নিতে থাকল। মস্কোয় তারা চৌত্রিশটা ইমারত থেকে সব লোককে রাস্তায় বের করে দিয়ে বাড়িগুলোকে 'জাতীয় সম্পত্তিতে' পরিণত করল। কর্ণেল রবিন্‌স্‌-এর আমেরিকান রেড ক্রস গাড়িখানাকে এক জায়গায় দেখে তাতে লাফিয়ে উঠে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে গাড়িখানাকে 'সামাজিক সম্পত্তিতে' পরিণত করল। সবকিছুর যৌক্তিকতা হিসেবে তারা বলতে থাকল, 'আমরাই আসল বিপ্লবী — বলশেভিকদের চেয়ে আমরা বেশি চরমপন্থী।'

যারা সাচ্চা নৈরাজ্যবাদী তাদের ঘর সামলাবার জন্যে আহ্বান জানিয়ে বলশেভিকরা একটা 'চরমপত্র' দিলেন। তারই সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা 'নৈরাজ্যবাদীদের' আড্ডাগুলোতে হানা দিয়ে পেলেন বিস্তর খাদ্যসামগ্রী, বহু অলংকার এবং জার্মানি থেকে সদ্য আমদানি-করা সব মেশিনগান। চুরি করা এই সব জিনিস মালিকদের ফেরত দেওয়া হল এবং যে প্রতিবিপ্লবীরা অতি বিপ্লবী বলে নিজেদের জাহির করছিল তাদের গ্রেপ্তার করা হল।

বুর্জোয়ারা সাহায্য পাবার জন্যে তাদের আগের শত্রু জার্মানদের শরণ নিল। বারবার তারা আমাদের বলতে থাকল যে, পরের সপ্তাহেই আমরা জার্মান ফৌজকে মস্কোয় ঢুকতে দেখব।

জার্মানদের বাধা দেবার জন্যে তখন বলশেভিকদের লাল ফৌজও ছিল না, কামান শ্রেণীও ছিল না। কিন্তু ছিল লিনোটাইপ আর মুদ্রণযন্ত্রের কামান — তার থেকে জার্মান সৈন্যশ্রেণীর উপর বর্ষণ করা হতে থাকল প্রচারের মারাত্মক ধারালো ক্ষেপণাস্ত্র। সমস্ত ভাষায় প্রচারিত 'মশাল' এবং 'জনগণের শান্তি' পত্রিকায় জার্মান সৈনিকদের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানানো হল — রাশিয়ায় শ্রমজীবীদের প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করবার জন্যে নয়, জার্মানিতে শ্রমজীবীদের প্রজাতন্ত্র স্থাপন করবার জন্যেই যেন তাঁরা বন্দুকগুলো ব্যবহার করেন।

সোভিয়েত দপ্তরে বসে জন রীড আর আমি একটা সচিত্র প্রচারপত্র তৈরি করেছিলাম। তার ১ নং ছবিতে দেখানো হয়েছিল পেত্রগ্রাদে জার্মান রাষ্ট্রদূতাবাস — তার সামনে একটা প্রকাণ্ড পতাকা। ছবির নিচে এই কথাগুলি:

দেখুন এই মহান পতাকা। কথাটা বলেছেন একজন বিখ্যাত জার্মান। তিনি বিসমার্ক? কিংবা হিন্ডেনবার্গ? না। এ হল আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্রের জন্যে অমর কার্ল মার্কস-এর আহ্বান — 'দুনিয়ার মজুর এক হও!'

এটা জার্মান রাষ্ট্রদূতবাসের একটা সুন্দর অঙ্গসজ্জা মাত্র নয়। পূর্ণ গুরুত্বসহকারেই রাশিয়ানরা এই পতাকা তুলে ধরেছেন এবং সত্তর বছর আগে আপনাদেরই কার্ল মার্কস সারা পৃথিবীকে যা দিয়েছিলেন সেই কথাই রাশিয়ানরা আবার আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছেন।

অবশেষে একটি সাচ্চা প্রলেতারীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু, সমস্ত দেশের শ্রমিক সরকারের ক্ষমতা জয় না করলে এই প্রজাতন্ত্র নিরাপদ হতে পারে না।

রাশিয়ার কৃষক, শ্রমিক এবং সৈনিকেরা শিগগিরই বার্লিনে একজন সমাজতন্ত্রীকে পাঠাবেন রাষ্ট্রদূত হিসেবে। পেত্রগ্রাদে এই জার্মান রাষ্ট্রদূতভবনে জার্মানি একজন আন্তর্জাতিকতাবাদী সমাজতন্ত্রীকে পাঠাবে কবে?

৩ নং ছবিতে দেখানো হয়েছিল — একজন সৈনিক একটা প্রাসাদ থেকে রাশিয়ার সাম্রাজ্যের প্রতীক ঈগলগুলোকে টেনে নামিয়ে দিচ্ছে, আর নিচে জনতা সেগুলোকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। তার নিচে এই কথাগুলি:

একজন সৈনিক প্রাসাদের শিখর থেকে স্বৈরতন্ত্রের ঘৃণ্য প্রতীক ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। নিচে জনতা সেই ঈগলগুলোকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। জনতার মধ্যে সৈনিকটি সবাইকে বুঝিয়ে বলছে যে, স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ মাত্র।

স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদ করা সহজ। সৈনিকদের অন্ধ বশ্যতা ছাড়া স্বৈরতন্ত্রের অন্য কোন অবলম্বন নেই। রাশিয়ার সৈনিকেরা শুধু চোখ খুলে তাকাতেই স্বৈরতন্ত্র অন্তর্হিত হল।

এইসব ছবি, কাগজ আর প্রচারপত্র হাওয়ায় ছুঁড়ে দেওয়া হত, যাতে অনুকূল হাওয়ায় ভেসে ভেসে সেগুলো পড়ে গিয়ে জার্মানদের ট্রেঞ্চগুলোর মধ্যে। সেগুলোকে ছাড়া হত বিমান থেকে এবং জার্মানিতে ফেরত যাওয়া

বন্দীদের জুতোর আর পোঁটলাপুঁটলির ভিতর করে, তাদের জামায় লুকিয়ে পাঠানো হত।

এই সব মিলে জার্মান বাহিনীগুলোকে ভেঙেচুরে দিয়ে বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করেছিল। জেনারেল হফমান* বলেছিলেন, 'লেনিন আর বলশেভিকরাই আমাদের মনোবল ভেঙে দিল এবং আনল আমাদের পরাজয় আর বিপ্লব, যা আমাদের সর্বনাশ করছে।' প্রচার বোধহয় এতখানি ফলপ্রসূ হয় নি। তবে, জার্মান ফৌজ এসে সোভিয়েতকে বিনষ্ট করবে এ বিপদ এতে রোধ হয়েছিল। রাশিয়ার বুর্জোয়ারা মিত্রপক্ষের শক্তিগুলির হস্তক্ষেপের জন্যে চক্রান্ত আঁটতে আরম্ভ করল।

সংবিধান সভার পতন

শ্রেণীতে-শ্রেণীতে সংগ্রামের তীব্রতা যখন চরমে পৌঁছেছে তখন ১৯১৮ সালের ১৮ই জানুয়ারি তারিখে বসল সংবিধান সভা। এটা হল বিপ্লবের একটা পূর্ববর্তী পর্বের প্রতিফলন — বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তা আর খাপ খায় না। সাবেকী সব তালিকা অনুসারে তার নির্বাচন চলল; সে তালিকায় একটি পার্টি — বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের নাম পর্যন্ত ছিল না। অতীত থেকে ভূতের মতো আসা এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে জনগণ ছিল উদাসীন। বুর্জোয়ারা কিন্তু সোচ্চার হয়ে এতে স্বাগত জানাল। প্রকৃতপক্ষ সংবিধান সভা সম্বন্ধে বুর্জোয়াদের কোন উৎসাহ ছিল না; এটাকে মুলতবী কিংবা বিনষ্ট করবার জন্যেই তারা চেষ্টা করেছিল মাসের পর মাস। প্রায়ই আমি তাদের বলতে শুনেছি: 'সংবিধান সভা? — থুথু ফেলি তার উপর!' এখন এটা হল তাদের শেষ ভরসাস্থল; এটার আড়াল থেকে শেষবারের মতো তারা সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে—তাই তারা এর উৎসাহী সমর্থক হয়ে উঠল।

---

* হফমান — একজন জার্মান জেনারেল; পূর্ব রণাঙ্গনে সেনানীমণ্ডলীর অধিনায়ক। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ-বিরতি আলোচনা চালাবার ভার পড়েছিল এ'র উপর।

সংবিধান সভার উদ্বোধন দিবসে একটা প্রকাণ্ড মিছিল সংগঠিত হল। প্রায় ১৫,০০০ অফিসার, **চিনভ্নিক** আর বুদ্ধিজীবী রাস্তায় এল। লাল রঙের বাহার ছড়িয়ে ফারে ঢাকা বিলাসী মহিলারা, লাল পতাকা হাতে সব বুড়ো রাজতন্ত্রী, মস্ত মস্ত ভুঁড়িওয়ালা জমিদার — উৎসাহভরে গাইছে: ‘উপোস দিয়েছি, রক্ত ঢেলেছি জনতার নামে!’ সবাই মিলে একটা বিপ্লবী মিছিলের চেহারা ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করল যথাসাধ্য। মিছিলে মানুষগুলি ছিল বহুলাংশেই শ্বেতরক্ষী আর কৃষ্ণ শত — কৃষক কিংবা শ্রমিক ছিল না বললেই হয়। জনসাধারণ ছিল আশেপাশে — তারা মিছিলের মানুষের উদ্দেশে টিটকারি দিচ্ছিল, কিংবা নীরব অবজ্ঞা প্রদর্শন করছিল।

সংবিধান সভা এল বড় বেশি দেরিতে। এ হল একটা মৃতজাত বস্তু। বিপ্লবের দ্রুত অগ্রগতির প্রক্রিয়ায় বিপ্লবী জনগণের আনুগত্য সম্পূর্ণতই চলে গিয়েছিল সোভিয়েতের প্রতি। সোভিয়েতের তরফে তারা ৫,০০,০০০ সংখ্যায়ও মিছিল করেছে; শুধু মিছিল করতে নয় — সোভিয়েতের জন্যে লড়তে এবং মরতেও তারা প্রস্তুত। শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির কাছে সোভিয়েত হল মহামূল্যবান — কেননা, এ তাদের নিজেদেরই স্থাপনা, তাদের নিজেদেরই শ্রেণীতে এর জন্ম, তাদের নিজেদের লক্ষ্যসাধনে অত্যন্ত উপযোগী।

প্রত্যেকটি প্রাধান্যশালী শ্রেণী এমনভাবে তার রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে রূপ দেয় যাতে তার ক্ষমতা সর্বাধিক মাত্রায় নিরাপদ হয়, যার মারফত সে নিজের স্বার্থে শাসন চালাতে পারে। রাজা-রাজড়া আর অভিজাতেরা যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল তখন তাদের কাজ চালাবার রাষ্ট্রযন্ত্র ছিল স্বৈরতন্ত্র, আমলাতন্ত্র। ১৮শ শতকে বুর্জোয়া-পুঁজিপতি শ্রেণীগুলি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে এই পুরন রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে বাতিল করে দিয়ে নিজেদের প্রয়োজনের সঙ্গে সংগতি রেখে সৃষ্টি করল নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র — পার্লামেণ্ট, কংগ্রেস।

তেমনি, শ্রমজীবী শ্রেণীগুলি রাশিয়ায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে গিয়ে সঙ্গে নিয়ে এল তাদের নিজস্ব রাষ্ট্রযন্ত্র — সোভিয়েত। হাজার হাজার স্থানীয় সোভিয়েতে তারা এ যন্ত্রটিকে ব্যবহার করে পরখ করে নিয়েছে। এর কাজের ধরনধারন তাদের জানা আছে। এটা তাদের দৈনন্দিন

অভিজ্ঞতারই অঙ্গ। এরই মারফত তারা অর্জন করেছে অন্তরের কামনাগুলি — জমি, কলকারখানা আর শান্তির প্রস্তাব। এরই সঙ্গে এগিয়ে তারা জয় লাভ করেছে। একে তারা করেছে সারা রাশিয়ার সরকার।

আর এখন এই দেরিতে আসা সংবিধান সভা সোভিয়েতকে রাশিয়ার সরকার হিসেবে মানতে অস্বীকার করল। সোভিয়েত প্রস্তাবিত 'শ্রমজীবী আর শোষিত জনগণের অধিকার ঘোষণাপত্র', যেটা হল 'রুশ বিপ্লবের ম্যাগনা কার্টা', সেটাকে গ্রহণ করতে সংবিধান সভা অস্বীকার করল। এ যেন 'মানবাধিকার ঘোষণাপত্র' মানতে ফরাসী বিপ্লবের অস্বীকৃতিরই সামিল।

সেইজন্যে ওটাকে ভেঙে দেওয়া হল। ১৯১৮ সালের ১৯শে জানুয়ারি তারিখের রাত্রি বেলায় নাবিক রক্ষীরা বললেন, তাঁদের ঘুম পেয়েছে — বাদবাকি প্রতিনিধিরা যেন বক্তৃতা থামিয়ে যে-যার বাড়ি চলে যান। এইভাবে একটা অধিবেশনের পরে সংবিধান সভা খতম হওয়ায় পশ্চিমী দুনিয়ায় মহা সোরগোল তুলে দিল, কিন্তু রাশিয়ার জীবনে ছোট্ট ঢেউটাও উঠল না বললেই হয়। জনসাধারণের উপর এর কোন প্রভাব ছিল না। সংবিধান সভা যেভাবে মরল তাতেই দেখা গেল যে, বাঁচবার কোন অধিকারই এর ছিল না।

সংবিধান সভার জন্যে শোক করবার লোক ছিল প্রধানত বুর্জোয়ারা। এ ছিল তাদের শেষ ভরসাস্থল। সেটা বিলুপ্ত হয়ে যেতে বিপ্লব এবং তার সমস্ত কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তাদের আক্রোশ হল অতি অনমনীয়। এটা খুবই স্বাভাবিক। বিপ্লব হল তাদের সর্বনাশ। বিপ্লব ঘোষণা করেছে: 'যে কাজ করবে না, সে খেতেও পাবে না', 'প্রত্যেকেরই অন্তত রুটি না জোটা অবধি কেউ কেক খেতে পাবে না।' তাদের জীবনের সমগ্র ভিত্তিটাকেই চুরমার করে দিয়েছে বিপ্লব। বিপ্লব জমিদারদের হাত থেকে বড় বড় জমিদারি কেড়ে নিয়েছে, পদ-পদবিওয়ালাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে সুখের চাকরিগুলো, ব্যাংকগুলো আর কলকারখানার নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নিয়েছে পুঁজিপতিদের হাত থেকে। হাত থেকে জিনিস ছিনিয়ে নিলে কি কারও ভাল লাগে। কোন অবসরভোগী শ্রেণী আরাম-বিরামের স্বর্গধাম ছেড়ে হাসিমুখে কাজে হাত দিতে চায় না। কোন বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী তার বিশেষ সুবিধাগুলোকে স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিতে চায় না। ঐতিহ্যে

আচ্ছন্ন কোন শ্রেণী পুরনকে বর্জন করে সানন্দে নতুনের হাত ধরে না।

এই নিয়মের ব্যতিক্রমও অবশ্য আছে — এবং রাশিয়ায় সেগুলি খুবই লক্ষণীয়। জারের আমলের বৃদ্ধ জেনারেল নিকোলায়েভ নিজেকে বলশেভিক বলে ঘোষণা করে লাল ফৌজের অধিনায়ক হলেন। পরে ইয়ামবুর্গে শ্বেতরক্ষীদের হাতে বন্দী হলে তাঁকে নিজ মতবাদ অস্বীকার করতে বলা হয়েছিল। তা তিনি করেন নি। তাঁর উপর নির্যাতন চালানো হয়েছিল — তাঁর বুক পুড়িয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল লাল তারার ছাপ। তবু তিনি মতবাদ বর্জন করতে অস্বীকার করেন। তখন ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে তাঁর গলায় ফাঁস লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

দেহটা ঝুলে পড়তে পড়তে তিনি বলে উঠেছিলেন, 'আমি মরছি একজন বলশেভিক। সোভিয়েত জিন্দাবাদ।'

তাঁর মতো ছিলেন আরও কেউ কেউ। তলস্তয়ের শিক্ষা আর রাশিয়ার বহু মানবতাবাদীর শিক্ষা তাঁদের অন্তর স্পর্শ করেছিল। তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন পুরন ব্যবস্থার অন্যায়াচরণ আর নতুনের ন্যায়পরায়ণতা।

কিন্তু এ'রা ছিলেন ব্যতিক্রম। শ্রেণী হিসেবে রাশিয়ার বুর্জোয়ারা বিপ্লবকে একটা বিভীষিকা আর ঘৃণ্য বস্তু হিসেবেই দেখেছে। একে বিনষ্ট করাই ছিল তাদের একমাত্র চিন্তা। প্রতিহিংসাকামনায় অন্ধ হয়ে তারা সম্মান, নীতিধর্ম আর দেশপ্রেম জলাঞ্জলি দিল। বিপ্লবকে খুঁচিয়ে মারবার জন্যে তারা বৈদেশিক বেঅনেটের শরণ নিল। যে-কোন অস্ত্র, এমনকি হত্যাও তখন তাদের দৃষ্টিতে ন্যায়পর। সভ্যতার বাহ্যাবরণটা খসে পড়ে গেল। দেখা দিল আদিম নখদন্ত। গুণবান সংস্কৃতিমান সব মানুষ হয়ে গেল বন্যবর্বর।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

নতুন ব্যবস্থা গড়ার পালা

রাষ্ট্রক্ষমতা ফিরে পাবার চেষ্টায় রাশিয়ার উচ্চতর শ্রেণীগুলি যে আচরণ করল সেটা ইতিহাসে নতুন কিংবা অসাধারণ কিছু নয়। রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে রাখবার জন্যে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী সংকল্পের যে দৃঢ়তা দেখাল

সেটাই বরং অভূতপূর্ব। সুদৃঢ় অধ্যবসায়সহকারে তারা নিজেদের পথে অবিচলিত রইল, আক্রমণের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ চালাল, প্রত্যেকটা আঘাতে প্রত্যাঘাত হানল, লোহার আঘাত ফিরিয়ে দিল ইস্পাত দিয়ে। যে শৃঙ্খলা আর সংহতি তারা গড়ে তুলল তার কোন জুড়ি মেলে না।

বলা হয়ে থাকে যে, নেতাদের লোহার মতো দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি দিয়েই সাধারণ মানুষকে পথে রাখা হয়েছিল — সাধারণ মানুষের সংকল্পটা ছিল যেন উপরকার মানুষগুলির সংকল্পের প্রতিফলন মাত্র। কিন্তু এর বিপরীতটা বললেই বরং সত্যের আরও কাছাকাছি পেঁাছন যায়।

কোনো কোনো নেতারাই ছিলেন অব্যবস্থিতচিত্ত। একটা সন্ধিক্ষণে তিনজন বলশেভিক কমিশার তাঁদের কাজ ছেড়ে দিলেন। পাঁচজন (জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, মিলিউতিন, নগিন, রিকভ) বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পদত্যাগপত্র দিলেন। মস্কোর ধ্বংসকাণ্ডের সমস্ত কাহিনী বিশ্বাস করে লুনাচারস্কি বলে উঠলেন, 'পাত্র কানায় কানায় ভরে উঠেছে। এই বিভীষিকা আমি আর সইতে পারছি নে। যে চিন্তা আমাকে পাগল করে দিচ্ছে তার ভার নিয়ে কাজ করা অসম্ভব। এ ভার আর বইতে পারি নে। আমি পদত্যাগ করলাম।'

পার্টির সমস্ত সদস্য আর রাশিয়ার মেহনতী শ্রেণীগুলোর প্রতি অভিবাদনে লেনিন বলে উঠলেন, 'এই যারা বুর্জোয়াদের হৈ-হল্লার বশবর্তী হয়ে দ্বিধা করে, সংশয়গ্রস্ত হয়ে পড়ে, এই স্বল্পপ্রত্যয় মানুষগুলিকে ধিক্। তাকিয়ে দেখুন জনগণের দিকে। তাদের মধ্যে দ্বিধার লেশমাত্র নেই।' সারা রাশিয়ায় ধিক্কৃত হল এইসব দলত্যাগীর নাম। প্রলেতারিয়ানদের প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ ধিক্কারের মুখে কমিশারেরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে কাজে ফিরলেন — তাঁরা পরে আর কখনও বিচলিত হন নি।

তবে, পরাজয়ের যে ভয়টা চেপে বসেছিল সেটা তাঁরা কখনও সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলতে পারেন নি। এমনকি লেনিনও তা থেকে মুক্ত ছিলেন না। তখনও অবধি বিপর্যয় থেকে পার পাওয়া গেছে বলে আশ্চর্য হয়ে লেনিন বলে উঠলেন, 'আর দশটা দিন কাটলে আমাদের বয়স হবে সত্তর

দিন — প্যারিস কমিউনের সমান।' এক এক সময়ে নেতারা মনে করতেন, নিশ্চিত মৃত্যুতেই তাঁদের বলিষ্ঠ কার্যকলাপের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

পিটার্স একদিন বিষাদের সুরে বললেন, 'আমরা যথাসাধ্য করেছি — তবে, আমাদের সব শেষ হতে আর দেরি নেই।'

পক্‌রোভস্কি বললেন, 'হয়ত আগামী কালই আমরা নিদ্রা যেতে পারব — সুদীর্ঘ সে-নিদ্রা।'

এইসব অমঙ্গল আশঙ্কা কিন্তু বলশেভিকদের সাধারণ সদস্যদের মনে কখনও আসে নি। পূর্ণ আস্থা আর নিশ্চয়তা নিয়ে এগিয়ে চলে তারা উপরে নেতাদের মনে সঞ্চারিত করেছে নতুন সাহসিকতা আর সংকল্প, আর নিচে বিস্তৃত জনগণকে জয়ের দৃঢ় সংকল্পে অনুপ্রাণিত করেছে।

রাশিয়ায় বলশেভিক কত?

বলশেভিকরা যে নতুন সরকার স্থাপন করলেন তাতে এই জনগণের সমর্থনের পরিসরটা ছিল কতখানি? কী পরিমাণে জনগণ বিপ্লবের অনুগামী ছিল? 'জনকর্ম' (দেলো নারোদা) পত্রিকা লিখল: 'বিপ্লব হল সমস্ত মানুষের অভ্যুত্থান। কিন্তু এখানে আমরা কী দেখছি? মুষ্টিমেয় মূর্খ হতভাগা লেনিন আর ত্রৎস্কির দ্বারা যারা প্রতারিত।'

রাশিয়ার যে বিরাট জনসংখ্যা তাতে বলশেভিক পার্টির সদস্যসংখ্যা 'মুষ্টিমেয়ই' ছিল বটে — শতকরা দুই কিংবা এক ভাগের বেশি নয়। এর সঙ্গে আর কিছু বলবার না থাকলে নতুন সরকারকে 'বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর অপরিমেয় ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুর স্বেচ্ছাচার' বলেই কলঙ্কিত করা চলত। কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে — সেটা হল এই যে, বলশেভিক পার্টি দিয়ে বলশেভিক মনোভাবের পরিমাপ করলে চলে না। বিধিবদ্ধ বলশেভিক পার্টির প্রতি একজন বলশেভিকে জনসাধারণের মধ্যে অপার্টি বলশেভিক ছিল ৩০ থেকে ৫০ জন।

পার্টিতে ঢুকবার জন্যে এত উঁচু মান দরকার ছিল, বলশেভিক পার্টিতে কর্তব্যকর্ম ছিল এত কঠোর, আর শৃঙ্খলা ছিল এত প্রচণ্ড যে, জনসাধারণ

বলশেভিক পার্টিতে যোগ দিতে চাইত না। কিন্তু এই পার্টিকে তারা ভোট দিত।*

উত্তর এবং মধ্য রাশিয়ায় সংবিধান সভার নির্বাচনে বলশেভিকরা ভোট পেয়েছিলেন শতকরা ৫৫ ভাগ — শতকরা ১ কিংবা ২ ভাগ নয়। পেত্রগ্রাদে বলশেভিকরা এবং তাঁদের মিত্র বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা ভোট পেয়েছিলেন ৫,৭৬,০০০ — অন্যান্য ১৭টা পার্টির মোট ভোটের চেয়ে বেশি।

একটা কথায় আছে, মিথ্যা আছে তিন মাত্রার: 'মিথ্যা, ডাহা মিথ্যা আর পরিসংখ্যান।' বিপ্লবের সময়কার পরিসংখ্যান আরও বিশেষভাবে অনির্ভরযোগ্য। তার কারণ, বিপ্লবের সময়ে জনমত চলে-ফেরে কোটালের বাণের মতো। লোকে আজ হয়ত ভোট দিল এক দিকে — কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে হয়ত ভোট দেবে খুবই ভিন্ন পক্ষে।

১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে সংবিধান সভা নির্বাচিত হবার সময়ে জনগণের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছিল বলশেভিকদের পক্ষে (তাঁদের মিত্র বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সমেত)। ১৯১৮ সালের জানুয়ারি মাসে সংবিধান সভার অধিবেশনের সময়ে বলশেভিকদের পক্ষে ছিল সম্ভবত দুই-তৃতীয়াংশ। অন্তর্বর্তী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বলশেভিক ধ্যানধারণা ছড়িয়ে পড়েছিল শহরগুলো থেকে গ্রামে গ্রামে এবং প্রদেশগুলিতে। জমি সংক্রান্ত

---

* সোশ্যালিস্ট ভোটদাতাদের সংখ্যা সব সময়েই সোশ্যালিস্ট পার্টির সদস্যসংখ্যার চেয়ে ১০ থেকে ৫০ গুণ বেশি। ১৯২০ সালে নিউ ইয়র্কে সোশ্যালিস্ট পার্টির সদস্য ছিল ১২,০০০। নির্বাচনে দেখা গেল সোশ্যালিস্ট পার্টির ভোটদাতা ১.৭৬,০০০। ১৯১৮ সালে ভ্লাদিভস্তকে বলশেভিক পার্টির সদস্যসংখ্যা ছিল ৩০০। জুন মাসের নির্বাচনে বলশেভিক পার্টির ভোটদাতা ছিল ১২,০০০। এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল মিত্রপক্ষের অধীনে; বলশেভিকদের পত্র-পত্রিকা সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, বলশেভিক নেতারা ছিলেন কারারুদ্ধ — তবু, অন্যান্য ১৬টা পার্টির মিলিয়ে যা তার চেয়ে বেশি নাগরিক ভোট দিলেন বলশেভিকদের। তবু, জারপন্থী কলচাক আর দেনিকিনের পক্ষে প্রচারক — যেমন, জন স্পার্গো — সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করাতে চাইলেন পার্টির সদস্যসংখ্যার উপর, যেটা নিতান্তই বিভ্রান্তিকর। — লেখকের টিকা।

সোভিয়েত. ডিক্রিতে কৃষককে বাস্তবিকই জমি দেওয়া হল দেখে নিযুত নিযুত কৃষক বলশেভিক পতাকাতলে সমবেত হল।

প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বলশেভিকদের অনুগামীদের সংখ্যাবৃদ্ধির একটা নিরপেক্ষ হিসাব এই রকমের দাঁড়ায়:

১৯১৭	সালের মার্চ মাস — জারের পতনের সময়ে . .	১০,০০,০০০
১৯১৭	সালের জুলাই মাস — সশস্ত্র বিক্ষোভের পরে	৫০,০০,০০০
১৯১৭	সালের নভেম্বর মাস — সংবিধান সভার নির্বাচন (সরকারী হিসাব)	৯০,০০,০০০
১৯১৮	সালের জানুয়ারি মাস — সোভিয়েতের তৃতীয় কংগ্রেস কত লোকের প্রতিনিধিত্ব করছে . .	১,৩০,০০,০০০

বলশেভিকদের পক্ষে ছিল কেবল সংখ্যা নয়—ছিল সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানও। বড় বড় নগরী ছিল বলশেভিক—তেমনি, রেলের শ্রমিক-কর্মচারীরা, খনি-শ্রমিক, মূল শিল্পগুলির শ্রমিক। বেঅনেটগুলোর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল তাঁদের পক্ষে। বিপ্লবটাকে বলশেভিক পন্থায় চালাবার জন্যে রাশিয়ার মূল শক্তিগুলির অনুজ্ঞাই বলশেভিকদের দেওয়া হয়েছিল।

জনগণের ঔদাস্য

জনগণের মধ্যে বলশেভিকদের কত অনুগামী ছিল সেটাকে খাটো করে দেখলে মস্ত ভুল হবে। তেমনি, এই জনগণের সবাই ছিল বিপ্লবে মহা উৎসাহী, সবাই ছিল প্রবল মাত্রায় পবিত্র উদ্দীপনায় ভরপুর, এমনটা বললেও সমানই মস্ত ভুল হবে। বহুসংখ্যক মানুষ বরং নিতান্ত উদাসীনই ছিল। বিপ্লব ছিল শুধু 'ভাসা ভাসা'।

শীতের এক সকালে আমি স্লেজ-গাড়ি করে বেরিয়েছিলাম —সঙ্গে ছিলেন নিউ জার্সির ফার্মার এবং দার্শনিক চার্ল্‌স্‌ কুন্‌ৎস্‌; বিপ্লবের বিজ্ঞানসম্মত বিচার-বিশ্লেষণ করবার জন্যে তিনি রাশিয়ায় এসেছিলেন। আমাদের আমেরিকান বলে বুঝতে পেরে আমাদের গাড়ির চালক পনর বছর বয়সের ছেলেটি মহা উত্তেজিত হয়ে উঠল।

সে বলে উঠল, 'ও, আমেরিকান! বলুন তো, বাফ্যালাবিল আর জেসিজ্যামস কি সত্যিই কেউ ছিল?'

'হ্যাঁ,' বলতেই আমরা চালকটির দৃষ্টিতে মহা গৌরবান্বিত হয়ে উঠলাম। পশ্চিমের এই ডানাপিটে লোক দুটির কীর্তিকাহিনী তার একেবারে মুখস্থ ছিল। আর এখন কী আনন্দ — তার হীরোদের দুজন স্বদেশবাসীকে সে গাড়ি করে নিয়ে চলেছে। বড় বড় নীল চোখের সশ্রদ্ধ বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সে অনেকক্ষণ আমাদের দিকে চেয়ে রইল, আর আমরাও দেখতে একেবারে বাফ্যালো বিল আর জেসি জেমস-এরই মতো হবার জন্যে খুব চেষ্টা করলাম।

সে চিৎকার করে উঠল, 'ওঃ! হো! দেখুন এবার, গাড়ি কেমন করে চালাতে হয়!' লাগাম ছেড়ে, ঘোড়াটাকে 'র্-র্-র্!' — বলে মাতিয়ে সে একটা ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটাকে লাফিয়ে ছুটিয়ে গাড়ি চালাল বিপজ্জনক বেগে; রকী মাউণ্টিন'এর রাস্তায় স্টেজ-কোচের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে বরফের উপর দিয়ে চলল স্লেজখানা। হর্ষমুখর হাঁকডাক ছাড়তে ছাড়তে সে নিজের আসনের উপর উঠে দাঁড়িয়ে চাবুক কষতে থাকল; স্লেজখানা ভয়ানক দুলতে থাকল আড়াআড়ি; কুন্‌ৎস্‌ আর আমি মরিয়া হয়ে আসন আঁকড়ে বসে তাকে মিনতি করে থামতে বললাম।

বললাম, বাফ্যালো বিল তাঁর সেরা কৃতিত্বেও এমনটি পারেন নি — তবে ও যেন অমনভাবে আর না চালায়। পশ্চিম সম্বন্ধে সে আমাদের অবিরত প্রশ্ন করে চলল, আর আমরা তাকে রাশিয়া সম্বন্ধে বলাতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু বৃথা আমাদের চেষ্টা। রাশিয়ার বিপ্লব তার দৃষ্টিতে নেই। ঝলমলে কাগজী মলাটের বইগুলিতে বর্ণিত কীর্তি কাহিনীগুলি পেত্রগ্রাদের রাস্তায় রাস্তায় অনুষ্ঠিত বীরকীর্তির চেয়ে ঢের বেশী করে তার রক্ত টগবগিয়ে তোলে, ঢের বেশি গুরুত্বসম্পন্ন বলে মনে হয় তার কাছে।

বিপ্লবের প্রতি যত ঔদাসীন্য দেখেছি তা সব সময় এত স্পষ্ট নয়। দৈনন্দিন জীবনের বাঁধা কর্মব্যস্ততায় এবং নিছক অন্ন-বস্ত্র সংস্থানের ঝামেলায়ই বহু মানুষের সমস্ত শক্তি আর উদ্যম উজাড় হয়ে যায়। আবার, কারও কারও নোংরা দৃষ্টিতে বিপ্লব হল লুট আর কাজ না করার সুযোগ। আগে তারা খেটেছে ক্রীতদাসের মতো, এবার নিষ্কর্মা হয়ে রাজার হালে থাকবার পালা। তাদের কাছে বিপ্লব কাজ **করবার** স্বাধীনতা নয় — কাজ **থেকে** মুক্তি। তাদের সারা দিন বেকার কেটে যায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে,

24 (11) февраля 1918 г.

The first International Detachment of the Red Army.

The Section for the formation and drilling of troops at the All-Russian College for the Organization and Administration of the Red Army notifies herewith that authorization has been obtained by it for the formation of a First International Detachment of the Red Army to be attached to one of the military units of Petrograd. This detachmen will consist of foreigners, the general language to be Engiish. The members are to be enrolled as volonteers. The conditions of life of the volunteers to be the same as those of the members of the Red Army. The persons wishing to enroll are to present themselves at the Mariinsky Palace 3 rd floor entrance Voznesensky prospect where a Bureau for the enrollment of foreigners of all nationalities has been organised. It is proposed to attach the detachment to the Grenadier Guard Regiment (Petrogradskaia Storona, Bolshoi Wulfova street)

The Section geves herewith a translation of the Call of the initiators of the formation of the detachment Comrades American Socialists Albert Williams and Samuel Agursky, who are at the head of the Bureau for the enrolling of volonteers.

Members of College of the Section for the Formation and Drilling.

CALL.

In this terrible world war democracy has been threatened; the international forces have been split asunder. and the working classes have been iden into the shambles by the imperialists of all countries. In the darkness there rose the Russian Revolution evoking the mighty hopes of all man-

Интернаціональный отрядъ красной арміи.

Отдѣлъ формированія и обученія при Всероссійской Коллегіи организаціи и управленія Красной Арміей объявляетъ, что мнѣ разрѣшено формированіе при одной изъ воинскихъ частей Петрограда перваго Революціоннаго Интернаціональнаго отряда Красной Арміи изъ иностранцевъ (разговорный языкъ англійскій).

Запись производится на добровольческихъ началахъ. Условія жизни волонтеровъ общія съ условіями жизни красноармейцевъ. Организовано бюро по записи иностранцевъ различныхъ національностей. Отряды предположено формировать при Гвардіи Гренадерскомъ полку (Петроградская стор., Б. Вульфова улица).

При семъ отдѣлъ прилагаетъ переводъ воззванія инициаторовъ формированія отряда, товарищей американскихъ соціалистовъ—Альберта Вильямсъ и Самуила Агурскаго—стоящихъ во главѣ бюро по записи волонтеровъ.

Члены: Коллегія Отдѣла Формированія и Обученія.

ВОЗЗВАНІЕ!

Въ эту страшную міровую войну, всей демократіи угрожала опасность. Интернаціональные силы были разрознены и рабочій классъ повсюду скованъ имперіалистами всѣхъ странъ. Изъ всеобщей тьмы внезапно запылалъ свѣтъ русской революціи, пробуждая великіе надежды человечества. Со-

লাল ফৌজের প্রথম আন্তর্জাতিক বাহিনী গড়ার সম্বন্ধে 'প্রাভদায়' রুশ এবং ইংরেজিতে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তি

সূর্যমুখীর বিচি চিবিয়ে থুথু করে ফুটপাথে ছোবড়া ছিটিয়ে দেওয়াই হল নতুন ব্যবস্থার প্রতি তাদের একমাত্র অবদান। সৈনিকেরা হয়ে উঠল 'রাষ্ট্রীয় অতিথি',—সরকার থেকে পাওয়া খাবার, জামা কাপড় আর থাকবার জায়গার প্রতিদানে তারা করে না কিছুই। তাদের রাত যায় তাস খেলে, ঘুমে কাটে দিন। ড্রিল না করে তারা রাস্তায় রাস্তায় রাবার, সিগারেট আর চিকচিকে গয়না-খেলনা ফেরি করে বেড়ায়।

বিপ্লবের স্বার্থের প্রতি অর্থপিশাচ অপরাধজনক ঔদাসীন্যও ছিল। বুদ্ধিজীবীরা যেসব কাজ ছেড়ে গেল সেই সব জায়গায় গিয়ে লুটে পুটে খাবার আর নাম-ডাক পাবার সুযোগ বুঝল সংকীর্ণমনা ভাগ্যান্বেষীরা আর সুবিধাবাদীরা। জন রীড আর আমি পেত্রগ্রাদের পুলিসের কর্তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি আমাদের গলা জড়িয়ে ধরে বলে চললেন: 'সুস্বাগতম, প্রিয় কমরেড। নগরীর সেরা ফ্ল্যাট আমি আপনাদের জন্যে হুকুম-দখল করে দেব। একত্রে আমাদের গাইতে হবে মার্সাই গান। আর কী মহান সমারোহময় আমাদের বিপ্লব!' এইভাবে চলল তাঁর সোচ্চার হর্ষোচ্ছ্বাস। তাঁর উচ্ছ্বাসের উৎস সম্বন্ধেও কোন সংশয়ের অবকাশ ছিল না। টেবিলে এক ডজন বোতল হল উৎস। সেগুলির প্রভাবে তিনি বাগ্মময় হয়ে উঠলেন:

'দাঁতোঁ আর মারা ফরাসী বিপ্লবে প্যারিসে শাসন চালিয়েছিলেন। তাঁদের নাম ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছে। আজ আমি পেত্রগ্রাদে শাসন চালাচ্ছি। আমার নামও ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।' ক্ষণস্থায়ী গৌরব! ঘুষ নেয় বলে লোকটি পরদিন গ্রেপ্তার হল।

আর একটা রোম্যাণ্টিক বোম্বেটে কি করে যেন সামরিক কমিশারের কাজ পেয়ে গিয়েছিল। মস্কো থেকে যত দূরে গেছে ততই বেড়ে বেড়ে চলেছে তার হাম-বড়া ভাব। একটি স্থানীয় সোভিয়েতের কাছে সে খবর পাঠিয়ে দিল যে, কামান দেগে তার আগমন ঘোষণা করতে হবে, আর তার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিনিধিদের জড়ো হতে হবে। সে গিয়ে মঞ্চে উঠল পিস্তল হাতে; হতভম্ব শ্রোতাদের সামনে চড়া পর্দায় গলা তুলে সে তার আসবার উদ্দেশ্য পড়ে শোনাল, আর তার এক একটা বাক্য-শেষে এক একটা বুলেট চালিয়ে দিল ছাদের দিকে। এরকমের ভাগ্যান্বেষীদের ধরা পড়ে শাস্তি পেতেও দেরি হয় নি।

তবে, জনসাধারণ সম্বন্ধে বলশেভিকরা অসীম সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন। তাঁরা জানতেন রাষ্ট্র এদের চিন্তাশক্তি স্তব্ধ করে দিয়েছে, তাদের চেতনাকে বিকৃত করে দিয়েছে গির্জা, দুর্ভিক্ষ তাদের দেহগুলোকে উৎপীড়িত করে গেছে, তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ভোঁতা হয়ে গেছে মদে। বছরের পর বছরের যুদ্ধে তারা অবসন্ন হয়ে পড়েছে; শতাব্দীর পর শতাব্দীর নৃশংসতা আর প্রতারণা তাদের বিকৃত করে দিয়েছে। এই জনগণের প্রতি বলশেভিকরা সহিষ্ণু হলেন—আর তাদের জন্যে তাঁরা আনলেন শিক্ষা।

নতুন সৃজনশীল উদ্যম

বলশেভিকরা ঘোষণা করলেন: 'অন্য যে-কোন খাতে খরচ কমানো হোক না কেন, জন-শিক্ষা খাতে খরচের পরিমাণ চড়া থাকা চাই। শিক্ষা খাতে উদার ব্যয়-বরাদ্দ যে-কোন জাতির সম্মান আর গৌরবের বিষয়। অজ্ঞতার বিরুদ্ধে সংগ্রামই হবে আমাদের প্রথম লক্ষ্য।'

ইস্কুল খোলা হল সর্বত্র—এমনকি, প্রাসাদগুলিতে, ব্যারাকে-ব্যারাকে, কলে-কারখানায়। ইস্কুলগুলির উপর সগৌরব বাণী খোদিত হল: 'শিশুরা বিশ্বের আশা' (**দিয়েতি নাদেজ্দা মিরা**)। এই সব ইস্কুলে ভরতি হল নিযুত নিযুত শিশু, চল্লিশ বছর, এমনকি ষাট বছরের ছাত্রও ছিল অনেক—বুড়ি বুড়ি **বাবা** আর সাদা দাড়িওয়ালা সব কৃষক। একটা গোটা জাতি লেখা-পড়া শিখতে লেগে গেল।

বিজ্ঞাপন লাগাবার ফলকগুলিতে বিভিন্ন বৈপ্লবিক ঘোষণা আর অপেরার বিজ্ঞপ্তির পাশাপাশি দেখা দিতে থাকল মহামানবদের জীবনী এবং স্বাস্থ্য আর শিল্পকলা আর বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানা তথ্য। চারিদিকে দ্রুত গড়ে উঠল সব শ্রমজীবীদের থিয়েটার, গ্রন্থাগার আর বক্তৃতামালায়-পাঠ্যক্রম। সংস্কৃতিক্ষেত্রে প্রবেশের দরজা এতকাল জনগণের সামনে শক্ত করে বন্ধ ছিল—সে দরজা এবার খুলে গেল। মিউজিয়ম এবং চিত্রশালাগুলিতে কৃষক এবং শ্রমিকদের ভিড় লেগে গেল।

যেমন আরও ভাল মাথা, তেমনি আরও ভাল শরীর গড়ে তোলাও ছিল বলশেভিকদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অনুসারে জারি হল বহু ডিক্রি—যেমন, আট ঘণ্টা কাজের আইন। প্রত্যেকটি শিশুর সদজাত হবার অধিকার

ঘোষিত হল। জারজ সন্তানের ছাপ মুছে দেওয়া হল। প্রত্যেকটি শিল্পে প্রতি দু'শ' নারী শ্রমিকে একটি করে মাতৃমঙ্গল বেড থাকবার নিয়ম হল। প্রসবের আগে আট সপ্তাহ এবং পরে আট সপ্তাহ মায়েদের ছুটি। বিভিন্ন কেন্দ্রে স্থাপিত হল সব মাতৃত্ব প্রাসাদ। দুধ আর ফলের মতো 'বিলাসের সামগ্রীতে' অগ্রাধিকার হল বিত্তবানদের জায়গায় শিশুদের। বাসগৃহের যে আইন হল তাতে ধনীদের দশ কিংবা বিশ কামরা, কিংবা অতগুলি বাড়ি রাখবার অধিকার আর রইল না। অনেক পরিবার এই প্রথম তাজা হাওয়া, আলো আর ভদ্র বাসস্থানের অধিকার পেল। এতে যেমন তাদের স্বাস্থ্য আরও ভাল হল, তেমনি তাদের আত্মসম্মান আর মর্যাদাও বাড়ল। প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব জনসাধারণের ভিত্তিতে এসে তাদের সুষ্ঠু পরিচ্ছন্ন শরীর, মস্তিষ্ক আর বিবেক লালন করে গড়ে তুলতে লেগে গেল। বলশেভিকরা কাজ করতে লাগলেন ভবিষ্যতের জন্যে।

পুরন, বুর্জোয়া ব্যবস্থার প্রধান ভিত্তিগুলোকে বিনষ্ট করবার পরে তাঁরা অন্য অনেক কঠিন কাজের সম্মুখীন হলেন — সেটা হল নতুন ব্যবস্থা গড়ার কাজ। এ গড়তে হবে প্রত্যেকটি অংশে একেবারে নতুন করে, গড়তে হবে একেবারে গোড়া থেকে, অতীতের ভগ্নস্তূপের ভিতর দিয়ে, এবং এ গড়ার কাজ চালাতে হবে চতুর্দিক থেকে-আসা বাধাবিপত্তি আর শয়তানির মাঝখানে দাঁড়িয়ে।

নতুন করে সমাজ গড়ে তোলার কাজটাকে যত বিরাটই বলি তাতে কোন অতিরঞ্জন হবে না। একটা বিভাগে — সামরিক বিভাগে — কোন কোন বাধাবিঘ্নের কিছুটা আমি দেখেছি। ত্রৎস্কি তখন সবে জেনারেল ফন হফমানের মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়েছেন সেই উক্তি — 'জীবন্ত সব জাতির দেহের উপর আপনি লিখছেন তরোয়াল দিয়ে' আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রেস্ত্-লিতভ্স্ক-এর প্রথম চুক্তিতে সই দিতে অস্বীকার করেছেন। জার্মানরা তখন হঠাৎ পেত্রগ্রাদের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করল। নগরীর রক্ষার কাজে আমি লাল ফৌজে ভরতি হলাম। সেটা শুনে লেনিন বললেন, আমি যেন একটা বৈদেশিক বাহিনী গড়ে তুলি। আমাদের 'আহ্বান' ছাপা হল 'প্রাভদায়'; ইংরেজি টাইপ তাঁরা বহুকষ্টে জোগাড় করতে পেরেছিলেন।

এই বাহিনীতে যোগ দিলেন প্রায় ষাট জন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন

‘নিরক্ষর মানুষ অন্ধ: তার প্রতিপদে চোরা গর্ত আর দুঃখ-দুর্বিপাক।’
শিক্ষায় উৎসাহ দেবার জন্য সোভিয়েত পোস্টার

চার্ল্‌স্‌ কুন্‌ৎস্‌, যিনি তলস্তয়পন্থী হিসেবে এর আগে অবধি একটা মোরগছানা মারবারও বিরোধী ছিলেন। এখন বিপ্লব বিপন্ন হয়ে পড়েছে দেখে তিনি নিজ সর্বাস্তিবাদ ছেড়ে বন্দুক ধরলেন। পঞ্চাশ বছর বয়সের দার্শনিক হয়ে গেলেন সৈনিক—বিপুল বটে এ পরিবর্তন! চাঁদমারিতে তাঁর রাইফেল দাড়িতে জড়িয়ে যেত, কিন্তু বুলেট একবার চাঁদমারির কেন্দ্রে বিঁধলে তাঁর চোখ খুশিতে চকচক করে উঠত।

আমরা ছিলাম একটা পাঁচমিশালি জটলা, তেমনি আমাদের সামরিক ক্ষমতাও ছিল নগণ্য। তবে, রাশিয়ানদের উপর এর মর্মবাণীটির নৈতিক সুফল ফলেছিল। তারা যে একেবারে নিঃসঙ্গ নয়, এই অনুভূতি তারা এর থেকে পেয়েছিল। তাছাড়া, সুবিপুল পরিসরে কী সব বাধাবিঘ্নের বিরুদ্ধে বলশেভিকদের লড়তে হল সেটা সামান্য মাত্রায় হলেও আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। কোন সংগঠন কাজ করতে আরম্ভ করলে যে কী হাজার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হয় সেটা আমরা দেখলাম।

একদিক থেকে বৃটিশ আর ফরাসী অনুচরেরা এবং অন্য দিক থেকে জার্মান অনুচরেরা ছল করে আমাদের বাহিনীতে ঢুকে পড়বার চেষ্টা করেছিল। প্রতিবিপ্লবী মতলবে এটাকে হাত করবার জন্যে চেষ্টা করেছিল শ্বেতরক্ষীরা। প্ররোচনাদাতারা ঈর্ষা আর মতভেদ খুঁচিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছিল। লোকজন পাবার পরে দেখা গেল সরঞ্জামাদি পাওয়া প্রায় অসম্ভব। ভীষণ জট-পাকানো অবস্থায় পড়ে ছিল সামরিক গুদামগুলো: রাইফেল এক জায়গায়, বুলেট অন্য কোথাও; টেলিফোন, কাঁটাতার আর স্যাপারদের হাতিয়ার-সরঞ্জাম সব বিরাট এক তালগোল-পাকানো অবস্থায়; এদিকে অফিসারেরা সেগুলোকে আরও তালগোল-পাকিয়ে দেবার জন্যেই যথাসাধ্য সচেষ্ট। অন্তর্ঘাতকেরা অপসারিত হলে তাদের জায়গাগুলোতে এল সব কাঁচা অযোগ্য লোক। পেত্রগ্রাদ থেকে দু' মাইল দূরে আমরা ট্রেনে উঠেছি—তার পরে একখানা বক্স-কারে নিদারুণ দুর্ভোগের শেষে সকালে উঠে দেখলাম আমরা এসে পড়েছি নগরীর ঠিক বিপরীত দিকে চার মাইল দূরে। রাতারাতি আমাদের ছ' মাইল পথ খোয়া গেল, তার উপর আটকে পড়লাম একটা রেল ইয়ার্ডে—সেটা সৈনিকে ভরতি—তারা গালি পাড়ছে—চারিদিকে ট্রেন আর ভাঙা ইঞ্জিন। রাগে বিরক্তিতে ক্ষিপ্ত কমিশারেরা

রেলের অফিসারদের মুখের উপর দলিলপত্র আর মুষ্টি আস্ফালন করছে, আর রেলের অফিসারেরা হন্যে হয়ে বলছে তাদের কিছুই করার সাধ্য নেই।

সারা রাশিয়ায় যে বিশৃঙ্খল অবস্থা ছিল তারই এটা একটা প্রতিফলন চিত্র। তাতে শৃঙ্খলা স্থাপন করা নিতান্ত অসম্ভব বলেই মনে হত। তবু যা ছিল অসম্ভব তাইই সাধন করা হচ্ছিল। তালগোল-পাকানো বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে জন্ম নিচ্ছিল মহতী লাল ফৌজ, যা পরে তার সংগঠন, শৃঙ্খলা আর ফলপ্রদতা দিয়ে সারা পৃথিবীকে স্তম্ভিত করে দেবার যোগ্যতা দেখাল। কেবল যুদ্ধের ব্যাপারেই নয়—সাংস্কৃতিক এবং আর্থনীতিক ক্ষেত্রেও বিপ্লব থেকে উদ্ভূত প্রবল পরিচালন-শক্তির সুফলগুলি দেখা দিচ্ছিল।

রাশিয়ার জনগণের মধ্যে বিপুল সুপ্ত শক্তি ছিল বরাবরই, কিন্তু কখনও তার অভিব্যক্তি ঘটতে পারে নি। স্বৈরতন্ত্ররূপী বিকট জেলদারোগাটা সে শক্তিকে রুদ্ধ করে রেখেছিল। সে শক্তির মুক্তিদাতা হয়ে এল বিপ্লব—তখন শতাব্দীর পর শতাব্দীর রুদ্ধতার প্রকোপে ফেটে পড়ে সে শক্তি পুরন বুর্জোয়া ব্যবস্থাটাকে খান খান করে ভেঙে ফেলল।

বিপ্লবকে আমরা দেখেছি ধ্বংসাত্মক কাজে মানুষের প্রচণ্ড শক্তি উৎসারিত করে দিতে। আর এখন দেখছি বিপ্লব তাদের সৃজনশীল ক্ষমতাগুলির আবির্ভাব ঘটিয়ে সেগুলিকে পরিচালিত করছে গঠনমূলক লক্ষ্যে। **'শৃঙ্খলা। কাজ। নিয়মানুবর্তিতা'**—এই হল বিপ্লবের নতুন মূলমন্ত্র।

তবে, এই নতুন চেতনা আর জীবনীশক্তির উদ্ভব ঘটছে কি কেবল এই সব বড় বড় কেন্দ্রে? নাকি, এ হল এমন প্রক্রিয়ার মতো, যা প্রদেশগুলিতেও এবং রাশিয়ার বিপুল জনসংখ্যার মধ্যেও সক্রিয়? বিপ্লবের মাঝখানে প্রায় এক বছর থাকবার পরে কুন্‌ৎস্‌ আর আমি দেশে ফিরছি। আমাদের দৃষ্টি এখন পুবে—আমেরিকার দিকে। ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথের ৬,০০০ মাইল পার হয়ে দুই মহাদেশ জোড়া রাশিয়ার ওপর দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর অবধি আমাদের যাত্রাপথ।

তৃতীয় খণ্ড

বিপ্লবের প্রসার

এক্সপ্রেস ট্রেনে সাইবেরিয়া পাড়ি

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

স্তেপভূমি জাগল

১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসের শেষে কুন্‌ৎস্‌ আর আমি পেত্রগ্রাদের লাল কমিউনের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। তুষারকণা ঝরছে, রাত নেমে আসছে। দুর্দান্ত, ভুখা প্রাচীন নগরী, কিন্তু, বিপ্লবের সহস্র আলো-ছায়ার দৃশ্যপটে এ নগরী আমাদের প্রিয়: সুবিপুল বৈপ্লবিক নাটকের কোন না কোন অংকের মঞ্চ হয়েছে এর প্রায় প্রত্যেকটি রাস্তা আর প্রসপেক্ট।

নিকোলাস স্টেশনের সিঁড়ি থেকে যে স্কোয়ারটার দিকে আমরা তাকিয়ে আছি সেটা বিপ্লবে প্রথম প্রথম বলির রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল, আর একদিন আমরা এটাকে সুশুভ্র করে তুলতে সাহায্য করেছিলাম মধ্যরাত্রে বেগে ধাবমান লরি থেকে সোভিয়েত পোস্টার-বৃষ্টি করে।

শোকযাত্রার স্তোত্র উচ্চারণ করে মৃত সাথীদের দেহ বয়ে নিয়ে চলেছে মানুষের সারি—তাদের পায়ের নিচে গুমগুম করে উঠেছে স্কোয়ারটা; তেমনি, **'সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই'** ঘোষণার জয়ধ্বনিতে তাকে আমরা নিনাদিত হতে শুনেছি। রাস্তার পাথরের উপর শ্রমিকদের ছিটকে ফেলে দিয়ে কসাকদের ঘোড়াগুলোকে শ্রমিক জনতার ভিতর দিয়ে ধেয়ে যেতে দেখেছে এ নগরী। তেমনি, সেই শ্রমিকেরা প্রলেতারিয়েতের লোহার মতো দৃঢ় সব বাহিনী হয়ে রাশিয়ার অপরাজেয় লাল ফৌজ হিসেবে ফিরে এসেছে, সে দৃশ্যও এ স্কোয়ার প্রত্যক্ষ করেছে।

এ নগরীর সঙ্গে সহস্র স্মৃতির বাঁধন রয়েছে আমাদের। কিন্তু ওদিকে ট্র্যান্স-সাইবেরিয়ান এক্সপ্রেসের এঞ্জিনে বাষ্প চড়ে গেছে— সে তো কোন ভাবাবেগকে খাতির করে না। প্রতি সপ্তাহে সে প্রশান্ত মহাসাগর অবধি বিস্তৃত ৬,০০০ মাইলের পথে রওনা হয়—গ্রাহ্য করে শুধু ঝনঝনে সংকেত-ঘণ্টাটাকে, তা সে ঘণ্টা জারের হুকুমেই বাজুক, কিংবা বাজুক বলশেভিকদের হুকুমে। তৃতীয় ঘণ্টা পড়তে আমরা ট্রেনে চাপলাম; সুদূর প্রাচ্যের পথে আমাদের দীর্ঘ যাত্রা শুরু হল।

কী দেখতে পাব এই প্রাচ্যে? বিপ্লবের কেন্দ্রগুলির মর্মবাণী সঞ্চারিত হয়েছে সেই সুদূর প্রদেশেও কিনা?

বিপ্লব সম্বন্ধে দেশান্তরীদের মত

সহযাত্রীরা ইতিমধ্যেই যে যার কামরায় আরাম করে বসে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে, সিগারেট টানছে। আমাদের কামরায় রয়েছে প্রায় কুড়ি জন জমিদার, ফাটকাবাজ, যুদ্ধে মুনাফাখোর, সাধারণ পোশাক-পরা প্রাক্তন অফিসার, কিছু তাড়িয়ে দেওয়া কর্মকর্তা, আর মাত্রাতিরিক্ত রঙচঙ-করা তিনজন মহিলা—সবাই পুরন বিশেষ-সুবিধাভোগী শ্রেণীর লোক, কিংবা সেই শ্রেণীর পক্ষভুক্ত লোক।

এদের সাবেকী বিশেষ সুযোগসুবিধা সব গেছে। তবু, জীবনের চমক-চটক আছে এখনও। এই মুহূর্তেও তো চলেছে এদের এক লোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চার, যেটাকে এদের মহলে বলা হয় 'বলশেভিকদের রক্তাক্ত কবল

থেকে পলায়ন'। আর, কয়েক সপ্তাহ পরেই আসছে তাদের আর একটা লোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চার: প্যারিস, লণ্ডন আর ওয়াশিংটনের স্যালনে-স্যালনে বসে তারা নিজেদের পলায়নের শত বিভীষিকা আর বিপদআপদের কাহিনী পরিবেশন করবে।

চমৎকার খাট-বিছানা, ডাইনিং-কার এবং বয়-বাবুর্চির ব্যবস্থা সমেত সজ্জিত মহা আরামের আন্তর্জাতিক স্লীপার কামরায় চড়ে যে এই পলায়ন ঘটেছিল সে কথা অবশ্যি তাদের ঐ সব লোমহর্ষক কাহিনী থেকে বাদ যাবে। তবে, তারা ঢুকিয়ে দেবে অন্যান্য কিছু কিছু খুঁটিনাটি যেমন, বলশেভিকদের হত্যাকাণ্ড, নারীধর্ষণ আর রাহাজানির গালগল্প। প্রত্যেকটি দেশান্তরীর উপর নৃশংসতার কাহিনী থাকতেই হবে। যেমন করে হোক না কেন প্রত্যেকেরই পলায়নের কাহিনী হতেই হবে হৃদয়বিদারক এবং নাটকীয়। নইলে যে পশ্চিমী গণতন্ত্রের অবসন্ন রসনায় স্বাদ শানায় না।

এই সব দেশান্তরীকে দেওয়া হয়েছে বলশেভিক পাসপোর্ট, তাতে বলশেভিক সীল-মোহর এঁকে দেওয়া হয়েছে, যে গাড়ি করে ওরা রেলস্টেশনে এসেছে তার চালকও ছিল বলশেভিক; বলশেভিক শ্রমিকরাই তাদের সাহায্য করে চাপিয়ে দিয়েছেন এই ট্রেনে, যার কণ্ডাক্টর, গার্ড, ইঞ্জিনচালক সবই বলশেভিক-মতাবলম্বী। এখন তারা যে ট্রেনে করে চলেছে তার লাইনের যন্ত্র-মেরামত করছে সব বলশেভিক শ্রমিক, বলশেভিক সৈনিকেরা তাতে পাহারা দিচ্ছে, লাইনে ট্রেন নিয়ন্ত্রণ করছে বলশেভিক সুইচম্যানেরা, তাদের খাওয়াচ্ছেও বলশেভিক বয়-বাবুর্চিরা আর সেই বলশেভিকদেরই রাহাজান আর খুনী বলে খিস্তি চালিয়ে বড় সুখে কাটছে এদের সময়। অদ্ভুত দৃশ্য বটে! খাবার, আশ্রয় আর ভ্রমণের জন্যে—নিজেদের অস্তিত্বেরই জন্যে—যাদের উপর নির্ভর, তাদেরই বিরুদ্ধে চলেছে এদের গালিগালাজ, কুৎসা আর শাপশাপান্ত। আমরা জানতাম কেবল আমাদের গার্ড (**প্রাভাদ্‌নীক**) ছাড়া এই ট্রেনের সমস্ত কর্মীই বলশেভিক।

এই গার্ডটির মনটা ছিল দাসের, আর বিশ্বাস ছিল রাজতন্ত্রী। কৃষকের ঘরে জন্ম হলেও সে ছিল স্বয়ং জারের চেয়েও বেশী মাত্রায় জারতন্ত্রী। সে এখনও দেশান্তরীদের 'স্যর', 'হুজুর' (**বারিন**) বলে সম্বোধন করছিল।

সে বলল, 'দেখুন হুজুর! আমরা এই বোকাসোকা মানুষগুলো যেমন কুঁড়ে, তেমনি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। এক বোতল ভোদকা পেলেই আমরা খুশি। কাজে টিট রাখতে আমাদের পিঠে দরকার লাঠি। আমাদের চাই জার।'

তাকে পেয়ে দেশান্তরীরা পুলকিত হয়ে উঠল। তাদের কাছে সে হল সর্বক্ষণের সান্ত্বনাস্থল—বলশেভিক আঁধারের মাঝে একটা উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা।

ওরা বলল, 'সৎ এই **মুজিকটির** ভিতর দিয়ে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে রাশিয়ার নিযুত নিযুত কৃষকের অন্তরাত্মাটিকে: মালিকের সেবা করে, গির্জার বাধ্য থেকে আর জারকে ভালবেসেই তাদের তৃপ্তি। বলশেভিকদের উদ্ভট আকাশকুসুমগুলোতে অল্প কিছু লোক বিপথচালিত হয়েছে বটে—তবে তাদের সংখ্যা খুব কমই। নিযুত নিযুত এই ধৈর্যশীল মানুষ কত কষ্টেও অবিচলিতভাবে খেটে চলেছে;—মস্কোয় আর পেত্রগ্রাদে প্রতাপান্বিত বলশেভিকদের উন্মত্ততার সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে?'

কথাটাকে যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হতে পারে। এখানে এসে বিপ্লবের প্রতি আগ্রহটাকে উঁচু মাত্রায় বজায় রাখা আমাদের পক্ষেও শক্ত। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে লম্বা এই রেল-ভ্রমণের পথে আমাদের চোখের সামনে উন্মোচিত হতে থাকল যে পরিদৃশ্য তার বিপুলতার পাশে সমস্ত বড় বড় রাজনীতিক আর ব্যক্তিগত ভাবনাচিন্তার গুরুত্ব যেন কোথায় তলিয়ে যায়।

মধ্য রাশিয়ার বিপুল বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রগুলির উপর দিয়ে, সুমেরুবৃত্তের দিকে উত্তরে প্রবাহিত বড় বড় নদীর উপরকার পুল পার হয়ে, উরালের আঁকাবাঁকা গিরিপথগুলির ভিতর দিয়ে আমরা গিয়ে পড়লাম ছায়াঘন বিশাল অক্ষত বনভূমিতে (**তায়গা**), যেখানে মানুষের পা পড়ে নি বললেই হয়, তার পরে আবার আমরা পেঁছলাম সাইবেরিয়ার স্তেপভূমিতে।

নেকড়ে বাঘ আর গাছগাছড়াশূন্য বিস্তীর্ণ হিম জমাট **তুন্দ্রা** প্রান্তর থেকে বয়ে আসা ঝড়ঝাপ্টা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কৃষকদের কুটিরগুলি জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে দিগন্তে, তাই দেখে, কিংবা চা তৈরি করবার জন্যে ট্যাঙ্ক থেকে গরম জল নেবার লম্বা লাইনে জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, আর কৃষক মেয়েদের কাছ থেকে রুটি আর ডিম আর মাছ

কিনবার কাজে আমাদের দিন কাটে। সন্ধ্যায় দেখি কাঠের জ্বালানি দিয়ে চলা ইঞ্জিন তার ধূমনালী দিয়ে পশলা পশলা ফুলকি ছড়িয়ে চলেছে যেন ধূমকেতুর মতো। আমাদের কামরার নিচেকার চাকাগুলোর ঘর্ষণের আওয়াজ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি রাতের পর রাত, আর রোজ সকালে জেগে দেখি রেল-লাইনের চকচকে ইস্পাতের ফিতে দুটো তেমনি জড়ান খুলে ধেয়ে চলেছে পূর্বাভিমুখে ধাবমান ইঞ্জিনখানার আগে আগে।

ধীরে ধীরে অলক্ষিতে এইসব বিপুলতার সম্মোহন প্রভাব পড়ে আমাদের উপর; রাশিয়ানরা যাকে বলে **প্রাস্তোর** সেই অনুভূতি দেখা দেয়—বিপুল বিস্তার আর বিশালতার সেই অনুভূতি। যা ছিল বিরাট আর অবশ্যপালনীয় সেগুলি যেন গৌণ, তুচ্ছ হয়ে পড়ে এই আবেশের প্রভাবে। আমাদের উপর বিপ্লবের প্রভাবও শিথিল হয়ে আসে। বিপ্লবটা কি তাহলে কেবল রেলের শ্রমিক-কর্মচারী আর শহর-নগরে শিল্প শ্রমিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ একটা উত্তেজনার ব্যাপার?

সেখানে বিপ্লব একটা প্রবল, অনড় বাস্তবতা; নানা পতাকা আর রণধ্বনি, মিছিল আর সভা-সমাবেশের ভিতর দিয়ে এসে তা আমাদের চোখে কানে প্রচণ্ডভাবে অনুভূত হয়। আর, এখানে, সাইবেরিয়ার এই স্তেপভূমিতে তার কোন লক্ষণই আমরা দেখতে পাই নে। এখানে দেখছি কুড়ুল হাতে সব কাঠুরিয়া, ঘোড়া নিয়ে সব গাড়োয়ানেরা, ঝুড়ি-সাথে মেয়েরা, বন্দুক-হাতে কিছু সৈনিক; কিন্তু খুঁটির মাথায় দোদুল্যমান কিছু লাল ঝাণ্ডার ছিন্নাবশেষ ছাড়া বিপ্লবের কোন ছাপই এখানে নেই।

আমাদের প্রশ্ন জাগে: 'বিপ্লবের উৎসাহ আর চেতনা কি ঐ ম্লান নিশানগুলিরই মতো ক্ষয়ে-যাওয়া? মনিব, গির্জা আর 'পিতৃমহাশয়ের' প্রতি প্রেম আর সেবাতেই রাশিয়ার কৃষকের সমগ্র আশা-আকাঙ্ক্ষা—দেশান্তরীদের এই সিদ্ধান্ত কি তাহলে ঠিক? এ কি তাহলে, হাজার হোক, সেই যাকে বলে 'ঈশ্বরের রাশিয়া'?'

আমরা এইভাবে চিন্তা করে চলেছি, এমন সময়ে—ভীষণ আওয়াজ! ব্রেকে চাকাগুলোকে রুখে চেপে ধরে ঘর্ষণের কর্কশ কিড়মিড় আওয়াজ তুলে আমাদের আসন থেকে ছিটকে দিয়েছে। আচমকা থেমে গেল ট্রেনখানা। সবাই জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করছে:

'লাইন ডুবে গেছে? বসে গেছে? পুল উড়িয়ে দিয়েছে?' কিন্তু, অন্য কিছুই নয়—দেখা গেল শুধু সেই একই শুকনো, সমতল স্তেপভূমি, তার ওপর শীতের অবশেষ—বরফের স্তূপগুলো।

বলশেভিকরা ট্রেন আটক করল!

হঠাৎ একটা বরফের গাদার পিছন থেকে লাফিয়ে উঠে একটা মূর্তি নিজের পিছনের দিকে একটা সংকেত করে ভীষণ বেগে ছুটে আসতে থাকল ট্রেনখানার দিকে। একটা ঝোপের পিছন থেকে আর একটা মূর্তি বেরিয়ে এসে তার পিছনে ছুটল। অন্যান্য বরফের স্তূপের পিছন থেকে আর ঝোপঝাড় থেকে এবং দূর দিগন্ত থেকে আরও, আরও মূর্তি বেরিয়ে আসতে আসতে গোটা প্রান্তর ছেয়ে সব মানুষ হুড়মুড় করে ট্রেনখানার দিকে ছুটে আসতে থাকল। এ যেন সেই 'রক্তবীজ' থেকে উদ্ভূত অসংখ্য সত্তার অস্তিত্বের মতো—নিষ্প্রাণ জনশূন্য প্রান্তরটা সহসা প্রাণবন্ত হয়ে উঠল, আর সেখানে সব সশস্ত্র মানুষ গিজগিজ করতে থাকল।

রঙচঙে মহিলাদের একজন বলে উঠলেন, 'হা ভগবান! হা দেখো, দেখো! বন্দুক! সবার হাতে বন্দুক!' তাঁর কল্পনার উদ্ভট কাহিনীগুলো বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠল। তাঁর কপোলকল্পিত কাহিনীর সেই বলশেভিকেরাই তো এই হাজির একেবারে রক্ত-মাংসের শরীরেই। সেই কল্পনার বলশেভিকরা বাস্তব হয়ে উঠেছে—তাদের হাতে বন্দুক আর বোমা, আর অতি অস্বস্তিকর ভাব তাদের চোখে-মুখে। সবার আগে আগে যে ছুটছিল সে থেমে, দু' হাতের তালু মুখে লাগিয়ে আমাদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলল, 'সব জানালা বন্ধ!'

কেউ তর্ক তুলল না। গোটা ট্রেনের সমস্ত জানালা দুম-দড়াম করে নেমে গেল। ঠিক তেমনিভাবেই পড়ে গেল দেশান্তরীদের উৎসাহ; যে মানুষগুলি আসছে তাদের চোখমুখ দেখে এদের আর স্ফূর্তি এল না। রুক্ষ, বেয়াড়া ধরনের লোকগুলো। অনেকের মুখ বিকট, প্রায় কালো। ট্রেনখানার দিকে প্রত্যেকেই ক্রুদ্ধদৃষ্টি। আমাদের ব্যাপারে তাদের অস্ত্রশস্ত্রের যে একটা সুনির্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে সেটা তাদের ভাব-ভঙ্গি থেকে স্পষ্ট।

আমাদের কী যে অপরাধ সেটা আমরা ঘুণাক্ষরেও জানি নে। আমরা শুধু জানি যে, বজ্রপাতের মতো প্রচণ্ড একটা গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ট্রেনখানা থেমে গেছে, আর আমাদের চারপাশে রয়েছে সব হিংস্রভাষী মানুষের বেষ্টনী। আমাদের কানে আসছিল 'খুনী জালিমকে খতম' করবার মতো নানা ক্ষিপ্ত চিৎকার, আর চটকদার মহিলাটির মুখখানা জানালায় দেখা দিলে 'হেই, শ্রীমতী রাস্পুতিন' বলে টিটকারি। এই মহিলাটির একেবারে কোন সংশয়ই ছিল না যে, আমাদের এক এক করে নিয়ে খুন করবে, না, ট্রেনখানাকে পুড়িয়ে কিংবা উড়িয়ে দিয়ে আমাদের সবাইকে একবারে হত্যা করবে, শুধু এই নিয়েই দুর্বৃত্তদের মধ্যে কথাবার্তা চলছিল।

অনিশ্চয়তাটা পীড়াদায়ক। আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই অবস্থাটার খোঁজখবর নিতে এগিয়ে একটা জানালা তুলতে লাগলাম। জানালাটা অর্ধেক তোলা হতে দেখি আমার মুখের দিকে তাক করা একটা বন্দুকের নল। বন্দুকটা ধরে আছে একজন লম্বা-চওড়া কৃষক—সে গাঁ গাঁ করে বললে, 'এক্ষুণি জানালা নামাও, নইলে গুলি করব!' তাকে দেখে মনে হয় সে গুলি চালিয়ে দেয় আর কি; কিন্তু রাশিয়ায় এক বছরে আমি বুঝেছি, তা সে করবে না—কৃষক যা অসভ্য তাতে মানুষ বধ করতে তার বিরূপ মনোভাব অন্তত কিছুটা এখনও অবশিষ্ট আছে। তাই আমি জানালা বন্ধ না করে মাথাটা বাড়িয়ে দিয়ে সেই লম্বা-চওড়া কৃষককে সম্বোধন করে বললাম, **'তাভারিশ্!'**

সে ক্রুদ্ধ গলায় বলে উঠল, 'হেই প্রতিবিপ্লবী, অমন **তাভারিশ্-তাভারিশ্** কোরো না! জনসাধারণের রক্তখেকো—রাজতন্ত্রী, তুমি জারপন্থী!'

বিপ্লবের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাধারণত এইসব সংজ্ঞাই ব্যবহার করা হত, কিন্তু সেই সবগুলোকে এমনভাবে এক চোটে এবং এত তীব্র বিদ্বেষের সঙ্গে উচ্চারিত হতে শুনি নি আর কখনও। চটপট বের করে দেখালাম একখানা সোভিয়েত অভিজ্ঞানপত্র—সেটা আমার সম্বন্ধে জামিন হয়েছে এবং তাতে সই আছে চিচেরিনের*। কিন্তু পড়া এই কৃষকের গুণের

---

* চিচেরিন গ. ভ. (১৮৭২—১৯৩৬) — বিশিষ্ট সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়ক ও কূটনৈতিক।

মধ্যে নেই। তার পাশেই ছিল তাগড়া একজন, তার মুখখানা ভ্রূকুটিকুটিল— সে অভিজ্ঞানপত্রখানা নিয়ে খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল।

চট করে সে বলে দিল, 'জাল!'

ত্রৎস্কির সই করা অন্য একখানা অভিজ্ঞানপত্র দেখালাম। সে আবার বলল, 'জাল!' বলশেভিক রেল কমিশারের দেওয়া তৃতীয় একখানা দলিল দেখালাম এর পরে। তাতেও সেই একই সংক্ষিপ্ত মন্তব্য হল, 'জাল!' কিছুতেই গলে না? আচ্ছা, এবার ছাড়ব আমার তুরুপের তাসখানা। লেনিনের সই করা একখানা চিঠি দেখালাম। শুধু তাঁর সই নয়, গোটা চিঠিখানাই লেনিনের নিজের হাতে লেখা। আমার তদন্তকারী চিঠিখানাকে খুব মনোযোগ দিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকল, আর আমিও তাকিয়ে অপেক্ষায় ছিলাম কখন লেনিন নামের যাদুতে তার মুখের ঘন কালো মেঘখানা স্মিত হাসিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এতে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে যাবে বলে আমি নিশ্চিত ছিলাম। নিষ্পত্তি হলও বটে। তবে, আমার অনুকূলে নয়—আমার বিরুদ্ধেই, সেটা বুঝলাম তার চোয়ালের কাঠিন্য দেখে। এই সব অভিজ্ঞানপত্রের ব্যাপারে আমার অতি-বাড় হয়ে গেছে।

তার কাছে আমার ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট। আমি নিশ্চয়ই একজন চক্রী—বেরিয়েছি বিপ্লবের বিরুদ্ধে কোন শয়তানী মতলব নিয়ে। বলশেভিকদের অনুগ্রহ পাবার চেষ্টায় আমি নানা সোভিয়েত দলিলপত্রের বহর খুলে ধরেছি—তার মধ্যে একখানা যেন স্বয়ং লেনিনেরই লেখা দলিল। তার মানে আমি মামুলী গোয়েন্দা নই। কাজেই, সঙ্গে সঙ্গেই বিহিত হওয়া চাই!

ঘোড়া থেকে নামছিল লম্বা একজন—তার হাতে দিল আমার কাগজের গোছাটা। লম্বা-চওড়া যে কৃষকটি আমার মুখের দিকে বন্দুকের নল বাড়িয়ে ধরেছিল সে বলল, 'ইনি হলেন আন্দ্রেই পেত্রভিচ। এই কাগজপত্রের সব ব্যাপার উনি বুঝবেন। উনি সবে মস্কো থেকে ফিরেছেন। সমস্ত বলশেভিককে উনি চেনেন—তাঁরা কী ভাবে নাম সই করেন তা উনি জানেন। প্রতিবিপ্লবীদের আর তাদের সমস্ত চালাকিও ওঁর জানা। আন্দ্রেই পেত্রভিচের চোখে ধুলো দিতে পারে না শয়তানেরা।'

আন্দ্রেই পেত্রভিচের যত প্রশংসা শুনলাম তিনি যেন তেমনি বিচক্ষণই হন, এই প্রার্থনা করতে থাকলাম কুন্‌ৎস্‌ আর আমি। ভাগ্য ভাল—তাই হল। বলশেভিক নেতাদের তিনি সত্যিই চিনতেন। তাঁদের সই ওঁর জানা ছিল। কয়েকটা প্রশ্ন করে তিনি আমাদের জ্ঞান পরীক্ষা করে নিলেন। সব সন্তোষজনক বুঝে তিনি আমাদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে করমর্দন করে **তাভারিশ্‌** বলে অভিবাদন জানিয়ে তাঁর সঙ্গে বাইরে আসতে বললেন—তাঁর শত প্রশ্ন আছে আমাদের কাছে।

'কিন্তু আমরাও এক শ'টা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে'—এই পাল্টা জবাব দিয়েই আমরা আরম্ভ করে দিলাম, 'এত মানুষ হঠাৎ এল কোথা থেকে? ট্রেনখানাকে আটক করা হল কেন? এত অস্ত্রশস্ত্রের প্রদর্শনই বা কেন?'

হাসতে হাসতে তিনি উত্তর দিলেন, 'একটা একটা করে! প্রথম, এরা হল—আধ মাইলের একটু কম দূরে বড় বড় কয়লা খনি আছে সেখানকার খনি-শ্রমিক, আর বিভিন্ন গ্রামের কৃষক। আরও হাজার হাজার এসে পড়বে এখুনই। দ্বিতীয়, এইসব বন্দুক আর বোমা হাতে নিয়েছি পনর মিনিট আগে—প্রদর্শনের জন্যে নয়, সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবহার করবার জন্যে। তৃতীয়, জার এবং রাজ পরিবারের লোকজনকে ধরবার জন্যে আমরা এই ট্র্যান্স-সাইবেরিয়ান এক্সপ্রেস ট্রেনখানাকে আটক করেছি।'

আমরা চেঁচিয়ে উঠলাম, 'জার আর রাজ পরিবার?! এই ট্রেনে? এখানে?'

আন্দ্রেই পেত্রভিচ বললেন, 'আমরা নিশ্চিতভাবে জানি নে। আমরা শুধু জানি যে, প্রায় বিশ মিনিট আগে ওম্‌স্ক থেকে একটা তার এসেছে, তাতে আছে: **অফিসারদের চক্রী-দল সবে নিকোলাসকে মুক্ত করে নিয়েছে। সম্ভবত স্টাফ সমেত এক্সপ্রেসে করে পালাচ্ছে। ইরকুৎস্কে জারতন্ত্র স্থাপন করবার পরিকল্পনা আছে। জীবন্ত হোক, মৃত হোক তাকে ধরুন।**'

(এবার বোঝা গেল, জনতা 'খুনী জালিম' বলছিল জারকে, আর 'শ্রীমতী রাস্‌পুতিন' বলতে তারা জারিনাকে বুঝাচ্ছিল।)

আন্দ্রেই পেত্রভিচ বলে চললেন, ‘আমরা দুজনকে গ্রামে গ্রামে, আর দুজনকে খনিতে খনিতে পাঠিয়ে দিলাম—তারা ছুটতে ছুটতে চেঁচিয়ে ঐ তারের কথা জানিয়ে দিল। প্রত্যেকটি শ্রমিক তার হাতিয়ার ফেলে বন্দুক টেনে নিয়ে ট্রেনের দিকে ছুটল। এখন হাজির আছে হাজারখানেক, রাত্তির অবধি আসতেই থাকবে। দেখছেন তো আমাদের জারের জন্যে আমাদের মনোভাব কী গভীর! মাত্র বিশ মিনিটের আগাম এত্তেলায়ই আমরা তাঁর জন্যে এমন খাসা বিরাট সংবর্ধনা-সমাবেশ করে ফেলেছি। তিনি সামরিক প্রদর্শন পছন্দ করেন। তা, সেটাও এখানে প্রস্তুত। ঠিক প্রবিধান অনুযায়ী হয় নি বটে, কিন্তু বেশ চিত্তাকর্ষক—নয় কি?’

হ্যাঁ, তা বটে। এমনভাবে অস্ত্রসজ্জিত জনতা আর কখনও দেখি নি। এরা যেন চলমান অস্ত্রাগার। তাদের হাতে যা ছুঁড়বার মতো মাল আছে তা দিয়ে হাজারটা জারকে অসীম শূন্যে উড়িয়ে দেওয়া যায়, আর যে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে তাদের অন্তরে আর চোখে সেটা দশ হাজারটাকে নিশ্চিহ্ন করবার পক্ষে যথেষ্ট।

তবে, নিশ্চিহ্ন করবার সেই বস্তুটা—জার তো নেই।

আন্দ্রেই পেত্রভিচ আরও বললেন, ‘ঠিক তাইই আমি ভেবেছিলাম। এ হল প্রতিবিপ্লবের আর একটা ছল। ঐ তারটা হল সোভিয়েত-বিরোধী প্ররোচকদের কাজ। ওরা এইভাবে খনিগুলোতে কাজে গাফিলতি ধরিয়ে দিতে চাইছে। সেটা ঘটবেও। আমাদের শ্রমিকেরা এখন খুব উত্তেজিত হয়ে আছে, তাতে আজ আর কাজ করতে পারবে না। আগামী দিনগুলোতে এমনসব তার আরও আসবে। তারা ভাবছে ‘জার পালাচ্ছে, জার পালাচ্ছে’ জিগির উঠতে উঠতে আমাদের লোকজন সব ভুয়া বিপদ-সংকেতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে। এইভাবে আমরা অসতর্ক হয়ে পড়লে ওরা চুপিসাড়ে জারকে সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করবে। তবে, আমাদের এখানকার মানুষকে ওরা চেনে না। জারকে একটা গুলিতে খতম করবার সুযোগটার জন্যে এরা বছরের প্রতিটি দিনই হাজিরা দেবে।’

খানাতল্লাশির দলটা যে প্রবল উৎসাহ নিয়ে ট্রেনের কামরাগুলো খুঁজল তাতে 'পিতৃমহাশয়ের' প্রতি তাদের মনোভাব সম্বন্ধে সংশয়ের কোন অবকাশ রইল না। ট্রেনের এ মাথা থেকে ও মাথা অবধি তারা খুঁজল তন্ন তন্ন করে—বাক্স-পেটরা খুলে, বিছানা তছনছ করে, এমনকি ইঞ্জিনের যোগানদার গাড়িতে কাঠগুলো অবধি তুলে তুলে দেখল মহামহিমান্বিত সম্রাট যদি কোনক্রমে সেই কাঠের গাদায় লুকিয়ে থাকেন।

সাদা দাড়িওয়ালা দুজন কৃষক নিজেদের গরজেই কিছুটা তল্লাশি চালালেন। শোবার জায়গাগুলোর তলায় বন্দুক ঢুকিয়ে চারিদিকে বেঅনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাঁরা বন্দুক টেনে বের করতে থাকলেন, আর বড় দুঃখে মাথা নাড়তে থাকলেন। সমস্ত রাশিয়ার জারটিকে পাবার বড় আশা করেছিলেন তাঁরা। যতবার নিরাশ হচ্ছিলেন ততবারই তাঁরা পরের কামরাটায় ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবার আশায় সেই খোঁচাখুঁচি চালালেন। কিন্তু জার নেই—তাঁদের বেঅনেটে জার-ভেদ হল না।

তবে, অন্য একটা জিনিস ভেদ হল বটে—সেটা হল 'পিতৃমহাশয়ের' প্রতি রাশিয়ান **মুজিকের** গভীর প্রেম আর ভক্তির সুপ্রাচীন ঐতিহ্যটা। এই দুই নিষ্ঠাবান, সহৃদয় বৃদ্ধ কৃষক অন্ধকার কোনা-কানাচগুলোয় বারবার বেঅনেট ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে দেখছেন আর তাতে 'পিতৃমহাশয়ের' মৃত্যু-চিহ্ন না পেয়ে বড় দুঃখ পাচ্ছেন, এ দৃশ্যের পরে জার সংক্রান্ত ঐ কল্পকাহিনী আর টিকতে পারে না।

জারের বদলে আমরা

আন্দ্রেই পেত্রভিচের বুদ্ধি ছিল বেশ। জারকে না পেয়ে তাঁর লোকজনের জন্যে তিনি কুন্‌ৎস্‌ আর আমাকে বদলি হিসেবে ধরলেন।

কমরেডদের সম্বোধন করে তিনি বললেন, '**তাভারিশি,** এ এক আজব দুনিয়া—এ দুনিয়ায় অদ্ভুত অদ্ভুত অবাক-কাণ্ডের শেষ নেই। আমরা এলাম সমগ্র ইতিহাসের নিকৃষ্টতম পাপিষ্ঠটাকে ধরতে। জারের দরুন যন্ত্রণা কিংবা দুর্দশা ভোগ করেন নি এমন একজনও এখানে নেই। কিন্তু আমাদের সেই নিকৃষ্টতম শত্রুটার বদলে পেয়ে গেলাম আমাদের দুজন শ্রেষ্ঠ বন্ধুকে। এই ট্রেনখানা যা বয়ে নিয়ে চলেছে সে তো নয় আমাদের

স্বৈরতন্ত্রের ধ্যানধারণা — সে হল আমাদের বিপ্লবের ধ্যানধারণা এবং তা যাচ্ছে আমেরিকায়। ইনকিলাব জিন্দাবাদ! আমাদের আমেরিকান বন্ধু দুজন দীর্ঘজীবী হোন!'

প্রচন্ড হর্ষধ্বনি উঠল, চলল করমর্দন, ছবি তোলা, শেষে আমরা আবার চললাম। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। আবার ঝড়ের মতো জনতা এসে ট্রেন থামাল। বারবার এই চলল। এ ট্রেনে জার নেই তা বলা বৃথা গেল। এমনকি, তার প্রমাণ হিসেবে দলিল দেখালে সেটাকে তারা প্রতিবিপ্লবীদের জালিয়াতি বলে ঠেলে দেয়। নিজস্ব খানাতল্লাসি চালিয়ে তবে জনতা আশ্বস্ত হয়। ফলে, ট্র্যান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথে সবচেয়ে দ্রুতগামী এক্সপ্রেসখানাই হয়ে গেল সবচেয়ে ধীরগতি।

মারিন্স্ক-এ পরিবহন কমিশার এই তারটা পাঠিয়ে ঘটনাবলীর মোড় ঘুরিয়ে দিলেন:

> 'সমস্ত সোভিয়েতের প্রতি: লাল ফৌজের সাধারণ সংগঠকদ্বয় কুন্ৎস্ এবং উইলিয়মস রয়েছেন দু' নম্বর ট্রেনে। সোভিয়েতের প্রতিনিধিরা যেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করে পরামর্শ করেন।
>
> সাদোভ্নিকভ।'

প্রত্যেকটা স্টেশনে সমবেত জনতাকে সেই তারবার্তা পড়ে শোনান হল। জারের জন্যে শানান খিদে আর সব সরঞ্জাম নিয়ে এসে তারা হঠাৎ পেল দুজন কমরেডকে। এতে করে তাদের ভাবাবেগের দ্রুত পরিবর্তন দরকার হল, কিন্তু সেটা তারা সুন্দরভাবেই করল। প্রত্যেকটি স্টেশনে আমরা বিপুল সংবর্ধনা পেলাম। লাল ফৌজের নতুন নতুন বাহিনী অভিবাদন জানাল, কমিশারেরা বিধিবদ্ধভাবে এসে আমাদের কাছে নানা সমস্যার কথা জানালেন, জটলা করে করে লোকে এসে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল — আমরা যেন সামরিক জীনিয়াস।

ব্যাপারটা অস্বস্তিকর হলেও এর ভেতর দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল অনেক কিছু। একটা নতুন সভ্যতা গড়ে উঠছে, চলেছে ভবিষ্যৎ ভূমিষ্ঠ হবার প্রক্রিয়া — সেটা আমরা এক নজর দেখতে পেলাম। একটা শহরে সবে তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে — কৃষকেরা শ্রমিকদের সঙ্গে একই কেন্দ্রীয় সোভিয়েতে মিলিত হয়েছে। আর একটা শহর এখনও সে ভিত্তিতে পৌঁছতে

পারে নি — বুদ্ধিজীবীরা সব ধর্মঘট করে আছে। বহু কেন্দ্রে নতুন কাঠাম বেশ এগিয়ে গেছে: সোভিয়েত ইস্কুলগুলি সব ভরতি, কৃষকেরা বাজারে শস্য নিয়ে আসছে, কারখানাগুলোতে মাল উৎপাদন চলেছে, গড়ে উঠছে প্রচারক-বক্তারাও। প্রদর্শিত বস্তুগুলি অনেক সময়ে স্থূল এবং অসম্পূর্ণ হলেও, জনগণের যথার্থ সৃজনী শক্তি উৎসারণের স্বাক্ষর তাতে রয়েছে।

এটা আমরা দেশান্তরীদের দেখিয়ে দিলাম, কিন্তু তারা তখন পশ্চিমী গণতন্ত্রের জন্যে কাল্পনিক কাহিনী রচনায় ব্যস্ত — বাস্তবতা তাদের পক্ষে বিরক্তিকর। ওরা কেউ কেউ রুষ্ট এবং সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল — দলত্যাগী এবং স্বশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতক হিসেবে আমাদের দেখতে লাগল। অন্যান্যেরা নির্বোধের মতো যথারীতি বলাবলি করতে থাকল তাদের নিজস্ব বিষয়গুলো নিয়েই: জারতন্ত্রের সুদিন, রাশিয়ার 'অজ্ঞান অন্ধকারময়' জনগণ, বলশেভিকদের হস্তিমূর্খতা।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

চের্ম-এর লাল কয়েদীরা

আমাদের ট্রেনে দেশান্তরীদের মধ্যে অনেক বিষয়ে মতবিরোধ ছিল। কিন্তু, সাইবেরিয়ার বিরাট কয়েদী উপনিবেশ চের্ম-এ যে আমাদের ভীষণ বিপদ আছে, এ বিষয়ে ওরা সবাই একমত।

ওরা বলল, 'চের্ম-এ আছে পনর হাজার কয়েদী। সব একেবারে নিকৃষ্টতম দাগী অপরাধী—ঠগ-রাহাজান, চোর, খুনী। খনিতে পুরে বন্দুকের মুখে রেখে ছাড়া এদের জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা হতে পারে না। তাদের পক্ষে সেটাও অতিরিক্ত স্বাধীনতা। প্রতি সপ্তাহেই চুরি আর ছুরি-মারা হয় কয়েক কুড়ি করে। এখন ঐ শয়তানগুলোর বেশির ভাগ ছাড়া পেয়ে বলশেভিক হয়ে গেছে। জায়গাটা বরাবরই একটা নরকের মতো। এখন কী হয়েছে শুধু ভগবানই জানেন।'

আমরা যখন চের্ম-এ (চেরেমখোভো) পৌঁছলাম তখন সেই পয়লা মে তারিখের সকালটা ছিল বিষণ্ণ আর ঠান্ডা। উত্তুরে হাওয়ায় উড়ে এসে

একটা ধোঁয়ার মেঘ ঝুলে ছিল জায়গাটার উপরে। রেলের কামরায় গুটিশুটি হয়ে আমরা আধ-ঘুমের মধ্যে চিৎকার শুনে জেগে উঠলাম, ‘আসছে! ঐ তারা আসছে!’ আমরা জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম। যতদূর আমাদের নজর গেল তাতে দেখলাম, ঘুরতে ঘুরতে একটা ধুলোর মেঘ ছাড়া কিছু তো আসছে না। তার পরে ধুলোর ভিতর দিয়ে নজরে পড়ল লালের আভা, চকচকে ইস্পাতের ধূসর রঙ, আর আবছা, কালো আগুয়ান জনতা।

দেশান্তরীরা পর্দা টেনে দিয়ে হন্যে হয়ে গহনাপত্র আর টাকা-পয়সা লুকোতে থাকল, কিংবা ভয়ে কাঠ হয়ে বসে রইল। বাইরে পোড়া কয়লা আর ছাইয়ের ওপরে কাঁটা লাগানো বুটের চাপে খচ্‌খচ্‌ আওয়াজ। কী মেজাজে ‘তারা’ আসছে, আসছে রক্তের কোন লালসা নিয়ে, কী অস্ত্র হাতে নিয়ে, তা কেউ জানে না। আমরা শুধু জানতাম যে, এ হল চের্ম-এর সেই ভয়ঙ্কর কয়েদীরা—‘সব খুনী, ঠগ-রাহাজান আর চোর’—আর, তারা আসছে পারলর কামরাগুলিরই দিকে।

ধুলোয় আর ঝুলে অন্ধ হতে হতে, হাতে রক্তবর্ণ প্রকান্ড পতাকাটা নিয়ে ধস্তাধস্তি করতে করতে তারা এগিয়ে আসতে থাকল ধীরে। হাওয়াটা পড়ে গেল, তখন ধুলোর পর্দাটা কেটে গেল—নজরে পড়ল পাঁচমিশালি একটা জনতা।

খনির কাজে তাদের জামা কাপড় কালো, গিঁট বাঁধা, তাদের মুখ ভীষণ আর মলিন। কেউ কেউ তো যেন মানুষ নয়—ষাঁড়ের মতো একটা বিশালকায় কিছু। কেউ কেউ যেন কতকগুলো গিঁটের সমষ্টি, হাজার ঝড়ে দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া মানুষ। এই হল তলস্তয়ের সেই গড়েন-কপালে, পশু-চোয়ালে নরখাদক কয়েদীরা। এই হল দস্তোয়েভস্কির সেই ‘মৃতের সংসার’। তারা আসতে থাকল কেউ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, কারও গালে চাবুকের দাগ, কারও চোখ গেছে উপড়ে; গুলি ছোরাছুরি আর খনি-দুর্ঘটনার দাগ তাদের গায়ে, কেউ কেউ জন্মসূত্রে বিড়ম্বিত। তবে, ক্ষীণজীবী থাকলেও খুব কম।

সুদীর্ঘ যন্ত্রণাকর জীবনের মধ্যে ক্ষীণজীবীরা শেষ হয়ে গেছে। চের্ম-এর বিষণ্ণ সড়কে তাড়িয়ে আনা হয়েছিল যে অযুত অযুত মানুষকে

তাদেরই এই হাজার হাজার এখন অবশিষ্ট আছে। শিলাবৃষ্টি আর তুষারপাতের ভিতর দিয়ে, শীতের ঝঞ্ঝা আর গ্রীষ্মের জ্বালার ভিতর দিয়ে এরা টলতে টলতে সাইবেরিয়ান পথ ধরে এসেছে। পীড়ন-কুঠুরিতে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিষ্পেষিত, পুলিসের তলোয়ারে তাদের মাথার খুলি ফেটেছে। গায়ে কেটে কেটে বসেছে লোহার শিকল। কসাকদের চাবুকে পিঠ ফেটে গেছে, তারা মাটিতে পিষে গেছে কসাকের ঘোড়ার খুরের নিচে।

দেহের মতো তাদের মনও চাবুকে ফেটে গেছে। আইন তাদের পিছনে লেগে থেকেছে ব্লাডহাউন্ডের মতো, তাড়িয়ে নিয়ে গেছে অন্ধকূপে, তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে সাইবেরিয়ার এই ভীষণ উপান্তে, ধরাপৃষ্ঠ থেকে তাড়িয়ে নিয়ে ফেলেছে গহ্বরগুলোর মধ্যে, সেখানে তারা জানোয়ারের মতো খেটে অন্ধকারে কয়লা খোঁড়ে—যাদের আলোয় বসতি তাদের হাতে তা তুলে দেবার জন্যে।

এবার তারা খনিগুলো থেকে বেরিয়ে এসেছে আলোয়। বন্দুক হাতে, বিদ্রোহের লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে তারা ছাড়া পেয়ে এসেছে সড়কে-সড়কে, এগিয়ে চলেছে যেন বিশাল এক পশুপাল—মূর্ত পশুবল। তাদের পথে পড়েছে আমেজী, শৌখিন পারলার-কামরাগুলো—সে এক অন্য জগৎ, তাদের থেকে সহস্র যোজন দূরের বস্তু। এখন আর মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে—তাদের নাগালের মধ্যে। মহাঝড়ে বিধ্বস্ত হবার মতো করে তারা ট্রেনখানাকে এ মাথা থেকে ও মাথা অবধি তছনছ করে দিতে পারে মিনিট তিনেকের মধ্যে। আহা, একটি বারের মতো পরম পরিতৃপ্তিসহকারে গ্রাসের কী সুবর্ণসুযোগ! আর, সেটা এত সহজ! সামনে একটা দ্রুতগতি ঘাত। একটা প্রচণ্ড হানা।

কিন্তু তাদের আচরণে না আছে তাড়া, না আছে উন্মত্ততা। পতাকাগুলোকে মাটিতে পুঁতে তারা ট্রেনখানার সামনাসামনি সমবেত হল অর্ধচন্দ্রাকৃতি-গঠনে—তার কেন্দ্রে ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী। এখন আমরা তাদের মুখগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। রুক্ষ, বেপরোয়া, ঘৃণার রেখায় বিকৃত, মেহনতে মেহনতে অবসন্ন। সবগুলো মুখেই পাপ আর সন্ত্রাসের তাড়নার ছাপ। সবগুলো মুখেই অশেষ ব্যথা আর যন্ত্রণা—সারা পৃথিবীর সুতীব্র বেদনা।

কিন্তু, কী এক অদ্ভুত আভা—আনন্দময় দৃষ্টি তাদের চোখে চোখে। কিংবা, ওটা হয়ত বা প্রতিহিংসার জ্বালা? আঘাতের বদলে আঘাত। আইন তাদের উপর হেনেছে সহস্র আঘাত। এবার কি এল তাদের পালা? সুদীর্ঘ বছরের পর বছরের তিক্ততার প্রতিশোধ নেবে এবার?

সব কমরেড-কয়েদী

আমাদের কাঁধে একখানা হাত লাগল। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম দুজন হোঁৎকা খনি-শ্রমিক। তাঁরা জানালেন, তাঁরা হলেন চের্ম-এর কমিশার। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা পতাকাবাহীদের ইঙ্গিত করতেই আমাদের চোখের সামনে উঠল সেই লাল পতাকা। তার একটিতে বড় বড় হরফে সেই দীর্ঘকালের সুপরিচিত স্লোগান: **'ওঠো, জাগো সর্বহারা! শৃঙ্খল ছাড়া তোমাদের হারাবার কিছু নেই।'** আর একটিতে লেখা: **'সমস্ত দেশের খনি-শ্রমিকের উদ্দেশে আমরা হাত বাড়িয়েছি। সারা পৃথিবীতে আমাদের সমস্ত কমরেডকে জানাই অভিবাদন।'**

কমিশারের চড়া গলায় ঘোষণা হল: 'টুপি নামাও।' আনাড়ীভাবে সবাই টুপি খুলে হাতে নিয়ে দাঁড়াল। তার পরে ধীরে আরম্ভ হল 'আন্তর্জাতিক' সংগীত:

ওঠো জাগো বন্দী বুভুক্ষার
ওঠো হতভাগ্যেরা হীন!
ন্যায় হানে বজ্রের ধিক্কার
আজ নব জন্মের দিন।
আর নয় সনাতনী শৃঙ্খল
ওঠো দাস, বন্ধন আর নাই।
নয়া বনিয়াদে ওঠে দুনিয়া
নগণ্য, সর্বকিছু তোমরাই।

পৃথিবীর দেশে দেশে শহরে নগরে বিশাল মিছিলে মিছিলে মানুষের সারিগুলো থেকে ছড়িয়ে পড়া 'আন্তর্জাতিকের' সুরে পথঘাট মুখরিত হতে শুনেছি। কলেজে কলেজে হলঘর থেকে বিদ্রোহী ছাত্রদের গলা থেকে

শুনেছি এ সুরের প্লাবন। ২,000 সোভিয়েত প্রতিনিধির কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে চারটে সামরিক ব্যাণ্ডের সঙ্গে মিলে 'আন্তর্জাতিকের' সুর তাভ্রিদ প্রাসাদে ধ্বনিত হতে শুনেছি। কিন্তু এইসব গায়কের কেউ দেখতে **'হতভাগাদের'** মতো নয়। তারা হল 'হতভাগাদের' দরদী সহানুভূতিশীল, কিংবা তাদের প্রতিনিধি। কিন্তু, চের্ম-এর এই খনি-শ্রমিক কয়েদীরা নিজেরাই ঠিক 'হতভাগা',—অতি হতভাগা, অধমেরও অধম। হতভাগ্য তাদের বেশবাস, তাদের চেহারা, এমনকি কণ্ঠস্বরেও তারা হতভাগ্য।

তারা গাইল ভাঙা গলায়, বেসুরো গলায়, কিন্তু তাদের গানে আমি অনুভব করলাম যুগযুগান্তের সমস্ত মুহ্যমান মানুষের বেদনা আর প্রতিবাদ: বন্দীর দীর্ঘশ্বাস, সাজা পেয়ে দাঁড়ে-বাঁধা নৌকোর গুণটানা গোলামের বিলাপ, চাকায় বাঁধা ভূমিদাসের গোঙানি, ক্রুশ-খোঁটা আর ফাঁসিকাঠ থেকে ওঠা চিৎকার, দূর সুদূর অতীতের গর্ভ থেকে উৎসারিত অগণিত নির্যাতিতের দুঃসহ যাতনা।

এই কয়েদীরা যেন শতাব্দীর পর শতাব্দীর সমস্ত দুঃখকষ্টের উত্তরাধিকারী। তারা সমাজচ্যুত, সমাজের কঠোর ক্রূর হাতে ক্ষতবিক্ষত, পিষ্ট করে তাদের ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল গহ্বরের অন্ধকারের মাঝে।

এখন সেই গহ্বরের ভিতর দিয়ে উঠল পরাজিতের এই জয়গাথা। সুদীর্ঘকাল অত্যাচারে নীরব করে রাখা মানুষগুলি এবার গান গেয়ে উঠেছে—সে গানে নেই অভিযোগের সুর, সেটা বিজয়ের গান। সমাজচ্যুত আর নয়—এখন তারা নাগরিক। শুধু নাগরিক নয়, আরও কিছু—নতুন সমাজনির্মাতা!

ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে গেছে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কিন্তু তাদের অন্তর উদ্দীপ্ত। রুক্ষ রূঢ় মুখগুলোতে এখন সূর্যোদয়ের আভার ছোপ লেগেছে। নিস্তেজ চোখগুলো জ্বলজ্বল করে উঠছে। বেপরোয়াপনা গিয়ে মুখে ফুটেছে কোমলতা। 'আন্তর্জাতিকের' বিশাল ভ্রাতৃত্বে এক সূত্রে বাঁধা সমস্ত জাতির মেহনতী মানুষের রূপান্তর পরিগ্রহের স্বপ্ন ফুটেছে তাদের চোখে মুখে।

তারা চিৎকার করে উঠল, 'আন্তর্জাতিক জিন্দাবাদ! আমেরিকার শ্রমিক দীর্ঘজীবী হোক!' তারপরে নিজেদের ভিতর থেকে তারা এগিয়ে দিল

একজনকে। অসুরের মতো বিরাটকায় তিনি রীতিমতো একজন জাঁ ভলজ্যাঁ, আর তাঁর অন্তরও জাঁ ভলজ্যাঁরই অন্তর।

তিনি বললেন, 'চের্ম-এর খনি-শ্রমিকদের তরফে আমরা এই ট্রেনের কমরেডদের অভিবাদন জানাচ্ছি! পুরন আমলে সবই ছিল একেবারে অন্য রকমের! দিনের পর দিন এখান দিয়ে রেলগাড়ি চলে যেত, কিন্তু আমরা তার ধারেকাছেও যেতে সাহস পেতাম না। আমরা জানি, আমাদের কেউ কেউ অন্যায় কাজ করেছিল। কিন্তু আমাদের অনেকেরই উপর করা হয়েছে পাশব অন্যায়। ন্যায়বিচার যদি থাকত তাহলে আজ আমাদের কেউ কেউ থাকত এই ট্রেনে, আর এই ট্রেনের কেউ কেউ থাকত খনিগুলোর মধ্যে।

'কিন্তু বেশির ভাগ যাত্রী জানতই না যে খনি রয়েছে বহু। আরামের বিছানাগুলোতে শুয়ে তারা জানত না যে, তার অনেকটা নিচে হাজার হাজার ছুঁচো গাড়িতে তাপ দেবার আর ইঞ্জিনে বাষ্প চড়াবার জন্যে কয়লা খুঁড়ছে। তারা জানত না যে, আমাদের মধ্যে থেকে শত শত জন মরেছে না খেয়ে, বেত খেয়ে, কিংবা ধস-নামা পাথর চাপা পড়ে। জানলেও গ্রাহ্য করে নি। তাদের দৃষ্টিতে আমরা ছিলাম ময়লা, সমাজচ্যুত। তাদের দৃষ্টিতে আমরা আদৌ কিছুই ছিলাম না।

'এখন আমরা সবকিছু! আমরা 'আন্তর্জাতিকে' যোগ দিয়েছি। আজ সমস্ত দেশের শ্রমিকবাহিনীগুলির সঙ্গে একযোগে আমরা ময়দানে নেমেছি। তাদের সবার পুরোভাগে আমরা হলাম অগ্রগামী বাহিনী। আমরা ছিলাম দাস, হয়েছি সবার চেয়ে বেশী মুক্ত।

'কমরেডসব, আমরা চাই শুধু আমাদের স্বাধীনতা নয়—চাই সারা পৃথিবীর সমস্ত শ্রমিকের স্বাধীনতা। তারাও স্বাধীন, মুক্ত না হলে, খনিগুলোর যে মালিকানা আমরা পেয়েছি, খনিগুলো নিজেরা চালাবার যে স্বাধীনতা পেয়েছি সেটা আমরা বজায় রাখতে পারব না।

'সারা পৃথিবীর সমস্ত সাম্রাজ্যবাদীরা ইতিমধ্যেই সাগরপার থেকে লোলুপ হাত বাড়াচ্ছে। একমাত্র সারা পৃথিবীর শ্রমিকের হাতই আমাদের গলা থেকে ঐ হাতের কবল খসিয়ে দিতে পারে।'

আশ্চর্য এই মানুষটির মননশক্তির পরিসর আর অন্তর্দৃষ্টি। কুন্ৎস্ এতই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর নিজের ফেরত-বক্তৃতা আটকে

আটকে যাচ্ছিল। রুশ ভাষায় আমার যেটুকু দখল ছিল সেটা কোথায় চলে গেল! আমাদের মনে হল, গোটা ব্যাপারটায় আমাদের ভূমিকাটা হল নিতান্ত বিবর্ণ, পাংশু। কিন্তু তেমনটা মনে হয় নি এই খনি-শ্রমিকদের। 'আন্তর্জাতিকের' উদ্দেশে জয়ধ্বনি তুলে এবং 'আন্তর্জাতিক অর্কেস্ট্রার' উদ্দেশে আর একটা জয়ধ্বনি তুলে তাঁরা ফাঁকটা বুজিয়ে দিলেন।

চারজন যুদ্ধবন্দী—একজন চেক, একজন হাঙ্গেরীয়, একজন জার্মান, আর একজন অস্ট্রীয়ানের হাতে চারটে বেহালা নিয়ে 'অর্কেস্ট্রা'। পূর্ব রণাঙ্গনে বন্দী হবার পরে তারা এক এক শিবির থেকে অন্য শিবির ফেরতা হয়ে এসে পড়েছিল সাইবেরিয়ায় এই কয়েদী খনিগুলোতে। স্বদেশভূমি থেকে তারা হাজার হাজার মাইল দূরে! মাটির গভীর থেকে আসা এই রাশিয়ান জনগণ থেকে তাদের জাতিবর্গ আর আচার-অভ্যাসের দূরত্ব আরও বেশি। কিন্তু, জাতি, বর্গ আর বিশ্বাস সব ভেঙে পড়েছে বিপ্লবের মুখে। আরও সুদিনে তারা হয়ত বার্লিনে কিংবা বুদাপেস্তে কোন বাগানের আলোয় অনুষ্ঠিত সংগীত-উৎসবে যেমনটি বাজাত, ঠিক সেইভাবেই বাজায় এখানে এই অন্ধকূপে, তাদের সঙ্গী কয়েদী খনি-শ্রমিকদের জন্যে। তাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত উদ্দীপ্ত ভাবাবেগ সঞ্চারিত হয় তাদের বেহালাগুলির তারে তারে, আর শ্রোতাদের হৃদয়-বীণে।

খনি-শ্রমিক, সংগীতকার আর আগন্তুক, টিউটন, স্লাভ আর আমেরিকান, সব মিলিয়ে গোটা আসর এক সমগ্র সত্তায় পরিণত হল। কমিশারেরা আমাদের অভিবাদন জানাতে এগিয়ে আসতেই সমস্ত বাধবাধা সরে গেল। পাইল-ঠাসা শ্রমিকের মতো মুঠিওয়ালা বিশালকায় একজন এসে আমাদের হাত তুলে নিলেন নিজের হাতের মধ্যে। দু'বার তিনি কিছু বলবার চেষ্টা করলেন—দু'বারই তাঁর গলা ধরে গেল। ভ্রাতৃত্বের হৃদয়াবেগ কথায় প্রকাশ করতে না পেরে তিনি হঠাৎ হাতের একটা প্রচণ্ড চাপ দিয়ে সেটা জানিয়ে দিলেন। সে চাপটা আমি এখনও অনুভব করি।

চের্ম-এর মান-সম্মানের খাতিরে এখানকার এই প্রথম জন-অনুষ্ঠানটি যথাবিধি পরিচালিত হয় এটাই তিনি বিশেষভাবে চাইছিলেন। নিশ্চয়ই অতীতের কোন অনুষ্ঠানের কথা ভেবে তাঁর মনে পড়েছে সেদিন কর্মসূচীর

মধ্যে ছিল বক্তৃতা ছাড়াও উপহার-দেওয়া। কিছুক্ষণের জন্যে কোথায় চলে গিয়ে তিনি ছুটতে ছুটতে ফিরলেন, তাঁর হাতে দুটো ডিনামাইট—আমেরিকানদের জন্যে চের্ম-এর উপহার। আমরা দ্বিধা করলাম, আপত্তি জানালাম। কিন্তু তিনি জিদ ধরলেন। তখন আমরা বললাম, কোথাও আচমকা কোন সংঘর্ষ ঘটলে ডিনামাইটের সঙ্গে প্রতিনিধিরাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে, সেটা হবে 'আন্তর্জাতিকের' ক্ষতি। জনতার ভিতর দিয়ে হাসির রোল উঠল। প্রকান্ড একটি শিশুর মতো তিনি মর্মাহত হলেন, কিছু বুঝতে পারলেন না। তারপরে তিনিও হাসলেন।

দ্বিতীয় বেহালাবাদক, ভিয়েনার নীল-চোখ মানুষটি হাসছিলেন সর্বক্ষণ। নির্বাসন তাঁর কৌতুকপ্রিয়তা নিবিয়ে দিতে পারে নি। আমেরিকান অতিথিদের সম্মানে তিনি বাজাতে চাইলেন **আমেরিকান জ্যাজ**। সেটা তিনি বাজালেন; তার আগে, কিংবা তার পর থেকে আর কখনও এমন সম্মোহনী সুতার সংগীত আমি শুনি নি। যেমন বেহালার ছড় দিয়ে, তেমনি, দু' পা আর বাহু দিয়ে, ঘুরে ঘুরে, সামনে পিছনে ফিরে ফিরে নেচে নেচে বাজিয়ে তিনি জনতাকে বড় আনন্দ দিলেন।

শেষে রেলের ঘণ্টার ঝনঝন আওয়াজে আমাদের প্রীতিসভা শেষ হল। আর এক দফা করমর্দনের পরে আমরা ট্রেনে উঠতে উঠতে অর্কেস্ট্রায় সুর উঠল:

আজ এই অন্তিম সংঘাত —
যে যার ঘাঁটিতে দাঁড়াও সাথী।
এই আন্তর্জাতিক
হবে হবে গোটা মানবজাতি।

এই সভার না ছিল গরিমা, না ছিল কোন বাহ্য জৌলুস। এটা ছিল একটানা শ্রীহীন, তাতে কোন ছেদ ছিল না—শুধু একটা জিনিস ছাড়া, সেটা হল এর বিপুল প্রাণশক্তি। এটা হল বিপ্লবের কর্মোদ্যমের একটা উম্ঘাটন। সভ্যতার পরিত্যক্ত এই অন্ধকূপে—অধম হতভাগ্যদের এই বাসভূমিতেও বিপ্লব তূরী-নিনাদের মতো এসে এখানকার জীবন্তের কবরগুলোকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। সেখান থেকে তারা বেরিয়ে এসেছে,

তখন তারা নয় রক্তচক্ষু, তখন লালা গড়াচ্ছে না তাদের মুখ দিয়ে, ছোরা উদ্যত নয় তাদের হাতে—তারা এসেছে সত্য আর ন্যায়ের দাবিদার হয়ে, কণ্ঠে নিয়ে সংহতির গান, আর নতুন দুনিয়ার মূলমন্ত্র লিখে পতাকায় পতাকায়।

দেশান্তরীরা অনড়

এসবের কোন ক্রিয়া ঘটল না দেশান্তরীদের উপর। নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থের বর্ম ভেদ করে ঔৎসুক্যের একটা রশ্মিকেও তারা ঢুকতে দিল না। তাদের আগে ছিল ভয় আর আশঙ্কা — এখন তার জায়গায় এল টিটকারি।

'এই হল বলশেভিকবাদ! এই বলশেভিকবাদে জেল-ঘুঘুরা হয় রাজপুরুষ। অপরূপ দৃশ্য বটে! কয়েদীরা খনিতে কয়লা না খুঁড়ে টহল দিচ্ছে রাস্তায় রাস্তায়। এই তো বিপ্লব আমাদের দিয়েছে!'

আমরা বললাম, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে এসেছে অন্যান্য জিনিস: শৃঙ্খলা, সংযম আর শুভেচ্ছা। সে সব দেশান্তরীদের নজরে আসে না। দেখতে তারা চায়ই না।

তারা হেসে বলে, 'সে শুধু ক্ষণিকের ব্যাপার। উত্তেজনা কেটে গেলেই ওরা আবার চুরি, মদ্যপান আর খুন-রাহাজানিতে মেতে উঠবে।' দেশান্তরীদের কাছে এসবই বড়জোর একটা সাময়িক উচ্ছ্বাস, যেটা আমাদের ট্রেনখানারই সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যাবে।

শত শত বড় বড় মলিন হাত আমাদের বিদায় জানাচ্ছিল—আমরাও কামরার সিঁড়ি দিয়ে ঝুঁকে হাত নেড়ে বিদায় নিলাম। অনেকক্ষণ আমরা সে দৃশ্য থেকে চোখ ফেরাতে পারি নি। শেষ নজর অবধি আমরা দেখলাম সেই কনকনে ঠান্ডা হাওয়ায় চের্ম-এর মানুষগুলি তখনও খালি-মাথা, দেখলাম 'জাঁ ভলজ্যাঁর' বাহুর তালে তালে ওঠা-নামা, সেই লাল পতাকা যাতে রয়েছে **'সারা পৃথিবীতে আমাদের সমস্ত কমরেডকে জানাই অভিবাদন'**, আর তখনও ট্রেনের দিকে প্রসারিত বাহু। তারপরে ধুলো আর দূরত্বের মধ্যে সে দৃশ্য মিলিয়ে গেল।

. . . .

এর দু' বছর পরে, চের্ম-এ কাজ করে এবং সেখানে বিপ্লবের ক্রিয়াকলাপ দেখে জো রেডিং ডেট্রয়েট ফিরেছিলেন। তিনি বিপ্লবের স্থায়ী প্রভাবগুলির বিবরণ দিয়েছেন। চুরি আর খুন আর হয় না বললেই হয়। রাগে গরগর করত যে সব জানোয়ার তারা মানুষ হয়ে গেল। শৃঙ্খল থেকে সবে মুক্তি পেলেও তারা সোভিয়েত বাহিনীর লোহার মতো কঠোর শৃঙ্খলা মেনে নিয়েছে। পুরন আইনের আমলে বিধি-ব্যবস্থার অবাধ্য তারা হয়ে উঠেছে নতুন বিধি-বিধানের রচয়িতা আর তার রক্ষক। যাদের নিজেদের বহু অন্যায় কাজের কথা ভেবে আজ অনুশোচনা করতে হয় তারা এখন সারা পৃথিবীর সমস্ত অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে দাঁড়িয়েছে। কর্মোদ্যম ঢেলে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্যে তারা বড় বড় কর্মসূচী হাতে নিয়েছে; তাদের অন্তর-মন আলোকিত হয়ে উঠেছে বিপুল সুন্দর সব স্বপ্নে।

যারা ধনী আর বিশেষ-সুবিধাভোগী, বিলাস-কক্ষে যাদের বাস, কিংবা রেলগাড়ির পারলার কামরায় যারা চলাফেরা করে, তাদের দৃষ্টিতে বিপ্লব হল সন্ত্রাস আর বিভীষিকার ব্যাপার। তাদের দৃষ্টিতে বিপ্লব হল খৃষ্টদ্রোহী। কিন্তু যারা অবজ্ঞাত, অধিকার থেকে বঞ্চিত, তাদের কাছে বিপ্লব হল যেন ত্রাণকর্তা মেসসায়্যা, যে এসেছে 'গরিবের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে, বন্দীদের মুক্তির ঘোষণা করতে, আর যারা ক্ষতবিক্ষত তাদের সুস্থ করে দিতে'। দস্তোয়েভস্কির কয়েদী আর বলতে পারে না, 'আমরা বেঁচে আছি, কিন্তু জীবন্ত নই। আমরা মৃত, কিন্তু কবরে নই'। 'মৃতের সংসারে' বিপ্লব সেই 'পুনরুত্থান'।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ভ্লাদিভস্তক সোভিয়েত এবং তার নেতারা

সীমা-পরিসীমা আছে নাকি বিপ্লবের? থাকলে সেটা কী?

শহর-নগরের শ্রমিক বিপ্লব উৎসারিত করল, দেখলাম সে বিপ্লব প্রবেশ করল গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে, নিচের তলার, আরও নিচের তলার সব মানুষের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হল। চের্ম-এর কয়েদীরাও যখন এল এর

আওতায় তখন বিপ্লব পৌঁছল একেবারে তলে। খাড়াখাড়ি ঢুকবার আর কোন জায়গা নেই। কিন্তু, অনুভূমিক পরিসরে বিপ্লবের বিস্তার কত দূর? সেখানে, আটলাণ্টিকের পাড়ে পাড়ে যেমনটি, ঠিক তেমন শক্তিতেই কি বিপ্লবের বিস্তার ঘটেছে এখানে, প্রশান্ত মহাসাগরের পাড়ে এই সুদূরবর্তী এলাকাগুলিতেও? রাশিয়ার হৃৎপিণ্ডে যেমনটি তেমনি প্রবলভাবেই কি বিপ্লবের স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে এই উপান্তগুলিতে?

সোভিয়েতের দুনিয়ায় আমরা বড় বড় ধীরপ্রবাহী উত্তরাভিমুখী নদীগুলো পার হয়ে চলেছি, চলেছি উরাল পর্বতমালা পার হয়ে, তায়গা বনভূমি আর স্তেপভূমিগুলির ভিতর দিয়ে। রেলের শ্রমিক-কর্মচারী আর খনি-শ্রমিকদের কাছে শুনেছি তাদের সব সোভিয়েতের কথা; কৃষকেরা আর জেলেরা সব লাল পতাকা নিয়ে এসে অভিবাদন জানিয়ে তাদের সোভিয়েতগুলির কথা আমাদের বলেছে। মধ্য সাইবেরিয়া সোভিয়েত আর দূরপ্রাচ্য সোভিয়েতের সঙ্গে আমাদের বৈঠক হয়েছে। গোটা এই আমুর অঞ্চলের সর্বত্রই ছিল সব সোভিয়েত। এখন ট্রেন থেকে ভ্লাদিভস্তকে নেমে দেখলাম, সাত হাজার মাইল দূরে পেত্রগ্রাদে যে সোভিয়েত থেকে এসেছি তারই একটি প্রতিরূপ রয়েছে এখানে।

ছ' মাসে রাশিয়ার মাটির গভীরে শিকড় বসিয়ে সোভিয়েত সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে দূর করে, প্রত্যেকটি আক্রমণের ধাক্কা প্রতিহত করে এখন একচ্ছত্রাধিপত্য বিস্তার করে আছে উত্তরে সুমেরু মহাসাগর থেকে দক্ষিণে কৃষ্ণ সাগর অবধি, বল্টিক সাগরের নিকটবর্তী নার্ভা থেকে এখানে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে ভ্লাদিভস্তকের শৈলান্তরীপ অবধি।

ভ্লাদিভস্তক নগরীটি গড়া পাহাড়ের উপরে। রাস্তাগুলো উঁচু পার্বত্য পথেরই মতো খাড়াই। তবে, **দ্রশ্‌কি**তে একটা অতিরিক্ত ঘোড়া জুতে আমরা পেত্রগ্রাদের সমতল কাঠ-বাঁধানো রাস্তায় যত বেগে চলতে পেরেছি তত বেগেই চলতে পারলাম এখানকার পাথর-বাঁধানো রাস্তাগুলো দিয়ে। প্রধান রাস্তা স্‌ভেৎলানস্কায়া পাহাড়ের পারাপারি ভাঁজে ভাঁজে বিস্তৃত, তার পাশে পাশে ফরাসী আর ইংরেজদের ব্যবসার প্রতিষ্ঠানগুলি, ইণ্টারন্যাশনাল হারভেস্টার, আর রাশিয়ার নতুন শাসক শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত এবং বলশেভিক পার্টির নগরী কমিটির বাড়ি।

চারিদিকে সমস্ত পাহাড় থেকে যেন ভ্রূকুটি করে সহরের দিকে চেয়ে রয়েছে বিরাট বিরাট কেল্লা, কিন্তু সেগুলো পায়রাখুপরিরই মতো নিরীহ। যুদ্ধের প্রথম দিনগুলিতেই এই কেল্লাগুলোকে নিরস্ত্র করে বড় বড় কামানগুলোকে পাঠানো হয়েছিল পূর্ব রণাঙ্গনে। রক্ষা-ব্যবস্থাবিহীন এই নগরীর ভিতরে প্রসারিত রয়েছে একটা অদ্ভুত জল-জিহ্বা—নাম সুবর্ণ শৃঙ্গ। মিত্রপক্ষের অনাহূত যুদ্ধ-জাহাজগুলো এখানে এসে নোঙর ফেলেছিল। যে দেশান্তরীরা পালাচ্ছিল তাদের কাছে সাইবেরিয়ার ভিতর দিয়ে দীর্ঘ যাত্রাশেষে ঐ যুদ্ধ-জাহাজগুলোর ঝাণ্ডাগুলি ছিল বড় মনোরম দৃশ্য। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তারা এখানে বসবাস করতে লেগেছিল। তারা ভেবেছিল বিপ্লবটা শেষ হয়ে যাবে শিগগিরই। তখন ফিরে তারা রাশিয়ায় তাদের আগের জীবনে আবার প্রতিষ্ঠিত হবে।

দেশান্তরীদের আশ্রয়-নগরী

উৎখাত হওয়া জমিদার, প্রাক্তন অফিসার আর ফাটকাবাজেরা এ নগরীতে গিজগিজ করছে। জমিদারি, ভৃত্যবাহিনী আর চলে যাওয়া দিনগুলোর অলস পানভোজনের স্বপ্ন দেখে ঐ জমিদারেরা। অফিসারেরা তাদের আগের আমলের শৃঙ্খলার গল্প করে: সৈনিকেরা তখন তাদের সামনে নর্দমায় লাফিয়ে পড়ে সালাম ঠুকে কাঠের মতো দাঁড়িয়ে গালে মার খেত। ফাটকাবাজেরা অধীর হয়ে দিন গোণে কবে সেই শতকরা ৫০, ১০০ আর ৫০০ ভাগের যুদ্ধ-মুনাফাখোরি আর দেশভক্তবাজির বড় সুখের দিনগুলো আবার ফিরে আসবে। ঝকমকে সেই বিপুল ঐশ্বর্যের দিনগুলো আর নেই। অফিসারদের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা আর জমিদারদের সুখস্বপ্নগুলোর সঙ্গে সে দিনগুলোকেও বিধ্বস্ত করে দিয়েছে বিপ্লব।

বাইরে যাবার বন্দর হিসেবে ভ্লাদিভস্তক চলে-আসা সব দেশান্তরীতে ভরতি। তেমনি, ঢুকবার বন্দর হিসেবে নগরী ভরতি হয়েছে মিত্রশক্তির আগন্তুক পুঁজিপতিদের দিয়ে। ওধারে রয়েছে 'সোনার লংকা' এল ডোরাডো—তার চাবিকাঠিখানা হল এই নগরী। সাইবেরিয়ার অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ আর শ্রম-বল অঢেল—তাই, একখানা চুম্বক পাথরেরই

মতো সাইবেরিয়া পৃথিবীর সমস্ত জায়গা থেকে পুঁজির প্রতিনিধিদের আকর্ষণ করছিল। চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল সম্ভাবনার লোভে তারা একেবারে পালে পালে আসছিল লণ্ডন আর টোকিও থেকে, প্যারিস বুরস আর ওঅল-স্ট্রীট থেকে।

তবে কিনা, তারা দেখল, তাদের এবং মেছোঘেরি, সোনার খনিগুলো আর বনভূমিগুলোর মাঝখানে রয়েছে একটা প্রকাণ্ড বাধা। সেটা হল সোভিয়েত। রাশিয়ার শ্রমজীবী মানুষ রাশিয়ার পুঁজিপতিদের হাতে শোষিত হতে অস্বীকার করেছে, সঙ্গে সঙ্গে, বৈদেশিক ব্যাংকারদের স্বার্থে তার রক্ত আর ঘর্ম অজস্র মুনাফায় পরিণত করতে সে অস্বীকার করেছে। সমস্ত শোষকের বিরুদ্ধে এই অস্বীকৃতির হাতিয়ার হল সোভিয়েত।

রাশিয়ার বুর্জোয়াদের মতো একই বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হয়ে মিত্রশক্তিগুলোর শোষকদের প্রতিক্রিয়াও হল সেই একই রকমের। রাশিয়ার বুর্জোয়ারা সোভিয়েত আর তাদের সদস্যদের দেখত রক্তবীজের ঝাড় হিসেবে; মিত্রশক্তিগুলির শোষকেরা তাই তাদের ঐ রুশী ভাইদের কুৎসা আর প্রলাপগুলোতে সাগ্রহে কান দিল।

মিত্রশক্তিগুলির সব কনসাল, অফিসার, ওয়াই. এম সি. এ'র লোক আর গোয়েন্দারা থাকত, চলাফেরা করত, তাদের সমগ্র সত্তাকে বজায় রাখত বহুলাংশে ঐসব মহলের মধ্যেই। তার বাইরে তারা যেত কদাচিৎ। তারা ছিল বিপ্লবী রাশিয়ায়, কিন্তু বিপ্লবের সঙ্গে কোন সংস্পর্শই তাদের ছিল না। সেটা স্বভাবতই। কৃষক আর শ্রমিকেরা ফরাসী কিংবা ইংরেজি জানত না, তেমনি ভালভাবে বেশবাস করতে, কিংবা ডিনার ফরমাইস করতেও তারা জানত না।

মিত্রপক্ষীয় মহলগুলির হাতে কোন 'তথ্যই' ছিল না এমন নয়। তাদের রাশিয়ান বুর্জোয়া বন্ধুদের কাছে এবং নিজেদের সব বদ্ধধারণা মারফত তারা 'তথ্য' পেত। খুবই সোজাসুজি এবং মতান্ধতার বশবর্তী এইসব 'তথ্য' এমনিসব বুলি মারফত চালু ছিল:

'প্রধানত প্রাক্তন অপরাধীদের নিয়েই সোভিয়েত গড়া।'

'বলশেভিকদের পাঁচ ভাগের চার ভাগ ইহুদী।'

'এই বিপ্লবীরা আসলে সব ডাকাত ছাড়া কিছু নয়।'

‘লাল ফৌজ সব ভাড়াটিয়া সৈনিকের ফৌজ, একটা গুলির আওয়াজ শুনলেই তারা পালাবে।’

‘নিরক্ষর, অজ্ঞ জনগণ প্রভাবিত হয়েছে তাদের নেতাদের দিয়ে, এবং তাদের নেতারা সব দুর্নীতিপরায়ণ।’

‘জারের হয়ত দোষ ছিল, কিন্তু রাশিয়ায় শক্ত হাতে শাসন চালাবার দরকার আছে।’

‘সোভিয়েত তো টলমল করছে—বড়জোর দু’ সপ্তাহের বেশি টিকবে না।’

খুব ভাসাভাসাভাবে খোঁজখবর নিলেও এসব কথার মিথ্যা ধরা পড়ে যায়। তবে, সেখানে কেউ তোতা পাখির মতো ঐ বুলিগুলো আউড়ে গেলেই সেটা তার গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় হয়ে যেত।

তার সঙ্গে যে এই কথাটা জুড়ে দিত পারত — ‘লেনিন আর ট্রৎস্কি সম্বন্ধে আর যে যা বলুক, আমি গ্রাহ্য করি নে — আমি জানি তারা জার্মানদের গুপ্তচর’, তাকে হিম্মৎওয়ালা মানুষ বলে, গণতন্ত্রের যথার্থ সৈনিক বলে সাধুবাদ করা হত।

আসল ব্যাপারটা বুঝতে আগ্রহশীল সৎ মানুষও কিছু কিছু ছিল। এশিয়াটিক স্কোয়াড্রনের অমায়িক সেনাপতিটি একটু অবিবেচনার বশবর্তী হয়েই তাঁর নিজ মূল জাহাজ ‘ব্রুকলিন’এ আমাকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মিথ্যার চক্রটাকে ভেঙে বেরিয়ে জানবার জন্যে আমেরিকান কনসালও খুব চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওয়াশিংটন থেকে খবর না আসা পর্যন্ত তিনি আমার পাসপোর্টে ভিজা দেন নি অনেক দিনের মধ্যে। ফলে, সাত সপ্তাহ আমি ভ্লাদিভস্তকে আটক হয়ে পড়ে ছিলাম।

শ্রমিক আর কৃষকদের প্রতি সহানুভূতির কথা আমি ক্রমাগত বেশি বেশি স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে থাকায় বুর্জোয়ারা আমার প্রতি ক্রমাগত বেশি মাত্রায় শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠল। এখন সোভিয়েতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মধ্যে পড়ে আমি সোভিয়েতের কাজকর্ম লক্ষ্য করবার এবং তাতে শরিক হবার সুযোগ পেলাম; তেমনি, সোভিয়েতের অনেকেরই সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হল।

এ'দের মধ্যে প্রথম হলেন কনস্তান্তিন সুখানভ। মার্চ বিপ্লব যখন আরম্ভ হয় তখন তিনি ছিলেন পেত্রগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যাচারাল হিস্টরি বিভাগের ছাত্র। চটপট তিনি ভ্লাদিভস্তকে ফিরে এসেছিলেন — তখন তিনি মেনশেভিক। কর্নিলভ-কান্ডের পরে তিনি বলশেভিক হন এবং বিশেষ আগ্রহশীল বলশেভিকই হন। লোকটি দেখতে খাটো, কিন্তু কর্মোদ্যমে বিরাট। তিনি খাটতেন সারা দিন-রাত, মাঝে মাঝে সোভিয়েতের কার্যালয়ের উপরে একটা ছোট কামরায় একটু চোখ বুজে নিতেন এবং তখনও তিনি যে-কোন মুহূর্তে লাফিয়ে উঠে ঘোড়ায় চড়তে কিংবা টাইপরাইটার নিয়ে বসতে প্রস্তুত থাকতেন। সব সময় তাঁর মুখে লাগত টান-টান চিন্তার রেখা, কিন্তু প্রায়ই তিনি হো-হো করে হেসে উঠতেন এবং সে হাসি ছিল সংক্রামক। তাঁর কথা-বক্তৃতা ছিল সংক্ষিপ্ত আর জোরালো — এক এক সময়ে জ্বালাময়ী। তবে, ভ্লাদিভস্তকের মতো বারুদের স্তূপের মধ্যে নিছক উত্তেজনা দেওয়ায় কাজ হতে পারত না। শত্রুরা সোভিয়েতকে অনেক সময়ে কৌশলে খেলিয়ে বেকায়দায় ফেলেছে, এবং দক্ষতা আর কৌশল-বলে তিনি তার থেকে সোভিয়েতকে উদ্ধার করেছেন।

সুখানভ প্রত্যেকেরই, এমনকি অতি প্রচন্ড রাজনীতিক প্রতিপক্ষীয়দেরও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন, তাই তিনি সোভিয়েতের সভাপতি নির্বাচিত হন। এইভাবে, প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে এবং প্রাচ্য দুনিয়ায় বলশেভিক আন্দোলন যে বর্ষাফলকটিকে চেপে ধরল তার সুক্ষ্মাগ্রভাগ হলেন সুখানভ। ২৪ বছর বয়সেই তাঁর সামনে যেসব কাজ পড়ল সেগুলো করতে যে-কোন পাকা কূটনীতিকেরও হিমসিম খেয়ে যেতে হত।

তবে, রাষ্ট্রনীতি ছিল তাঁর রক্তে। তাঁর বাবা পুরন আমলে ছিলেন একজন কর্মকর্তা; বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করবার ভার ছিল তাঁর উপর। তিনি দেখলেন জারের বিরুদ্ধে যারা চক্রান্ত আঁটছে তাদের মধ্যে রয়েছে তাঁর নিজের মেয়ে এবং তাঁর ছেলে কনস্তান্তিন। কনস্তান্তিন গ্রেপ্তার হল। নির্দয় এবং বিদ্বেষপরায়ণ এই বাপ আদালতে টেবিলের ওধার থেকে ছেলের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

মহিমাময় সম্রাট জার দ্বিতীয় নিকোলাসের কল্যাণে বড় সুখানভ বসেছিলেন হাকিমের আসনে, তখন তাঁর মঞ্চের পিছনে ছিল স্বৈরতন্ত্রের সাদা-নীল-লাল পতাকা। আমরা যখন ভ্লাদিভস্তকে পোঁছলাম তখন তার জায়গায় উড়েছে বিপ্লবের লাল ঝান্ডা। আর তখনও বিচারকের আসনে দেখতে পেলাম একজন সুখানভকে। এবার কিন্তু ছেলে সুখানভ, কনস্তান্তিন, রাশিয়ার সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের শ্রমিক, কৃষক এবং নাবিক নাগরিকদের প্রজাতান্ত্রিক মহিমার কল্যাণে তিনি এখন ভ্লাদিভস্তক সোভিয়েতের সভাপতি।

বিপ্লব অনেক রকমের অদ্ভুত ওলটপালট করেছে বটে। ছোট সুখানভ যেমন জারের শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন, ঠিক তেমনিই এখন সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত থেকে ধরা পড়লেন সেই বড় সুখানভ। আর একবার আদালতের টেবিলের দু'পাশ থেকে মুখোমুখি হলেন সেই দুজন: ছেলের বিরুদ্ধে বাপ, বিপ্লবীর বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী, সমাজতন্ত্রীর বিরুদ্ধে রাজতন্ত্রী। তবে, এবার বিচারপতি ছেলে, আর আসামী হল বাপ। মাত্র একবারই কনস্তান্তিন সুখানভ বিপ্লবী কর্তব্যে অবহেলা করলেন। বাবাকে তিনি কারাদন্ড দিলেন না!

সিবিরৎসেভ নামে ছাত্রটি ছিলেন সুখানভের সব সময়কার সহকারী। আরও ছিলেন তিনটি ছাত্রী (**কুরসিস্ৎ**)—জোয়া স্তানকোভা, তানিয়া সিভিলিয়ভা এবং জোয়া সেক্রেতেভা, যথাক্রমে বলশেভিক পার্টি, অর্থ বিভাগ এবং 'কৃষক ও শ্রমিক' সোভিয়েত মুখপত্রের সচিব তাঁরা এবং যথাক্রমে একজন অফিসার, একজন পাদ্রি এবং একজন সওদাগরের মেয়ে। তাঁরা নিজেদের বুর্জোয়া জীবন সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন, প্রলেতারিয়ানদের সঙ্গে তাঁরা একাত্ম হয়ে গেছেন। তাঁদের আয়ও ছিল প্রলেতারিয়ানদের হারে, তাঁরা চিন্তাও করতেন প্রলেতারিয়ানদের ধারায়, থাকতেন প্রলেতারিয়ানদের মতো। আসবাববিহীন দুটো কামরা নিয়ে এখন তাঁদের বাড়ি — সেটাকে তাঁরা বলেন 'কমিউন'। বিছানা হিসেবে তাঁদের ছিল সৈনিকের খাটিয়া, তাতে স্প্রীংয়ের বদলে তক্তার উপরে খড়ের গদি।

রাশিয়ার ছাত্র ঐতিহ্যের সঙ্গে এই ছাত্রছাত্রীদের ঠিক মানায়। এক

রাত্রে রুশ ভাষায় কথা বলবার চেষ্টার কষ্টে আমার জিবে আর মাথায় গিঁট পাকিয়ে আসতে থাকলে সিবিরৎসেভ বললেন, 'আমরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে এসেছি, আমরা লাতিনে কথাবার্তা চালাতে পারি!' কিন্তু ডিপ্লোমায় লেখা লাতিনটুকুও পড়তে পারে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক'জন ছাত্র? আর, এই রাশিয়ান ছাত্রছাত্রীরা লাতিনে কথা তো বলেনই, কিন্তু শুধু তাই নয়, লাতিনে কবিতা লিখেও পেশ করলেন আমার অনুমোদনের জন্যে। আমি রুশ ভাষার দোহাই দিয়ে কৌশলে পশ্চাৎপসরণ করলাম।

সাধারণ মেহনতীদের ভিতর থেকে নেতা

এই ছাত্রছাত্রীরা ছাড়া ভ্লাদিভস্তক সোভিয়েতের সমস্ত সদস্যই শ্রমজীবী — মেকানিক, ডক-শ্রমিক, রেল-শ্রমিক, ইত্যাদি। কিন্তু এরা হল রাশিয়ান শ্রমজীবী; হাতুড়ি, কাস্তে আর কুড়ুল ব্যবহার করবার সঙ্গে সঙ্গে এরা ব্যবহার করেছে মাথাও। সে জন্যে জারের বজ্রমুষ্টি নেমে এসেছিল এদের উপর। কেউ কেউ জেলে গেছে, আবার কেউ কেউ নির্বাসনে ঘুরেছে পৃথিবীময়।

বিপ্লবের ডাকে তারা ফিরল নির্বাসন থেকে। অস্ট্রেলিয়া থেকে এলেন উৎকিন আর ইওর্দান — তাঁরা ইংরেজী বলেন; নেপ্‌ল্‌স থেকে এলেন আন্তোনভ — তিনি বলেন ইতালির ভাষা।

মেলনিকভ, নিকিফরভ আর প্রমিন্‌স্কি যখন জেলের কুঠুরি থেকে বেরিয়ে এলেন তখন তাঁরা ফরাসী বলতে পারেন। এই ত্রয়ী জেলখানাটাকে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করেছিলেন। তাঁরা গণিতে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করে এখন ক্যালকুলাসে বিশেষজ্ঞ এবং গ্রাফ তৈরি করতে পারেন ঠিক বিপ্লবের নক্সা তৈরির দক্ষতায়।

সাত বছর তাঁরা এক-সূত্রে বাঁধা হয়ে গিয়েছিলেন জেলে। এখন তাঁরা মুক্ত — যেতে পারেন যে যার পথে। কিন্তু সুদীর্ঘ বছরের পর বছরের কঠোরতা তাঁদের অন্তরে অন্তরে যে বাঁধন গড়ে তুলেছে সেটা তাঁদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে জড়ানো লোহার শিকলের চেয়ে ঢের বেশী মজবুত। মৃত্যুমুখে

তাঁরা ছিলেন একত্রে — এখন জীবনে তাঁদের ছাড়াছাড়ি হতে পারে না। মনে কিন্তু তাঁরা ছিলেন খুবই বিভিন্ন; যে যার প্রতিদ্বন্দ্বী মতবিশ্বাস পরস্পরের কাছে তুলে ধরতেন প্রচণ্ড উদ্যমে। তবে, তত্ত্বক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যেকার দূরত্ব যতই হোক না কেন, কর্মক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন একটি ইউনিট। মেলনিকভের পার্টি তখন সোভিয়েতকে সমর্থন করত না, কিন্তু তাঁর কমরেড দুজন সোভিয়েতকে সমর্থন করতেন। কাজেই, তিনিও তাঁদের সঙ্গে সোভিয়েতের কাজে লাগলেন। তাঁকে ডাক-তারের কমিশারের পদ দেওয়া হয়েছিল।

নিজের ভিতরে মেলনিকভকে বড় বড় লড়াই চালাতে হয়েছে — তাতে মুখে পড়েছে গভীর গভীর রেখা, আর চোখদুটো কোটরে বসেছে। কিন্তু তা সব অতীতের ব্যাপার, এখন বিজয় আর মহা প্রশান্তি ফুটেছে সে-মুখে। তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করে, আর সব সময়েই একটু হাসির ছটা লেগে থাকে তাঁর ঠোঁটে। অবস্থা যত খারাপ হয় তাঁর হাসিটুকু ফোটে তত বেশি।

বুদ্ধিজীবীমহল থেকে সোভিয়েত সাহায্য পেয়েছে সামান্যই। শ্রমজীবীরা তাদের কর্মসূচী সম্পূর্ণ না বদলানো অবধি তারা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে বয়কট চালিয়ে যাবে বলে ঘোষণা করে প্রকাশ্য সভায় অন্তর্ঘাতের কর্মনীতি ঘোষণা করল।

তাতে তীব্র কঠোর বিদ্রূপ-বাণে মুখের মতো জবাব দিলেন একজন খনি-শ্রমিক, 'জ্ঞান আর দক্ষতার বড়াই করেন আপনারা! কিন্তু কাদের কল্যাণে পেলেন সেটা? পেয়েছেন তো আমাদেরই কল্যাণে। পেয়েছেন আমাদের ঘাম আর রক্তের দামে। ইস্কুলে বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনারা বসে বসে থেকেছেন দেরাজে-দেরাজে, আর তখন আমরা দাসের মতো মেহনত করেছি খনির আঁধারে আর কলের ধোঁয়ার মধ্যে। এখন আপনাদের বলছি আমাদের সাহায্য করবার জন্যে — আর আপনারা আমাদের বলছেন, — তোমাদের কর্মসূচীটা ছেড়ে আমাদেরটা ধরো, তখন তোমাদের সাহায্য করব। তাতে আমরা বলছি,—আমরা আমাদের কর্মসূচী ছাড়ব না। আমরা চলব আপনাদের ছাড়াই।'

কী চূড়ান্ত দুঃসাহস এই শ্রমজীবীদের! সরকারের কাজে সব শিক্ষানবীশ, অথচ যে অঞ্চলের প্রশাসন তারা হাতে নিচ্ছে সেটা আয়তনে

ফ্রান্সের সমান, সম্পদে ভারতেরই মতো, অগণিত সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত তাদের পায়ে-পায়ে, আর হাজার কাজের মোকাবিলা করবার দায়িত্ব তাদের হাতে!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

স্থানীয় সোভিয়েত কাজে লাগল

বিন্দুমাত্র রক্তপাত না করেই ভ্লাদিভস্তক সোভিয়েত ক্ষমতা দখল করেছিল। সেটা সহজই হল। কিন্তু এখন হাতে যা সব কাজ সেগুলি কঠিন — ভীষণ কঠিন আর জটিল।

প্রথমেই আর্থনীতিক সমস্যার মোকাবিলা করতে হল। যুদ্ধ আর বিপ্লবের দরুন শিল্প বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, সৈনিকেরা ফিরে এসেছিল ঘরে, লকআউট চালাচ্ছিল মালিকেরা — ফলে, বেকারের ভিড় লেগে গিয়েছিল রাস্তায় রাস্তায়। এই বেকারি যে কী বিপদের হতে পারে সেটা বুঝে সোভিয়েত কলকারখানাগুলোকে খুলতে আরম্ভ করল। ব্যবস্থাপনা দেওয়া হল শ্রমিকদেরই হাতে, আর সোভিয়েত থেকে দেওয়া হল ক্রেডিট।

নেতারা স্বেচ্ছায় নিজেদের মজুরি কম করে বেঁধে নিলেন। সোভিয়েতের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির ডিক্রি অনুসারে যে-কোন সোভিয়েত কর্মকর্তার সর্বোচ্চ মজুরি বেঁধে দেওয়া হল মাসে ৫০০ রুবল। দূর প্রাচ্যে দামের মান নিচু হওয়ায় কমিশারেরা নিজেদের মজুরি বেঁধে দিয়েছেন মাসে ৩০০ রুবল। এরও পরে কেউ তার চেয়ে বেশি পাবার বায়না ধরলে তাকে জিজ্ঞাসা করা যেত, ‘আপনি কি তাহলে লেনিন কিংবা সুখানভের চেয়ে বেশি মাইনে চান?’ এর কোন জবাব থাকতে পারে না।

সোভিয়েত কাজের সুব্যবস্থা করছে

কলকারখানাগুলো হাতে আসবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের মন-মেজাজ বদলে গেল। কেরেন্‌স্কির আমলে ঢিলাঢালা ফোরম্যানের দিকেই শ্রমিকদের ঝোঁক ছিল। কিন্তু, নিজেদের, সোভিয়েত সরকারের আমলে তারা এমন

সব ফোরম্যান নির্বাচিত করল যারা কর্মশালাগুলোয় শৃঙ্খলা এনে উৎপাদন বাড়াতে পারে। দূর প্রাচ্য সোভিয়েতের প্রধান ক্রাস্‌নোশ্চেকভের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের সময়ে তিনি নিরাশ ছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, 'বুর্জোয়াদের অন্তর্ঘাত নিয়ে যদি বলি একটা কথা, শ্রমিকদের ঢিলেমির বিরুদ্ধে কথা বলি দশটা। তবে মনে হয় একটা পরিবর্তন আসছে।'

১৯১৮ সালের জুন মাসের শেষে আবার দেখা হলে তাঁকে খোশ-মেজাজেই দেখলাম। সেই পরিবর্তনটা এসে গিয়েছিল। তিনি বললেন, ছ'টা কারখানায় যা উৎপাদন হচ্ছে তা আগে কখনও হয় নি।

যেটাকে বলা হত **'মার্কিন কারখানা'** সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি-করা চাকা, কাঠাম আর গাড়ির ব্রেকগুলোকে জুড়ে কামরাগুলোকে বানিয়ে ট্র্যান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হত। আগে এই কর্মশালাটা ছিল গোলমাল সৃষ্টির পক্ষে বড় উপযোগী, একটার পরে একটা গোলযোগ লেগেই থাকত। সেখানে কাজে নিযুক্ত ৬,০০০ শ্রমিকের হাত দিয়ে কামরা বের হত দিনে মাত্র ১৮-টা। সোভিয়েত কমিটি কারখানাটাকে বন্ধ করে দিয়ে নতুন সংগঠনে কর্মশালাগুলোকে গড়ে তুলল — তখন লোক কমিয়ে রাখা হল ১,৮০০। নিচ-কাঠাম বিভাগে লোক থাকল আগের ১,৪০০ জনের জায়গায় ৩৫০ জন, কিন্তু শ্রমিকরা নিজেরাই কাজের কোন কোন উন্নতি চালু করে সারা-কাজের পরিমাণ বাড়িয়ে ফেলল। সব মিলিয়ে তখন পুনর্সংগঠিত কারখানায় ১,৮০০ জন শ্রমিকের হাত দিয়ে বের হতে থাকল দিনে ১২খানা করে কামরা — তার মানে হল মাথাপিছু ফলপ্রসূতার মাত্রা বাড়ল শতকরা ১০০ ভাগেরও বেশি।

একদিন আমি সুখানভের সঙ্গে পাহাড়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম — সেখান থেকে নিচে কারখানাটাকে দেখা যায়। উপত্যকা থেকে আসছিল ক্রেনের ঝনঝনানি আর দ্রুতগতি হাতুড়ির ভারী ঘায়ের আওয়াজ — তিনি তাই শুনছিলেন।

বললাম, 'মিঠে গানের মতো লাগছে আপনার কানে, না?'

তিনি বললেন, 'ঠিকই। আগের বিপ্লবীরা আওয়াজ তুলতেন বোমা

ফাটিয়ে। এ হল নতুন বিপ্লবীদের আওয়াজ — হাতুড়ির ঘা মেরে মেরে তাঁরা গড়ে-পিটে তুলছেন নতুন সমাজ-ব্যবস্থা।'

খনি-শ্রমিক ইউনিয়ন ছিল সোভিয়েতের সবচেয়ে শক্তিশালী মিত্র। এই ইউনিয়ন বেকারদের ৫০ আর ১০০ জনকে নিয়ে নিয়ে ছোট ছোট দল গড়ে তুলল, তাদের সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে আমুর নদীর ধারে ধারে সোনার খনিগুলোতে পাঠিয়ে দিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলি খুবই সাফল্যমণ্ডিত হল। এক এক জনে দিনে ৫০ থেকে ১০০ রুবলের সোনা তুলতে থাকল। মাইনের কথা উঠল। এই খনি-শ্রমিকদের একজন হঠাৎ বের করল সেই স্লোগানটা: 'শ্রমের ষোল-আনা উৎপন্নই পাবে প্রত্যেকে।' সঙ্গে সঙ্গেই স্লোগানটা খনি-শ্রমিকদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

সোভিয়েতের মত ছিল ভিন্ন। একটা অচল অবস্থা দেখা দিল। আগে তেমন সব কাণ্ড বোমা আর ফৌজ দিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি ব্যবহার করা হত। এখন কিন্তু শ্রমিকরা বিরোধ নিয়ে লড়লেন সোভিয়েতের সভায়। সোভিয়েতের যুক্তিই খনি-শ্রমিকেরা মেনে নিল। দিনে ১৫ রুবল করে তাদের মজুরি ধার্য হল, আর বাড়তি উৎপাদনের জন্যে বোনাস দেবার ব্যবস্থা হল। অল্প সময়ের মধ্যেই সোভিয়েতের সদরকার্যালয়ে সোনা জমা হল ছাব্বিশ **পুদ** (৩৬ পাউন্ড হল এক পুদ)। এই মজুতের জোরে সোভিয়েত থেকে কাগজী মুদ্রা চালু করা হল। এই নোটে সীলমোহর হল কাস্তে আর হাতুড়ি, আর নক্সায় দেখানো হল একজন কৃষক আর একজন শ্রমিক হাত ধরাধরি করে আছে, আর তার পটভূমিতে দূর প্রাচ্যের ঐশ্বর্য-সম্পদ প্রবাহিত হচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র।

সোভিয়েতের ঘাড়ে 'সামরিক বন্দর' নামে বস্তুটি এসে পড়ল একটি শ্বেত হস্তীর মতো। এটা হল সামরিক এবং নৌবাহিনীর প্রয়োজনে তৈরি একটা বিরাট কর্মশালা — পুরন রাজের অকর্মণ্যতার একটা স্মারকস্তম্ভবিশেষ। জারের সব প্রতিষ্ঠানগুলিতেই শোভাবর্ধন করত ঘুষখোর আর অসৎ কর্মকর্তা আর প্রিয়পাত্রদের দলবল — 'সামরিক বন্দরে'ও ছিল ঠিক তাদেরই একটা দঙ্গল। তাই জাহাজগুলোয় কর্মে নিযুক্ত ছিল অনেক অলস নিষ্কর্মা। সোভিয়েত অবিলম্বেই এই বিশিষ্ট অনুচরদের বরখাস্ত করে দিল — তবে, পুরন ম্যানেজারটিকে মুখ্য টেকনিশিয়ন হিসেবে রেখে

দিল। প্রলেতারিয়ানরা বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন বুঝত — এবং সেটা নিজেদের মধ্যে পাওয়া যায় না বলে বিশেষজ্ঞের জন্যে তারা মোটা মাইনে দিতে রাজি ছিল। পুঁজিপতিরা বরাবরই যা করত সেইভাবেই শ্রমিক শ্রেণী মস্তিষ্ক কিনতে প্রস্তুত হল।

কমিটি 'সামরিক বন্দরে' উৎপাদনের রকম বদলে শান্তিপূর্ণ কাজের সরঞ্জাম উৎপাদন আরম্ভ করল। কড়াকড়ি হিসাব রাখার ব্যবস্থা চালু হল। তাতে দেখা গেল নতুন লাঙল আর বিদে উৎপাদনে যা খরচ পড়ছে তার চেয়ে কম খরচেই ঐসব জিনিস বিদেশ থেকে আমদানি করা যায়। তখন তারা যন্ত্রপাতির উন্নতি করার কাজ আরম্ভ করল। বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আর জাহাজ মেরামত করতে লাগল। আট ঘণ্টার কাজের দিনে কোন একটা নির্দিষ্ট কাজ শেষ করা সম্ভব না হলে ফোরম্যান কাজের অবস্থা জানিয়ে বাড়তি ক'ঘণ্টা কাজ দরকার জানাতে থাকল। শ্রমিকেরাও দ্রুত কাজের নতুন গৌরববোধ নিয়ে প্রায়ই কাজটা না ছাড়বারই সিদ্ধান্ত করতে থাকল— সে কাজ সারতে সারা রাত লাগলেও। এরই সঙ্গে সঙ্গে ফোরম্যানের মাইনে বাড়াবার পক্ষে ভোট পড়ল।

পুরন ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের বাসস্থান থেকে কর্মশালায় আসতে এক ঘণ্টা থেকে তিন ঘণ্টা সময় লাগত। কমিটি শ্রমিকদের জন্যে নতুন বাড়ি তৈরি করতে লেগে গেল কর্মশালার অদূরে। সময় আর কর্মক্ষমতা বাঁচাবার জন্য অন্যান্য ফন্দী-ফিকিরও চালু করা হল। মাইনে নেবার জন্যে শ্রমিক-কর্মচারীদের লম্বা লম্বা লাইন দিতে হত—সে ব্যবস্থা তুলে দিয়ে প্রতি দু' শ' জনের মাইনে নেবার জন্যে এক এক জনকে কাজে লাগানো হল।

দুঃখের কথা, এই কাজে যাদের লাগানো হল তাদের মধ্যে একজন অর্থলোভ সামলাতে পারল না। দু' শ' জনের মাইনে পেয়ে সে ফিরে আসে নি। কেউ জানে না তার কী হল। কেউ কেউ বলল, কোন বুর্জোয়া শয়তান এই দুর্বলমতি কমরেডকে কুমন্ত্রণা দিয়েছে, তাই নিজের পরিবার, কর্মশালা আর বিপ্লবের কথা সে ভুলে গেল। তবে, সে যাই হোক না কেন, পরে তাকে পাওয়া গেল ভোদকার ক'টা খালি বোতলের পাশে, আর তখন তার পকেটও খালি। সে এই পরম সুখ থেকে সামলে উঠলে

তাকে কর্মশালা কমিটির কাছে হাজির ক'রে বৈপ্লবিক মর্যাদা-ভঙ্গের এবং 'সামরিক বন্দরের' প্রতি বেইমানির দায়ে অভিযুক্ত করা হল।

বিপ্লবী আদালতের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন বসল প্রধান কর্মশালায়; ১৫০ জনকে নিয়ে জুরি বসল। রায় হল—'অপরাধী!' তিনটের মধ্যে একটা শাস্তির পক্ষে জুরিকে ভোট দিতে হল: ১) সরাসরি বরখাস্ত; ২) বরখাস্ত—তবে তার স্ত্রী আর ছেলেপিলেকে মজুরি দেবার ব্যবস্থা; ৩) মার্জনা করে আবার কাজে বাহাল।

দু' নম্বরের ব্যবস্থাটাই ভোটে পাস হল। এতে করে অপরাধীর কর্তব্য অবহেলার জন্যে স্পষ্ট ধিক্কারও হল, সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবারও কষ্ট থেকে বাঁচল। কিন্তু বেচারা দু' শ' জনের পয়সাটা তাতে ফেরত এল না—তখন কারখানার পনর শ' জন মিলে ঐ দু' শ' জনের ক্ষতিটা নিজেদের মাইনে থেকে পূরণ করে দেবে বলে স্থির করল।

নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে শ্রমিকদের অনেক ভুলত্রুটি হয়েছিল—তাতে লোকসানও হয়েছিল। তবে, সোভিয়েত মোটের উপর কাজ ভালই চালিয়েছে বলেই সবাই মনে করত। লোকে নিজের ভুলভ্রান্তি যেভাবে দেখে, তারা সোভিয়েতের ভুলভ্রান্তিগুলোকেও দেখত সেইভাবেই—সেটা আদৌ কঠোর নয়।

অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে শ্রমিকদের আত্মবিশ্বাস এল। তারা দেখল তারা শিল্প সংগঠিত করতে পারে, উৎপাদন বাড়াতে পারে, আর আর্থনীতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত প্রতিদিনই আরও বেশী সুরক্ষিত হয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনে এল বিজয়গর্ব। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে শত্রু অবিরাম নতুন নতুন আক্রমণ না চালিয়ে গেলে তাদের এই গর্ববোধের আনন্দ হত আরও বেশি।

সোভিয়েত একটা ফৌজ গড়ে তুলল

কলকারখানাগুলো যেই খাসা চলতে আরম্ভ করল তখনই শ্রমিকদের শ্রমের হাতিয়ার ছেড়ে রাইফেল ধরতে হল; রেলপথে পাঠাতে হল খাবারদাবার আর সাজসরঞ্জামের বদলে অস্ত্রশস্ত্র আর ফৌজ। নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান

গড়ে তুলে সেগুলোকে মজবুত করে তোলবার কাজ ফেলে শ্রমিকদের পায়ের তলার ভিত্তিটাকেই রক্ষা করবার জন্যে সমবেত হতে হল।

শ্রমজীবী জনগণের প্রজাতন্ত্রটির বিরুদ্ধে হানাদারী আক্রমণ চলতে থাকল অবিরাম। যেই শত্রু কোথাও ঢুকে পড়ল অমনি আওয়াজ উঠল: 'সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি বিপন্ন!' সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি গ্রামে, প্রত্যেকটি কারখানায় অস্ত্র ধারণ করবার ডাক পড়ল। প্রত্যেকটি গ্রাম আর কারখানা তার নিজস্ব ছোট ছোট সৈন্যদল গড়ে তুলল; বিপ্লবী গান আর গ্রামের লোকসংগীত গাইতে গাইতে তারা গেল মাঞ্চুরিয়া পর্বতমালায়। এদের অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য সাজসজ্জাও ছিল খারাপ, খাবারের অবস্থাও তেমনি; কিন্তু অতি নির্মম, সুসজ্জিত শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের লড়তে হবে। ওয়াশিংটনের ছেঁড়া জামাকাপড়-পরা খালি-পা সৈনিকেরা রক্তের দাগ রেখে গিয়েছিল ফোর্জ উপত্যকায়, তাঁদের স্মৃতি আজ আমেরিকানদের যেমন প্রিয়, তেমনিভাবেই ভবিষ্যতে রাশিয়ানরা এই ছেঁড়া জামাকাপড়-পরা প্রথম দিককার লালরক্ষীদলগুলির কাহিনী মনে করে রোমাঞ্চিত হবে, তাদের মনে পড়বে কেমন করে এরা বিপদের সংকেত আসতেই বন্দুক তুলে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র রক্ষা করতে এগিয়ে গিয়েছিল।

লালরক্ষীদের পাশাপাশি গড়ে উঠছিল নতুন লাল ফৌজের ইউনিটগুলি। সেটা হল একটা আন্তর্জাতিক বাহিনী। এতে ছিল সমস্ত জাতির মানুষ— তার মধ্যে চেক আর কোরীয়দের নিয়ে গড়া পল্টনগুলো। ছাউনিতে আগুনের ধারে বসে কোরীয়রা বলত: 'এখন আমরা লড়ব তোমাদের পক্ষে, তোমাদের স্বাধীনতার জন্যে। একদিন তোমরাও আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়বে জাপানীদের বিরুদ্ধে, আমাদের স্বাধীনতার জন্যে।'

স্থায়ী বাহিনীগুলির মতো শৃঙ্খলা লাল সৈনিকদের মধ্যে ছিল না। কিন্তু এদের ছিল এমন একটা মনোদ্দীপনা যা অন্যান্যের নেই। বৃষ্টির জল গড়ানো পাহাড়ের গায়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ পড়ে থাকল এই কৃষক আর শ্রমিকেরা। তাদের সঙ্গে প্রচুর কথাবার্তা বলেছি।

আমি প্রশ্ন করেছি, 'কাদের কথায় এখানে এলেন—আর এখানে লেগে রয়েছেন সেটাই বা কিসের জন্যে?'

তারা জবাবে বলেছে, 'পুরন আমলে আমাদের এই অজ্ঞ-নিরক্ষর নিযুত

নিযুত মানুষকে গিয়ে মরতে হয়েছে জার সরকারের জন্যে। এখন সরকার একেবারে ষোল-আনাই আমাদের নিজেদের—এ সরকারের জন্যে যে না লড়বে সে তো নিতান্ত ভীরু কাপুরুষ!'

সোভিয়েত সম্বন্ধে কিছু কিছু ভদ্রমহোদয়ের মত অবশ্য এই রকম ছিল না। তাদের মত ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। রাশিয়ার কৃষক আর শ্রমিকের জন্যে খুবই ভিন্ন রকমের সরকারই ছিল তাদের কাম্য। অবশ্য তারা বলত, তারা নিজেরাই রাশিয়ার যথার্থ এবং একমাত্র সরকার।

খুব বড় বড় বুলি আউড়ে তারা বলত, দূর প্রাচ্যে স্বর্ণ শৃঙ্গ থেকে পশ্চিমে ফিনিশ উপসাগর অবধি এবং উত্তরে শ্বেত সাগর থেকে দক্ষিণে কৃষ্ণ সাগর অবধি বিস্তৃত ভূখণ্ডে সার্বভৌম ক্ষমতা তাদেরই। এই ভদ্রমহোদয়দের শিষ্টতা কিংবা বিনয়ের বালাই ছিল না, কিন্তু এরা সতর্ক ছিল খুবই। তাদের বিপুল বিস্তীর্ণ মালিকানায় কোথাও তারা কখনও পা দেয় নি। সে দুঃসাহস করলে, যথার্থ কাজ চালাচ্ছে যে সরকার, অর্থাৎ সোভিয়েত, তা তাদের সাধারণ কয়েদীদের মতোই আটক করত।

মাঞ্চুরিয়ায় নিরাপদ আশ্রয় থেকে তারা লম্বা-চওড়া কথা লিখে লিখে নানা ঘোষণাপত্র ছাড়ত। সেখানে যাবতীয় সোভিয়েত-বিরোধী চক্রান্ত ফাঁদা হত। কালেদিনের পরাজয়ের পরে, বিদেশী পুঁজিপতিদের কাছে উস্কানি আর উৎসাহ পেয়ে প্রতিবিপ্লবীরা কসাক জেনারেল সেমিয়নভের উপর ভরসা করে এগোল। হুনহুজ দস্যুদলগুলো, ভাড়াটিয়া জাপানী সৈন্যদল, আর চীনের উপকূল বরাবর বন্দরগুলো থেকে জড়ো করা রাজতন্ত্রীদের সংগঠিত করা হল সেমিয়নভের অধীনে।

সেমিয়নভ বললেন, বজ্রমুষ্টি দিয়ে ঠুকে ঠুকে তিনি বলশেভিকদের মাথায় শিষ্টতা আর কাণ্ডজ্ঞান ঢুকিয়ে দেবেন। তিনি ঘোষণা করলেন, লক্ষ্য তাঁর ৪,০০০ মাইল দূরের উরাল, তার পর তিনি নেমে আসবেন মস্কোর সমভূমিতে, পেত্রগ্রাদের দ্বারমুখে, সারা গ্রামাঞ্চল তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবে।

বুর্জোয়াদের অজস্র সাধুবাদের মধ্যে পতাকা উড়িয়ে তিনি দু' দু'বার সাইবেরিয়ার সীমান্ত পার হলেন, কিন্তু দু'বারই তাঁকে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসতে হল। তাঁর জন্যে লোকে দাঁড়িয়ে গেল বটে—তবে ফুল-হাতে নয়, বন্দুক আর পিচফর্ক হাতে।

সেমিয়নভের এই পরাজয়ে সহায়ক হল ভ্লাদিভস্তকের শ্রমিক। পাঁচ সপ্তাহ পরে তারা যখন ফিরল তখন তাদের গায়ের রঙ হয়েছে ব্রোঞ্জের মতো, জামা-কাপড় শতচ্ছিন্ন, পায়ের তলায় ঘা। সশস্ত্র সহকর্মী প্রলেতারিয়ানদের সংবর্ধনা জানাতে এল শ্রমিক-শ্রেণী। ফুল, কত বক্তৃতা, আর নগরীর ভিতর দিয়ে বিজয়-মিছিল। এই জয়ের ফলে তাদের বুক গর্বের আনন্দে ভরে উঠল। বুর্জোয়াদের আর মিত্রপক্ষীয় পর্যবেক্ষকদের মনে কিন্তু আনন্দ ছিল না। সামরিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত যে ক্রমাগত আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছিল, সেটা ছিল স্বতঃপ্রতীয়মান।

জন-শিক্ষার কাজে সোভিয়েত

সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে বিপ্লবের সৃজনশক্তি-বলে গড়ে উঠল একটি জন বিশ্ববিদ্যালয়, তিনটি শ্রমিক নাট্যশালা এবং দুটি দৈনিক পত্রিকা। 'কৃষক ও শ্রমিক' ছিল সোভিয়েতের সরকারী মুখপত্র। এতে একটি ইংরেজী বিভাগও ছিল—তার সম্পাদনা করতেন জেরোম লিফ্‌শিৎস নামে একজন তরুণ রুশী আমেরিকান। কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'লাল পতাকায়' লম্বা লম্বা তত্ত্বগত প্রবন্ধ ছাপা হত। এর কোনটিতে সাংবাদিকতার সেরা উৎকর্ষ প্রকাশ পেত, এমন নয়, কিন্তু দুটিই ছিল মূক জনগণের কণ্ঠস্বর,—মন আর প্রাণের রসদের জন্য উন্মুখ তারা।

বিপ্লব ছিল প্রথমত জমি আর রুটি আর শান্তির জন্যে অভিযান, কিন্তু শুধু তাই নয়। ভ্লাদিভস্তক সোভিয়েতের একটা অধিবেশনের কথা আমার মনে আছে। একজন দক্ষিণপন্থী খাদ্য রেশনের পরিমাণ হ্রাসকে নিয়ে সোভিয়েতের উপর আক্রমণ চালাচ্ছিল।

'বলশেভিকরা আপনাদের অনেকিছু দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু সেসব দেয় নি—দিয়েছে? বলেছিল রুটি দেবে—কোথায় রুটি? কোথায় সে-রুটি যা কিনা...' শিস আর হিস্‌হিস্‌ আওয়াজের মধ্যে বক্তার কথাগুলো আর শোনা গেল না।

শুধু রুটি হলেই মানুষের জীবনযাত্রা চলে না। তেমনি নিছক পেটের খিদে মিটিয়েই সোভিয়েতের কাজ শেষ হয় না, — মনের ক্ষুধাও মেটাতে হয়।

সমস্ত মানুষ চায় সাহচর্য। 'কেননা, সাহচর্য হল স্বর্গ, আর সাহচর্য না থাকলে সে তো নরক,' কথাটা বলেছিলেন জন বল্*; চোদ্দ শতকে ইংলন্ডের কৃষকদের উদ্দেশে তিনি কথাটা বলেছিলেন। আর, সোভিয়েত হল প্রকান্ড একটা পরিবারের মতো—এতে সবার নিচেকার মানুষটিও মানুষ হিসেবে নিজের মর্ম বুঝতে পারে।

সমস্ত মানুষ চায় ক্ষমতা। সোভিয়েতে শ্রমজীবীরা নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা হিসেবে, বিপুল বিস্তৃত ভূভাগের মালিকানায় আনন্দ পায়। শ্রমজীবীরাও অন্যান্যেরই মতো। একবার ক্ষমতার স্বাদ পাবার পরে তারা এটাকে চলে যেতে দিতে নারাজ।

মানুষ অসমসাহসিক কাজ ভালোবাসে। সোভিয়েতের মারফত মানুষ নেমেছে সবচেয়ে অসমসাহসিক কাজে: ন্যায়ের ভিত্তিতে নতুন এক সমাজ গড়া, পৃথিবীটাকে নতুন করে গড়ে তোলা।

সমস্ত মানুষেরই থাকে হৃদয়াবেগ। সেটাকে শুধু জাগিয়ে তোলা চাই। অতি জড়, স্থূল কৃষককেও বিপ্লব নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলল। বিপ্লব তাকে দিল লেখা-পড়ার আগ্রহ। একদিন শিশু বিদ্যালয়ে এলেন এক বৃদ্ধ **মুজিক।**

মেহনতে জীর্ণ আর কড়া-পড়া হাত দু'খানা বাড়িয়ে ধরে তিনি শিশুদের সম্বোধন করে বললেন, 'এ' হাত লিখতে পারে না। এ হাত লিখতে জানে না, তার কারণ, জার এ হাত দু'খানাকে শুধু লাঙল ধরবার জন্যেই চেয়েছিল।' বৃদ্ধ **মুজিকের** গাল বেয়ে গড়াচ্ছিল চোখের জল—তিনি বললেন, 'কিন্তু তোমরা, তোমরা নতুন রাশিয়ার শিশুরা তো লেখা শিখতে পারো। আহা, আমাদের নতুন রাশিয়ায় আবার যদি শিশু হয়ে জীবন শুরু করতে পারতাম!'

শ্রমজীবীদের ভিতর থেকে কূটনীতিক

রাষ্ট্র-তরণীখানাকে তো শ্রমজীবীরা দখল করলেন। তরণীখানাকে এখন চালাতে হবে অতি জটিল পথে—যে-পথে কেউ কখনও চলে নি, যে-পথে

* জন বল্ — ইংরেজ জনপ্রচারক; ১৩৮১ সালে ইংলন্ডে কৃষক বিদ্রোহের নেতা।

তরণীখানাকে পাথরে আছড়ে ফেলে বানচাল করবার জন্যে মিত্রশক্তিগুলি সর্বক্ষণ সচেষ্ট।

মিত্রশক্তিগুলির কনসালেরা সমস্ত প্রস্তাবাদি প্রত্যাখ্যান করলে সোভিয়েত চীনের সঙ্গে মৈত্রীর জন্যে হাত বাড়াল। চীনাদের সঙ্গে জারের আচরণ যা জঘন্য আর বর্বর ছিল তাতে রাশিয়ার কোন সরকার তাদের সঙ্গে সহৃদয় আচরণ করলে সেটা তাদের বোধগম্য হল না। এটাকে একটা নতুন জাতের চালাকি বলেই তারা মনে করল। সোভিয়েত কিন্তু ভাল কথার সঙ্গে সঙ্গে ভাল কাজ করেও সে-কথার সারবত্তা দেখাল। চীনাদেরও অন্যান্য বিদেশীর মতো মর্যাদা দেওয়া হল। চীনা জাহাজগুলিকে নদীতে নদীতে চলাচল করতে দেওয়া হল। রাশিয়ার একটা সরকার তাদের শুধু ধমকানি দেওয়া আর শোষণ করবার মতো নিকৃষ্ট জাতি হিসেবে দেখে না, দেখে মানুষ হিসেবেই, এটা চীনারা অনুভব করতে আরম্ভ করল। লাল ফৌজের কাছে দূত পাঠিয়ে তার মারফত চীনারা বললেন:

'সেমিয়নভের খুনে আর বোম্বেটেরা যে আমাদের দেশের মাটিতে জড়ো হবে, এটা হতে দেবার অধিকার আমাদের নেই, এটা আমরা জানি। আমরা জানি, আমাদের দিয়ে আপনাদের বিরুদ্ধে কোন রকমের নিষেধাজ্ঞা চাপাবার অধিকার মিত্রশক্তিগুলির নেই। আমাদের খাদ্যসামগ্রী রাশিয়ার শ্রমিক আর কৃষকের কাছে পৌঁছয় এটাই আমরা চাই।'

জুন মাসে সীমান্তে গ্রোদেকোভোতে একটা সাধারণ সম্মেলন হল। নবীন, বিপ্লবী রাশিয়ার মর্মবাণীরই মূর্তপ্রতীক হয়ে ২১-বছরের নির্ভীক দেদীপ্যমান তরুণ তঙ্কোনোগি এই সম্মেলনে চীনাদের সম্বোধন করলেন তাঁদেরই ভাষায়। পৃথিবীর জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ এই দুই জাতির প্রতিনিধিরা বসলেন শান্তিতে আর সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করে একত্রে থাকবার ব্যবস্থাবলী নির্ধারণ করবার জন্যে।

ঝকমকে কামরার মধ্যে ঠাসা জানোয়ারের মতো ধূর্ত, সন্দিগ্ধ বুড়ো বুড়ো মানুষ কথা আর বুলির দ্বন্দ্বযুদ্ধ দিয়ে যে ভার্সাই সম্মেলন চালায় সে-রকমের নয় এই সম্মেলনটি। এখানে সব দরাজ-দিল উদার-মন তরুণ—বন্ধুত্বের আবহাওয়ায় খোলা আকাশের নিচে তাঁদের সম্মেলন। তবু, এ নয় বাস্তবতাবোধবর্জিত নিছক হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাস। তাঁরা প্রশ্নগুলোর

সম্মুখীন. হলেন সরাসরি: পীত স্রোতে রাশিয়াকে ডুবিয়ে দেবার বিপদ, কুলি শ্রমিকের নিম্নতর মান, ইত্যাদি বিষয় এল। তবে, সব প্রশ্ন নিয়েই আলোচনা হল মনখোলা, উদার এবং ভ্রাতৃত্বের পরিবেশে। রাশিয়ার প্রতিনিধিদলের সভাপতি ক্রাস্‌নোশ্চেকভ এ বিষয়ে বললেন:

'চীনা আর রাশিয়ান জনগণ হল প্রকৃতির আপন সন্তান — পশ্চিমী সভ্যতার অনাচারগুলো দিয়ে তারা দুর্নীতিগ্রস্ত হয় নি, কূটনীতিক প্রতারণা আর ষড়যন্ত্রে তারা দীক্ষিত নয়।'

কিন্তু, এই দুই বিরাট শিশু-জাতির প্রতিনিধিরা যখন পারস্পরিক বুঝ-সমঝের জন্যে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছিলেন সেইদিনই, তাঁদের অজ্ঞাতসারে, এই দুই জাতিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেবার চক্রান্ত আঁটবার জন্যে খার্বিনে আর ভ্লাদিভস্তকে বৈদেশিক কূটনীতিকদের মন্ত্রণা হল। সাইবেরিয়ায় চীনা ফৌজের হানা লাগিয়ে সোভিয়েতকে বিধ্বস্ত করবার জন্যেই তারা পরিকল্পনা তৈরি করছিল।

চতুর্থ খণ্ড

বিপ্লবের জয়

পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার বিরুদ্ধে সোভিয়েত

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

মিত্রশক্তিগুলি সোভিয়েতকে বিনষ্ট করল

'সোভিয়েতের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তিগুলির এই শত্রুভাব কেন? ল্যাবরেটরিতে চালানো একটা বিরাট পরীক্ষা হিসেবেই রাশিয়াকে দেখা চলে না?' কে যেন একবার একজন আমেরিকান ব্যাঙ্কারকে এই প্রশ্ন করে বলেছিলেন, 'এইসব কল্পনাবিলাসী তাদের সমাজতান্ত্রিক ছকগুলোকে নিয়ে এগিয়ে দেখুক না? সুখস্বপ্ন যখন দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে, অলীক কল্পনা যখন চুপসে যাবে, তখন থেকে সব সময়েই সমাজতন্ত্রের ভয়ানক ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত হিসেবেই এটার কথা উল্লেখ করতে পারবেন।'

'খুব ভাল কথা, কিন্তু,' উত্তরে ব্যাঙ্কারটি বলেছিলেন, 'ধরুন যদি এটা ব্যর্থ না হয়? তখন কোথায় থাকব আমরা?'

ঐ ব্যর্থতার জন্যেই মিত্রশক্তিগুলি প্রার্থনা করে চলছিল, আর কখন সোভিয়েতের পতন ঘটবে সেই আশায় তারা সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে থাকত। কিন্তু সেটা তো ঘটল না। এটাই হল মিত্রশক্তিগুলির আক্রোশের কারণ। সোভিয়েতের সাফল্যেরই বিভিন্ন লক্ষণ দেখা যেতে থাকল। সোভিয়েত সৃষ্টি করছিল অরাজকতা নয়—সুশাসন, বিশৃঙ্খলা নয়—সংগঠন। আর্থনীতিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত মজবুত হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, এগিয়ে চলেছিল সাংস্কৃতিক আর কূটনীতিক ক্ষেত্রেও। সোভিয়েত তার অর্জিত সাফল্যগুলোকে সর্বত্র সংহত করে তুলছিল।

সরাসরি সাম্রাজ্যবাদীদের পথের আড়াআড়িই দাঁড়িয়ে গেল সোভিয়েত। সোভিয়েতের ক্ষমতা বেড়ে চলতে থাকলে সাম্রাজ্যবাদীদের পরিকল্পনাগুলো একেবারে বানচাল হয়ে যাবে। তারা আর রাশিয়ার বিপুল সম্পদ অবাধে শোষণ করতে পারবে না।*

কাজেই, সোভিয়েতকে বিনষ্ট করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গেল। এখুনই—সোভিয়েত বড় বেশি শক্তিশালী হবার আগে, তার খাই বেশি বাড়বার আগে—এখুনই তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করা চাই।

চেক্‌রা প্রতিবিপ্লবের ক্রীড়নক হল

মারণ আঘাতটা হানবার হাতিয়ার হিসেবে চেকোস্লোভাকদের বেছে নেওয়া হল। ফরাসী অফিসারেরা লুকিয়ে তাদের এই কাজেরই জন্যে

---

* 'রাশিয়ায় আমরা এখন যা দেখছি সেটা হল তার অপরিমেয় কাঁচামালের জন্যে বিরাট সংগ্রামের সূচনা।' — ইঙ্গ-রাশিয়ান অর্থপতিদের পত্রিকা 'রাশিয়া', মে, ১৯১৮।

'মিশরে বৃটিশ পরিকল্পনার ছাঁচে রাশিয়ায় আন্তর্জাতিক আধিপত্য স্থাপনের দিকেই নগরীতে ঘটনাবলীর গতি ক্রমাগত অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সেটা ঘটলে আন্তর্জাতিক বাজারে একেবারে সরেরই মতো হয়ে উঠবে রাশিয়ান বন্ড।' — 'লণ্ডন ফাইন্যান্সিয়াল নিউজ', নভেম্বর, ১৯১৮। — লেখকের টীকা।

তৈরি করছিল। পাকাপোক্ত এই সৈনিকদের রেজিমেণ্টগুলো সামরিক গুরুত্ব অনুসারেই ট্র্যান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ বরাবর সাজানো ছিল। তাদের ১৫,০০০ জনকে অস্ত্রসজ্জিত করে, খাইয়ে-দাইয়ে রাখা হয়েছিল ভ্লাদিভস্তকে; সেখানে তাদের আনাও হয়েছিল সোভিয়েতের অনুগ্রহে।

ফরাসীরা বলত, তাদের পশ্চিম রণাঙ্গনে নেবার জন্যে পরিবহনের ব্যবস্থা হচ্ছে। সপ্তাহের পরে সপ্তাহ বলা হতে থাকল যে, জাহাজ সব রওনা হয়েছে। কিন্তু কোন জাহাজের দেখা নেই। চেকদের অন্যত্র নেওয়াবার কোন অভিপ্রায়ও ফরাসীদের ছিল না। সোভিয়েতকে বিধ্বস্ত করবার জন্যে এখানে, এই সাইবেরিয়ায়ই তাদের ব্যবহার করবে বলে তারা মনস্থ করেছিল।

চেক্‌রা ইতিমধ্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল। নিষ্ক্রিয়তার দরুন তাদের মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। অস্ট্রো-জার্মানদের প্রতি তাদের ছিল পুরুষানুক্রমিক বিদ্বেষ। ফরাসীরা তাদের বলেছিল, লাল ফৌজে অস্ট্রো-জার্মান রয়েছে অযুত অযুত। তাদের দেশপ্রেমের উপাদানটাকে সুকৌশলে খেলিয়ে খেলিয়ে ফরাসীরা তাদের দেখাল যে, সোভিয়েত যেন অস্ট্রো-জার্মানদের বন্ধু আর চেক্‌দের শত্রু। এইভাবে তাদের মনে বিরোধ জাগিয়ে দিয়ে সোভিয়েতের উপর আক্রমণ চালাবার জন্যে তাদের প্রস্তুত করা হল। জায়গাটার বৈশিষ্ট্য অনুসারে আক্রমণের বিভিন্ন প্রণালী নির্ধারণ করা হল।

ভ্লাদিভস্তকের অবস্থায় হঠাৎ আক্রমণই অপরিহার্য বলে গণ্য হল। সোভিয়েতের কোন অসতর্ক মুহূর্তে সহসা আঘাত হানাবার পরিকল্পনা তৈরি হল। সে জন্যে বন্ধুত্বের ভান করে সোভিয়েতকে ভাঁওতায় ফেলা চাই। এ কারবারের ভার পড়ল ইংরেজদের উপর। তারা মুখে শত্রুভাবটা ছেড়ে বলশেভিকদের সঙ্গে অমায়িক ভাব দেখাতে থাকল।

ইংরেজ কনসালটি খুবই মনখোলা ভাব দেখিয়ে, মিষ্টি মধুর আবহাওয়া সৃষ্টি করে সোভিয়েতের প্রতি আগেকার শত্রুভাবের কথা, সেমিয়নভের সমর্থনের কথা স্বীকার করলেন। তবে, ইতিমধ্যে সোভিয়েত তার অস্তিত্বের অধিকার প্রতিপন্ন করেছে—এখন ইংরেজরা সাহায্যই দেবে। যন্ত্রপাতি

আমদানি করা দিয়ে তারা সহযোগিতা আরম্ভ করবে। এর পরে, ১৯১৮ সালের ২৮শে জুন শুক্রবার বিকেলে দুজন অমায়িক কর্মকর্তা সুখানভকে অভিবাদন জানাতে গিয়ে জানালেন, এইচ. এস. এস. 'সাফোল্ক'এ যেসব বেতারবার্তা পাওয়া যাবে সেগুলি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশের জন্যে প্রতিদিন সোভিয়েতকে দেওয়া হবে।

সম্পাদকেরা, বিশেষত জেরোম লিফ্‌শিৎস, মহা খুশি। মিত্রশক্তিগুলির এই নতি-স্বীকারের ঘটনা উপলক্ষে কিছু অনুষ্ঠানের জন্যে আমাকে যেতে অনুরোধ জানাবার জন্যে তাঁরা রাশিয়ান দ্বীপে চলে এলেন। তা, তাঁদের এত খুশি হবার সংগত কারণ আছে বটে! কাদা জল আর অন্ধকার পথে চলার মহা কষ্টের দিনগুলোই গেছে। এখন হঠাৎ মেঘ কাটল—আকাশ নীল।

পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় বিনা মেঘে বজ্রপাত হল! সোভিয়েত আপিসে ছিলেন সুখানভ—তাঁরই উপর এল এ আঘাত: চেক্‌দের পক্ষ থেকে এক চরমপত্র। তাতে সোভিয়েতের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবি। সমস্ত সোভিয়েত আপিস খালি করে দিতে হবে। সমস্ত সৈনিককে উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করতে হবে। সময় বাঁধা—আধ ঘণ্টার মধ্যে সব হওয়া চাই!

সুখানভ চেক্‌দের সদরঘাঁটিতে ছুটে গিয়ে সোভিয়েতের সভা ডাকবার অনুমতির জন্যে প্রার্থনা জানালেন।

চেক্ সেনাপতি নির্বিকারভাবে জবাব দিলেন, 'নিশ্চয়ই, — যদি আধ ঘণ্টার মধ্যে হয়।'

সুখানভ ফেরবার জন্য পা বাড়াতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল।

এসবই চলল পর্দার আড়ালে। নগরীতে কেউ কিছুই জানল না। যে মর্মান্তিক ঘটনা সমাসন্ন তার সামান্য ইঙ্গিত পেয়েছিলেন দু'এক জন কমিশার মাত্র। স্‌ভেৎলান্‌স্কায়ায় লাল নৌবহর ভবনের কাছে দেখলাম প্রমিন্‌স্কি জুতো পালিস করাচ্ছেন।

আমি বললাম, 'এত সকাল সকালই ফিটফাট হবার তাড়া যে!'

'হ্যাঁ,' একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে তিনি নিতান্ত মামুলীভাবেই বললেন, 'বোধ হয় কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঝুলব ল্যাম্পপোস্টে—তাই

আমার লাসটাকে যথাসম্ভব সুন্দর দেখাবার ব্যবস্থা করছি।' কিছু বুঝতে না পেরে আমি স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তখনও নির্বিকার স্মিতহাসিমুখে তিনি বুঝিয়ে বললেন, 'আমাদের দিন শেষ! চেক্‌রা নগরী দখল করে নিচ্ছে।'

কথাটা তিনি বলতে বলতেই রাস্তার ও-মাথাটা সৈনিকে ভরে যেতে থাকল। আশপাশের রাস্তাগুলোও তাই। সমস্ত দিকে ফৌজের গতিবিধি: উপসাগর পার হয়ে আসছে নৌকো করে, লঞ্চে করে আসছে যুদ্ধ-জাহাজগুলো থেকে। উপর থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে, আর নিচে জেটিগুলো থেকে উঠে আক্রমণ-অভিযানকারী বাহিনী ঘন কুয়াসার মতো নগরীটাকে গ্রাস করতে থাকল। খোলা জায়গাগুলোয় সৈন্য গিজ্‌গিজ করছে, তারা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, আর তাদের হাতে হাতে সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভীষণদর্শন বস্তু — বোমা। গোটা নগরীটাকে একেবারে ছাতু-ছাতু করে দেবার জন্যে পর্যাপ্ত বিস্ফোরক তাদের হাতে।

দখলের কাজটা চলল দ্রুত, পরিকল্পনা অনুসারে, ঘড়ির কাঁটার মতো।

বারুদের গুদাম দখল করল জাপানীরা, আর ইংরেজরা দখল করল রেল-স্টেশন। আমেরিকানরা নিজেদের কনসালেট ঘিরে একটা বেষ্টনী খাড়া করল। চীনারা এবং অন্যান্যরা বিভিন্ন গৌণ কেন্দ্রে অবস্থান গাড়ল। চেক্‌রা আসতে থাকল সোভিয়েত ভবনের দিকে। সমস্ত দিক থেকে তারা সোভিয়েত ভবনটিকে ঘিরে ফেলল। প্রচণ্ড 'হুররা' চিৎকার তুলে বেগে এগিয়ে তারা দরজাগুলো ভেঙে ঢুকে পড়ল। সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের লাল ঝাণ্ডা টেনে নামিয়ে তুলে ধরল স্বৈরতন্ত্রের লালে-সাদায়-নীল নিশান। ভ্লাদিভস্তক চলে গেল সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে।

'সোভিয়েতের পতন ঘটেছে' বলে রাস্তায় একটা রুক্ষ আওয়াজ উঠে দাবানলের মতো গোটা নগরীতে ছড়িয়ে পড়ল। 'অলিম্পিক' কাফের মক্কেলেরা ছুটে রাস্তায় এসে মাথার টুপি ছুঁড়ে উল্লাসে চিৎকার করতে করতে চেক্‌দের উদ্দেশে সাধুবাদ করতে থাকল। সোভিয়েত এবং তার সবকিছুই তাদের পক্ষে অভিশপ্ত জিনিস। তার পতন ঘটেছে। কিন্তু শুধু সেটাই যথেষ্ট নয়। তার সমস্ত চিহ্নই তারা বিলুপ্ত করে দেবে।

তাদের সামনে ছিল পাথর দিয়ে আল-বাঁধা ফুলের কেয়ারি, তার নক্সায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই কথাটা—**'শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত।'** লোহার বেড়াটা ডিঙিয়ে ওরা পাথরগুলোকে পায়ের ঠোকর দিয়ে সরিয়ে দিতে থাকল, ফুলগুলো সব মাড়িয়ে দিল; অতি বিতৃষ্ণাজনক প্রতীকটার শিকড়ের শেষ টুকরোটা আর অবশেষও নিশ্চিহ্ন করবার জন্যে মাটির গভীরে হাত ডুবিয়ে দিতে থাকল।

এখন তাদের রক্ত গরম। ক্ষুধাগুলো সব শানিয়ে উঠেছে। আক্রোশ ফাটিয়ে শোধ নেবার জন্যে এখন তাদের জীবন্ত কিছু চাই।

বুর্জোয়ারা প্রতিহিংসায় উন্মত্ত

ভিড়ের মধ্যে আমাকে দেখতে পেয়ে ওরা মহা হৈ-হল্লা আরম্ভ করল: 'দেশ ছেড়ে এসেছে — শুয়োর কোথাকার!' (**আমেরিকানস্কায়া সুভোলোচ্**) চিৎকার ছাড়ল। 'খুন করে ফেলো! গলা টিপে মারো! ফাঁসিতে লটকে দাও!' এই বলে, মুষ্টি আস্ফালন করতে করতে, গালি দিতে দিতে ফাটকাবাজদের দঙ্গলটা আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকল।

কিন্তু আমার সবচেয়ে কাছে যারা বেষ্টনী করে আছে তারা আমার গায়ে হাত তুলবার কোন লক্ষণই দেখায় না। কী ব্যাপার — আমি ভেবে পাই নে! এরা আসলে সোভিয়েত পক্ষের লোক। আমার বিপদ বুঝে এরা আমার আর আমার হবু হত্যাকারীদের মাঝখানে ঢুকে পড়ে আমাকে ঘিরে একটা রক্ষাব্যূহের মতো গড়ে তুলেছিল।

গলা নামিয়ে ফিসফিস করে একজন বলল, 'লাল নৌবহরের বাড়ির দিকে এগোন। হেঁটে চলুন — ছুটবেন না।' পিছনে ভিড়ের ধাক্কা আর ঠেলাঠেলির মধ্যে আমি লাল নৌবহর-ভবনের দিকেই গতি বজায় রেখে চললাম। বাড়িটার ঢুকবার দরজার সামনাসামনি পেঁছিতেই শুনলাম, 'ছুটুন!' আমি দরজা দিয়ে সরে পড়ে বাড়িটার জটিলতার ভিতরে ঢুকে পড়লাম; পিছনে আমার উদ্ধারকারীরা চেক্‌দের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করতে থাকল।

বাড়িটার সামনের দিকে তিন-তলায় একটা জানালা পেলাম — সেখান থেকে নগরীটাকে দেখা যায়। এই সুবিধের জায়গাটা থেকে আমি নিজে

অদৃশ্যে থেকে সব দেখতে পারি। আমার নীচে দু'দিকে প্রসারিত রয়েছে স্ভেৎলান্স্কায়া — তখন একটা কড়াইয়ের মতো ফুটন্ত। কুড়ি মিনিট আগেও সকালের ঝলমলে রোদে রাস্তাটা ছিল শান্ত — আর এখন সেখানে মানুষ, রঙ আর শব্দের কী দুরন্ত হুল্লোড় লেগে গেছে! নীল জামা পরা জাপানীদের পায়ে শাদা পট্টি, ইউনিয়ন জ্যাক নিয়ে সব ইংরেজ মেরিন, সবুজে-সাদায় খাকি পরা চেক্‌রা — এরা সব এদিক ওদিক কুচকাওয়াজ করে ঘুরন্ত ভিড়টার ভিতর দিয়ে স্রোত কেটে কেটে যাচ্ছে, আর প্রতিমুহূর্তেই আরও বেড়ে উঠছে ভিড়টা।

'সোভিয়েতের পতন ঘটেছে' এ খুশির খবর বুর্জোয়া মহলগুলিতে ছড়িয়ে পড়ল যেন বিদ্যুৎগতিতে। নিভৃত কক্ষ থেকে, কাফে আর পারলার থেকে বুর্জোয়ারা রেশমী সাজে সেজে মুখে হাসি ফুটিয়ে চটপট বেরিয়ে পড়ে উৎসব করবার জন্যে। মেয়েদের পোশাকে হরেক রঙের চটকের বাহার আর তাদের পেটিকোট আর ছাতার ঝলকানি মিলিয়ে স্ভেৎলান্স্কায়া হয়ে উঠল যেন একটা প্রমোদ-বিহারক্ষেত্র।

কারও কারও সাজ-পোশাক রীতিমতো ষোল-কলা পুরিয়ে করা হয়েছে। ভাগ্যবতীরা সব! একটু আগেই আঁচ পেয়ে তারা ঠিক মতো সাজ করে নিতে পেরেছে। অফিসারেরাও সোনালী কাঁধের পটি মেরে, বাহারের বন্ধনী লাগিয়ে ফুটে উঠেছে যেন রাজসাজে — বুটের তলার কাঁটায় উঠছে কর্কশ আওয়াজ, আর সালাম ঠোকাঠুকি চলেছে বিস্তর। অফিসারেরা আবার কোথাও কোথাও মহিলাদের সহচর হয়েছে, আবার কোথাও কোথাও স্কোয়াড বেঁধে কুচকাওয়াজ করছে। শত শত অফিসার। ভ্লাদিভস্তকে এত ছিল কেমন করে সেটা বুঝে ওঠা শক্ত।'

আর এত বুর্জোয়া! তারা রয়েছেও খুব খাসা, মুটিয়ে গোলগাল, নিজেদের ব্যঙ্গচিত্র হিসেবে পরিচয় দেবার মতো যথোপযুক্ত ওজনও ঠিক আছে। পরস্পরকে তারা অভিবাদন জানাচ্ছে, মুখ সব আনন্দে উদ্ভাসিত, পরস্পরের হাত জড়িয়ে ধরছে, কোলাকুলি করছে, চুমু খাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে বলছে 'সোভিয়েতের পতন ঘটেছে', এটা যেন ঈস্টারের অভিবাদন-বাণী। বিশালবপু দুই মোটকা **চিনোভনিক** আনন্দে আত্মহারা হয়ে কোলাকুলি করতে চেষ্টা করছে, কিন্তু তাদের প্রকাণ্ড ভুঁড়ি দুটো তা হতে দিচ্ছে না।

পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে আলিঙ্গন করবার চেষ্টায় ফেটে যাবার উপক্রম হয় আর কি।

প্রলেতারিয়ানদের এই নগরীটি আশ্চর্য দ্রুত একেবারে সম্পূর্ণ বদলে গেল। এটা হয়ে উঠল ভাল-খাওয়া, ভাল-পরা, ভাল-থাকা মানুষের নগরী— তাদের উল্লসিত মুখ উজ্জ্বল, তারা পরস্পরকে অভিনন্দন জানাচ্ছে, স্তুতি করছে ঈশ্বরের আর মিত্রশক্তিগুলির, আর হর্ষধ্বনি তুলছে চেক্‌দের উদ্দেশে।

হায়, এই চেক্‌রা! তারা এই হর্ষধ্বনিতে অস্বস্তি বোধ করে, মর্মাহত হয়। রাশিয়ান শ্রমিকের মুখোমুখি হলে লজ্জায় তাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়। শ্রমজীবীদের সরকারটাকে গলা টিপে মারবার এই কাজ করতে কেউ কেউ সরাসরি অস্বীকার করল। বুর্জোয়াদের মচ্ছবের জন্যে অন্যান্য শ্রমজীবীকে বধ্যভূমিতে নেবার এই কাজটা তারা পছন্দ করে না কেউই। এদিকে ব্যান্ডপার্টি আর নিশান নিয়ে শুধু পরব করবার জন্যেই তো বুর্জোয়ারা আসে নি। তাদের দক্ষযজ্ঞে চাই রক্ত আর বলি। এই শ্রমজীবীরা নিজেদের বৃত্তিগত অবস্থানের কথা আর মনে রাখে নি — এদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের চাই প্রতিশোধ আর প্রতিহিংসার পরিতৃপ্তি।

তারা বলে ওঠে: 'এবার ওদের বসিয়ে দেবো ঠিক জায়গামতো! ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে দেবো। লালের বড় পেয়ার এই চিড়িয়ারা — তাই না? বেশ, ওদের আশ মিটিয়ে দেবো ওদের বড় সাধের ঐ রঙ। সেটা তাদের শিরা থেকেই বের করে দেবো!'

খুনে হয়ে উঠবার জন্যে ওরা চেক্‌দের মাতান দিতে থাকল। তাতে ওরা নিজেরাও অংশীদার হতে চায়। সেরা সেরা শ্রমিকের নাম করে করে ওরা তাঁদের চিহ্নিত করে দেয়। কমিশারদের কোথায় পাওয়া যাবে সেটা ওদের জানা আছে; ওরা আপিসে, কর্মশালায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

ছুঁচোমুখো কদাকার কতকগুলো জীবও খুবই কর্মব্যস্ত হয়ে উঠেছে — এরা হল পুরন আমলের সব গোয়েন্দা, প্ররোচক আর দাঙ্গাবাজ। এখন সব গর্ত থেকে পালে পালে বেরিয়ে স্বমূর্তি ধারণ করে এরা বলশেভিকদের

বিরুদ্ধে অনাচার চালিয়ে বুর্জোয়াদের অনুগ্রহভাজন হয়ে উঠতে চাইছে। বেঁজির মতো তারা ঢুকে পড়ে সর্বত্র — আমি যেখানে আছি মায় সে বাড়িটায়ও।

উপরের সিঁড়িতে হঠাৎ চিৎকার, গালাগাল আর পা-দাপানি লেগে গেল। চারজন উপরতলায় পার্টি আপিসে ঢুকে জোয়াকে ধরেছে। সে একা ওদের রুখছে — প্রতি ইঞ্চি পথে সে লড়ল। হাত মুচড়ে, মারতে মারতে, ঠেলতে ঠেলতে ওরা জোয়াকে রাস্তায় টেনে বের করে জেলে নিয়ে গেল। নগরীর সর্বত্র চলল এই রকমের ব্যাপার। কমিশারেরা আর শ্রমিকেরা যে যার জায়গায় কাজে ব্যস্ত — আপিসে, কর্মশালায়, ব্যাঙ্কে। সেখানে হুড়মুড় করে দরজা ঠেলে ঢুকে তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টেনে রাস্তায় নিয়ে গেল।

প্রধান সড়কের মাঝপথ দিয়ে একটা সরু গলিপথ খোলা হল। বন্দীদের হাতকড়ি বেঁধে কিংবা হাতে চেপে ধরে পিস্তলের বাঁট দিয়ে গুঁতো মেরে মেরে বেঅনেট উঁচিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়া হতে থাকল সেই পথে। তাঁদের কানের উপর বর্ষিত হতে থাকল খিস্তি, টিটকারি আর শেয়াল-কুকুরের ডাক। তাঁদের মুখের উপর হাতের মুঠো চেপে ধরতে থাকল। তাঁদের পথ রুখে ভিড় করে এসে কেউ কেউ তাঁদের মুখে থুথু ছুঁড়ল, মারপিট করল।

ব্যাঙ্কের কমিশারের উপর আক্রোশটা ফেটে পড়ল অতিরিক্ত হিংস্র হয়ে। তিনি সরাসরি ওদের আঁতে, ওদের পকেটে ঘা দিয়েছেন। ওরা পশুর মতো গজরাতে লাগল, খিস্তি করতে থাকল — পারলে তাঁকে একেবারে টেনে চিরে ফেলে আর কি। রাগে লাল-মুখো সাদা ফ্ল্যানেলের জামা পরা একজন পিস্তল আস্ফালন করতে করতে চেক্ রক্ষীদের বেষ্টনী ভেঙে ঢুকে কমিশারের হাত টিপে ধরে জানোয়ারের মতো গর্জাতে গর্জাতে চলল তাঁর পাশাপাশি।

দু' দিকের ভ্রূকুটিকুটিল, বিদ্রূপমুখর, বিদ্বেষে-বিকৃত মুখগুলোর মাঝখান দিয়ে এক একজন করে কমিশারকে ধাক্কা মেরে মেরে নেওয়া হতে থাকল। কমিশারদের মুখগুলি কিন্তু আশ্চর্য শান্ত, সুস্থির। কারও কারও মুখ একটু ফ্যাকাশে, কিন্তু মোটের উপর তাঁরা সবাই নির্ভীক। তাঁরা

হুঁশিয়ার — সব কিছুতেই ভীষণ আগ্রহশীল। জীবনের স্বাদ এ'রা পেয়েছেন। অন্ধকূপ-কারাগার থেকে রাষ্ট্রযন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ সব দায়িত্ব অবধি জীবনের সমগ্র পরিসর জুড়ে রয়েছে এ'দের অভিজ্ঞতা। কত যে দুঃসাহসী, অসমসাহসিক কাজের অভিজ্ঞতা তাঁদের রয়েছে। এখন আবার কোন্ বিস্ময় থাকতে পারে সামনে, ঐ বাঁকটা ঘুরলেই? অতি রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাই বুঝি? বোধহয় চরম অভিজ্ঞতাই? যদি তাইই হয় তবে আসুক সেটা। এ'দের কাছে মৃত্যুভীতি বলে কিছু নেই। বহুকাল আগে বিপ্লবের জন্যে জীবন উৎসর্গ করে দেবার সময় থেকেই সে প্রশ্নের নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। তখন থেকেই এই বিপ্লবের জিম্মাদারির জন্যে তাঁরা নিয়োগ করেছেন জীবন সমেত যাকিছু তাঁদের ছিল।

এ'রা হলেন যেন বিপ্লবের বাধ্যতামূলক তালিকাভুক্ত সৈনিক। বিপ্লব যখন ডাক দিয়েছে — এ'রা হাজির হয়েছেন। বিপ্লব যেখানেই পাঠিয়েছে — সেখানে এ'রা গেছেন। বিপ্লব যা চেয়েছে — তাইই এ'রা দিয়েছেন, প্রশ্নটি না তুলে তাইই করেছেন। জারের আমলে বিপ্লব তাঁদের চেয়েছিল আলোড়নকারী হিসেবে। কমিশারের কাজে এ'দের লাগানো হল সোভিয়েত আমলে। বিপ্লবের ডাকে এ'রা ছেড়েছেন আরাম-বিরাম, স্বাস্থ্য, আর আনন্দ পেয়েছেন বিপ্লবের নিঃস্বার্থ সেবায়। এবার জীবনটাই দেবার জন্যে তাঁদের উপর সমন জারি হয়েছে। এই চরম আত্মত্যাগেই তাঁদের পরমানন্দ হবে না তা কি হতে পারে?

মেলনিকভের মুখে ফুটে উঠেছিল এসবই। চারদিকে হিসহিস করছে, গর্জাচ্ছে, চিৎকার করছে সব শত্রু — সেই ঝড়-বাদলের ভিতর দিয়ে তিনি এলেন যেন এক ঝলক রোদ। সত্যিই **সভেৎলান্স্কায়ার** অর্থ হল 'আলোকিত পথ'। এই শ্রমিকটির চেহারা দিয়ে এ পথ চিরকাল আমার কাছে আলোকিত হয়ে থাকবে। তাঁর মাঝে ছিল যেন একটা কিছু স্বর্গীয়, অপার্থিব। তাঁর উপর কিল ঘুষি পড়ছে, টিটকারি বর্ষিত হচ্ছে, থুথু পড়ছে — সেই অবস্থায় তিনি পাহাড় বেয়ে উঠছেন... আশ্চর্য সাদৃশ্য তাঁর আর এক শ্রমজীবীর সঙ্গে, তিনিও অন্য একটা শত্রুভাবাপন্ন ভিড়ের ভিতর দিয়ে মহা কষ্টে উঠেছিলেন অন্য একটা পাহাড় বেয়ে — বহু কাল আগে।

তবে কিনা এ কোন শোকযাত্রা নয়। এ হল 'জয়পথ' — সেখানে মেলনিকভ চলেছেন যেন বিজয়ী বীর। মৃদু হাসি পাকিয়ে পাকিয়ে ছিল তাঁর মুখে। এমনিতেই ঝলমলে তাঁর চোখদুটো এখন আরও ঝলমল করছে; তাঁর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে এখন আগের চেয়ে বেশি আভা ফুটে বেরচ্ছে। ঘড়ঘড়ে গলায় কে চেঁচিয়ে উঠল, 'পাজি বদমায়েসটাকে ফাঁসি দাও!' মেলনিকভের মুখে শুধু একটু হাসি ফুটল। ভারী একখানা হাতের ঘুষি পড়ল তাঁর গালে। আবার একটু হাসি ফুটল তাঁর মুখে। উচ্ছৃঙ্খল জনতার হীন উত্তেজনার বহু ঊর্ধ্বে, তাদের আঘাত আর টিটকারির নাগাল ছাড়িয়ে বহু দূরে সমুন্নত মানুষের সে হাসি ছিল বিদ্বেষীদের প্রতি করুণার হাসি। জানি নে, সে হাসির প্রচণ্ড শক্তি সম্বন্ধে মেলনিকভ অবহিত ছিলেন কিনা। সেদিন যারা দেখেছিল তাদের অন্তর তিনি কী ভাবে জয় করে নিয়েছিলেন ঐ হাসি দিয়ে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন কিনা জানি নে। একখানা চুম্বকের মতো সে হাসি দ্বিধাগ্রস্ত আর দোদুল্যমান সবাইকে আকর্ষণ করে নিয়েছিল বিপ্লবের শিবিরে। তেমনি, সঙ্গে সঙ্গে, একখানা তলোয়ারের মতো সে হাসি সর্বনাশ ঘটাচ্ছিল প্রতিবিপ্লবীদের শিবিরে।

মেলনিকভের এই স্মিতহাসি আর সুখানভের ব্যঙ্গ-কৌতুকের হাসি তারা সহ্য করতে পারছিল না। সে হাসিতে তারা মহা বিরক্ত হয়ে উঠছিল, সে হাসি যেন ভুতুড়ে বিকারের মতো চেপে বসছিল তাদের মনে। এই তরুণদের রাস্তায় পিটিয়ে খুন করতে পারলেই বুর্জোয়ারা খুশি হত। তবে, তখনও সে দুঃসাহস তাদের হয় নি। কমিশারদের খুন না করে জেলে পোরা হল।

সোভিয়েত খতম হল

মিত্রশক্তিগুলি আপাতত শ্রমিকদের কোন ব্যাপক হত্যাকাণ্ড করতে চাইছে না। হস্তক্ষেপটাকে যাতে গণতন্ত্রের জেহাদের মতো মনে হয় — সবাই সেটাকে গ্রহণ করে—এটাই তারা চাইছে। তার নগ্ন জারতন্ত্রী প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ এখনও উদ্ঘাটিত হয়ে যায় নি। মিত্রশক্তিগুলির

পরিকল্পনায় ভ্লাদিভস্তক হল সাইবেরিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার পাদানি। এই পাদানিটাকে তারা রক্তে রক্তে বড় বেশি পিছল করে ফেলতে চাইছে না। পশ্চাদ্ভাগে, সাইবেরিয়ার ভিতরকার এলাকাগুলোয় কিন্তু কৃষক আর শ্রমিকের রক্তে গঙ্গা বয়ে যায় যাক। তবে, সারা পৃথিবীর দৃষ্টির সামনে এই বন্দর নগরীতে সেটা নয়। কিছু কিছু লালরক্ষী আর শ্রমিককে তাড়া করে গুলি করে মারা হল বটে, কিন্তু ব্যাপক রক্তপাত ঘটল না। আক্রমণ ছিল অতর্কিত, ফৌজের সংখ্যা ছিল বিপুল, — এই সব মিলে সোভিয়েতকে অভিভূত করে ফেলল।

শুধু একটা জায়গায় সোভিয়েতের শক্তি সমবেত হয়ে দাঁড়াতে পেরেছিল। সেটা হল জাহাজ-ঘাঁটায় **গ্রুজচিক**দের মধ্যে — ডক-শ্রমিক, মালখালাস মাল-বোঝাই শ্রমিক, আর কয়লা-গুদামের শ্রমিকদের মধ্যে। এ শ্রমিকেরা এসেছেন কৃষকদের ভিতর থেকে; যেমন ভারী ভারী কাজ তেমনি ভারী পেশীওয়ালা লম্বা-চওড়া এইসব শ্রমিক। রাষ্ট্র আর রাজনীতির নানা জটিল প্রশ্ন এদের মাথায় ঢোকে না। তবে, সহজ-সরল একটা কথা তারা বেশ স্পষ্টই বুঝেছিল: তারা একদিন ছিল দাস, আর আজ তারা মুক্ত মানুষ! ছিল পশুর পর্যায়ে — সেখান থেকে তারা মানুষের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। এটা যে করেছে সোভিয়েত সেটা তাদের জানা ছিল।

এখন সোভিয়েতের বিপদ বুঝে তারা কাছেই 'লাল স্টাফ ভবনে' ঢুকে দরজাগুলো বন্ধ করে, জানালাগুলোয় ব্যারিকেড বানিয়ে রাইফেল হাতে সব আক্রমণের মোকাবিলা করবার জন্যে জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তারা পণ করল, যেমন করে হোক সোভিয়েতের জন্যে তারা এটুকু রক্ষা করবে।

সংখ্যায় অবস্থাটা তাদের ভীষণ প্রতিকূল—শতের বিরুদ্ধে এক। বিশ হাজার পাকাপোক্ত সৈনিকের বিরুদ্ধে দাঁড়াল দু' শ' মাল-টানা মানুষ। মেশিনগানের বিরুদ্ধে পিস্তল। কামানের বিরুদ্ধে বন্দুক। তবে, **গ্রুজচিক**দের এই বাহিনীর পক্ষে রয়েছে বিপ্লবের শিখা। বাইরে থেকে দেখতে এত স্থূল আর জড়ের মতো এই কয়লা-বওয়া মানুষগুলিকে উদ্দীপ্ত করেছে

সেই বিপ্লবের শিখা। তারা এখন হয়ে উঠল নির্ভীক, ত্বরিতকর্মা, অসমসাহসী। সারাটা বিকেল ধরে তাদের ঘিরে ইস্পাত আর আগুনের বেষ্টনীটা তাদের কাছে ক্রমাগত ঘনিয়ে যেতে থাকল। তারা সেটা লক্ষ্য করেছে — অকুতোভয়ে; আত্মসমর্পণ করবার সমস্ত আহ্বান তারা প্রত্যাখ্যান করল। রাত হয়ে এল — তখনও জানালাগুলো দিয়ে তাদের বন্দুকের অগ্নিবৃষ্টি চলল।

অন্ধকারে বুকে হেঁটে একজন চেক্ কাছাকাছি গিয়ে একটা জানালা দিয়ে আগুন-জ্বালা বোমা ছুঁড়ে বাড়িটায় আগুন লাগিয়ে দিল। ডক শ্রমিকদের দুর্গটা তখন একটা জ্বলন্ত চিতায় পরিণত হয় আর কি। আগুন আর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে তারা হাতড়াতে হাতড়াতে, পড়তে পড়তে, আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত তুলে রাস্তায় এসে পড়ল। তাঁদের কিছু লোককে খুন করে ফেলল, কিছু লোককে পিটিয়ে অচৈতন্য করে দিল, বাদ বাকিকে নিয়ে গেল জেলে।

প্রতিরোধ চূর্ণ হয়ে গেল। ধ্বংস হল সোভিয়েত। অতর্কিত আঘাতের সাফল্যে মিত্রশক্তিগুলি আত্মপ্রসাদে ভরে উঠল। বুর্জোয়ারা আনন্দে আত্মহারা। বড় বড় বাড়ি আর রেস্তরাঁগুলোর জানালায় আলোর ঝলকানি। কাফেগুলো থেকে ভেসে আসে গানের কলি আর অর্কেস্ট্রার ঝঙ্কার। মিত্রপক্ষের সৈনিকদের নিয়ে নাচগান, হাসি হর্ষের আনন্দরোল। গির্জাগুলো থেকে ফেটে পড়ল ঘণ্টার ঢংঢং গমগম চড়া সুরের আওয়াজ — ভিতরে জারের জন্যে পাদ্রিদের প্রার্থনা। উপসাগরের উপর দিয়ে ভেসে আসতে থাকল যুদ্ধ-জাহাজগুলোর ডেক থেকে বাজানো ব্যান্ডের ডাক। হৈ হুল্লোড় আর আমোদ-প্রমোদে নগরী মেতে উঠল।

শ্রমজীবীদের মহল্লাগুলোতে তা নয়। সেখানে সব নিস্তব্ধ — শুধু মাঝে মাঝে মেয়েদের ফুঁপিয়ে কাঁদার আওয়াজ। পর্দা সব টেনে দেওয়া হয়েছে — তার পিছনে নিহতদের শায়িত করা হচ্ছে। কাছে একটা চালা থেকে হাতুড়ি পেটার আওয়াজ আসে। এবড়োখেবড়ো তক্তাগুলো জোড়া হচ্ছে — নিহত কমরেডদের জন্যে তৈরি হচ্ছে কফিন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

লাল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

সেদিন ৪ঠা জুলাই। কিতাইস্কায়া রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমি ভ্লাদিভস্তক উপসাগরে মার্কিন যুদ্ধ-জাহাজ 'ব্রুকলিনের' পরবের নিশানগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ দূরের একটা আওয়াজ কানে এল। কান পেতে শুনলাম — সেই বিপ্লবী গানের কলি:

দুঃসহ বন্ধনে আর্ত
মহিম্ন মৃত্যুরে বরিলে,
শ্রমিক ব্রতের রণক্ষেত্রে
মান জিনে প্রাণ দান করিলে।

উপর দিকে তাকিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় একটা বিরাট মিছিলের প্রথম দিককার সারিগুলো নজরে এল। চার দিন আগে 'লাল স্টাফ ভবন'-এর অবরোধে নিহত **গ্রুজচিক**দের (ডক শ্রমিকদের) নিয়ে শোকযাত্রা।

শোক আর সন্ত্রাসের ভিতর থেকে আজ মানুষ মাথা তুলেছে, বিধ্বস্ত সোভিয়েতের রক্ষকদের কবর দিতে চলেছে। শ্রমিক মহল্লাগুলো থেকে স্রোতের মতো বেরিয়ে এসে তারা রাস্তাগুলো ভরে ফেলেছে। রাস্তা ভরতি হয়েছে দু'দিকের ফুটপাথ অবধি নয় — এক ধারের বাড়ির দেওয়াল থেকে অন্য ধারের বাড়ির দেওয়াল অবধি। হাজারে হাজারে মানুষ ঢেউয়ের মতো আসতে থাকল -- গোটা লম্বা ঢালুটা ঘন ভিড়ে ঠাসা হয়ে গেল। বিপ্লবীদের শোক গাথার তালে তালে এগোল সেই মন্থরগতি মিছিল।

মিছিলের ধূসর কালোর ভিতর দিয়ে দেখা দিল বলশেভিক নৌবহরের সাদা জামা গায়ে নাবিকদের দুটো সারি। তাদের মাথার উপর দুলছে লাল নিশানের মেঘ; নিশানগুলোতে লাগানো হয়েছে রুপোলি রঙের রশি আর থোপা। তাদের সামনে চার জনের হাতে একটা প্রকান্ড লাল পতাকা — তাতে লেখা: **'শ্রমিক আর কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত দীর্ঘজীবী হোক! মেহনতী মানুষের আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের জয় হোক!'**

সাদা পোশাকে এক শ'টি মেয়ের হাতে নগরীর চুয়াল্লিশটি ইউনিয়নের তরফ থেকে দেওয়া সবুজ স্তবক; এই মেয়েরা মৃত গুরুজচিকদের উদ্দেশে 'গার্ড অব অনর' প্রদর্শন করল। কফিনগুলোতে লাল রঙ তখনও শুকোয় নি; সেই কফিনগুলি রয়েছে নিহতদের কমরেডদের কাঁধে। লাল নৌবহরের ব্যান্ড থেকে সংগীত উঠল, কিন্তু সে সংগীত হারিয়ে গেল তিরিশ হাজার মানুষের গানের সুরের মধ্যে।

দেখি মিছিলের বর্ণ আর ধ্বনি আর গতি। কিন্তু এখানে দেখি আরও কিছু — এই কিছুটা জাগায় ভীতি আর সভয়-শ্রদ্ধা। পেত্রগ্রাদে আর মস্কোয় অনেক সবচেয়ে বড় বড় মিছিল আমি দেখেছি — শান্তি আর বিজয়ের মিছিল, প্রতিবাদ আর উদ্‌যাপন মিছিল, সামরিক মিছিল আর বেসামরিক মিছিল — এবং সেগুলি ছিল খুবই চিত্তাকর্ষক, যেমনটি করতে পারে শুধু রাশিয়ানরাই।

কিন্তু এ পৃথক ব্যাপার।

অস্ত্রশস্ত্রবিহীন এই মানুষগুলি শোক-গাথা গেয়ে নিয়ে চলেছে তাদের মৃতদের — এই অসহায় গরিব মানুষগুলির ভিতর দিয়ে যে বিপদের আভাস উদ্ভূত হচ্ছে সেটা নিচে পোতাশ্রয়ে নোঙর করা মিত্রপক্ষীয় নৌবহরের বার ইঞ্চি কামানগুলোয় ঠাসা বিপদের চেয়ে ঢের বেশী ভয়ংকর। সেটা অনুভূত হবেই। সেটা এতই সহজ-সরল এতই স্বতঃস্ফূর্ত আর এতই স্বভাবজ। সরাসরি মানুষের অন্তর থেকে সেটা উঠে আসছে। নেতৃবিহীন, বিচ্ছিন্ন, পরাস্ত, কেবল নিজেদেরই বুদ্ধি-বিবেচনার উপর নির্ভরশীল এরা, তবু, এর শোকের ভিতর দিয়ে আপনি আপন নেতৃত্ব গ্রহণ করতে বিপুল সুন্দর রূপে উঠে আসছে — সে জনগণই।

সোভিয়েত ভেঙে গেল, তাতে নিষ্ক্রিয় শোক-দুঃখে মুহ্যমান হয়ে জনসাধারণের শক্তি ক্ষয় না পেয়ে একটা আশ্চর্য ঐক্যবিধায়ক উপাদান সৃষ্টি করল। তিরিশ হাজার ব্যক্তি-মানুষের প্রাণ হয়ে গেল এক প্রাণ। তিরিশ হাজার মানুষ সমস্বরে গাইতে গাইতে কখন্ বাঁধা হয়ে গেল একই চিন্তাসূত্রে। একই অভিন্ন সমবেত ইচ্ছাশক্তি আর গণ-চেতনা দিয়ে তারা শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে — বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

চেক্‌রা এল 'গার্ড অব অনর' দিতে। জবাব হল: **'নি নুঝনা!** (দরকার নেই!) আমাদের কমরেডদের তোমরা খুন করেছ।' একের বিরুদ্ধে চল্লিশে দাঁড়িয়ে তোমরা লড়েছ তাদের বিরুদ্ধে। তারা প্রাণ দিয়েছে সোভিয়েতের জন্যে—তারা আমাদের গর্ব। তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কিন্তু যে বন্দুক তাদের প্রাণ নিয়েছে তাইই হবে তাদের মরণে প্রহরা সেটা আমরা হতে দিতে পারি নে!'

কর্তৃপক্ষীয়রা বলল: 'এ নগরীতে তো তোমাদের বিপদ ঘটতে পারে!'

'কিছু এসে যায় না,' হল জবাব: 'আমরাও মরতে ভয় পাই নে। আমাদের কমরেডদের মৃতদেহের পাশেই যদি মরি তার চেয়ে সুন্দর মরণ আর কী হতে পারে!'

শ্রদ্ধা স্তবক দিতে এল বুর্জোয়াদের কোন কোন সমিতি।

জবাব হল: **'নি নুঝনা!** (দরকার নেই!) আমাদের কমরেডরা বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। পরিচ্ছন্ন লড়াইয়ে তাঁদের জীবন গেছে। তাঁদের স্মৃতিটাকে আমরা পরিচ্ছন্ন রাখব। আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি—কিন্তু তাঁদের কফিনে আপনাদের স্তবক রাখবার গোস্তাকি আমাদের নেই!'

আলেউৎস্কী পাহাড় দিয়ে মিছিল নেমে আসতে নিচে প্রকাণ্ড খোলা জায়গাটা ভরতি হয়ে গেল — সমাবেশের সামনে পড়ল বৃটিশ কনসালেট। কাছেই বাঁদিকে ছিল একখানা 'ওয়ার্ক কার', তাতে ইলেকট্রিক তার মেরামত করবার একটা বুরুজ লাগানো। জানি নে সেটা সেখানে পড়ে ছিল অমনিই, না, পরিকল্পনা অনুসারে। একটু পরেই সেটা দিয়ে বক্তৃতা-মঞ্চের কাজ চলল।

শোকসন্তপ্ত সুগম্ভীর সংগীত বাজল ব্যান্ডে। পুরুষরা মাথার টুপি খুলে নিল। মেয়েরা নতশির হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করল। সংগীত শেষে মৌন। ব্যান্ড বাজল আর এক বার। আবার নতশিরে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন আর খালি-মাথা, আবার দীর্ঘ মৌন। তখনও কোন বক্তার দেখা নেই। এ যেন খোলা ময়দানে একটা বিশাল কোয়েকার সমাবেশ। রাশিয়ায় সাধারণের প্রকাশ্য প্রার্থনাসভায় যেমন কোন ধর্মবক্তৃতার স্থান নেই, তেমনি, এখানে এই সাধারণের প্রকাশ্য শ্রদ্ধাজ্ঞাপনেও কোন বক্তৃতা অবশ্যপ্রয়োজনীয় নয়।

তবে, জনতার ভিতর থেকে কেউ কিছু বলবার তাগিদ বোধ করলে সে জন্যে বক্তৃতা-মঞ্চ তৈরি রয়েছে। জনতা যেন বিরতি-কালে স্বরের উদ্ভব ঘটাচ্ছে।

শেষে জনতার ভিতর থেকে একজন গিয়ে উঠল সেই উঁচু মঞ্চে। বক্তার ক্ষমতা তাঁর নেই, কিন্তু, 'তাঁরা জান দিলেন আমাদের জন্যে,' এই কথাটার বারবার পুনরুল্লেখ অন্যান্যের কণ্ঠকে সোচ্চার করে তুলল।

তার পর উঠলেন একজন দাড়িওয়ালা কৃষক—তাঁর গায়ের রঙ ব্রোঞ্জের মতো, পরনে কৃষকের বেশ। তিনি বললেন, 'আমার সারা জীবন কেটেছে মেহনত করে, আর ভয়ে ভয়ে... জারের আমলের ভীষণ দিনগুলোতে ছিল শুধু যন্ত্রণা আর নির্যাতন আর হত্যা — তার শেষ ছিল না। তার পরে এল বিপ্লবের সুপ্রভাত — সে সব শঙ্কা সন্ত্রাস কেটে গেল। বড় খুশি হল শ্রমিক আর কৃষক, আমিও খুশি হলাম। কিন্তু আমাদের আমোদ-আহ্লাদের মাঝখানে হঠাৎ এল এই আঘাত। আবার

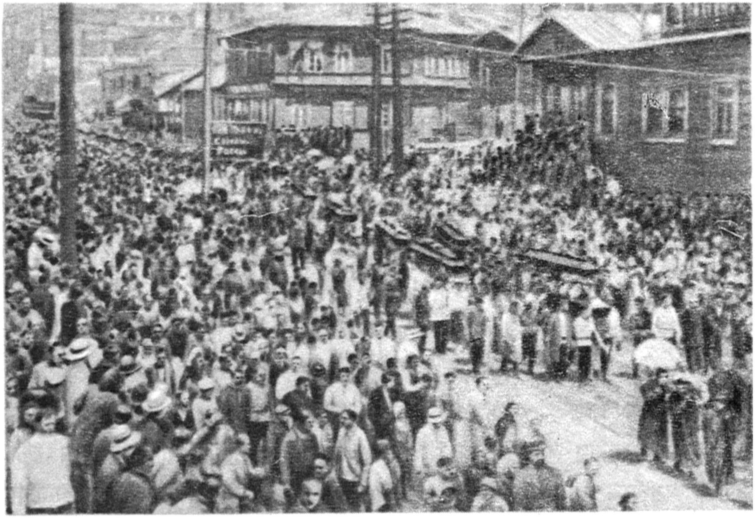

ভ্লাদিভস্তকে প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তের সময় নিহতদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

আমাদের ঘিরে নেমে এল রাত্রির অন্ধকার। এ অবিশ্বাস্য — কিন্তু, এখানে, এই আমাদের চোখের সামনে রয়েছে আমাদের ভাই আর কমরেডদের মৃতদেহ — যাঁরা লড়েছেন সোভিয়েতের সপক্ষে। তেমনি, উত্তরে অন্যান্য কমরেডের প্রাণ যাচ্ছে বন্দুকের মুখে। আমরা কান পেতে আছি, কখন্ অন্যান্য দেশের কৃষক আর শ্রমিকেরা আমাদের উদ্ধার করবার জন্যে এগিয়ে আসবে। কিন্তু আমাদের এই কান পেতে থাকা বৃথা। কানে আসছে শুধু উত্তরের বন্দুকের আওয়াজ।'

তিনি শেষ করতে করতে নীল আকাশের পটভূমিতে দেখা দিল শুভ্রবেশ মূর্তি। মঞ্চে উঠে দাঁড়িয়েছেন এক নারী। জনতার মত তিনি বলতে আরম্ভ করলেন:

'অতীতে বরাবর আমরা মেয়েরা আমাদের পুরুষদের যুদ্ধে-যাওয়া চেয়ে চেয়ে দেখেছি, আর ঘরে বসে কেঁদেছি। যাঁরা শাসন চালাতেন তাঁরা বলতেন — এটাই ন্যায্য, এতেই আমাদের গৌরব। সেসব যুদ্ধ হত কোন্ সুদূরে — তার কিছুই আমরা বুঝতাম না। কিন্তু আমাদের মানুষগুলোকে এখানে মারা হল আমাদের চোখের সামনে। এটা আমরা বুঝতে পারি। এটাও বুঝি যে, এতে না ছিল ন্যায়, না ছিল গৌরব। না, — অতি নিষ্ঠুর নির্মম এ অন্যায়; শ্রমিক শ্রেণীর ঘরে মায়েদের প্রতিটি শিশু শুনবে এ অন্যায়ের কাহিনী।'

সতর-বছরের একটি ছেলের বাক্‌পটুতা হল সবার চেয়ে বেশী। সে একটি তরুণ সোশ্যালিস্ট লীগের সম্পাদক। সে বলল, 'আমরা ছিলাম ছাত্র আর শিল্পী আর এই রকমের সব মানুষ। সোভিয়েত থেকে আমরা দূরে দূরেই থাকতাম। বিজ্ঞের বিচক্ষণতা ছাড়াই শ্রমিক চালাবে শাসন, এটাকে নির্বোধের কাজ বলেই আমাদের মনে হত। কিন্তু এখন দেখলাম, আপনারাই ছিলেন ঠিক, আর আমরাই ভুল করছিলাম। এখন থেকে আমরা আপনাদেরই পাশে আছি। আপনারা যা করবেন আমরাও তাই করব। আমরা পণ করছি, যেসব অন্যায় আপনারা ভোগ করেছেন সে কথা রাশিয়ার সর্বত্র এবং সারা পৃথিবীতে জানাবার জন্যেই আমাদের কলম আর বাক্‌শক্তি নিয়োজিত হবে।'

জনতার মধ্যে হঠাৎ কানে কানে কথা ছড়িয়ে পড়ল যে, কনস্তান্তিন সুখানভকে পাঁচটা অবধি প্যারোল দিয়েছে — তিনি শান্তিপূর্ণ নরম পথে চলবার উপদেশ দিতে আসছেন।

কেউ বলছে তিনি আসছেন, কেউ বলছে তা নয় — এমন সময়ে তিনি নিজেই দেখা দিলেন। নাবিকদের কাঁধে কাঁধে তাঁকে চটপট এগিয়ে নেওয়া হল। প্রচন্ড হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন, মুখে হাসি...

মাঠ-ভরতি মানুষ বিশ্বাস আর ভালবাসা নিয়ে তাদের তরুণ নেতার কথা শুনবার জন্যে মুখ তুলে চেয়ে আছে — তাদের উপর দিয়ে তিনি দু'বার চোখ বুলিয়ে নিলেন।

চতুর্দিক থেকে মর্মান্তিক বেদনা আর যাতনার ধারা এসে তাঁকে বিঁধতে লাগলে তিনি যেন নিজেকে সংযত করবার জন্যেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সোভিয়েতের সপক্ষে দাঁড়িয়ে যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁদের লাল কফিনগুলির উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল তখন সেই প্রথম। এত কী সয়! তাঁর সারা দেহের ভিতর দিয়ে একটা কাঁপুনি ধেয়ে গেল, তাঁর হাত দু'খানা উঠে ছড়িয়ে পড়ল, তিনি টলে উঠেছেন — এক বন্ধু ধরে না ফেললে হুমড়ি খেয়ে পড়তেন জনতার মধ্যে। কমরেডদের শক্ত বাহুতে জড়ানো সুখানভ দু'হাতে মুখ চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন শিশুর মতো। আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম — সেই কান্নার দমকে দমকে তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছিল, আর গাল বেয়ে পড়ছিল চোখের জল। রাশিয়ানরা বড় কাঁদে না। কিন্তু সেদিন ভ্লাদিভস্তকের সেই প্রকাশ্য ময়দানে তিরিশ হাজার রাশিয়ান তাদের তরুণ নেতার সঙ্গে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল।

মৃতের উদ্দেশে পণ

সুখানভ জানতেন বড় বেশী চোখের জল একটা অমিতাচার, আর তাঁর সামনে রয়েছে বিরাট আর গুরুতর কাজ। তাঁর পঞ্চাশ ফুট পিছনে বৃটিশ কনসালেট, আর সামনে পঞ্চাশ রড্ (এক রড্-এ ১৬১/২ ফুট) দূরে স্বর্ণ শৃঙ্গ উপসাগরের জলে ভ্রূকুটি করে রয়েছে মিত্রপক্ষের

নৌবহরের কামানগুলো। দুঃখ-বেদনা থেকে নিজেকে মুচড়ে বের করে তিনি সামলে নিয়ে বক্তব্য বলতে আরম্ভ করলেন। বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঐকান্তিকতার আবেগ প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকল। তাঁর বক্তব্যর শেষে যে-কথাটা উচ্চারিত হল সেটা পরে ভ্লাদিভস্তক আর দূর প্রাচ্যের সমস্ত শ্রমিকের সংগ্রামী সমাবেশের স্লোগান হয়ে উঠেছিল। তিনি বললেন:

'এখানে, এই লাল স্টাফ ভবনের সামনে, যেখানে আমাদের কমরেড **গুজচিক**রা নিহত হয়েছেন, আমরা শপথ করছি, তাঁদের রাখা হয়েছে যে-লাল কফিনে তার নামে শপথ করছি, তাঁদের জন্যে কাঁদছেন তাঁদের যে স্ত্রী আর সন্তানেরা সেই তাঁদের নামে শপথ করছি, শপথ করছি তাঁদের উপর ভাসমান লাল পতাকার নামে, যে-সোভিয়েতের জন্যে তাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তারই জন্যে আমরা বাঁচব, কিংবা প্রয়োজন হলে মরব তাঁদেরই মতো। এখন থেকে, সোভিয়েতের প্রত্যাবর্তনই হবে আমাদের সমস্ত ত্যাগ আর নিষ্ঠার লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সাধনের জন্যে আমরা লড়ব সর্বতোভাবে। আমাদের হাত থেকে বেঅনেট ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু দিন এলে যদি বন্দুক না থাকে আমরা লাঠিসোটা দিয়েই লড়ব, তাও গেলে লড়ব শুধু মুঠি দিয়ে। এখন শুধু আমাদের অন্তর-মন দিয়ে লড়বার সময়। আমাদের অন্তর-মনকে কঠোর আর বলশালী আর অনমনীয় করে তুলতে হবে। সোভিয়েত নেই। সোভিয়েত জিন্দাবাদ!'

শেষের কথা কটি লুফে নিয়ে জনতার মনের প্রচণ্ড অভিব্যক্তি ঘটল, আর তার সঙ্গে বাজল 'আন্তর্জাতিকের' সুর। তারপরে 'বিপ্লবের শোক-গাথার' সেই কানে-লেগে থাকা করুণ তবু জয়যুক্ত সুর:

নিদারুণ সংগ্রামে ভূপাতিত তোমরা
ভালোবেসে মহাজনতায়,
যা পেরেছ সব দিলে জনগণজন্য
তাদের জীবন মান মুক্তিস্পৃহায়।

শীতল সিক্ত কারা, নিপীড়িত তোমরা,
দণ্ড হেনেছে দুষমন,
ফাঁসির মঞ্চ পানে চলে গেলে তোমরা
পায়ে নিগড়ের ঝনঝন।

বিলাসপুরীর ভোজে জালিমের সুরা
আতঙ্ক চাপা দিতে চায়,
কেননা অমোঘ হাত দেয়ালে দেয়ালে
ভয়াবহ লেখা লিখে যায়।

মহিম্ন, মহাবল, মুক্ত মানুষ
জাগবে একথা আছে জানা।
বিদায়, বিদায় ভাই, বীর্যের পথে
পাড়ি দিলে উদাত্তমনা!

সোভিয়েতের পুনঃস্থাপনাই দূর প্রাচ্যের বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত আর কৃষকের সমস্ত ভবিষ্যৎ সংগ্রামের লক্ষ্য, এই মর্মে ঘোষণাসংবলিত একটা প্রস্তাব পড়া হল। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিতে ডাকা হলে হাত উঠল তিরিশ হাজার। যারা গাড়িগুলো তৈরি করেছে আর রাস্তা বানিয়েছে, লোহা ঢেলেছে, লাঙল ধরেছে আর হাতুড়ি পিটিয়েছে, তাদের হাত। সমস্ত রকমের হাত: বৃদ্ধ **গ্রুজচিক**-এর প্রকাণ্ড রুক্ষ হাত, কারিগরের কুশলী আর শক্ত হাত, কৃষকের গাঁট-ধরা কড়া-পড়া হাত, আর তাছাড়া, শ্রমজীবী মেয়েদের হাজার হাজার হাত। এইসব হাত দিয়েই দূর প্রাচ্যের সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে। সারা পৃথিবীর যে-কোন জায়গার কাজে ক্ষতবিক্ষত, শ্রমে মলিন হাতগুলি থেকে এ হাতগুলি পৃথক কিছু নয়। শুধু একটা পার্থক্য আছে: এ হাতে ক্ষমতা ধারণ করা হয়েছে কিছু কাল। এই হাতগুলিতে এসেছিল সরকার। চার দিন আগে সে-হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার অনুভূতি এখনও রয়েছে তাদের মধ্যে — এই হাত তুলে এখন পবিত্র শপথ গৃহীত হল সে-ক্ষমতা আবার ধারণ করবার জন্যে।

‘আমেরিকানরা বোঝে’

পাহাড়ের উপর থেকে নেমে এসে একজন নাবিক ভিড় ঠেলে গিয়ে মঞ্চে উঠল।

‘কমরেডসব,’ উৎফুল্ল কণ্ঠে সে বলল, ‘আমরা নিঃসঙ্গ নই। মার্কিন যুদ্ধ-জাহাজে ঝাণ্ডাগুলো উড়ছে, সেদিকে একবার তাকিয়ে দেখতে বলছি।

আপনারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন ওখান থেকে দেখতে পাবেন না। কিন্তু ঐ রয়েছে ঝান্ডাগুলো। না, কমরেডসব, আমাদের শোকের মাঝে আজ আমরা নিঃসঙ্গ নই। আমেরিকানরা বোঝে—তারা রয়েছে আমাদের সঙ্গে।'

বলা বাহুল্য, একটা ভুলের ব্যাপার। সেদিন ছিল ৪ঠা জুলাই। আমাদের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের জন্যে ঐ ঝান্ডাগুলো তোলা হয়েছিল। কিন্তু জনতার সেটা জানা ছিল না। তাদের কাছে এটাকে মনে হয়েছিল যেন বিদেশে নিঃসঙ্গ পর্যটকের হাতে সহসা পাওয়া বন্ধুর স্পর্শের মতো।

জনতা নাবিকটির কথা ধরে সোৎসাহে বলে উঠল, 'আমেরিকানরা আমাদের সঙ্গে রয়েছে!' তার পর সেই বিরাট শ্রমিক সমাবেশ আবার কফিন, স্তবক আর পতাকাগুলি নিয়ে চলল। যাচ্ছিল গোরস্থানে — কিন্তু সোজা পথে নয়। অনেক সময় ধরে রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হলেও অনেকটা ঘুরে তারা আমেরিকান কনসালেটে যাবার সেই পাহাড়ের গা বেয়ে-ওঠা খাড়াই পথটায় গিয়ে পেঁছিল। খাড়াই ঢালু বেয়ে বহু-কষ্টে ধুলোর ভিতর দিয়ে তারা তখনও গাইতে গাইতে গিয়ে পেঁছিল সেই ধ্বজাদণ্ডের সামনে যাতে উড়ছে তারা-আর-ডোরাকাটা ঝান্ডা। সেখানে থেমে তারা কফিনগুলি নামাল আমেরিকার পতাকাতলে।

হাত বাড়িয়ে তারা ডেকে বলল, 'একটা কথা বলুন আমাদের কাছে!' সেই কথাটির জন্যে মিনতি জানাতে তারা ভিতরে একটা প্রতিনিধিদল পাঠাল। পশ্চিমের মহান প্রজাতন্ত্র তার স্বাধীনতা উদ্‌যাপন করছে — সেই দিন রাশিয়ার গরিব মানুষ, অধিকার-বঞ্চিত মানুষ তাদের স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি আর বুঝসমঝ চাইতে এল।

পরে, 'বৈপ্লবিক মর্যাদা আর পবিত্রতার এই অবমাননা' সম্বন্ধে তীব্র ক্ষুব্ধ মন্তব্য করতে শুনেছিলাম একজন বলশেভিক নেতাকে।

তিনি বলেছিলেন, 'কী মূর্খতা! এরা একেবারে বিচারবুদ্ধিবিবর্জিত! আমরা তো বলেই আসছি যে, সব দেশ ঐ একই — সব সাম্রাজ্যবাদী। এদের নেতারা তো বারবার এদের শুনিয়েছেন এ কথা!'

সেটা ঠিকই। তবে, ৪ঠা জুলাইয়ের মিছিলের সঙ্গে নেতাদের কোন যোগাযোগ ছিল না। তাঁরা ছিলেন জেলে। গোটা ব্যাপারটা ছিল জনসাধারণের নিজেদেরই হাতে। তাছাড়া, আমেরিকার কথা সম্বন্ধে বহু নেতা যতই সন্দিহান থাকুন না কেন, জনসাধারণ তেমন ছিল না। বড় দুঃখ-ক্লেশের সময়ে সহজ, সরল-বিশ্বাসী এই মানুষগুলি প্রাচ্যে নতুন সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির স্রষ্টা এই মানুষগুলি হাত বাড়িয়ে এসেছিল পশ্চিমের পুরানো পলিটিক্যাল ডেমোক্রাসির উদ্দেশে।

তারা জানত, 'রাশিয়ার জনসাধারণের' প্রতি সাহায্য আর সহানুভূতির আশ্বাস দিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি উইলসন। তারা যুক্তি দেখায়: 'আমরা, শ্রমিক আর কৃষকেরা, এখানে ভ্লাদিভস্তকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ — আমরা নই জনসাধারণ? আজ দুঃখ-কষ্টের দিনে আমরা সেই প্রতিশ্রুত সাহায্য চাইতে এলাম। শত্রু আমাদের সোভিয়েত কেড়ে নিয়েছে। তারা আমাদের কমরেডদের খুন করেছে। আমরা নিঃসঙ্গ, আমরা পড়েছি দুর্দশায়, আর পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে শুধু তোমরাই সেটা বুঝতে পারো।' মৃতদের নিয়ে তারা এল, এল আমেরিকা থেকে সহানুভূতি আর যথোপযুক্ত উপলব্ধি পাবার বিশ্বাস নিয়ে — এর চেয়ে সুন্দর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন আর কী হতে পারত? আমেরিকাকেই তারা একমাত্র বন্ধু আর আশ্রয় হিসেবে দেখেছিল।

কিন্তু আমেরিকা বুঝল না। আমেরিকার মানুষের কানে তার একটা কথাও পৌঁছল না। আমেরিকার মানুষ যে সেটা কখনও শোনেও নি সে-কথা রাশিয়ার এই মানুষগুলি জানে না। তারা শুধু জানে যে, তাদের ঐ আবেদনের কয়েক সপ্তাহ পরেই মার্কিন ফৌজ এসে নেমেছিল। জাপানী ফৌজের সঙ্গে মিলে সাইবেরিয়ার ভিতরে ঢুকে কৃষক আর শ্রমিকদের গুলি করে মারতে থাকল।

তখন এই রাশিয়ানরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে থাকল, 'সেখানে সেই গরমে ধুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে ভিখারীর মতো তাদের দিকে আমরা হাত বাড়িয়েছিলাম — কী মূর্খতাই না করেছিলাম তখন!'

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রস্থান

মিত্রশক্তিগুলি সাইবেরিয়ার ভিতরে ঢুকে পড়লে বিজ্ঞজনেরা সব বললেন, 'বলশেভিকরা এবার ডিমের খোলার মতো ভেঙে গুঁড়োগুঁড়ো হবে।' সোভিয়েতের পক্ষ থেকে গুরুতর কোন প্রতিরোধের কথা উঠলে সেটাকে পরিহাস করে উড়িয়ে দেওয়া হত। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে প্রথমে জারের সরকার, পরে কেরেন্‌স্কির সরকার। সোভিয়েত সরকারও সেই একই পথে যাবে না তো কি?

তা কেন যাবে না, তার কারণ দেখিয়েছেন আমেরিকান মেজর থ্যাচার: সামরিক বাহিনীগুলোই ছিল জারের ক্ষমতার ভিত্তি; এই বাহিনীগুলোকে ভেঙে দিতেই জারের পতন ঘটল। কেরেন্‌স্কি সরকারের অবলম্বন ছিল মন্ত্রিসভাটা; শীত প্রাসাদে ঐ মন্ত্রীদের ঘেরাও করে ফেলতেই কেরেন্‌স্কির পতন ঘটল। কিন্তু হাজার হাজার স্থানীয় সোভিয়েতের মধ্যেই সোভিয়েত সরকারের শিকড় রয়েছে — আর ঐ সোভিয়েতগুলি হল অসংখ্য সেল্‌ নিয়ে গড়া এক একটা সমগ্র দেহযন্ত্র; সোভিয়েত সরকারকে ধ্বংস করতে হলে এর প্রত্যেকটি দেহযন্ত্রকে ধ্বংস করা চাই। কিন্তু ধ্বংস হবার কোন বাসনা তাদের নেই।

দূর প্রাচ্যের সর্বত্র বিপদের সংকেত পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষক-শ্রমিকেরা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়ে গেলেন। তাঁরা ভয়ঙ্কর লড়াই চালালেন, — ইঞ্চি ইঞ্চি করে ছাড়া জমিন ছাড়লেন না। ভ্লাদিভস্তকের উত্তরে দুটি শহরে একটিও জীবনহানি ছাড়াই সোভিয়েত স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু এই সোভিয়েত দুটিকে উচ্ছেদ করতে হাজার হাজার মানুষ নিহত হল; হাসপাতালগুলি ছাড়াও, চালাঘরগুলো আর মালগুদামগুলোও আহত মানুষে ভরতি হয়ে গেল। 'সাইবেরিয়ার ভিতর দিয়ে সামরিক প্রমোদভ্রমণ' হল না, — আক্রমণকারীরা কঠোর রক্তাক্ত সংঘর্ষের সম্মুখীন হল।

প্রতিরোধের প্রচণ্ডতা আর দৃঢ়তা দেখে ভ্লাদিভস্তকের বুর্জোয়ারা স্তম্ভিত হল। তখন আক্রোশে উন্মত্ত হয়ে তারা সোভিয়েত পক্ষের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে হিংস্র হয়ে উঠল।

শহিদ হবার কোন বাসনা আমার ছিল না। কাজেই, আমি প্রধান রাস্তা এড়িয়ে চলতাম, ছদ্মবেশে বেরতাম, কিংবা রাতের অন্ধকারে চলাফেরা করতাম। আমি ছিলাম সমাজচ্যুত। তবে, তাতে আমার কোন দুঃখ ছিল না। রাশিয়া সম্বন্ধে লেখা আমার বইয়ের পাণ্ডুলিপি নিয়েই ছিল আমার দুশ্চিন্তা। পাণ্ডুলিপি ছিল সোভিয়েত ভবনে — এখন সেটা নতুন শ্বেত সরকারের সদর কার্যালয়।

শেষে ঠিক করলাম নির্লজ্জভাবে শত্রুর শিবিরে ঢুকে সেটা চেয়ে নেওয়াই একমাত্র উপায়। তাই করলাম এবং সোজা নতুন গোয়েন্দা সংস্থার কর্তার হাতেই পড়লাম।

নকল শিষ্টাচার দেখিয়ে তিনি বললেন, 'আমি আপনাকে খুঁজছিলাম। এসেছেন বলে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন।' আমি প্রতিবিপ্লবের হাতে বন্দী হলাম।

ভাগ্য ভাল, আমেরিকানদের মধ্যে ছিলেন আমার এক পুরন সহপাঠী— ফ্রেড্ গুড্সেল্। তিনি আমার তরফে আলোচনা চালিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে দিলেন — কিন্তু আমার পাণ্ডুলিপি নয়।

এবার আমি সাহস করে নিজের থাকবার জায়গায় ফিরলাম। কিন্তু কোন গোয়েন্দা আমাকে লক্ষ্য করে শ্বেতদের ফোন করে জানিয়েছিল। আমি কাগজপত্র গোছাতে ব্যস্ত আছি — এমন সময়ে হুঁস্ করে এসে একখানা গাড়ি থামল। ছ'জন শ্বেতরক্ষী গাড়ি থেকে লাফিয়ে এসে কামরায় ঢুকে তাদের পিস্তলগুলোকে আমার মুখের উপর চেপে ধরে চেঁচাতে লাগল, 'এবার পেয়েছি তোমাকে, এবার পেয়েছি!'

আমি জানালাম, 'আমি আগেই গ্রেপ্তার হয়ে ছাড়া পেয়ে এসেছি।'

ওরা ধমকে বলল, 'শুয়োর কোথাকার — তোমাকে আমরা গ্রেপ্তার করতে আসি নি। তোমাকে আমরা খুন করব।'

বাইরে আবার হঠাৎ আওয়াজ। আর একখানা মোটরগাড়ি বেগে এসে থামল। দড়াম্-দম্! দরজায় আবার প্রচণ্ড আওয়াজ! একজন ক্যাপ্টেন এবং রাইফেল-হাতে আরও চার জন সৈনিক কাত হয়ে এসে কামরায়

ঢুকল। এরা চেক—এরা বলল আমাকে গ্রেপ্তার করবার পরোয়ানা আছে।

শ্বেতরা বলল, 'আমরা যে আগেই ওকে গ্রেপ্তার করেছি।'

'না।' চেক্‌রা জিদ ধরে বলল, 'আমরা একে নিয়ে যাব।'

শ্বেতেরাও বলতে থাকল, 'আমরা যে আগেই ওকে ধরেছি।'

নিজেকে এমন ভীষণ গুরুত্বসম্পন্ন হতে দেখাটা রীতিমতো রোমাঞ্চকর। তবে কিনা, বেঅনেটগুলো দেখে আমার এই আত্মপ্রসাদ মাটি হয়ে যাচ্ছিল। বেঅনেট সংখ্যায় বেশী—সেগুলোকে ব্যবহার করতে আগ্রহও বড় বেশী। অচিরেই বন্দী না হয়ে লাস হয়ে যাবার সম্ভাবনা বর্তমান। চেক্ ক্যাপ্টেনটি কিন্তু একটু রসিক ছিলেন।

'আপনি কী ইচ্ছে করেন?' আমার দিকে ফিরে অনেকটা মাথা নত ক'রে তিনি বললেন, 'কাদের বন্দী হতে আপনি বেশী পছন্দ করেন?'

আমি বললাম, 'আপনাদের বন্দী হতে চাই — চেক্‌দের।'

সম্ভ্রমসূচক চমৎকার **ভঙ্গি করে** তিনি শ্বেতদের দিকে ফিরে মহানুভবতাসহকারে বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, এ আপনাদেরই।'

নিজের সৈনিকদের আমার কাগজপত্রের উপর লেলিয়ে দিয়ে তিনি তাদের খুশি করলেন (পরে আমার কাগজপত্র আমেরিকান কনসালেটে দেওয়া হয়েছিল)।

শ্বেতরক্ষীরা আমাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে তাদের গাড়িতে তুলে নিয়ে চলল নগরীর ভিতর দিয়ে। যেখানে আমি কয়েকদিন আগে গাড়ি করে গিয়েছি সোভিয়েতের অতিথি হিসেবে সেখানে আজ আমি চলেছি বেঅনেট দিয়ে ঘেরা, আমার পাঁজরের উপর চেপে রয়েছে দুটো পিস্তল — আমি শ্বেতদের বন্দী।

উত্তেজিত বুর্জোয়াদের একটা ভিড় শ্বেত সদরঘাঁটি ঘিরে রয়েছে। লালদের ধরে ধরে আনা হচ্ছে, তাই তারা দেখছে, আর নতুন এক একটা শিকার এলে শেয়াল-কুকুরের ডাক ডেকে বলছে, — 'ওকে ফাঁসিতে লটকে দাও!' ভিড়টা থেকে টিটকারি উঠছে — তারই ভিতর দিয়ে আমাকে বাড়িটার মধ্যে ঠেলে নেওয়া হল এবং ভাগ্যক্রমে সোজা গিয়ে পড়লাম আমার আগেকার একজন পরিচিত লোক স্কুইর্‌স্কির হাতে। তিনি আমাকে ইঙ্গিতে বলে

দিলেন আমি যেন তাঁকে চিনি সেটা প্রকাশ না করি; তিনি যথাসময়ে আমাকে খালাস করিয়ে দিলেন। এবার আমি বেরবার সময়ে একখানা দলিল পেলাম, তাতে লেখা: **'নাগরিকগণ, আমেরিকান উইলিয়মসকে গ্রেপ্তার না করবার জন্যে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।'**

দেশে চললাম

তবে, এই কাগজখানা খুব যে একটা রক্ষাকবচের কাজ দিতে পারে তা নয় — কেননা, সোভিয়েতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ দিনের পর দিন বেড়েই চলছিল। মনে হচ্ছিল আমি যেন শিকারীর তাড়া-খাওয়া একটা জানোয়ার; দশ দিনের মধ্যে আমার পাউন্ড দশেক ওজন কমে গেল। আমেরিকান ভাইস-কনসাল বললেন, 'যে-কোন মুহূর্তে আপনার প্রাণ যেতে পারে। আপনাকে দেখলেই গুলি করে মারবে বলে দুটো দল শপথ করেছে।'

আমি তাঁকে বললাম, 'আমি তো চলে যাবার জন্যে খুবই আগ্রহান্বিত, কিন্তু যাবার পয়সা যে নেই।' তিনি আমার হতবুদ্ধি অবস্থাটা বুঝলেন, কিন্তু এতে তাঁর কিছু করবার থাকতে পারে বলে তিনি মনে করলেন না।

আমার এই দশার কথা শুনে শ্রমিকরা আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এল। তাদের অবস্থা তখন অত্যন্ত খারাপ, কিন্তু তারাই আমার জন্যে এক হাজার রুবল তুলল। যারা জেলে ছিল তারা গোপনে পাঠিয়ে দিল আরও এক হাজার রুবল। তখন আমি চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু জাপানী কনসাল আমার পাসপোর্টে ভিজা দিতে অস্বীকার করলেন। আমার অপরাধের একটা ফিরিস্তি তিনি আমার সামনে হাজির করলেন; বিদেশী আক্রমণ-হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সোভিয়েত পত্র-পত্রিকায় আমার যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলিই তার মধ্যে সর্বপ্রধান অপরাধ। টোকিওতে পররাষ্ট্র দপ্তর ঐসব প্রবন্ধ পছন্দ করে নি। জাপানের পবিত্র মৃত্তিকাকে আমার পাপ-উপস্থিতি দিয়ে কলুষিত হতে দেওয়া কোনক্রমেই চলবে না, এই মর্মে তারবার্তা এসেছে। তবে, চীনারা আমাকে ভিসা দিলেন; সাংহাই-গামী একখানা উপকূলবাহী স্টীমারে যাবার জন্যে আমি টিকিট কিনলাম।

পাহাড়ে একটা আত্মগোপন করবার জায়গায় **তাভারিশ**দের সঙ্গে কাটল আমার শেষের রাতটা। সোভিয়েত বিনষ্ট হয় নি। সোভিয়েত কাজ চালাচ্ছে গুপ্তভাবে। যেসব নেতা তখনও গ্রেপ্তার হন নি তাঁরা এই গুপ্ত জায়গায় মিলিত হয়ে পরিকল্পনা রচনা করতেন, সংগঠন চালাতেন। আমাকে বিদায় দেবার সময়ে তাঁরা গাইলেন বৃটেনের পরিবহন শ্রমিকদের গান — এটা জেরোম তাঁদের শিখিয়েছিলেন:

ঘাঁটি রুখে থেকো,
আমরা আসছি জেনো!
নির্ভয়, নির্ভয়! ইউনিয়নের লোক লড়ি,
হবে জয়, হবে জয়!

১১ই জুলাই তারিখে আমি যখন স্টীমারে করে যাচ্ছিলাম মিত্রপক্ষীয় যুদ্ধ-জাহাজগুলির ধার দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে তখনও আমার কানে বাজছিল ঐ কথাগুলি। আমেরিকায় যাবার টিকিট পেতে এক মাস ধরে সাংহাইয়ের গরমে সিদ্ধ হলাম। অবশেষে পেলাম টিকিট। দূর প্রাচ্যে স্বর্ণ শৃঙ্গ থেকে বেরবার আট সপ্তাহ পরে আমার দৃষ্টিগোচর হল কালিফোর্নিয়ার গোল্ডেন গেট।

আমাদের স্টীমারখানা সান-ফ্রান্সিস্কো পোতাশ্রয়ে নোঙর ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে একখানা লঞ্চ তার পাশে এসে দাঁড়াল, আর নৌবাহিনীর ইউনিফর্ম পরা অফিসারেরা উঠল স্টীমারে। এরা আমেরিকান নৌ-গোয়েন্দা সংস্থার লোক, — আমাকে স্বদেশে সংবর্ধনা জানাবার জন্যে এদের পাঠানো হয়েছে। সুদূরের কোন দেশে সুদীর্ঘকাল দাঙ্গাহাঙ্গামা চালাবার পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ক'রে কোন উড়নচণ্ডে এর চেয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা আশা করতে পারত না। আমার কল্যাণের জন্যে তাদের সে কী উৎকণ্ঠা — তাতে একেবারে যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়তে হয়। যত্ন করে এরা আমাকে অভিভূত করে ফেলল; তাদের কোয়ার্টারে নিয়ে যেতে চায়; আমার লটবহরের প্রত্যেকটা খুঁটিনাটির উপর তাদের নজর। সোভিয়েতের সমস্ত ব্যাপারে তাদের গভীর আগ্রহ রয়েছে বলে তারা আমাকে নিশ্চয়তা দিল এবং সেটা প্রমাণ করবার জন্যে আমার প্রত্যেকটা পুস্তিকা, দলিল আর নোট্‌বুক তারা নিয়ে নিল। রাশিয়ার যে-কোন সাহিত্যের জন্যে তাদের ক্ষুধা

কিছুতেই নিবৃত্ত হতে চায় না। পাছে তার একটা ছেঁড়া টুকরোও নজর এড়িয়ে যায় তাই তারা আমার টাকা-পয়সার পকেট-বই খুলে দেখল, জুতোর মধ্যে, টুপির ফিতে খুলে, এমনকি কোটের লাইনিংও খুলে দেখল। তেমনি, আমার বংশপরিচয়, আমার অতীত, আর আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিল। তারপরে তারা আমাকে তুলে দিল অন্য এক কর্তৃপক্ষের হাতে—সেখানে আমার ভাবাদর্শ সম্বন্ধে তল্লাসি চলল।

আমাকে যারা জেরা করছিল তাদের একজন বলল, 'তাহলে, মিঃ উইলিয়ম্‌স্‌, এখন আপনি একজন সোশ্যালিস্ট? আপনি নৈরাজ্যবাদীও—তাই না?'

এ অভিযোগ আমি অস্বীকার করলাম।

'তা, আর কী কী বিশ্বাস আপনার আছে?'

আমি তাঁকে বললাম, 'পরার্থবাদ, আশাবাদ এবং প্রয়োগবাদ।'

তিনি যথারীতি সব কথা নোট্‌বুকে টুকে নিলেন। আরও বেশী বেশী অদ্ভুত আর বিপজ্জনক সব রাশিয়ান ধ্যানধারণা আমেরিকায় আমদানি হচ্ছে!

তিন-দিনের মনোজ্ঞ **কামারাদেরির** পরে আমাকে ওয়াশিংটনে পাঠানো হল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত

রুশ বিপ্লব ঘটালেন সে তো বিপ্লবীরা নন। দলে দলে বহু বিপ্লবী এই বিপ্লব ঘটাবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন—তা সত্ত্বেও এ কথা ঠিক। জনসাধারণের উপর নিষ্ঠুর নিপীড়ন দেখে রাশিয়ার বহু গুণবান নর-নারী এক-শতক যাবত বিচলিত হয়েছেন। তাই তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন আন্দোলনকারী। গ্রামে-গ্রামে, কলে-কারখানায় আর বস্তিতে বস্তিতে গিয়ে গিয়ে তাঁরা বলেছেন:

ঘুমের ঘোরে পরা শেকলখানা
ঝাঁকিয়ে ফেলে চূর্ণ করে দে না।
অল্প ওরা, তোরা অনেক জনা!

মানুষ কিন্তু উঠে দাঁড়ায় নি। কথাটা তাদের কানে ঢুকেছে বলেও মনে হয় নি। তার পরে এল সেই সবার বড় আন্দোলনকারী — ভুখা। আর্থনীতিক বিপর্যয় আর যুদ্ধের ভিতর দিয়ে হাত বাড়াল ভুখা—তার তাড়নায় ঢিলাঢালা জনগণ সক্রিয় হয়ে উঠল। পুরন ঘুণে-ধরা কাঠামটার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তারা সেটার পতন ঘটাল। মানুষের শক্তিতে যা অসম্ভব হয়েছিল সেটা নিষ্পন্ন করে দিল যেন একটা ব্যক্তিনিরপেক্ষ, যেন একটা প্রাকৃতিক শক্তি।

তবে, বিপ্লবীদেরও একটা ভূমিকা ছিল। তাঁরা বিপ্লব ঘটান নি, কিন্তু বিপ্লবটাকে তাঁরা সাফল্যমণ্ডিত করলেন। নিজেদের প্রচেষ্টায় তাঁরা এমন একদল নর-নারীকে তৈরি করেছিলেন যাঁরা বাস্তব অবস্থা লক্ষ্য করতে শিখেছেন, তাঁদের দেওয়া হল বাস্তবানুগ কর্মসূচী, আর সেই কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করবার কর্মোদ্যমও তাঁরা তাঁদের দিলেন। এমন মানুষ ছিলেন এক নিযুত — হয়ত আরও বেশী, কিছু কমও হতে পারে। তাঁদের সংখ্যাটাই সবচেয়ে বড় কথা নয়; বড় কথা-হল এই যে, দেউলিয়া পুরন ব্যবস্থার হাত থেকে সমাজটাকে তুলে নেবার সংস্থা হিসেবে, বিপ্লবের পর সমাজটাকে বাঁচাবার সংস্থা হিসেবে তাঁরা সুসংগঠিত ছিলেন।

তার কেন্দ্রীয় উপাদান ছিলেন কমিউনিস্টরা। এইচ্. জি. ওয়েল্স্ বলেছেন, 'সেই বিপুল বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা আপৎকালীন সরকার সর্বকিছু হাতে নিল — এই সরকারের সমর্থনে ছিল সুশৃঙ্খল একটি পার্টি—কমিউনিস্ট পার্টি—তার সদস্যসংখ্যা বোধ হয় ১,৫০,০০০-এর মতো... এই সরকার রাহাজান দমন করল, অবসন্ন নিঃশেষিত শহরগুলোতে একটা কিছু আইন-শৃঙ্খলা আর নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করল এবং স্থাপন করল একটা কঠোর ধরনের রেশনিং। তা হল একমাত্র সম্ভাব্য সরকার... তা হল একটিমাত্র ভাবনা, একটিমাত্র সংহতির মূর্তিরূপ।'

চার বছর হল রাশিয়ায় নিয়ন্ত্রণ-ভার রয়েছে কমিউনিস্টদের হাতে। তাঁদের এই অভিভাবকত্বের ফলাফল কী হল?

ফলাফল হল 'দমন, স্বৈরাচার, আর হিংস্রতা' — এই ডাক ছেড়ে বলে শত্রুরা। তারা বলে, 'ওরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাক্‌স্বাধীনতা আর সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করেছে। ওরা বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি আর বাধ্যতামূলক শ্রম চালু করেছে। ওরা সরকারী প্রশাসনেও অযোগ্য, শিল্প পরিচালনায়ও অক্ষম। সোভিয়েতগুলোকে ওরা কমিউনিস্ট পার্টির গৌণ সংগঠনে পরিণত করেছে। কমিউনিস্ট ধ্যান-ধারণা অবনমিত ক'রে, কর্মসূচী বদলে আর অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে ওরা পুঁজিপতিদের সঙ্গে আপস করেছে।'

এর কোন কোন অভিযোগ অতিরঞ্জিত, অনেকগুলির সপক্ষে কারণ দেখানো যায়। কিন্তু এর সবগুলোকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সোভিয়েতের বন্ধুরা সেটা নিয়ে আক্ষেপ করেন। তাদের শত্রুরা এইগুলি দেখিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার জন্যে সারা পৃথিবীর উদ্দেশে আহ্বান জানিয়েছে।

এইভাবে যারা বিলাপ করে, আর কাদা ছোঁড়ে তাদের দলে ভিড়ে পড়বার প্রলোভন এলে ১৯১৮ সালের জুন মাসে ভ্লাদিভস্তক ডকে একটা আলাপনের কথা আমার মনে পড়ে। সোভিয়েতের সভাপতি কনস্তান্তিন সুখানভের সঙ্গে কথা হচ্ছিল আমেরিকান রেড ক্রসের কর্ণেল রবিন্‌স্‌-এর।

'মিত্রপক্ষ থেকে কোন সাহায্য না এলে সোভিয়েতের অস্তিত্ব থাকতে পারে কত কাল?'

নিরুপায়ভাবে মাথা নাড়লেন সুখানভ।

রবিন্‌স্‌-এর প্রশ্ন হল, 'ছ' সপ্তাহ?'

সুখানভ বললেন, 'তার চেয়ে বেশী সময় টিকে থাকা শক্ত।'

আমাকেও রবিন্‌স্‌ ঐ একই প্রশ্ন করলেন। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার ধারণাও ছিল অস্পষ্ট।

আমরা ছিলাম সহানুভূতিশীল। সোভিয়েতের পরাক্রম আর প্রাণশক্তির কথা আমরা জানতাম। কিন্তু পথে যে-প্রচণ্ড বাধা-বিপত্তি ছিল সেটাও আমরা বুঝতে পারছিলাম। সব মিলিয়ে তখন অবস্থাটা হচ্ছিল সোভিয়েতেরই প্রতিকূল।

প্রথমত, জারের আর কেরেন্‌স্কির সরকার যাতে অভিভূত হয়ে পড়েছিল, সোভিয়েতও সেইসব অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল — অর্থাৎ কিনা, বিপর্যস্ত শিল্প, পরিবহন-ব্যবস্থা অচল, জনগণের ভুখা আর দুর্দশা।

দ্বিতীয়ত, বুদ্ধিজীবীদের অসহযোগ, পুরন কর্মকর্তাদের ধর্মঘট, টেকনিশিয়ানদের অন্তর্ঘাত, গির্জার বিরোধিতা, মিত্রশক্তিগুলির অবরোধ, ইত্যাদি এক শ'টা নতুন বাধাবিপত্তির সঙ্গে সোভিয়েতকে মোকাবিলা করতে হয়েছিল। ইউক্রেনের শস্যক্ষেত্র, বাকুর তৈলক্ষেত্র, দন-এর কয়লাখনি-গুলো, আর তুর্কিস্তানের তুলা থেকে সোভিয়েত বিচ্ছিন্ন ছিল—জ্বালানি আর খাদ্যের মজুত শেষ। সোভিয়েতের শত্রুরা তখন বলল, 'ভুখার করাল হাত এবার মানুষের গলা টিপে ধরে তাদের কান্ডজ্ঞান ফিরিয়ে আনবে।' বিভিন্ন সরবরাহ নিয়ে ট্রেনগুলো যাতে শহরে-নগরে পেঁছিতে না পারে তাই সাম্রাজ্যবাদীদের অনুচরেরা রেল-পুলগুলো ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিল, শিরীষের গুঁড়ো ঢুকিয়ে দিয়েছিল এঞ্জিনের বেয়ারিং-এর ভিতরে।

অতি বড় জবরদস্ত সব মানুষকেও ঘায়েল করবার পক্ষে এগুলি যথেষ্ট। আরও বাকি ছিল। সারা পৃথিবীর পুঁজিবাদী সংবাদপত্রজগৎকে লাগানো হল বলশেভিকদের বিরুদ্ধে। তাতে বলশেভিকদের চিত্রিত করা হল — তারা যেন সব 'কাইজারের খিদমৎগার', 'রক্তচক্ষু ক্ষ্যাপা মানুষ', 'ঠান্ডা-মাথায় খুনে', 'লম্বা দাড়িওয়ালা দুর্বৃত্ত, যারা দিনের বেলায় হন্যে হয়ে ছোটে খুনের নেশায়, আর রাত্রে ক্রেমলিনে মাতাল হয়ে হুল্লোড় করে', 'শিল্প-সংস্কৃতির অবমাননাকারী', 'নারী-অপহরণকারী'। 'নারী-জাতীয়করণের ডিক্রি' জাল করে বানিয়ে সারা পৃথিবীতে সেটা ছড়িয়ে তারা চরম অপযশ প্রচার করল। জার্মানদের প্রতি মানুষের যা বিদ্বেষ সেটাকে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করতে বলা হল।

'সভ্যতার শত্রু' বলে বিদেশে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের মাত্রা দিন দিন চড়তে থাকল, আর তখন সেই বলশেভিকরাই রাশিয়ায় সভ্যতাকে চূড়ান্ত বিপর্যয় থেকে রক্ষা করবার জন্যে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করছিলেন।

বলশেভিকদের সুকঠিন কাজগুলো করতে দেখে আর্থার র‍্যান্‌সাম লিখলেন:

'বলশেভিকদের কেউ দেবদূত নয় তা ঠিক। আমি শুধু বলছি যে, তাদের ঘিরে রয়েছে যে কুৎসার কুয়াশা সেটা ভেদ করে লোকে তাকিয়ে দেখুক তাদের পক্ষে একমাত্র যে-উপায়ে সম্ভব সেইভাবেই এই তরুণেরা কঠোর চেষ্টা করছে কোন্‌ আদর্শের জন্যে। যদি এরা ব্যর্থ হয়, তাহলে যে-আদর্শ তাদের পরেও বজায় থাকবে তার জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে অমলিন অন্তর-মন নিয়েই তারা ব্যর্থ হবে। তারা ব্যর্থ হলেও তারা ইতিহাসে যে-পৃষ্ঠাটা লিখে যাবে তার চেয়ে দুর্জয় সাহসিকতার দৃষ্টান্ত মানবজাতির কাহিনীতে আর মনে পড়ে না... পরে লোকে যখন সেই পৃষ্ঠাটা পড়বে তখন আপনাদের দেশ আর আমার দেশ সেই পৃষ্ঠাটি রচনায় যে-সাহায্য কিংবা বাধা দিয়েছিল তাই দিয়ে তারা ঐ দেশকে বিচার করবে।'

এ আবেদন বৃথা গেল।

ফরাসী বিপ্লব পৃথিবীতে যে-ভাবাদর্শ ছড়িয়ে দিল সেটাকে বিনষ্ট করবার জন্যে ইউরোপের রাজতন্ত্রীরা যেভাবে এক জোট হয়েছিল সেইভাবেই রুশ বিপ্লব পৃথিবীতে যে-ভাবাদর্শ ছড়িয়ে দিল সেটাকে বিনষ্ট করবার জন্যে ইউরোপ আর আমেরিকার পুঁজিপতিরা এক জোট হল। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট, শীতে জমে-যাওয়া, টাইফাসে-জর্জরিত রাশিয়ানদের জন্যে বই, হাতিয়ার, শিক্ষক আর ইঞ্জিনিয়র-বোঝাই হয়ে শুভেচ্ছার জাহাজ গেল না — গেল ভীষণ সব যুদ্ধ-জাহাজ, সৈন্য আর অফিসার, বন্দুক আর বিষ-বাষ্প-বোঝাই সব জাহাজ। রাশিয়ার উপকূলে বিভিন্ন সামরিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় গিয়ে তারা নামল। রাজতন্ত্রীরা, জমিদারেরা আর কৃষ্ণ শতেরা পালে পালে গিয়ে জুটল সেইসব জায়গায়। নতুন শ্বেত বাহিনী গ'ড়ে, ড্রিল করিয়ে কোটি কোটি ডলারের সরবরাহ দিয়ে তাদের সুসজ্জিত করা হল। বিপ্লবের একেবারে হৃৎপিণ্ডেই তলোয়ার বসিয়ে দেবার চেষ্টায় আক্রমণকারীরা মস্কোর দিকে অভিযান চালাল।

সাইবেরিয়ার ভিতর দিয়ে চেক্‌দের পথ ধরে পূর্ব দিক থেকে এগোল কলচাকের ফৌজ। ফিনল্যান্ডের এবং লাতভীয় আর লিথুয়ানীয়দের ফৌজ আঘাত হানল পশ্চিম দিক থেকে। উত্তরে বনভূমি আর তুষারক্ষেত্রগুলোর

ভিতর দিয়ে এগোল বৃটিশ, ফরাসী আর আমেরিকানরা। দক্ষিণের বন্দরগুলো থেকে ধেয়ে গেল সব ট্যাংক আর বিমানসহ দেনিকিনের 'মৃত্যু বাহিনী'। এস্তোনিয়ার জলাভূমিগুলোর ভিতর দিয়ে গেল ইউদেনিচ। পোল্যান্ড থেকে — পিলসুদ্স্কির পোক্ত ফৌজ। ব্যারন ভ্রাঙ্গেলের ফৌজ গেল ক্রিমিয়া থেকে।

বিপ্লবকে ঘিরে এগিয়ে আসতে থাকল নিযুত-বেঅনেটে ঠাসা ইস্পাতের বেষ্টনী। অসংখ্য আঘাতে বিপ্লব টলমল করতে থাকল, কিন্তু তার অন্তর ছিল নির্ভীক। যদি তাকে মরতে হয় মরবে লড়তে লড়তে।

প্রাণের দায়ে বিপ্লবের লড়াই

যুদ্ধে-ক্লান্ত গ্রামে গ্রামে আর নিঃস্ব শহরে শহরে আবার ঢোল পিটিয়ে অস্ত্র ধারণ করবার ডাক পড়ল। জরাজীর্ণ লেদ আর তাঁতগুলোতে আবার ইউনিফর্ম আর রাইফেল তৈরি করবার হুকুম হল। প্রায় অকেজো রেলপথগুলোতে আবার সৈন্য আর কামান চলাচল আরম্ভ হল। রাশিয়ার প্রায় নিঃশেষিত সংগতি থেকেই বিপ্লব ৫০,০০,০০০ সৈনিকের অস্ত্রশস্ত্র, ইউনিফর্ম আর অফিসারের ব্যবস্থা করল—লাল ফৌজ যুদ্ধে নামল।

মস্কো থেকে মাত্র ৪০০ মাইল দূরে তারা কলচাকের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাইবেরিয়ার ভিতর দিয়ে যে ৪,০০০ মাইল তারা এগিয়ে এসেছিল সেইখানেই কলচাকের আতঙ্কিত ফৌজকে ঠেলে নেওয়া হচ্ছিল। উত্তরে পাইনের বনগুলিতে সাদা আলখাল্লা পরা লাল ফৌজ স্কি করে বরফের উপর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মিত্রশক্তিগুলির ফৌজের মোকাবিলা করে তাদের আর্খাঙ্গেলস্কে ঠেলে নিয়ে শ্বেত সাগর পাড়ি দিয়ে দেশে ফিরবার জন্যে জাহাজে চড়তে বাধ্য করল। হুড়মুড় করে এগোচ্ছিল দেনিকিন; তাকে রোখা হল রাশিয়ার কামারশাল তুলায়—'যার লাল আগুনে লাল ইস্পাত অপরাজেয় লাল ফৌজের বেঅনেটে পরিণত হয়।' কৃষ্ণ সাগরের উপকূল অবধি তাড়িয়ে নিয়ে যাবার পরে দেনিকিন একখানা বৃটিশ ক্রুজারে করে পালিয়ে গেল।

ইউক্রেনের স্তেপভূমির উপর দিয়ে দিন-রাত ধেয়ে গিয়ে বুদিওন্নির অশ্বারোহী বাহিনী হঠাৎ পোল্যান্ডের ফৌজের পার্শ্বভাগে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে এই বিরাট বাহিনীর জয়যুক্ত অগ্রগতিকে মহা-বিপর্যয়কর পরাজয়ে পর্যবসিত করে তাদের হয়রান করতে করতে একেবারে ওয়ারসের ফটক অবধি তাড়িয়ে নিয়ে গেল। ভ্রাঙ্গেলকে পরাস্ত করে ক্রিমিয়ায় আটকে ফেলা হল; সোভিয়েতের ত্বরিতকর্মা ফৌজ ঝাঁপিয়ে পড়ল তার কনক্রিটের কেল্লাগুলোর উপর, আর তখন লাল ফৌজের প্রধান অংশটা জমাট-বাঁধা আজভ সাগর দ্রুত পার হয়ে গেলে—ব্যারনটি তুরস্কে পালিয়ে গেলেন। পেত্রগ্রাদে, একেবারে সেখানকার দেয়ালের নিচেই ইউদেনিচকে টুকরো টুকরো করে কাটা হল; বলটিক রাষ্ট্রগুলির ফৌজগুলোকে তাড়া করে তাদের নিজ নিজ দেশের সীমান্তের ওধারে ঠেলে দেওয়া হল; শ্বেতরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সাইবেরিয়ায়। সর্বত্র বিপ্লবের জয়জয়কার হল।

প্রতিবিপ্লবীদের যে ধ্বংস করা হল সেটা কেবল সোভিয়েতের বড় বড় ব্যাটালিয়নগুলো দিয়ে নয়,—বিপ্লবের এই বাহিনীগুলোর যে ভাবাদর্শ ছিল সেটা দিয়েও বটে।

এ বাহিনীগুলির ছিল পতাকা, লাল পতাকা, যাতে শোভা পাচ্ছিল এক নতুন দুনিয়ার মূলমন্ত্রগুলো। ন্যায় আর ভ্রাতৃত্বের গান গেয়ে গেয়ে তারা লড়াইয়ে এগিয়েছিল। বন্দী শত্রুদের তারা বিপথচালিত ভাইয়ের মতো দেখল। তাদের খাইয়েদাইয়ে, ক্ষত ব্যান্ডেজ করে ফেরত পাঠিয়ে দিল, যাতে তারা নিজেদের লোকের মধ্যে গিয়ে বলশেভিকদের আতিথেয়তার কথা বলে। মিত্রপক্ষের শিবিরে প্রশ্ন-বাণ বর্ষণ করা হল:

'মিত্রপক্ষের সৈনিকগণ, তোমরা রাশিয়ায় এলে কেন?' 'ফ্রান্স আর ইংলন্ডের মেহনতী মানুষ রাশিয়ায় তাদের ভাই শ্রমিকদের খুন করবে কেন?' 'আমাদের এই শ্রমজীবী মানুষের প্রজাতন্ত্রকে তোমরা বিনষ্ট করতে চাও?' 'জারকে পুনঃস্থাপন করতে চাও তোমরা?' 'ফ্রান্সের ব্যাঙ্কার, ইংলন্ডের ভূমি-আত্মসাৎকারী আর আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীদের জন্যে তোমরা লড়ছ। তাদের জন্যে রক্ত ঢালবে কেন?' 'দেশে ফিরে যাও না কেন তোমরা?'

লাল সৈনিকেরা ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে চিৎকার করে এইসব প্রশ্ন পেঁছে দিত শত্রুর ট্রেঞ্চে। লাল সান্ত্রীরা হাত তুলে সামনে ছুটে গিয়ে চিৎকার

করে এইসব প্রশ্ন করত। লাল বিমানে করে আকাশ থেকে ফেলা এইসব প্রশ্ন পাক খেয়ে খেয়ে গিয়ে পড়ত।

মিত্রপক্ষের সৈনিকেরা এইসব প্রশ্ন নিয়ে ভেবে দেখে বিচলিত হত। তাদের মনোবল ভেঙে পড়ল। লড়াইয়ে তাদের মন ছিল না। তারা বিদ্রোহ করল। অযুত অযুত শ্বেত সৈনিক—গোটা গোটা ব্যাটালিয়ন আর অ্যাম্বুলেন্স বাহিনী—চলে এল বিপ্লবের শিবিরে। প্রতিবিপ্লবের একটার পর একটা বাহিনী চুপসে গেল কিংবা উবে গেল রাশিয়ায় বসন্তকালে যেমনভাবে বরফ গলে যায়। বিপ্লবকে ঘিরে চেপে আসছিল যে-ইস্পাতের বেষ্টনী সেটা ভেঙে টুকরো টুকরো হল।

বিপ্লবের জয়জয়কার হল। সোভিয়েত রক্ষা পেল। কিন্তু সেজন্যে কী ভয়াবহ বলিদানই না করতে হয়েছে।

আক্রমণের ফলে বিপর্যয়

লেনিন বলেছেন, 'তিন বছর ধরে আমাদের সমস্ত কর্মশক্তি নিযুক্ত ছিল যুদ্ধের কাজে।' দেশের সম্পদ ঢেলে দেওয়া হল ফৌজে। ক্ষেতে লাঙল পড়ল না, যন্ত্রপাতি পড়ে রইল অযত্নে। জ্বালানির অভাবে কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে গেল। কাঁচা কাঠ দিয়ে বয়লার জ্বালাতে এঞ্জিনগুলো নষ্ট হল। পশ্চাৎপসরণ করল যেসব ফৌজ তারা রেললাইন উপড়ে ফেলল, পুল আর ডিপো উড়িয়ে দিল, শস্যের ক্ষেতে আর গ্রামে গ্রামে আগুন লাগিয়ে গেল। পোল্যান্ডের ফৌজ কিয়েভে শুধু জল-সরবরাহকেন্দ্র আর ইলেক্‌ট্রিক স্টেশন ধ্বংস করল তা নয়, নিছক বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তারা সেণ্ট ভ্লাদিমির গির্জাটাকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে গেল।

প্রতিবিপ্লবীরা তাদের পশ্চাৎপসরণটাকে ধ্বংসের তাণ্ডবে পরিণত করল। মশাল আর ডিনামাইট দিয়ে তারা দেশটাকে উচ্ছন্ন করে গেল,—পিছনে টেনে গেল ধ্বংস আর ভস্মের কালো রেখা।

যুদ্ধের ভিতর দিয়ে এল আরও বহু অমঙ্গল—ঢালাও সেন্‌সর, খামখেয়ালী গ্রেপ্তার, একগুঁয়ে সামরিক বিচারালয়। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যেসব স্বেচ্ছাচারের অভিযোগ করা হয় সেগুলো বহুলাংশেই ছিল

যুদ্ধের ব্যবস্থা—তা সত্ত্বেও সেগুলো ছিল বিপ্লবের ভাবাদর্শের জন্যে বলিদান।

তাছাড়া মানুষ বলি! রণাঙ্গনে নিহতের সংখ্যা বিরাট। হাসপাতালে মৃত্যুর তালিকা ভয়াবহ। অবরোধের জন্য ওষুধ, গজ্ আর অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম যেতে পারে নি। অবেদনিক ওষুধ ছাড়াই অঙ্গচ্ছেদন করতে হয়েছে। ক্ষত ব্যান্ডেজ করতে হয়েছে খবরের কাগজ দিয়ে। ফৌজগুলোতে পচা-ঘা, রক্তে বিষক্রিয়া, টাইফাস আর কলেরা চলেছে অপ্রতিহতভাবে।

রাশিয়া বিরাট দেশ—কাজেই এত লোক ক্ষয় হলেও বিপ্লব সে-ক্ষতি সহ্য করতে পারত। কিন্তু মস্তিষ্ক ক্ষয় আর অন্তরাত্মা ক্ষয়, বিপ্লবের পরিচালক কর্মশক্তিদায়ক শক্তি কমিউনিস্টদের পাইকারী হারে বিনাশ আর সইত না। লড়াইয়ের আসল ধাক্কাটা সামলাল এই কমিউনিস্টরাই। তাদের নিয়ে গড়া হয়েছিল বিভিন্ন ঝটিতি ব্যাটালিয়ন। কোথাও কোন দোদুল্যমানতা দেখা দিলে সেখানে দৃঢ়তা ফিরিয়ে আনবার জন্যে চটপট তাদের পাঠানো হয়েছে। তারা বন্দী হলে নিহত হয়েছে সব সময়েই। তিন বছরের যুদ্ধে রাশিয়ার অর্ধেক যুব কমিউনিস্ট নিহত হয়।

হতাহতের নিছক তালিকার কোন অর্থ হয় না—কেননা, পরিসংখ্যান হল হৃদয়াবেগবিবর্জিত সংকেত মাত্র। এই বইয়ের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যেসব তরুণকে দেখেছেন তাঁদের কথা পাঠক একবার স্মরণ করুন। তাঁরা ছিলেন একই আধারে স্বপ্ন-দেখা মানুষ আর কঠোর কর্মী, আদর্শবাদী অথচ কঠিন বাস্তববাদী—বিপ্লবের উৎকৃষ্ট উপাদান, বিপ্লবের প্রাণবন্ত মর্মবাণীর মূর্তপ্রতীক। তাঁদের ছাড়া বিপ্লব চলতে পারে, এটা অবিশ্বাস্য। কিন্তু তবু বিপ্লব চলেছে। তাঁরা নেই। এ বইয়ের প্রায় প্রত্যেকেই কবরে। তাঁদের কয়েক জন কীভাবে মারা গেলেন সেটা বলছি:

ভলোদার্স্কি—সমস্ত সোভিয়েত নেতাকে খুন করবার ব্যাপক চক্রান্তের ফলে তিনি নিহত হন।

নেইবুত—কলচাক রণাঙ্গনে প্রাণদণ্ডে নিহত।

ইয়ানিশেভ—ভ্রাঙ্গেল ফ্রণ্টে তাঁকে বেঅনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুন করা হল।

ভস্কভ—দেনিকিন রণাঙ্গনে টাইফাসে মারা যান।

তঙ্কোনোগি—শ্বেতরক্ষীরা তাঁকে তাঁর ডেস্কে গুলি করে মারে।

উৎকিন—মোটরগাড়ি থেকে টেনে নিয়ে তাঁকে গুলি করে মারে।

সুখানভ—তাঁকে ভোরে জঙ্গলে নিয়ে রাইফেলের কুঁদা দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে।

মেলনিকভ—জেল থেকে বের করে নিয়ে গুলি করে, লাঠি দিয়ে পিটিয়ে তাঁকে খুন করে।

'তাঁদের উপর নির্মম নির্যাতন চলেছে, তাঁদের উপর ঢিল পড়েছে, করাত দিয়ে তাঁদের ফালি করে কাটা হয়েছে, তাঁদের তাড়িয়ে নিয়ে ঘুরানো হয়েছে মরুভূমিতে, পাহাড়ে-পর্বতে, গুহায়-গুহায় আর মাটির গভীর গহ্বরে গহ্বরে।'

হিসেব কষে, বেছে বেছে বিপ্লবের প্রধান প্রধান মানুষগুলিকে খুন করা হয়েছে—বিপ্লবের ভবিষ্যৎ নির্মাতাদের ব্যাপকভাবে নিধন করা হয়েছে। এ রাশিয়ার অপরিমেয় ক্ষতি—কেননা, পদ-পদবি থেকে আসা নৈতিক অবনতি আর ক্ষমতার বিষক্রিয়া প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা এঁদের ছিল। যেমন বীরের মতো তাঁরা জীবন দিয়েছিলেন তেমনি বীরের মতোই তাঁরা বাঁচতে পারতেন।

তাঁরা মৃত্যু বরণ করলেন যাতে বি ্ব বেঁচে থাকে। বিপ্লব বেঁচে রয়েছেও বটে। পঙ্গু আর ক্ষুণ্ণ অবস্থায় হলেও, আপস করতে বাধ্য হলেও, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, অবরোধ আর যুদ্ধের ভিতর দিয়ে জয়যুক্ত হয়ে আসছে রুশ বিপ্লব।

বিপ্লব কি এত বলিদানের তুল্যমূল্য? বিপ্লবের নিশ্চিত ফলগুলি এই:

এক। জারতন্ত্রের রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে বিপ্লব ঝাড়ে-মূলে বিনষ্ট করেছে।

দুই। জারের, জমিদারদের আর মঠের বড় বড় জমিদারিগুলোকে তা দিয়েছে জনগণের হাতে।

তিন। মূল শিল্পগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করেছে এবং রাশিয়ার বিদ্যুৎসজ্জা আরম্ভ করেছে। লুটেরা পুঁজিপতিদের অশেষ শোষণ থেকে রাশিয়াকে সুরক্ষিত করেছে।

চার। দশ লাখ শ্রমিক আর কৃষককে সোভিয়েতে এনে তা তাদের প্রশাসনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়েছে। ৮০ লাখ শ্রমিককে ট্রেড ইউনিয়নে

সংগঠিত করেছে। চার কোটি কৃষককে লিখতে-পড়তে শিখিয়েছে। অযুত অযুত নতুন ইস্কুল, গ্রন্থাগার আর নাট্যশালার দরজা খুলে দিয়েছে; বিজ্ঞান আর শিল্পকলার আশ্চর্য বস্তুগুলির সঙ্গে জনগণের পরিচয় ঘটিয়েছে।

পাঁচ। জনসাধারণের উপর থেকে অতীতের সম্মোহন প্রভাবটাকে কাটিয়ে দিয়েছে। জনগণের সুপ্ত শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তাদের অদৃষ্টবাদী 'এই ছিল, এইই চলবে' বদলে হয়েছে 'এই ছিল, কিন্তু এমনটা থাকবে না।'

ছয়। আগে রুশ সাম্রাজ্যের দাসত্বে বাঁধা নানা জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নিশ্চিত করেছে। তাদের নিজ নিজ ভাষা, সাহিত্য আর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানাদি বিকশিত করে তুলবার অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে। পারস্য, চীন, আফগানিস্তান এবং অন্যান্য অনগ্রসর দেশকে—অর্থাৎ 'যেসব দেশের আছে বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ, কিন্তু ছোট ছোট নৌবাহিনী' তাদের সমান বলে গণ্য করেছে।

সাত। 'প্রকাশ্য কূটনীতির' প্রতি কেবল ভুয়া মৌখিক আনুগত্যের বদলে বিপ্লব সেটাকে বাস্তব করে তুলেছে। বিপ্লব 'গুপ্ত সন্ধি-চুক্তিগুলোকে ঝেঁটিয়ে দিয়েছে ইতিহাসের আবর্জনাস্তূপে'।

আট। বিপ্লব পুরোগামী হয়ে নতুন সমাজে প্রবেশের পথ করে দিয়েছে এবং সুবিপুল পরিসরে সমাজতন্ত্র নিয়ে অমূল্য ল্যাবরেটরির পরীক্ষা চালিয়েছে। নতুন সমাজব্যবস্থার জন্যে লড়াইয়ে সারা পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্বাস প্রখরতর করে তুলেছে, তাদের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিজ্ঞজনেরা এগিয়ে বলেন, আরও ভাল উপায়ে এসব ফল পাওয়া যেতে পারত। তেমনি, ষোড়শ শতকের ধর্মসংস্কার, আমেরিকার স্বাধীনতা আর দাসপ্রথার বিলোপও হয়ত আরও নরমভাবে, আরও কম বলপ্রয়োগে ঘটতে পারত। কিন্তু ইতিহাস সেভাবে চলে নি। ইতিহাসের সঙ্গে বিবাদ করে মূর্খরাই।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন
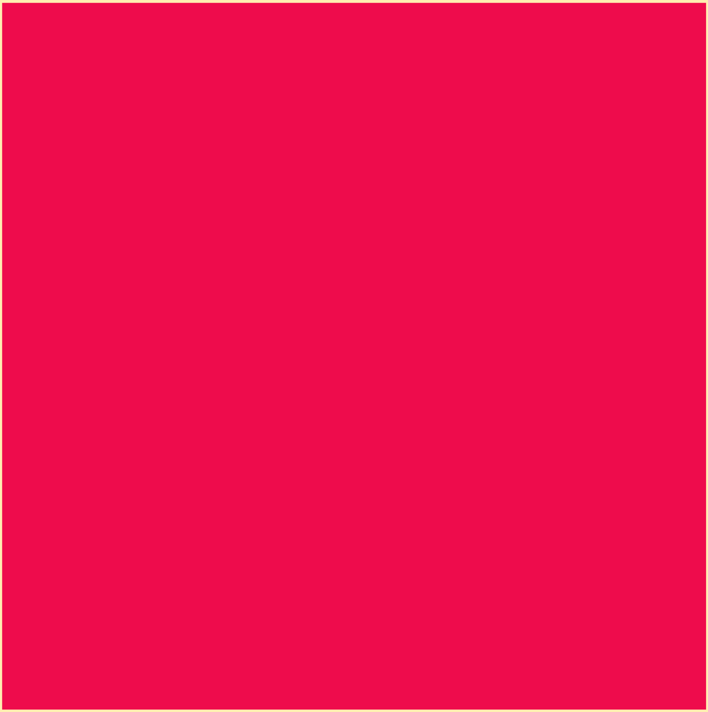
Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union